[illegible]
[illegible] পিতা পুত্র [illegible]
[illegible]
এখন বার্দ্ধক্য আমি পিতা [illegible] তুমি।
এখন বালক ছিলা না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন।
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে সব পাপের ভাগ অর্পিব তোমারে।
এবে পিতা হইয়াছ পুত্র তুমি আমি।
কোন রূপে আমারে পুষিবে পিতা তুমি।
দস্যু বাড়িতে তোমা বলে কোন জন।
তোমার পাপের ভাগী তব কি কারণ।
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁটমাথা করে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে মায়ের গোচরে।
সত্য করি আমারে কহিবে গো জননী।
আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি।
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক নিবেদন মাত্র কে শুধে মাতার।
দশমাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমার।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমার।
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট হৈল মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও।
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি।
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগি।
অন্য পাপ লইতে পারি এই পাপ নারি।
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবে মম ভক্ষণ পোষণ।
আর যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ ভাগ না লাগে আমারে।
দস্যু বাড়িতে কেবা বলিল তোমায়।
[illegible] মাত্র জানি তুমি পালিবে আমায়।
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
[illegible] তরিব আমি এ পাপ সাগরে।
[illegible] পাপেতে আমি কি হইবে গতি।
[illegible] আসিল মুনি ভাবিয়া দুর্গতি।
[illegible] মুনি বাবার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
যত পাপ [illegible]
আপনি [illegible] কৃপা [illegible]
এ [illegible] পাপে কি পাইব পরিত্রাণ।
কহিলেন [illegible] মুনি [illegible]
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে।
শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্রে জল [illegible] উড়ে।
[illegible]
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর।
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্রে জল হইল অন্তরে।
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা মনি তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে।
কমণ্ডলু জল ছিল নিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তাঁরে কহিবারে যায়।
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কাণে।
একবার রাম নাম বলহে বদনে।
পাপে জড়জিহ্বা রাম বলিতে না পারে।
কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম নাম মুখে এ কেমনে।
মকার কহিলে আগে রা কহিলে শেষ।
তবে ত পাপীর মুখে রামনাম আইসে।
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত্যু মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর।
মড়া মড়া বলে জপ [illegible]
তব মুখে [illegible] রামনাম।
শুক কাষ্ঠ দেখিলেন মুখের উপরে।
[illegible] রাখিয়া ব্রহ্মা [illegible] তাহারে।
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান।
মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে মুক্তি পরিত্রাণ।
[illegible]
একবার রামনামে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মা [illegible]
আদিকাণ্ড গাইল [illegible]

[illegible]

[illegible] ব্রহ্মা [illegible]
রামনাম দিয়া ব্রহ্মা গেল ব্রহ্মপুরে ।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসরে ॥
এক মনে জপে এক স্থানে একাসনে ।
সর্ব্বাঙ্গে বান্ধিল বল্মীকের কীটগণে ॥
মাংস খাইয়া তার পিণ্ড করিল সোসর ।
রহিল কতেক খুদ তাহার উপর ॥
খাইল সকল মাংস অস্থি মাত্র থাকে ।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে ॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর ।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায় ।
মনুষ্য নাহিক কিন্তু রামনাম যায় ॥
রামনাম শুনে মাত্র শিথিল ভিতর ।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে ।
সাত দিন বৃষ্টি কর শিথিল উপরে ॥
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল ।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান ।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম ।
মোরে মুক্ত কৈলা তুমি দিয়া রামনাম ॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল ।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
বাল্মীকেতে ছিলা সেই হেতু এ বিধান ।
সাতকাণ্ড রচ গিয়া রামের পুরাণ ॥
যেই রাম নাম হৈতে হইলা পবিত্র ।
সেই প্রভু রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদ্যমান ।
কেমনে হইবে প্রভু কেমন পুরাণ ॥
কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি ।
শুনিয়া বিধাতা তারে কহেন আপনি ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে ।
হইবে কবিত্ব জানি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরাণ ।
[illegible] সে সব কর্ম্ম করিবেন রাম ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভবন ।
[illegible] কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

[illegible]

ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী [illegible]
এক বাণে [illegible]
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী [illegible]
ব্যাকুল হইয়া পক্ষ [illegible]
রাগে [illegible] মুনি [illegible] দিয়া [illegible]
জীবজন্তু [illegible] পাপী [illegible]
[illegible] পক্ষী বড়ই সুরূপ ।
পাপীষ্ঠ নারকী তুই হবে কোন বর্ণ ॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষী জাতি ।
[illegible] তোমার মস্তকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে ।
সেই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান ।
না নিবার বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥
চারিপদ ছন্দ মুনি লিখিলেক পাতে ।
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে ॥
তমসার সন্নিধানে করিল গমন ।
গুরু শিষ্য বসিয়া ভাবেন দুই জন ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে ।
বাল্মীকির উপদেশ করিবার তরে ॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া ।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদ দেখিয়া মুনি সম্মুখে উঠিল ।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তারে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে ।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তারে ॥
এই শ্লোকছন্দে তুমি কর রামায়ণ ।
উপদেশ কহি জানি তুমি সে ভাজন ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবেন নরপতি ।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে ।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ [illegible] ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন ।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী [illegible]
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কা[illegible]
সুগ্রীব সহিতে রাম করিবে[illegible]

[illegible]

এবার [illegible]
পূর্ব্বে [illegible]
জন্ম হৈতে [illegible]
জন্মিয়া করিবেক [illegible]
এত বলি [illegible] গেলেন [illegible]
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

অথ চন্দ্রবংশোপাখ্যান।

এ [illegible] সূর্য্যবংশে।
করিল [illegible] অমরের হৈত [illegible]
সাগর মথনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চাঁদের পুত্র বুধ অতি ধন্য॥
পুরুরব নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র সত্যবর্ত্ত নামে সর্ব্বজন।
স্বর্ণ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র শেষ নাম যুত।
সাঙ্গেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
বীরধ্বজ [illegible] তাঁহার কুমার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
চন্দ্রবংশ রচনা করিল তপোধন॥

অথ মান্ধাতার উপাখ্যান।

আদি পুরুষের নাম হইল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন॥
তিন পুত্র হইল তাহারা এক আদি।
সকলে তাহার [illegible]॥
জরৎকারু মুনি [illegible]
তাঁহারে বিভা দিল [illegible]॥

[illegible]

এমন [illegible]
হইল [illegible]
যুবনাশ্ব হইল রাজা [illegible]
বিবাহ করিতে গেল [illegible]॥
কামিনী [illegible]॥
বিবাহ করিল [illegible]॥
বিবাহ করিল [illegible] না হয়।
সন্তান [illegible]
বিশেষ [illegible]
অভিশাপ [illegible]॥
তপস্যা করিয়া [illegible]
প্রণতি করিয়া [illegible]
আশীর্ব্বাদ কর [illegible]
শুনিয়া [illegible]॥
পত্নী সহ তোমার [illegible]
কেমনে [illegible]॥
এই যুক্তি কর রাজা [illegible]
যজ্ঞ কর তবে [illegible]
যজ্ঞভাগ [illegible] রাণীকে [illegible]
হইবে তোমার পুত্র [illegible]॥
যজ্ঞ করি জল রাজা [illegible]
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে।
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
জল খাব বলি রাজা হইল কাতর॥
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল।
পূত জল ছিল [illegible]॥
প্রভাতে প্রকাশ হইল [illegible]
জল [illegible] ব্রাহ্মণ।
রাজা বলে [illegible]
রাত্রিকালে জল আমি [illegible]॥
এ কথা শুনিয়া বলে [illegible]
[illegible] জল খাইলে হবে গর্ভবতী॥

[illegible] অভিশাপ তাহারে লাগিল।
[illegible] মহারাজ চক্রবর্তী ছিল ॥
[illegible] পূর্ব হইল রাজার।
বাড়িল হইল শেষ দিলিপ কুমার।
নৃপতি ভাবিল প্রাণ পাছে [illegible] ।
[illegible] দিলা [illegible] রঘুরাজা ॥
[illegible] হইল রাজরাজা।
[illegible] অধিপতি [illegible] প্রজা ॥
[illegible] পণ্ডিতের [illegible] ।
[illegible] ॥

অথ [illegible]
[illegible]

মান্ধাতার জনম হইল সূর্য্যকুলে।
জনম পাইলে তার জগতে আনন্দ।
তাঁর তনয় নামে পৃথু নৃপবর।
তাঁর বংশেতে [illegible] হইল সাগর ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু মহীপতি।
বশিষ্ঠে [illegible] ছিল রথের সারথি ॥
শতাবর্ত্ত নামে তার হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে পুত্র হইল তাহার ॥
ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান।
যাহা হৈতে উৎপত্তি ভারত পুরাণ ॥
অশ্বিন তাঁহার পুত্র নামেতে সুন্দর।
খাণ্ড নামে তার পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর ॥
খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকার করে ॥
সব প্রজা কহিলেক রাজাকে গোহারি।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগরী ॥
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥
কানন মধ্যেতে দিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর ॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তার ঘর ॥
এক দিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
[illegible] দণ্ডরাজা গেলেন পড়িতে ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

কন্যা বলে শুন রাজা বলি তব ঠাঁই।
পিতৃ বিনা [illegible] নাই ॥
বিবাহ করিতে যদি আছে তব মন।
পিতৃ বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন ॥
রাজা বলে এ কথায় স্থির নহে মন।
পাছে দিয়া [illegible] দেহ আলিঙ্গন।
শুক্রকন্যা বলি রাজা না করে বিচার।
পুষ্পবাটিকাতে তারে করে বলাৎকার ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
তপস্যা করিয়া মুনি [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
কন্যাকে দেখিয়া মুনি [illegible] ॥
মুনি বলে [illegible] এ কেমন।
সর্ব্বাঙ্গেতে তোমার শৃঙ্গারের লক্ষণ ॥
লজ্জাপুটাইয়া কন্যা কহে তার পাশ।
তব শিষ্য দণ্ডরাজা [illegible] নাশ ॥
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
দণ্ডক বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর ॥
পুথী কাঁখে করি দণ্ড আইসে পড়িবারে।
দণ্ডেরে দেখিয়া তবে কহিল তাহারে ॥
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতনা।
ভাল ভাল দিলা আজি গুরুর দক্ষিণা ॥
এমত কুপুত্র যার জন্মে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ড রাজা এ জগতে ॥
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজা ভস্ম হইল সে খাণ্ড ভস্মরাশি ॥
অযোধ্যাতে খাণ্ডরাজা ছাড়িল জীবন।
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের রাজন ॥
অযোধ্যাতে ছিল [illegible] বশিষ্ঠ [illegible]
পুত্রের সমান করি পালেন [illegible]
মুনি বলে [illegible] সব [illegible]
দিয়া রাজ্য করিয়া জনম [illegible]
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ [illegible]
হইবে অজার এক উত্তম [illegible]
যেইকালে অজা কন্যা ঋতুমতী [illegible]
দণ্ডরাজা বলাৎকার [illegible]
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ [illegible]
শীঘ্র পাঠাইয়া সেই রাজা [illegible]
অজাকে পাঠাইয়া দিল [illegible]
অযোধ্যার রাজা হবে [illegible]

রাজাকে বশিষ্ঠ মুনি [illegible]।
হইল হরিতাশ্ব [illegible]॥
হরষে হইল তার নাম [illegible]।
মুনি তারে আশীষ করিল [illegible]॥
দিলে দিব্য [illegible]।
হয় রাজ্য [illegible]॥
এক [illegible]।
[illegible]
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব [illegible]।
আদিকাণ্ড গাইল [illegible] উপাখ্যান॥

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

হরিতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যানগরে॥
পরবধূ বলি হরিবীজ রাজ্য করে।
তার পুত্র শান্ত হরিশ্চন্দ্র [illegible]॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব দেশ।
স্বরূপ গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ॥
পিতৃমৃত্যু পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে আপনার প্রজা॥
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা নাম যার।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি তার॥
সুন্দরী পাইয়া রাজা অন্তরে উল্লাস।
তাহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে মান্য কিছু শুনহ সম্প্রতি॥
এক দিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নিত্য করে প্রথমা যুবতী॥
নাচিতে নাচিতে অতি নাচিল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ॥
দেখিয়া কহিল কোপে দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর॥
যৌবন গর্ব্বিতা তোরা হয়েছিস মনে।
বৃক্ষ হয়ে থাক বিশ্বামিত্র তপোবনে॥
চরণে ধরিয়া কন্যা কান্দন রোদন।
কত কালে হবে বল শাপ বিমোচন॥

হৈব যবে [illegible]।
মুক্ত হবে [illegible] হরিশ্চন্দ্র রাজনে॥
দিব্য [illegible] পুষ্প [illegible]।
তাল তাহে ফুল ফোটে [illegible]॥
বিশ্বামিত্র [illegible] তপোবনে।
তাল তাহার [illegible]॥
এক দিন [illegible]।
[illegible]
কন্যা [illegible]
অনেক [illegible]
যেমন কালে [illegible]
মৃগয়া করিতে [illegible]।
মৃগ না পাইয়া [illegible]॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিল [illegible]।
কন্যা তারে উচ্চস্বরে [illegible]॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা হৈল [illegible]।
স্পর্শমাত্র মুক্ত [illegible]॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র [illegible]।
সভায় রহিত তথা করিল শয়ন॥
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
কন্যাগণে না দেখি দুঃখিত হৈল মন॥
আমি যে রাখিনু বৃক্ষ হৈল কোনজন।
রাজানাশ হৈল তার সহজে জীবন॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল [illegible]॥
মুনি ক্রোধ করিয়া চলিলেন ত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর॥
মুনিকে দেখিয়া রাজা হৈল কৃতাঞ্জলি।
আইস আইস বলি দিল বসিতে আসন॥
সকল পুণ্য মোর সফল জীবন।
মোর ঘরে আইলে মুনি গাধির নন্দন॥
ক্রুদ্ধ অনল যেন জ্বলে তপোধন।
কন্যাগণে রাখিনু ছাড়িলে কি কারণ॥
রাজা বলে কন্যা [illegible]।
[illegible] প্রভু [illegible]॥
দান পুণ্য করি প্রভু তুষিব ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা প্রতি মোর দোষ ক্ষম তপোধন॥

এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর কত কত অহঙ্কার॥
কি দান করিবে তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহত রাজন॥
রাজা বলে পৃথিবীতে সকল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু [illegible] বচন॥
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন।
রাজা বলে গোসাঞী করিব তব মান॥
মুনি বলে দান দেহ যদ্যপি রাজন।
অগ্রেতে কহ তুমি সত্য নির্বন্ধন॥
রাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাই পরিত্রাণ॥
নৃপতি করিল সত্য না বুঝিয়ে ছল।
মৃগ বান্ধি ছিল যেন না জানিয়া ফাঁদ॥
মুনি বলে দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন মম সত্যের পালন॥
মুনি বলে দিবে দান কহেছ অন্তরে।
রাজন পৃথিবী দান করহ আমারে॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিল তোলা মাটী॥
প্রদান করিল হরিশ্চন্দ্র অদ্ভুত।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধিসুত॥
মুনি বলে দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন॥
রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিও ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোনা॥
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ॥
নৃপতি কহিল আজ্ঞা ভাণ্ডারির প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি॥
হুঁ হুঁ করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডার উপর তব কিবা অধিকার॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারি কাহার বল দিবেক তোমারে॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনা আপনি করিলাম সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে নৃপতি বলিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া কোথা যাহ স্থানান্তরে॥
শাপ দিব [illegible] শুন মহামুনি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে নারি একখানি॥
[illegible] বসুমতী।
[illegible] বসুমতি॥
শাপ দিব [illegible]
কোথায় [illegible]
এত শুনি [illegible]
পৃথিবী [illegible]
সত্যা রাজী [illegible]
তিনজন চলিল [illegible]
মুনি বলে শুন [illegible]
দিয়া যাহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন॥
রাজা বলে গোসাঞী না ভাবিবেন দুখ।
সাত দিন পরে দিব সাত কোটি সোনা॥
সাত দিন পরে রাজা বাহিরা চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র [illegible]।
আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন॥
সত্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শুধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা॥
সবে বলে শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমাকে বিক্রয় কর হাটের ভিতরে॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী লবে বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধুজন।
ছিল তার একটী দাসীর প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বলেন ওহে পুরুষ রতন।
লইবে দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
গোসাঞি দাসীর মূল্য চারি কোটি সোনা॥
একথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটি স্বর্ণ দিয়া দাসীরে কিনিল॥
দাসী লিয়া বিপ্র যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস॥
অঙ্গনে বসিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ী॥
সবে বলে গোসাঞি গো কৃপা করি নিবেন।
বিনা পুত্রে কিসে আমার এ জীবন॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া ব্যাকুল।
ভুবনের ভাবে কোথা পাইব তণ্ডুল॥
সত্যা বলে তুমি অন্ন দিবে যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে॥
ব্রাহ্মণ কহিলা তোমরা যেমন বাতুল।
দিন প্রতি এক সের পাইবা তণ্ডুল॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার ঘরে।
স্বর্ণ লয়ে চলে রাজা মুনি বিদ্যমানে॥

অত্যন্ত [illegible]
অর্থ [illegible] ॥
সাত কোটি [illegible] মাত্র রহেছে বাকি।
বিশ্বামিত্র [illegible] ॥
এ কথা শুনিয়া সত্য [illegible]।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥
হাটে থাকি বৈসে [illegible]।
তৃণ বান্ধি মাথাইল [illegible] ভিতরে ॥
নফর কিনিবে বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে ॥
সে বলে আমার কর্ম আছেত অনেক।
চাহি এক নফর শূকর রাখিবারে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন ॥
কালু বলে শুন ওহে পুরুষ রতন।
আপনার মূল্য করে কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ সব তিন কোটি মূল্য আপনার ॥
এ কথা শুনিয়া হাড়ি বিলম্ব না কৈল।
তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল ॥
সাত কোটি স্বর্ণ দিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পাইয়া মুনি গেল অযোধ্যানগরে ॥
কালু বলে শুন ওহে পুরুষ রতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥
কহিতে লাগিল রাজা করিয়া প্রবন্ধ।
বাপ মায়ে রাখিলেক নাম হরিশ্চন্দ্র।
কতবা বেড়াবে হরিচন্দ্র নাম ধরে।
কখন বলিও হরি কখন বা হরে ॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস ॥
কালু বলে হরিদাস বলি ডাকি তোরে।
শূকরের পাল রাখ বারাণসী পুরে ॥
হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন।
সঙ্গে না রাখিবে মোরে কহিতে [illegible] ॥
বারাণসী তীরে বসে মরা আসে যার।
পঞ্চাশ কাহন লবে প্রত্যেক মড়ার ॥
সপির: কর্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
আমার এ কথা শুন শূকরের পাল ॥
দান পুণ্য করিনু অশেষ যত কালে।
তোমাদের মল মূত্র ঘুচিল কেমনে ॥

এক সত্য পালিতে [illegible] সকল খুয়াইয়া।
মন দুঃখে [illegible] করিছে অন্তরে ॥
পালিল [illegible] বাক্য অকস্ম পুরে।
মন দুঃখে পরিতাপ করিল অন্তরে ॥
[illegible] তুল্য সাজে রাজা [illegible] করি।
বারাণসীতীরে গিয়া বসে যোড়করি।
রাজচিহ্ন রাজার সকল দূরে গেল।
পাটনির বেশ রাজা তখন ধরিল ॥
সব্যা রহিলেন যোথা ব্রাহ্মণের ঘরে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেন তাঁরে ॥
তিন পোয়া করিলাম খাটি তিনবারে।
এক পোয়া খানজন্য ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
বিপ্র বলে শুন সব্যা আমার বচন।
খাইল তোমার তাহা তোমার নন্দন ॥
কালি হতে আমি যে করিব সেবার্জন।
তব পুত্রে পাঠাব করিতে আহরণ ॥
পুষ্প আহরণে বঞ্চিত বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিবত তণ্ডুল কিছু আর ॥
সব্যা বলে যেই আজ্ঞা করিবে যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন ॥
স্বর্ণ সাজি লইল পুষ্পের আকাঙ্ক্ষি।
বিশ্বামিত্র তপোবনে গেল তাড়াতাড়ি ॥
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে।
এক দিন আইল মুনি সে বন ভ্রমণে ॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কোপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম আসি করে কোন জনে ॥
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন ॥
বিপ্র ঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ।
কালি যদি আইসে তার বুকে খাবে সাপ
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে শোয়া সব্যা দেখেছে স্বপন
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন ॥
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে।
হেনকালে সব্যা তার চুলে ধরি বলে ॥
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিশ্চয় করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন ॥
রুহিদাস বলে মাতা যদি থাকি ঘরে।
দুর্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমারে ॥
কভি পুত্র করে পিতা মাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্বক্ষণ ॥

ধনা রাখিল শিশু পুত্র বাপের বচন ।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে ।
নানা জাতি পুষ্প তোলে যাহা লয় মনে ॥
জাতি যূথি মল্লিকা তুলিলেক মন ।
পারিজাত সেফালিকা শিউলি কাঞ্চন ॥
অশোক কিংশুক জবা আতসী কেশর ।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর ॥
অবশেষে ঝাঁকড়ে আকড়ি তোলাইল ।
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে খাইল ॥
সর্পাঘাতে শিশুর বেড়িল বিষের জাল ।
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর ॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ ।
এখন না আইল কবে হবে দেবার্চ্চন ॥
শৈব্যা বলে প্রভু এই করি নিবেদন ।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন ॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন ।
তপোবনে মুনির নিকেত দরশন ॥
তপোবনে চাহিয়া বেড়ায় বালকেরে ।
দেখে বৃক্ষ আড়ে পড়ে আপন কুমারে ॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে ।
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥
পুত্র কোলে লয়ে শৈব্যা করিছে ক্রন্দন ।
কোথা বলি গেলে পুত্র রুহিতনন্দন ॥
কোথা গেছ ওহে হরিশ্চন্দ্র মর্শোদন ।
আসিয়া দেখহ তব মরিল নন্দন ॥
ধর্ম্ম করিবারে দুঃখ দিল নারায়ণ ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে রোদন ।
এমন নাহি যে দেয় প্রবোধ বচন ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন ।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিশ্বাস ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে ।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র বাঁচিব কেমনে ॥
শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে দ্বিজগণ ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥
মরা কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন ।
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ ॥
মরা লয়ে যাহ তুমি শ্মশানপুরে ।
কাষ্ঠ চিতা করি অগ্নি জ্বাল দিয়ে দিয়ে ॥
মরা লৈয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে ।
শৈব্যা লৈয়া গেল ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে ॥
মরা লৈয়া গেল শৈব্যা বারাণসীবাস ।
হাতেতে মুদগর করি আইসে হরিদাস ॥
হরিদাস বলে আমি মরা দাহ করি ।
মরা প্রতি পঞ্চাশ কাহন দিবে কড়ি ॥
হরিদাস বলে তোমায় কহিনু নিশ্চয় ।
তোমারে যে বলি সত্য আর নাহি হয় ॥
অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার ।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥
শৈব্যা বলে গোসাঞি বলিতে ভয় বাসি ।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥
শৈব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনি ।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি ॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন ।
হাতেতে মুদগর লয়ে আইসে রাজন ॥
পড়িলেন পুত্র লৈয়া শৈব্যা আভ্যন্তরে ।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে ।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে শৈব্যা কান্দে বিনাযায় ।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্বজ্ঞান ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে রাণী না কর ক্রন্দন ।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ নয়ন ॥
শৈব্যা বলে ধিক্ ধিক্ এ ছিল কপালে ।
মম রূপে পাটনি পড়িল ভূমিতলে ॥
অযোধ্যার ছিলাম যে রাজার রমণী ।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনি ॥
হরিদাস বলে প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই ।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম ।
তোমারে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম ॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন ।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল ।
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন ।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিতনন্দন ॥
এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥

তখন চন্দন কাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে রাজা পিতা ॥
যে কালে অনলে ঝাঁপ দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন রাজাতে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবে জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥
হেনকালে কালু আসি বলে রাজার ঠাঁই।
তোমার আমার সুবর্ণের দায় নাই ॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া তথা বলে রাজার স্থানে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥
রাজা বলে গোসাঞি করিগো নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কারণ ॥
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ কঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল ॥
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইল ॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন ॥
মুনি বলে শুন হরিশ্চন্দ্র মহামতি।
আপনার রাজ্য তুমি কর শীঘ্রগতি ॥
রাজা বলে গোসাঞি শুনহ নিবেদন।
কেমনে করিবে রাজ্য কহ তপোধন ॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্ন মানস অতি প্রফুল্ল বদন ॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥
রাজ্যভার পুত্রকে করিল সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোক করিল গমন ॥
শরীর সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
কুক্কুর বিড়াল আদি যে ছিল সস্থানে ॥
দেব গদাধর তাহে কোপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে ॥
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন ॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা স্বর্গ যাই বলে।
মুনি বলে যাও রাজা কোন পুণ্যফলে ॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥
বাপি কূপ তড়াগাদি যত খুঁড়িয়ে করি।
দিয়াছি আরাম আর বৃক্ষ সারি সারি ॥
আমার রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনারে বেচিয়া শুধিলাম কাঞ্চন ॥
পুণ্য কথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে হইল কাতর ॥
স্বর্গে থাকি দুঃখি বলে যত দেবগণ।
হরিশ্চন্দ্রের কীট কি করিবে তখন ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি কীটে তাহা ক্ষয় ॥
ক্ষেত্রে হৈতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কীটে তাহা খায় ॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
তাহার কীটক পরে সেই সে বসন ॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধ পথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন ॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা অর্দ্ধ পথেতে রহিল ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র বিবরণ ॥

সগর বংশোপাখ্যান।

অতঃপরে হইলেক রোহিদাস রাজা।
পুত্র তুল্য পালন করেন সব প্রজা ॥
তাহার নন্দন সে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
অপুত্রক রাজা রাজ্য করে মনোদুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা যে চাহে অন্তরে ॥
সগর বলেন পুত্র বিনা বড় দুঃখ।
বর দেহ দেখি আমি বহু পুত্র মুখ ॥
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বর।
পুত্র ষাটি হাজার যে হইবে তোমার ॥
বর পাইয়া আইলেন সগর নৃপতি।
শিব বরে দুই নারী হৈল গর্ভবতী ॥

কেশিনী সুমতি তার দুই স্ত্রীর নাম।
দিনে দিনে গর্ভ সব বাড়ে অনুপম॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
কেশিনী প্রসব হৈল সুন্দর তনয়।
তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম॥
সুমতির গর্ভব্যথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু এক প্রসবে তখন॥
দেখিয়া অলাবু রাজা ভাবিল অন্তরে।
অদ্ভুত বলিয়া গণি দিলেক শিবেরে॥
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিল প্রমাণ॥
উঠি দিবি করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস॥
খাইতে খাইতে দুগ্ধ সবগণ বাড়ে।
ষাটি হাজার পুত্রেতে সগর হাহাকারে॥
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিধাই।
অচিরে মরিবি তোরা নহিবি নিস্তাই॥
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর নন্দন।
ছয় মাস বয়স হইল পুত্রগণ॥
যখন সগর রাজা হাতে বাড়ে ভুড়ি।
ষাটিহাজার কোলে আইসে দিয়া হামাগুড়ি॥
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের বিবাহ দিলেন শ্রীসগর॥
ষাটি হাজারের ষাটী হাজার বহুয়ারি।
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোধ্যা নগরী॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ ধর্ম্ম পরায়ণ।
অংশুমান নামে তার হইল নন্দন॥
তার ষাটি হাজার তনয় এক নাতী।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন।
সংসারের অসার সব সত্য নারায়ণ॥
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে রহি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি॥
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার॥
যতেক বালক খেলা খেলায় নগরে।
হাতে গলে বান্ধিয়া সকল ফেলে নীরে॥
যত নারীগণ জল লইবারে আসি।
আছাড়িয়া ভাঙ্গে সব জলের কলসী॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজাঘর।
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর॥
পুত্রের চরিত্র শুনি কাঁদিল তখন।
অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস॥
বনে [illegible]সমঞ্জ হরষিত মন।
সংসারের বান্ধব চাহিল নারায়ণ॥
অসমঞ্জ পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
ইতর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মুখে সরস্বতী।
অমৃত সমান হৈল আদিকাণ্ড পুথী॥

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশ নাশ।

এক দিন সগর ভাবিয়া মনে মনে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা ভুবনে॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল দিয়ে পাতাল ভিতর॥
পৃথিবীর রাজা সব যম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিনলোকে ব্যাপে॥
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ হৈল আরম্ভনে।
অশ্বকে রাখিতে দিল যতেক নন্দনে॥
বাপের আজ্ঞেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সহোদর॥
পুত্র বাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায়॥
ইন্দ্রের সহিত আমার হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত মন॥
বলেন বাসব ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন তুমি ঘোড়া কর চুরি॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশা প্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে॥
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি জানে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তার পাছে॥
অন্ধকার ঘুচি সব দূরিল যখন।
ঘোড়া হারাইয়া বলে সগর নন্দন॥
চাহিয়া বেড়াইলেন পৃথিবী সকল।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলিল পাতালে॥
লইল ষাটি হাজার কোদালি হাতে করে।
চারি ক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে।

ক্রোধ করি যেই মাত্রে কোপানলে মুখে।
এক চোটে [illegible] পাতালে সর্ব্বমুখে।
চারি দণ্ডে পুড়িলেক সে ষাটি হাজার।
সাগর খুঁজিয়া দেখে পাতালে ভিতর।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক তার বন্ধ থাকে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে।
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়া চোরে দেখিতে পাইলাম এই ঠাঁই।
মুনির কাছেতে বান্ধে কোপানির পাশি।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি।
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি জ্বলে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি।
এক কালে ক্ষয় হৈল সগর নন্দন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।

কপিল কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের উপদেশ।

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ।
সে অসমঞ্জের পুত্র নাম অংশুমান।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান।
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে পৃথিবীতে লাগিল দেখিতে।
যে পথে প্রবেশ হয় দেখে থান থান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সান্ধান।
অগ্রেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী দেখিতে সুন্দর।
ধরিয়াছে পৃথিবী সে মস্তক উপর।
প্রণাম করিয়া তারে কহিছে সত্বর।
হস্তী বলে এই পথে যাহ আগুসার।
ঘোড়া চোর নিকটে হইবে সাক্ষাৎকার।
পূর্ব্ব হইতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
অংশুমান তাহারে লাগিল জিজ্ঞাসিতে।
দেখিয়াছ বাপের সন্ধান এই পথে।
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবে সে ঘোড়া তব যাও এই পথে।
তথা যদি না পাইবে ঘোড়ার দর্শন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন।
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
মেদিনী ধরিয়াছে সে মস্তক উপর।
সে সব হস্তীর কাছে তত্ত্ব কহি কথা।
ভূমিকম্প হয় যবে তারা নাড়ে মাথা।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক তার অগ্রভাগে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে।
দণ্ডবৎ হইয়া তাঁরে [illegible] করিতে।
সগরের পুত্রগণে দেখেছ এ পথে।
কহিতে লাগিল কপিল মহাঋষি।
যম কোপানলে পুড়ে হৈল ভস্মরাশি।
শুনিয়াত অংশুমান দুঃখিত অন্তর।
সেই বংশে তপোধন আমার জনম।
অসমঞ্জ পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।
অংশুমান বলে মুনি শুন মহামতি।
কেমনে পাইবে বল বংশের নিষ্কৃতি।
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক দিন।
প্রসন্ন হইয়া মুনি কহেন কপিল।
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সগরের নাতি।
কেমনে জন্মিল গঙ্গা কোথা অবস্থিতি।
কোথা গেলে পাইব গঙ্গার দরশন।
কহ দেখি শুনি মুনি গঙ্গার জনম।
গঙ্গার জনম কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

সগরের গঙ্গা আনিতে গমন ও ভগীরথের জন্ম।

এক দিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
গান পঞ্চ মুখেতে মদন ত্রিলোচন।
শিঙ্গা বাজে ডিমি ডিমি ডমরু বাজে ঘন।
পঞ্চমুখে [illegible]
[illegible]
শুনিয়া সে গান [illegible]
দ্রবরূপ হইলেন [illegible]
সেইরূপা বহিলেন পতিতপাবনী।
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া রাখয়ে।
রাখিলেন বিধাতা তুলিয়া নিজস্থানে।
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে ভূপতি।
তবে সে [illegible]
অংশুমান তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশে হেতু গঙ্গা হবেন গোচর।

ঘোড়া লইয়া কপিলের তপোবনে বান্ধে ।
বিবরণ কহে আসি অংশুমান পাশে ।
ঘোড়া পাইলাম কিন্তু কপিলের স্থানে ।
তাঁর কোপানলে পুড়ে মৈল সর্ব্বজনে ।
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল হয় ।
পুত্র শোকে বিরস বিষাদে করেন ক্রন্দন ।
যখন হইল জন্ম রাজার বংশায় ।
তখন জেনেছি আমি সভার আশয় ।
বাটি হোতার পুত্রে শাপ দিলেন বিধাই ।
অল্পকালে মরিল না হইবে মিলাই ।
অগতি হইল যজ্ঞ না হইল সার ।
কিসেতে পাবেন মুক্তি তাদের উপায় ।
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা আনি কি প্রকার ।
তাঁহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার ।
অংশুমানে রাজা রাজ্য করি সমর্পণ ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করেন গমন ।
গঙ্গা না পাইয়া তার নিত্য বাড়ে শোক ।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক ।
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগরে ।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে ।
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর ।
তাহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর ।
অপুত্রক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে ।
দুই নারী রাখি গেল অযোধ্যানগরে ।
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে ।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে ।
কভু জলাহার করে কভু অনাহার ।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার ।
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক ।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক ।
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর ।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর ।
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে ।
কেমনে রাখিবে বংশ নির্ম্মূল হইলে ।
*ভাবেন সকল দেব যুক্তি করে মনে ।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ।
দিলীপের দুই স্ত্রী আছে নিজ দেশে ।
শঙ্কর গেলেন তথা আরোহিয়া বৃষে ।
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি ।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী ।
দুই নারী কহে প্রভু কি দিলে বচন ।
বিধবা আমরা কিসে হইবে নন্দন ।

শঙ্কর বলেন দুই জনে কর রতি ।
মম বরে একের হইবে পুত্রোৎপত্তি ।
এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি ।
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী ।
দুই জনে আছে জ্ঞান পাইয়া যুকতি ।
কত দিনে একজন হৈল ঋতুমতী ।
দোঁহাতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ ।
দোঁহে কেলি করিতে একের হইল গর্ভ ।
দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসব সময় ।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয় ।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন ।
হেন পুত্র বর কেন দিলা ত্রিলোচন ।
অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চাহিতে না পারে
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে ।
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি ভিতরে
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে ।
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন ।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ।
মুনি বলে রাখি যাও পথে শোয়াইয়া ।
করুণা করিবে কেহ অদ্ভুত দেখিয়া ।
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে
অষ্টাবক্র মুনি যান স্নান করিবারে ।
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি চলিতে না পারে
বালক তেমতি করে পথের উপরে ।
এক দৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায় ।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভাংচায়
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস ।
মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীর বিনাশ ।
যদি তব শরীর স্বভাবেতে এমন ।
মম বরে হবে তুমি মদনমোহন ।
অষ্টবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান ।
যারে যম শাপ দেন কভু নহে আন ।
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার ।
দাণ্ডাইল উঠিয়া যে রাজার কুমার ।
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপ নন্দন ।
পুত্র পেয়ে হরষিত দোঁহে গেল ঘরে ।
ডাকিয়া আনিল মুনি উভয় রাণীরে ।
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ ।
ভগে জন্ম হেতু হৈল ভগীরথ নাম ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ ।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম ।

ভগীরথের [illegible]

প্রৌঢ় বয়সেতে [illegible] ।
শুভক্ষণে পাইলেন [illegible] ।
বালকে [illegible] ।
জারজ বলিয়া গালি এক দিন দিল ।
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর ।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ।
কান্দিতে কান্দিতে তার রক্তবর্ণ [illegible] ।
শয়ন করিয়ে শিশু করিল গমন ।
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর ।
[illegible] তাহারে [illegible] ।
কান্দিয়া চলিল যথা আছে মহামুনি ।
বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দন ।
রোদনের বলিয়ে পুত্রে পাবে দরশন ।
আসিয়া জননী ভগীরথে নিল কোলে ।
বদন মুছিল তার বস্ত্রের অঞ্চলে ।
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী ।
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি আমিত না জানি ।
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল ।
বন্দি মুক্ত করি যদি থাকে বন্দিশাল ।
কোন রোগে রোগী তুমি আমিত না জানি ।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি ।
ভগীরথ বলে মাতা কহি বিদ্যমান ।
রোগ দুঃখ নহে আমি পাইনু অপমান ।
বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে ।
জারজ বলিয়া গালি দিলেন ব্রাহ্মণে ।
কোন বংশে জাত আমি কাহার নন্দন ।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ ।
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা ।
পুত্র সম্বোধিয়া মাতা কহে মর্ম্মকথা ।
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয় ।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময় ।
গঙ্গা স্বর্গ হইতে আইসেন যদি ক্ষিতি ।
তবে সে সগর বংশ পাইবে নিষ্কৃতি ।
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন ।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন ।
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে ।
পাইলাম তোমা পুত্র [illegible] বরে ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] শয়ন ।
সূর্য্যবংশে [illegible] আই ।
[illegible] যে তোমারে পাই ।
যদি পারি [illegible] ।
গঙ্গা আনি করিব সগর বংশ ত্রাণ ।
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী ।
তপস্যায় একবারে যেওনা যাদুমণি ।
না রহিবে ভগীরথ [illegible] ।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন বশিষ্ঠের স্থান ।
যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ ।
দক্ষিণ লোচন তার করিছে স্পন্দন ।
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি ।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি ।
অনাহারে ইন্দ্র মন্ত্র জপে নিরন্তর ।
ইন্দ্রসেবা করে তবে হাজার বৎসর ।
মন্ত্র বশ দেবতা রহিতে নারে ঘরে ।
আইলেন বর দিতে বাসব তাহারে ।
কোন বংশে জন্ম তব কাহার তনয় ।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয় ।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন ।
সূর্য্যবংশে জাত আমি দিলীপ নন্দন ।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন ।
কপিল মুনির শাপে ছিল ভস্মময় ।
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা দেব পুরন্দর ।
তাহে মম বংশের যে হইবে নিষ্কৃতি ।
ইন্দ্র বলে শুন কহি রাজার কুমার ।
আমা হইতে [illegible] না পারিবে গঙ্গার ।
গঙ্গাকে আনিতে যদি আমি সেই নয় ।
এক তাবে তপ দিয়া সেব মহেশ্বর ।
গঙ্গারে আনিতে পরে হইবে শক্তে ।
শুনি যুক্তি করি আমি দিনু সেই মতে ।
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি ।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি ।
একপদে রহিল যে আকাশ নিরখিত ।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিলোকের নাথ ।
কভু অনাহার করে কভু [illegible] ।
দৃঢ় তপ করে রাজা হাজার বৎসর ।
মহেশ বলেন শুন রাজার নন্দন ।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ ।

গঙ্গারে আনিবে তুমি জানি সেই বর।
এক ভাবে যোগ [illegible] শঙ্কর॥
শিবের [illegible] করিয়া [illegible]।
গোলকে [illegible]॥
এক [illegible]।
[illegible] গোলোক ভুবনে॥
[illegible] ভিতর।
কাটিল এমত তপ [illegible] বৎসর॥
মনুষ্যের দেবতা রহিতে নারে ঘরে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে॥
তপস্যাতে তোমার আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার॥
ভগীরথ বলে প্রভু করি নিবেদন।
সাগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মসার।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়॥
কহিলেন সহাস্য বদনে চক্রপাণি।
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি॥
ভগীরথ বলে গঙ্গা আছি দিবে তুমি।
তব পাদপদ্মেতে তাজিব প্রাণ আমি॥
শুনিয়া তাহারে হরি কহেন আশ্বাস।
ব্রহ্ম লোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সাধ্যমত যত জন।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাই জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল॥
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা তাঁর মনে পড়ে।
আস্তে ব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাড়ে॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ ব্রহ্মা করে পূজা।
সেকারণে গঙ্গা নাম পাইল অধোক্ষজা॥
ভগীরথ রাজার বলেন চক্রপাণি।
এই গঙ্গা লৈয়া যাহ পতিত পাবনী॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে॥
মাহাত্ম্যে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি॥
শ্রীহরি বলেন গঙ্গা করহ প্রয়াণ।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর সন্তান॥
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে [illegible]।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গপুরে।
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] তুমি॥
গঙ্গারে [illegible]।
পথ দিয়া [illegible]॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমারে দেখিয়া॥
বিরিঞ্চি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে ত্রিলোক হবে পরিত্রাণ॥
ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া অগ্রেতে তুমি যাহ॥
রথে চড়ি যান অগ্রে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গোড়াইয়া॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বা ধান॥
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান।
স্বর্গেতে হইল গঙ্গা মন্দাকিনী নাম॥

সুমেরু হইতে গঙ্গা চারি ধারা
হইয়া পৃথিবীতে পতন।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আসে ভগীরথে।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার চৌড়ায় গঠন॥
এই আদি কর্ণিকার [illegible] তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল॥
তার মধ্যে আছে এক দারুণ পাহাড়।
তাহাতে প্রবেশ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর॥
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলা দেবী মম বংশের উদ্ধার॥
বলিলেন তবে শুন বাপু ভগীরথ।
কোনদিকে যাব আমি নাহি পাই পথ
ইন্দ্রের আনিতে পার ঐরাবত হাতি
ভাঙ্গিতে পর্ব্বত হৈতে পাই অব্যাহতি

ঐরাবত পর্ব্বত [illegible] ।
তবে [illegible]
গঙ্গার [illegible]
আর [illegible]
[illegible]
পড়িয়া [illegible] ।
ঐরাবত [illegible]
সবে সে [illegible]
শুনিয়া চলিল [illegible] ঐরাবত
আসিয়া [illegible] বেড় দিলেক পর্ব্বতে ।
হইলেক গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে ।
আমার [illegible] করিব দূরে ।
মম সহ গঙ্গা যদি [illegible] ।
তবেত পর্ব্বত হৈতে যদি অব্যাহতি ।
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা ।
মলিন [illegible] বুক ফেটে করে গাঁথা ।
মুখে কথা নাহি তার চক্ষে পড়ে পানি ।
জিজ্ঞাসেন দেখিয়া তাহারে সুরধুনি ।
জানিতে নারিলা বাছা ঐরাবত হাতী ।
কোন দুঃখে কান্দ বাছা কহত সম্প্রতি ।
ভগীরথ বলেন মা গঙ্গা ভাগিরথী ।
বাসব আনিয়াছেন ঐরাবত হাতী ।
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে ।
পুত্র হৈয়া কেমনে তা কহিব মায়েরে ।
জাহ্নবী বলেন তার বুঝিলাম অর্থ ।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত ।
যদ্যপি আমার ঢেউ সে সহিতে পারে ।
বল তারে যাক [illegible] ।
এই কথা ভগীরথ কহে ঐরাবতে ।
শুনিয়া গঙ্গার কথা ঐরাবত মাতে ।
চারি ধার করিয়া পর্ব্বত চেপে দাঁতে ।
চারি ধারা হয় গঙ্গা বক্ষে পর্ব্বতের ।
বসু ভদ্রা শ্বেতা সে অলকানন্দা আর ।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারি ধার ।
বসু নামে ধারা [illegible] পূর্ব্ব [illegible] ।
ভদ্রা [illegible] চলিলা উত্তর ।
শ্বেতা নামে [illegible] পশ্চিম সাগরে ।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে ।
এক ঢেউ মারিলেন [illegible] ।
নাকে মুখে গেল জল ত্রাস পায় মনে ।

আর ঢেউ মারিলেন পর্ব্বত [illegible] ।
হাতী [illegible]
[illegible]
ভগীরথ [illegible]
কৈলাস [illegible]
কৈলাস হইতে [illegible] পৃথিবী [illegible]
তার ভয়ে [illegible]
বেগবতী [illegible] গঙ্গা হইল [illegible]
যোড়হাতে [illegible]
পাতালেতে যাইব [illegible]
হইবে কেমতে সব [illegible]
গঙ্গা বলিলেন [illegible]
পৃথিবী আমার বেগ না [illegible]
শিব যদি আসিয়া মস্তকে [illegible]
তবে পারি [illegible]
গঙ্গার [illegible] শুনি [illegible]
আর যত [illegible]
একবর্ষ [illegible]
মহেশ বলেন [illegible]
ভগীরথ বলে গঙ্গা [illegible]
পৃথিবী [illegible]
তুমি যদি [illegible]
পৃথিবীতে [illegible]
গৌরীর সহিত [illegible]
তোমা [illegible]
পাতিলেন [illegible]
পড়িলেন [illegible]
শিবের মাথায় জটা [illegible]
বেড়ায় [illegible]
ভগীরথ বলেন [illegible]
আমার [illegible]
গঙ্গা বলিলেন [illegible]
জটা হইতে [illegible]
তোমার [illegible]
ঐরাবত [illegible]

বহেন চিনিয়া কড়ী দিলেন গঙ্গারে ।
সেই খানে তীর্থ যে হইল খড়িদায় ॥
খড়িদাতে যেবা নর স্নান দান করে ।
তার পুণ্য সীমা ব্রহ্মা কহিতে না পারে ॥
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতাল মণ্ডলে ।
ভোগবতী বলে নাম হইল পাতালে ॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে ।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ঘাটে ॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানি ।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী ॥
মকরেতে প্রাতঃকালে যেবা নর স্নান করে ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া যায় স্বর্গপুরে ॥
অগ্রে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান ।
বারাণসী তীর্থে যাহে হইল নির্ম্মাণ ॥
এক কালে কাটিলেন হর শির ধাতা ।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার না হয় অন্যথা ॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক ত্রিলোচন কাঁধে ।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে ॥
কেন বা কাটিল হর ব্রাহ্মণের মাথা ।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা ॥
ভাবিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাবে ।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে ॥
বৃষেতে চাপিয়া তবে শঙ্করী শঙ্কর ।
যাওইল সুরধুনী তীরেতে সত্বর ॥
কুশাগ্রে করিয়া হর হৈল পরশন ।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার হইল মোচন ॥
ধূর্জ্জটি বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা ।
পঞ্চ ক্রোশ যুড়ি হয় দেহ পরিরেখা ॥
সেই পঞ্চ ক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী ।
তাহাতে থাকিল শম্ভু শিবপুরে বৈসি ॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান ।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান ॥
অগ্রে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
পাতার মণ্ডপ কৃত জহ্নুমুনির ঘর ।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে সুন্দর ॥
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিলেক ধ্যান ।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান ॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায় ।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥
অকস্মাৎ [illegible] ॥
দেখে মুনি [illegible]
জাহ্নু যে [illegible]
অ[illegible] ॥
মুনি বলিলেন রাজা শুন [illegible]
গঙ্গারে আনিতে [illegible]
সব ঘর ভাসে গঙ্গা কেমন প্রকার ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথে ।
আন গিয়া ব্রহ্মা মম কি করিতে পারে ।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রাখিয়াছি উদরে ॥
মুনির বচন শুনি রাজার তরাস ।
আদিকাণ্ড রচিলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গার পরশে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ।

যোড় হস্তে ভগীরথ করেন স্তবন ।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন জন ।
মনুষ্য শরীরে আমি কি জানি স্তবন ॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয় ।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময় ॥
তোমার উদরে গঙ্গার অবতার ।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে বহুক্ষণ ।
কৃপাতে বলেন তাকে জহ্নু তপোধন ॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল ।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে দুষিবে সকল ॥
চিরিল দক্ষিণ জানু যোগবলে মুনি ।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী ॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে ।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥
শাপভ্রষ্ট গঙ্গা যাতা সেই খানে শুনি ।
সেইখানে হৈয়া আছ উত্তর বাহিনী ॥
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন ।
তার তুল্য পাপী নাহি দেখি যে তেমন ॥
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্যা সেবা করে ।
নারী বশীভূত হৈয়া থাকে তারি ঘরে ॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন ।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন ॥
যমদূত আসি তারে বান্ধিয়া সত্বর ।
লইয়া চলিল তারে যমের দুয়ার ॥

কাঁদে [illegible] ।
ইন্দ্রের [illegible] ॥
কাদেরে [illegible] ।
হেনকালে [illegible] ॥
বাহিয়া চলিল [illegible] ।
[illegible] দিয়া [illegible] ॥
দুই [illegible] কাঁদা [illegible] ।
বৈধ বোলে [illegible] পাতক [illegible] ॥
যখন করিল [illegible] ।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল [illegible] ॥
হেনকালে আইল যম বৈকুণ্ঠে কান্দিয়া ।
কান্দিয়া দিলেন যমদূতেরে বান্ধিয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে যম বলেন কিবা ।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের দোসর ॥
বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ ।
আমি বড় বড়াই পাইলাম লাজ ॥
কাণ্ডার আনেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে ।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি দিলেন কি গুণে ॥
শুনিয়া দূতের কথা যম রাজ রোষে ।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ॥
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভুর পায় ।
বিষয় ছাড়িনু বিষয়ে নাহি দায় ॥
পাপির উপরেতে আমার অধিকার ।
আমি কেন তাহাতে হইল অবিচার ॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে ।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলে কোন গুণে ॥
শুনিয়া যমের কথা হরি কন হাসে ।
পৃথিবীতে গেলেন গঙ্গা আর পাপ কিসে ॥
গঙ্গার মহিমা কথা কি কহিতে জানি ।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি ॥
যত দূরে বাহিবেক গঙ্গার বাতাস ।
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ ॥
পুড়ে যদি অস্থি হৈয়া লোমে গঙ্গাতীরে ।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গাতীরে যাতে জন্মান্তর করে পার ।
সে শরীর আর তুমি আমার সবার ॥
নিবেদ করহ গিয়া কহ দূতগণে ।
আমার দোহাই যদি যাহ সেই স্থানে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের জ্ঞান ।
আদিকাণ্ড রচিলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

[illegible] অর্ধ [illegible] ।

কাশ্যপের [illegible] মুনি [illegible] ।
[illegible] আসিয়া ॥
[illegible] ।
ভগীরথ [illegible] শঙ্খ বাজায় [illegible] ।
[illegible] ভগীরথ ॥
পূর্বদিগ দাইতে আমার মহৎ পথ ।
পথ বুঝি মহা লোক যায় গঙ্গাবতী ।
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগিরথী ॥
শাপনাশী সুরধনী দিলেন শঙ্খারে ।
মুক্তিপদ হেন আছি হর অব নীরে ॥
একবার গেল গঙ্গা উত্তর বাহিনী ।
আরবার ফিরিলেন মাধব কাহিনী ॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দুর্লভ ।
শঙ্খধ্বনি করেন [illegible] ॥
শঙ্খধ্বনি করি ঘাটে যেবা স্নান করে ।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর ।
ত্রিবেণীতে আইলেন যথা ইন্দ্রেশ্বর ॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান ।
ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া ঘাটের হৈল নাম ॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা জন স্নান করে ।
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা ।
[illegible] গেল নামে নেড়াতলা ॥
নেড়ার চড়িয়া মুক্ত আইল ব্রাহ্মণ ।
নেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া ।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ সে নদীয়া ॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম ।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম ॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান ।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা যথা সপ্তগ্রাম ॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ যার প্রয়াগ সমান ।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥
আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া ।
রিষড়ার ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ ।
কত দূরে তোমার বংশের আছে শব ॥
জানিতেছি এই বড় তোমার সংহতি ।
কোথা আছে তোমার বংশের [illegible] ॥

সবার মরিবা এই কি বলিয়ে আমি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাজ্ঞানী॥

রঘু রাজার যৌবন্ত জন্ম কথা
রঘুবংশ আখ্যা যেন।

সৌদাস গেলেন আপুনেতে স্বর্গপুরে।
হইলেন খট্বাঙ্গ ভূপতি ভূমণ্ডলে॥
খট্বাঙ্গ করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘু মহাবল।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
এতেক দিলীপ রাজা বড় বলবান।
তরুণ হইল পুত্র পিতার সমান॥
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভন॥
ঘোড়া দেখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে যেখানে যাবে নিকটে কি দূরে॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞ পূর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান।
সঙ্গেতে চলিল ভূপ বহু বলবান॥
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন যুক্তি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন তার ঘোড়া কর চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দিতীয় প্রহর নিশা অন্ধকার করি।
লইলেন যেখানে আছে অশ্ব হরি॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ নন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া লবে কোন জন॥
নব বৎসরের শিশু বল আছে পুত্রে।
রথ চালাইল রঘু ইন্দ্রের উপরে॥
সহস্র ঘোড়ার রথে স্বর্গের পথে।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে॥
ইন্দ্র দেখা দিল রঘু ধনু হাতে তার।
আমি ইন্দ্র তোমা প্রতি করিব বিনাশ॥
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র হয়ে কৌতুহলে।
বলিবার লাগিতে আইলা স্বর্গবাসে॥
[illegible]
বলায় [illegible] বাণ [illegible]॥
[illegible]
বালক হইয়া [illegible] আমার উপর॥
রঘু বলে [illegible]।
[illegible]॥
আমাকে বালক দেখ আপনি কি বীর।
[illegible]॥
তিন বাণ মারে রঘু [illegible]।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র [illegible]॥
ইন্দ্র [illegible]।
এড়িলেন [illegible]॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পুরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ॥
দুইজনে বাণ বৃষ্টি কেহ কম নহে।
দুইজনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥
রঘু রাজা তারে বাণ [illegible]।
হাতে পদে দেবরাজে কাটিলেক যদি॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বাঁধি রথে দিল তোলে॥
ঘোড়া দিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র থাকে অযোধ্যা ভুবনে॥
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যা ভুবন॥
বিধাতা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি খ্যাত হইবে সংসারে॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর।
তবে মুক্ত হইলেন [illegible]॥
রঘু বলিলেন [illegible]।
অনাবৃষ্টি নাহি হয় অযোধ্যা উপর॥
ইন্দ্র বলিলেন চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু [illegible]॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র সহ স্বর্গে গেল যতেক অমর॥
রঘুর বিক্রম শুনি সজ্জনেতে প্রাণ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রঘু রাজার যশোকীর্ত্তন।

দিলীপ রাজার সঙ্গে [illegible] বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল [illegible]॥

পিতৃমাতৃ [illegible] সমুচিত জানি ॥
ব্রাহ্মণের [illegible] ।
তথা [illegible] নাহি [illegible] ॥
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ॥
হেনকালে [illegible] ব্রাহ্মণ নন্দন ।
[illegible] মুনির ঠাঁই পড়েন [illegible] ॥
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহু দিন ।
চতুর্দশ বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ ॥
গুরুর দক্ষিণা দিতে [illegible] ।
কি দক্ষিণা দিব গুরু [illegible] মোরে ॥
গুরু বলে [illegible] বিবেচনা ।
চৌদ্দ বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা ॥
গুরু কহিলেন এই [illegible] কথা ।
হেন ভাবে [illegible] স্বর্ণ পাব কোথা ॥
সবে বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান ।
তাঁর ঠাঁই মাগি নিলে পাবি স্বর্ণদান ॥
সাত দিবসের তরে বিদায় করিল ।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল ॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ [illegible] ।
অযোধ্যা নগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া মাত্র রঘু নৃপবরে ।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥
মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জল পান ।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র করে অনুমান ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান ।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র যায় পাছু হইয়া ।
রাখিল ব্রাহ্মণে রঘু যাইতে দেখিয়া ॥
আপনি পাখালে রাজা তাঁহার চরণ ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বুল রাজা দিলেন চন্দন ।
জিজ্ঞাসা করেন কহ [illegible] ॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান ।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান ॥
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে ।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে ॥
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ ॥
দেখিয়া তোমার দশা ভয় লাগে মোরে ।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে ॥
ভূপতি বলেন তুমি কিবা চাহ ধন ।
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ ॥

কহিয়া [illegible] ।
[illegible] ॥
রাজা বলে [illegible] ।
[illegible] পরিহার ॥
কিছু বলিয়া [illegible] হাত ।
চৌদ্দ কোটি সোনা নাহি তোমার সাক্ষাৎ ॥
রাজা বলে [illegible] মহামুনি ।
[illegible] তুমি ॥
এত বলি ব্রাহ্মণে [illegible] ।
আপনি [illegible] ॥
চৌদ্দ কোটি সোনা [illegible] ।
দশ চৌদ্দ কোটি [illegible] ॥
যোড়হাত করিয়া কহিছে [illegible] ।
তোমার ভাণ্ডারে নাহি এক কোটি ধন ॥
হেন [illegible] রাজা [illegible] ।
[illegible] ॥
পাদ্য অর্ঘ্য [illegible] ।
তুমি বলে [illegible] ॥
রাজা বলে [illegible] এই কথা ।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আমি পাব কোথা ॥
লাগিলেন ভাবিতে [illegible] ।
ইহার উপায় নাহি জানহ আপনি ॥
ধন কাড়ি কুবেরে করিব [illegible] ।
মনেতে করিয়া পাছে [illegible] ॥
তার পরে [illegible] ।
অযোধ্যা নগরে [illegible] ॥
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র [illegible] ।
সবে সাজ যাইব কুবের [illegible] ॥
কটক সাজিল [illegible] বাজন ।
কৈলাসে কুবের [illegible] করেন গমন ॥
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যা ভুবন ।
জিজ্ঞাসা করিল সবে [illegible] ॥
পাত্র মিত্র বলে কি [illegible] ।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥
শুনিয়া যাইয়া দূত চলিল তখনি ।
কৈলাসে [illegible] কহেন তখনি ॥
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া ।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
স্বর্ণ মাগিছে রঘু রাজার ভাণ্ডারে ।
চৌদ্দ কোটি সোনা দিব কহেন তাহারে ॥
এত যদি বলিলেন [illegible] মহামুনি ।
কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি ॥

আপনি কুবের বন [illegible] ।
দূত দিয়া তাহারে [illegible] দেখাইলা ॥
প্রভাতে কহেন তবু রাখাল হুতাশে ।
ডাকাইয়া মহিষ ইশান দিলেন যৌবনারে ॥
কিছু নাহিক্ষা মুনি দুইল দুই কাণ ।
চৌদ্দকোটি মাত্র নহে না হইব দান ॥
চৌদ্দ কোটি সোণা তারে দিলেন বশিষ্ঠ ।
শত শত বলে বোঝা দিলেন বাহিরায় ॥
ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ ।
গুরু বলে এত ধন দিল কোন জন ॥
শিষ্য বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান ।
করিলেন শিষ্য চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥
মুনি বলে যদি আমি [illegible] ।
ধন ধারে লয়ে রথে বহিলেন [illegible] ॥
এই ধন বাধ লৈয়া দিলেন তাহাকে ।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনিলেন তোমাকে ॥
কাঞ্চন লইয়া গেলে দিলেন তখন ।
সন্তুষ্টে উঠিল নৃপ দেখিয়া আমারে ॥
শিষ্য বলে গুরু পাঠাইলেন আমারে ।
রঘুরাজা স্বর্ণ দান দিল তাহার তরে ॥
সে মহামুনির ধন রাখহ তাহারে ।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥
বাসব বলেন শুন [illegible] কথা ।
উচ্ছৃত্তি শিষ্য সোণা পাইলেন কোথা ॥
শিষ্য বলে বশিষ্ঠ [illegible] ।
আমারে দিলেন রঘুরাজ [illegible] ॥
রাম রামচন্দ্রে দৈত্য কাটে দিব্য হাতে ।
রঘু নাম রাখিলে আমার আশায় ॥
দিলাতে না পাই শিষ্য রঘুর [illegible] ॥
অযোধ্যাপুরে সদা হরি লোকে লোকে ॥
[illegible] অনু রাম জইবন ।
বলেন প্রণামে রঘু বসিলে জীবন ॥
ধন লৈয়া [illegible] ।
গুরু বলে তবে ধন পর্বত কৈলাসে ।
শিষ্য ধন দেখিয়া মুনের মনে হাসে ।
গিয়াছিল রাজ ধন আইল তার পাশে ॥
রঘুর পতি ধন ত্রিভুবনে ঘোষে ।
আদিকাণ্ড রচিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

[illegible]

[illegible]

রঘু রাজা করে রাজ্য [illegible] ।
অজ নামে তনয় তাঁহার [illegible] ॥
পুত্রের দেখিয়া মুখ আনন্দ অন্তরে ।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
অজের রাজ্যে রাজা আছিল [illegible] ।
পুত্রের প্রকাশ [illegible] আপনে ।
মাধব রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম ।
পরমাসুন্দরী রূপে অপ্সরা সমান ।
ইন্দুমতী হইল কন্যা [illegible] ।
কহিল পিতার স্থানে করিয়া [illegible] ।
স্বয়ম্বর হইবে আমার [illegible] ।
সকল রাজারে আন করিয়া নিমন্ত্রণ ॥
যত যত রাজা ছিল পৃথিবী ভিতরে ।
মাধব দিলেন সকলেরে আনিতে ॥
প্রথম যৌবন কন্যা দেখিতে সুন্দর ।
সকলে আইল কেহ না রহিল ঘর ॥
অযোধ্যা হইতে চলিল অজ [illegible] ।
মন্ত্রিগণ আনন্দিত বলিল তখন ॥
পথের মধ্যেতে রাজা রহিল যেখানে ।
বসিল সকল রাজা আপনে সভা করি ।
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি ।
পৃথিবী মণ্ডলে যার এক দণ্ড ছাতি ॥
প্রত্যেক কহিতে নাম হইবে বিস্তার ।
তিন কোটি রাজা আইল মাধবের ঘর ॥
বসিল করিয়া সভা যত রাজগণ ।
তখন মাধব রাজা কহিলেন ॥
এক কন্যা আমার আছয়ে মম ঘরে ।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে ॥
পরিণামে যাহা হয় না হয় কহেন ।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই দিবেন ॥
মম কন্যা আপনি দিবে মালা যারে ।
সবারে মিলাইয়া দিব আমি তাহারে ॥
ভাল ভাল বলিল সকল রাজাগণ ।
আইল ইন্দুমতী স্নান করিয়া রাজন ॥
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল ।
বিবিধ প্রকার মালা গাঁথে নানা ফুল ॥
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল ।
চক্ষুর অঞ্জন দিল পরে নানা ফুল ॥
মুছিয়া দিল [illegible] পাটের পাছড়ি ।
বিধাতা নির্মিল যেন কনক পুতলি ॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল দেখিতে ।
সভা মধ্যে [illegible] ॥
যেই জন [illegible] ।
নয়নের [illegible] ॥

কেহ বলে [illegible]
এ কন্যা [illegible]
কেহ বলে কন্যা [illegible]
কেহ বলে কন্যার [illegible]
যারে পাছু করে কন্যা [illegible]
ঘুরিতে ফিরিতে সেই [illegible]
কন্যা কি ভুলিল [illegible]
আমার এড়িয়া যে করিবে [illegible]
একে একে দেখিয়া সবাকে [illegible]।
অজের নিকটে আসি দিল বরমালা॥
ধন পাইলে দুঃখী যেন [illegible]।
গলে মালা দিয়া যেন [illegible]॥
বরমালা দিয়া যদি কন্যা [illegible]।
মূর্চ্ছিত হইয়া যত রাজা [illegible]॥
রণেতে আসিয়া সবে [illegible]।
অজকে মারিতে [illegible]॥
এক্ষণে সবাই থাকিবে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া॥
লুকাইয়া রহে তারা [illegible]।
এখানে মাধব রাজা করে কন্যাদান॥
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক।
নানা রত্ন হস্তী অশ্ব দিলেন যৌতুক॥
তিন দিন ছিল রাজা মাধবের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে॥
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রথে চলে [illegible]॥
নিদ্রায় কাতর [illegible]।
এইকালে রাজাগণ [illegible]॥
মার মার বলি [illegible]।
ইন্দুমতী দেখিয়া [illegible]॥
নিদ্রাতে বিহ্বল পতি আপনা কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে॥
রাজাগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন॥
ইন্দুমতী বলে নাথ কি ভাব এখন।
দেখনা তোমাকে বেড়িলেক [illegible]॥
তিন কোটি রাজা আছে [illegible]।
আমার কাড়িয়া লবে তোমারে মারিয়া॥
অজ বলে [illegible]।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক॥
এক বাণ দিলা [illegible]।
রঘুর দোহাই [illegible]॥

এত বলিয়া [illegible]
বাণে [illegible]।
তিন কোটি [illegible]॥
এড়িল [illegible]।
এক বাণে সবার [illegible] তিন কোটি।
আপনা আপনি রণে করে কাটাকাটি॥
গন্ধর্ব বাণেতে [illegible]।
এক বাণে [illegible] কোটি রাজা গেল কাটা॥
তিন কোটি রাজা সেই [illegible]।
অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া॥
অজ রাজা [illegible]।
হইলেন [illegible]॥
দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয়॥
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ [illegible] রাখিলেক তার নাম॥
আমি দশরথের [illegible]।
যার পুত্র হইবেন আপনি শ্রীনাথ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি বিবরণ॥

দশরথ রাজা হওন বিবরণ।

একবর্ষ [illegible] দশরথ।
পুত্রে [illegible]॥
পুষ্পরথে [illegible]।
নারদ চলিয়া যান [illegible] আকাশে॥
পারিজাত মালা [illegible] বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী গায়॥
পারিজাত [illegible] হইল পতন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন আপন জীবন॥
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কান্দে অজ [illegible] তার শোকে॥
কত বা কহিব সেই [illegible] বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ॥
সেই পারিজাত [illegible]।
দুই [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
দুই [illegible]।
একবর্ষ [illegible] দশরথ॥

দুন্দুভি শবদে রাজা করিল গমন।
অনেক অনেক জন নিত্য নাচেন॥
সভা ছাড়ি উঠে কাশ্যপ মুনিবর।
সভার উপায় যৌতুক দিলেন বিস্তর॥
বাসি বিয়া সেই খানে হৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত॥
বিদায় হইয়া রাজা রাজার বাটীতে।
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ে দিব্য রথে॥
সুমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত।
অধৈর্য্য হইয়া রাজা হইল মূর্ছিত।
বিলম্ব না সহে তার করে উপহার।
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার॥
বাসি বিভার শয়নেতে হয় কালরাত্রি।
স্ত্রী পুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি॥
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সে স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশ।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে॥
কৌশল্যা কেকয়ী তারা রাণী দুই জন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন॥
সুমিত্রার রূপে ভূপ মজাইবে চিত্ত।
আর নাহি চাহিবেক আমা সবা ভিত॥
নিরবধি সেবে তারা পার্ব্বতী শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হউক এই মাগে বর॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজা করে বহুকাল ভূমণ্ডলে॥
পুত্রহীন দশরথ মনে দুঃখ পায়।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্য তিন রাণী।
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা কামিনী॥
সকল রূপসী মাঝে সুমিত্রা সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে অযোধ্যা নগরী॥
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিভায়।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ॥
প্রাণের অধিক রাজা কেকয়ীকে দেখে।
রাত্রি দিবা দশরথ তারে লৈয়া থাকে।
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
যা সবার গর্ভে জন্মিলেন শ্রীপতি॥
সতত থাকেন রাজা সুখেতে মন্দিরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যা নগরে॥
রোহিণীর ঘরে হৈল শনির গমন।
সেকারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ॥

কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা সম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল কেহ নাহি জানে॥
সকল অযোধ্যাবাসী হইল আপনে।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনির করিয়া পূজা বসিল রাজন॥
নারদ বলেন নৃপ করি নিবেদন।
আইলাম তোমাকে করিতে বিজ্ঞাপন॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে চলে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
কামিনী লইয়া রাজা তুমি আছ সুখে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় দেখিবা কাহাকে॥
রাজা বলে আমি কারে নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড॥
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্ম ফলে।
কোন দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলেন রাজা শুন মম বাণী।
রোহিণী নক্ষত্রে ভুক্তি দিয়া গেল শনি॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজা দেখি বেড়ায় রাজন॥
গেলেন উত্তর দিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশু পক্ষিগণ॥
নদ নদী দেখে রাজা তাহে নাহি জল।
দীর্ঘ সরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল॥
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
শারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে॥
শেষরাত্রি হইলে পক্ষির নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষীরাজ সঙ্গে॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনে বসি।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে রাজা দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে নাহি পাই পানি॥
অনাবৃষ্টি হেতুক বৃক্ষেতে নাহি ফল।
নদ নদী সরোবরে তাহে নাহি জল॥
ভূপতি হইয়া রাজা চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রি দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে॥
পক্ষিরাজ বলে প্রিয়া শুন মোর বাণী।
তোমাতে মোতেতে রব ছাড়িব পরাণি॥
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
গোসাঞির এই বনে পূজেন প্রকাশ॥

মোর পুত্র বংশ হ্রাস হৈয়াছে অনাহারে ।
এই দুঃখে আছয়ে রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥
এইখানে বাস মোর এবাসের ঘরে ।
তব বোলে ছাড়িতে নারিব এইক্ষণ ॥
পক্ষিণী বলেন পক্ষি শুন বিবরণ ।
গাছেতে বাস বাস্তা থাকি আছয়ে জীবন ॥
জল বিনা খাদ্যহেতু ব্যাকুলিত প্রাণ ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান ॥
এই কথা বার্ত্তা তারা কহে দুইজনে ।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে ॥
রাজা তাবে মারিবেন বড় প্রত্যক্ষ ।
পক্ষী বোলে নিন্দা করে পাছে উপলক্ষ ॥
বুঝিলাম ইন্দ্ররাজা বড়ই চতুর ।
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর ॥
মম পিতামহ ছিল রঘু নাম যার ।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যা নগরে ॥
তবে আমি জয় মম দশরথ নাম ।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥
রাত্রি প্রভাত করেন রাজা মনোদুঃখে ।
তবে দশরথ রাজে দুই পক্ষী দেখে ॥
পক্ষি বলে আপনি পক্ষিণী শুন বাণী ।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী ॥
সকল সে দশরথ শুনিয়াছে কাণে ।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥
এতেক বলিতে যে পক্ষীর প্রাণ কাটে ।
আকাশে উঠিল গিয়া তিন টেনা ঠোঁটে ॥
পক্ষি পলাইয়া যায় পাইয়া ত্রাস ।
ঊর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস ॥
দশরথ বলে পক্ষি না পলাও ডরে ।
আসিয়া নিকটে বৈস বাসার উপরে ॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার ।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥
এই বনে যত আছে কাঁঠালের ধার ।
আজি হৈতে দিলাম তোমার অধিকার ॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা পুরিয়া বাসাঘরে ।
আপনি গেলেন নিজ অযোধ্যা নগরে ॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা দেবের সমাজে ।
কোথা ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন দেবরাজে ॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ ।
রণং দেহি রণং দেহি কোথা সুররাজ ॥
দেবেরা বলেন রাজা ক্রোধ কি কারণ ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥
নৃপতি বলেন মম রাজ্যে নাহি বৃষ্টি ।
অনাবৃষ্টি দেখ মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি ॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন কালে ।
অনাবৃষ্টি দেখ এত প্রজাগণ মরে ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় দান ।
প্রজাগণ দুঃখে মরে নাহি পরিত্রাণ ॥
বৃষ্টি বিনা মরি যায় লোক সম্প্রতি ।
মনুষ্য মিলিয়া সব এ অমরাবতী ॥
এতেক শুনিয়া যায় যত দেবগণ ।
ইন্দ্রকে কহেন তারা সব বিবরণ ॥
বাসব বলেন রাজা এলো কি কারণে ।
মনুষ্য হইয়া কিসে স্বর্গ আইল মনে ॥
দেবেরা বলেন ইন্দ্র তার অহঙ্কার ।
তাহার দুঃখেতে কার নাহিক নিস্তার ॥
শব্দভেদী দশরথ শব্দ মাত্রে হানে ।
তার সহ যুদ্ধ করে বধিবে পরাণে ॥
যাবত মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার করেন সম্মান ॥
কহিলেন দশরথ করি যোড়হাত ।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥
বাসব বলেন রাজা শুন এক চিত্তে ।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীর দৃষ্টি ।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে ।
রথ চালাইয়া যান শনির সদনে ॥
শনি ঘরে বসি রাজা ডাকেন তথায় ।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
দৃষ্টিমাত্রে শনির ছিড়িল রথদড়া ।
আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া ॥
ছিড়িল রথের দড়া নাহি পায় কূল ।
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল ॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে ।
হেন কালে নাহি যে রাজারে রক্ষা করে ॥
জটায়ু আছেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে ।
আকাশে থাকিয়া তাবে রথখান দেখে ॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া কূল ।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥
হেনকালে করি বলি রাজার উদ্ধার ।
পৃথিবীতে থাকিবে যশ আমার অপার ॥

কন্যা হবে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে॥
দৈবের নির্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
হস্তী অশ্ব রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ায় বনেতে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কোপা করি ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক বুকধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
পাতা লতা খাইয়া আসেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে যুড়েন ধনুঃশর॥
শব্দভেদী বাণ তার শব্দ মাত্র হানে।
মুনি না দেখিয়া বাণ এড়িল সেক্ষণে॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনি পুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিন্ধিয়াছে বাণ।
ভীত দশরথ তার উড়িল পরাণ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
জল দেহ বলি মুনি হস্ত অনুসারে॥
অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন॥
শিরে হস্ত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে দশরথ ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিলে আমি কত পাব ফল॥
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব জন্মের কথা হইল স্মরণ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার॥
কপোতি কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষির বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে॥

অন্ধ পিতা মাতা মম ঋষিকুলের ঘরে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল তাঁর সনে॥
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়াছিলাম।
তৃষ্ণার সলিল জল ক্ষুধার মিষ্টান্ন॥
আর কেবা জল ফল দিবেক তাঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা পুত্র শোকে॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা মাতার সদনে॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
নহে ব্রহ্মশাপ হবে মজিবে সংসার॥
মৃত্যুকালে সিন্ধু মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পবান।
খসাইলেন তাঁর বুকে হইতে বাণ॥
ভূপতি ভাবেন আমি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বী হত্যা আমার উপরে॥
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল স্কন্ধেতে।
অন্ধকার স্থানে গেল কান্দিতে কান্দিতে॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী।
বাম নেত্র ভুজ স্পন্দে অমঙ্গল দেখি॥
গৃহিণী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ॥
অন্ধক বলেন শুন পাগল গৃহিণী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ॥
এই কথা বার্ত্তা তাঁরা কহেন দুজন।
মড়া কোলে করি রাজা গেলেন তখন॥
শুষ্ক শিকলের পাতা মড় মড় করে।
অন্ধক বলেন এই পুত্র আইল ঘরে॥
চক্ষু নাই দুই জন দেখিতে না পায়।
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উচ্চৈঃস্বরে॥
কালিকার উপবাসী করিব পারণ।
ফল জল দেহ বাপু রাখহ জীবন॥
দুইজনে ডাক ছাড়ে রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

দশরথ মুনিপুত্রকে [illegible]
[illegible] মুনিপত্নী [illegible]
[illegible] শাপ [illegible]
[illegible]
[illegible]

দেখি সেই শব্দে [illegible] অন্তরে।
যাইতে যাইতে [illegible] দিলে ॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিস্ময়।
কিবা বাছু সিন্ধু [illegible] উপহাস ॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি [illegible] জানে ॥
চক্ষু ভাসে নীরে করে করাঘাত শিরে।
বীর রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে ॥
মুনি বলে আইল [illegible]
মৃত পুত্র আনিলা আমাকে দেখাইতে ॥
আর কিবা দশরথ শাপ দিব তোকে।
এইমত তোর প্রাণ যাউক পুত্র শোকে ॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি ॥
মুনিশাপ দিল যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিলেন প্রফুল্ল অন্তর ॥
শুভমস্তু মুনি বাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাউক প্রাণ ॥
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য হউক নহে আন ॥
তব শাপে মুনি মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে হইল আমার পুত্রবর ॥
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর কৈনু মনে ॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
যাহ রাজা তোমারে বিদায় দিনু বর।
চারি পুত্র তোমার [illegible] ॥
মম শাপে [illegible] মরণ।
পুত্র হৈতে [illegible] জীবন ॥
ব্যর্থ নহে [illegible] মুনির [illegible]।
মুনির শাপেতে [illegible] রোদন ॥
পুঃ [illegible] সেই জন।
যে শাপে [illegible] বিমোচন ॥
[illegible] মুনি [illegible]
পিতে [illegible] শিশুবর ॥

মুনিরে দেখিয়া শিখা উঠিল [illegible]।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তারে বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে দেব আসনে।
মুনি করে আইলাম [illegible] ॥
কন্যা [illegible] আমি অজা আমি উপবাসী।
ভোজন করাব [illegible] বনবাসী ॥
অতিথি [illegible] তোমা।
বিদায় হইয়া মুনি যাও [illegible] ॥
পিতা আমি [illegible] এইক্ষণে।
দণ্ডবৎ [illegible] মুনির [illegible] ॥
গোদা [illegible] মুনি [illegible] ॥
এমন পায়ের ধুলা [illegible] ॥
আশীর্বাদ দিল মুনি [illegible]।
লইলাম [illegible] পদধূলি ॥
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার নন্দন ॥
সেইমত কহিলেন আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
আমার শাপের রাজা পাইবা এড়ান।
শাপে বর হইল হইবা পুত্রবান ॥
এই সত্য দশরথ করিয়া পালন।
অব্যাপৃত্তে আমি কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
সেই ফল করিলাম তোমাতে অর্পণ ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি।
চক্রর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি কাতে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে সিন্ধু পুত্র আনি দেহ মোরে ॥
মৃতপুত্র ফেলিয়া দিলেন দশরথে।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দিল কান্দিতে ॥
নয়ন বিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত বুলাইতে চায় ॥
আছিলা যে পুত্র তুমি তপের সঞ্চারে।
তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে ॥
অন্ধের নয়ন হয়ে ছিলে তুমি জানি।
ফল দিতা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দিতা পানি ॥
শুক ভিক্ষা মাগি করি নহে সমাচার।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥
জন্মাবধি আমি পাপকর্ম নাহি জানি।
তবে কেন সিন্ধু পুত্র ত্যজিলা আপনি ॥
পূর্বজন্মে কার কি করেছি হিংসন।
গুণনিধি হরেছি হয়েছি আপ্যায়ন ॥

এতেক বলিয়া মুনি শাপিলেন তাকে ।
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্র শোকে ॥
পতিব্রতা নারী তাঁর পতির মরণে ।
অন্ধকী ত্যজিল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥
তিন মৃত দেখে রাজা সেই সরোবরে ।
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল আদরে ॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে ।
তিন জনে শোয়াইল তাহার উপরে ॥
দুই জন দুই দিগে পুত্র মধ্যখানে ।
পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে ॥
চিতা প্রকালিয়া সেই সরোবর তীরে ।
কাঁদিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যানগরে ॥
মুনি হত্যা করি রাজা অজের নন্দন ।
তখনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠের ঘর ॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে ।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে ॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে ।
মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার কহ মহাশয় ।
কিরূপে হইব মুক্ত কিসে পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে অদ্যাবধি নাহি মন্ত্র দান ।
এই পাপে কেমনে পাইবা পরিত্রাণ ॥
বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
তিনবার বলাইল সেই রাম নাম ।
পাইলেন নৃপতি যে পাপেতে বিরাম ॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজঘর ।
আইলেন সভায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
জন মুখে শুনয়ে মুনির পুত্র মন ।
পিতা পুত্র কথা বার্ত্তা কহে দুই জন ॥
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে ।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বনে মারে ।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে ॥
দীন ভাবে কহিলেন রাজা এ বচন ।
মুনি হত্যা পাপ মম কর বিমোচন ॥
যোগ্য বার রাম নাম আমি না করিলাম ।
তিনবার রাজাকে বলাই রাম নাম ॥
জল ফেলাইলা যেন দিল ভস্ম উপরে ।
শুনিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥
এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে ।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥
মম পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিস্তর ।
দূর হও বামদেব হবি রে চণ্ডাল ॥
ঘোটাইয়া ফেলিলে যে পিতার তপস্যা ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥
মা থাকে মুনির বলে কোপ সম্বরণ ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
যেই রামনাম তুমি বলালে রাজারে ।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥
গঙ্গা স্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন ।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ দর্শন ।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম ॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি ।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিধান ।
আদিকাণ্ড গাইল অদ্ভুতোপাখ্যান ॥

দশরথ কর্তৃক শম্বর অসুর বধ করণ ।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে শম্বর ॥
হইল শম্বর সর্ব্ব দেবতার অরি ।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্তী পুরী ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে ।
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন আছে রাজা দশরথ ।
অসুর শম্বর মরিবেক তাঁর হাতেতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর ।
পাদ্য অর্ঘ্য দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে দশরথ তুমি মম মিত ।
ঠেকিছি সঙ্কটে রক্ষা কর এই হিত ॥
অসুর শম্বর নামে তারে আমি হারি ।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী ॥
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে ।
শম্বরে মারিব আমি তুমি থাক বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে ।
শম্বরে মারিতে রাজা সাজে দশরথে ॥

সাজ সাজ বলিয়া পড়িল গোল সাড়া ।
রাহুত মাহুত [illegible] হাতী ঘোড়া ॥
মুষল মুদ্গর [illegible] ।
[illegible] ধনুর্ব্বাণ ॥
সাজিয়ে কটক সব আদি দিনপাল ।
কটকের পদধূলি ঢাকিল আকাশ ॥
গায়েতে পরিল সোণা বাহার কৌশল ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা করিল সাজন ॥
রথবর যোগাইল রথের সারথি ।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি ॥
দানবে জিনিতে রাজা করিল গমন ।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে ।
[illegible] পদাতী তুরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী ।
দেখিয়া রাজার সাজ ভয়ে দেব অরি ॥
রাজার উপরে মারে কাটি যে বাকড়া ।
স্বর্গপুরী ছাইল রথের তাজে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিন্ধে করিল জর্জ্জর ।
ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহে একেশ্বর ॥
কোপে কাঁপে দশরথ পূরিল সন্ধান ।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্য সেনা ত্যজিল পরাণ ॥
নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর ।
ভূপতির সেনা বিন্ধে করিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ২ বাণ পূরে সম্বরের সেনা ।
[illegible] স্বর্গপুরী ছাইল সঘনা ॥
পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে ।
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
এক বাণে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি ।
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ ।
এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ ॥
সম্বরের সেনা যেন রক্তেতে সাঁতার ।
দশরথের যুদ্ধে সেনা পড়িল অপার ॥
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর ।
দশরথের বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
দুইজন বাণ বৃষ্টি করে বাকে বাকে ।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার ।
দৈত্যের বাণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥
[illegible] দশরথ [illegible] ।
দেখিতে না পায় দৈত্য রাজার [illegible] ॥
[illegible] নিরবধি [illegible] ।
যুদ্ধে বান্ধি দশরথ করিয়ে জর্জ্জর ।
[illegible] রাজার শরীরে বাণ ।
ছুটিল রথের বাণ বাজিল সবার ॥
একিমেক বাণ রাজা [illegible] ।
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ॥
মত দৈত্য মারিলেন অমর সকল ।
দেব সব তুষ্ট রাজা পাইল পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলা মোরে ।
বর মাগ কি বা লবে পার্থিব প্রবর ॥
দশরথ বলে ইন্দ্র এই মোর বর ।
যেন মুনি হত্যা নাহি থাকে মম গায় ॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব কহেন ।
সে পাপ তোমাতে নাই যাও তুমি দেশে ॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ।
ব্রাহ্মণ তাহার পিতা শূদ্রী যে জননী ॥
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

সম্বর সহ যুদ্ধে আহত দশরথকে কৈকেয়ী আরোগ্য করাতে রাজার বরের অঙ্গীকার প্রভৃতি হওন বিবরণ ।

পাত্র মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি ।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল আপনি ॥
সবার অধিক তাঁর বাসে কেকয়ীরে ।
তেঁই হেতু আগে গেল কেকয়ীর ঘরে ॥
অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন কেকয়ী ।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী ॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায় ।
নানা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায় ॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ।
তুষ্ট হৈয়া দশরথ বলেন তখন ॥
কেকয়ী এ প্রাণ রক্ষা করিলা আমার ।
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর ॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার ।
কোন ধন [illegible] নাহিক আমার ॥

এত বলি বলিলেন রাজা দশরথ ।
কেকয়ী তুমিত মোর প্রাণের অধিক ॥
মহারাজ আজ্ঞা [illegible] দিতে বর ।
কি বর মাগিবে তাহা [illegible] বোলহ ॥
পৃষ্ঠে তার [illegible] নাহি কেহ ।
কুজ কহে তাহার সে বুদ্ধির তুলনা ॥
কুঁজী বলে এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন ।
যখন হইবে বর মাগিবা তখন ॥
কেকয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন ।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান ॥
মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন ।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন ॥
আমার সত্যেতে বদ্ধ রহিলে গোসাঞি ।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥
নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান ।
আছুক অন্যের কায দিব নিজ প্রাণ ॥
কেকয়ীর কপটে অমরগণ হাসে ।
না জানিয়া নৃপ যেন বদ্ধ হৈল ফাঁসে ॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন ।
বিধি বলেন তবে মরিল রাবণ ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন ।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন ॥
যখন যে হবে তাহা বিধি সব করে ।
হইল রাজার ব্রণ অঙ্গের ভিতরে ॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত সমান ।
রামায়ণ বিনা যার মুখে নাহি আন ॥

কেকয়ী দশরথের ব্রণ আরোগ্য করিয়া পুনর্ব্বার বর প্রাপ্তির বিবরণ ।

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর ।
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর ॥
এই ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয় নাহি হেন জন ॥
সে নগরীর পুত্র শঙ্কর নাম ।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥
কহিলেন শুন রাজা পাইবা নিস্তার ।
দুই মত আছয়ে ইহার প্রতিকার ॥
পাবুকের দুধ পাও না করিহ ঘৃণা ।
নহে মধ্যরাতে মুখ দেউক এক জনা ॥
রক্ত পূঁজ ঝরিতেছে ব্রণের দ্বারে ।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন জন পারে ॥
কেকয়ী [illegible] ।
রাজা [illegible] কেকয়ী [illegible] ॥
রাজার [illegible] দিলে ।
কহিল কেকয়ী [illegible] ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি ।
ব্রণে মুখ দিব যদি পাও অব্যাহতি ॥
যার ঘরে থাকে রাজা তার [illegible] ।
কেকয়ী [illegible] দিয়া [illegible] ॥
পাকিয়া আছিল সেই ব্রণের বদন ।
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন ॥
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে ।
রক্ত পূঁজ ফেলাইতে বলে কেকয়ীরে ॥
কর্পূর তাম্বুল দিয়ে করহ ভক্ষণ ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ ॥
কেকয়ী বলেন শুনি রাজার বচন ।
যখন মাগিব বর পাইব তখন ॥
দুইবারে দুই বর থাকুক তব ঠাঞি ।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে ।
আদিকাণ্ড রচিলেন কবি কৃত্তিবাসে ॥

দশরথ পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞ করণের চিন্তা ও উক্ত মুনির উৎপত্তি কাহিনী ।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর ।
একছত্র মহারাজা যেন পুরন্দর ॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি ।
বশিষ্ঠাদি আনাইল যত মহামুনি ॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে ।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥
এতকাল না হইল আমার সন্ততি ।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি ॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
আমার মরণে বংশে নাহি এক জন ॥
নয় হাজার বৎসর হৈল আমার বয়েস ।
এতকাল না হইল পুত্রের উদ্দেশ ॥
অপুত্রক আমি তাই মনে বড় দুঃখ ।
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আদি ।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের বারি ॥
শীত জল উষ্ণ হয় আমার নিশ্বাসে ।
তারা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কিসে ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
কার্য্য [illegible]
কহিতে [illegible]
শুন [illegible]
বিভাণ্ডক মুনি [illegible]
ত্রিভুবন [illegible]
তাঁহার [illegible]
পাঠাইলা [illegible]
মুনির নিকটে [illegible] থাকে ।
[illegible] মুনি [illegible]
কলেতে অদ্ভুত [illegible]
জলযোগে [illegible] মুনি করিল তর্পণ ।
কন্যের সহিত [illegible] থাকে মহামুনি ।
বনবাস [illegible] হইল অবনি ।
শুদ্ধ দেহ পাইয়া [illegible] মহাবনবাস ।
তপস্যা করেন বনে চারিপাশে চান ।
তপস্যা করেন মুনি সর্ব্বদার জলে ।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগন মণ্ডলে ।
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে ।
দৈবযোগে তাঁর দৃষ্টি তার গিয়া পড়ে ।
তাহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন ।
মুনির হইল রেতঃস্খলন তখন ।
জানেতে বারেক মুনি তাহা [illegible] বামহাতে ।
জলে না ফেলিয়া রেতঃ ফেলায় কূলেতে ।
পুনর্ব্বার মহামুনি করি আচমন ।
তপস্যা করেন বিভাণ্ডক তপোবন ।
বিধির লিখন কভু না হয় খণ্ডন ।
তৃষ্ণায় হরিণী জল খায় সেইক্ষণ ।
জল খায়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে ।
ঘাসের সহিত রেতঃ সান্ধাইল পেটে ।
দৈবযোগে হরিণী আছিল ঋতুমতী ।
মুনি বীর্য্য খাইয়া হইল গর্ভবতী ।
দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল ।
ছয় মাসে পুত্রবৎ প্রসব হইল ।
মনুষ্য আকার দেখে হরিণী [illegible] ।
দেখিয়া হরিণী পুত্র ত্যজিল তখন ।
মনুষ্যের ডরে আমি থাকি বনে [illegible] ।
আমার গর্ভেতে দেখ মনুষ্য নন্দন ।
পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন ।
অঙ্গুলি চুষিয়া শিশু [illegible] ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পুত্র [illegible] নিজ ঠাঁই ।
পুত্রাদি পাইয়া মুনি [illegible] তাহারে ।
নবীন [illegible]
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন ।
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা ।
শাস্ত্রবেত্তা হইল [illegible] ফোঁটা ।
কিছু দিন পরে [illegible]
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি নাম [illegible] ।
গায়ে বড় [illegible] কভু নহে আন ।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান ।
কৃত্তিবাস কৃত বাক্য অমৃত সমান ।
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন ।

লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন ।

বশিষ্ঠের বচন হইল অবসান ।
সুমন্ত্র বলেন রাজা কর অবধান ।
লোমপাদ রাজা অঙ্গ দেশের ঈশ্বর ।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর ।
দশরথ বলে পাত্র কহ বিবরণ ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ ।
সুমন্ত্র বলেন দশরথ গুণধর ।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর ।
লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল ।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল ।
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার ।
না দেখি তোমার রাজা আর প্রতিকার ।
তব রাজ্যে কুমারী হইল ঋতুমতী ।
এই পাপে বৃষ্টি নাহি হয় নরপতি ।
বিভাণ্ডক পুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আইসে ।
পাপ দূর হয় আর দেবতা বরিষে ।
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা ।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবে কোনজনা ।

তাহারে আনিতে পারে সেবা হতে পারে ।
এই রাজ্য আনি দিব সকলি তাহারে ॥
ভাবিয়া কহিল কথা বুড়ী একজন ।
আমি আনিয়া দিব সেই মুনির নন্দন ॥
স্ত্রী পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে ।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে ॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ আমারে ।
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে ॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির মূরতি ।
কৌতুকেতে ভুলাইব যতেক যুবতী ॥
কুমার শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে ।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়িরে সম্ভাষে ॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন ।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল বান্ধন ॥
নৌকার উপর করে স্বর্ণ দুই ঘর ।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর ॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের থারা ।
চারিদিকে শোভে গজমুক্তার ঝারা ॥
সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল ।
নারিকেল কোলি আর কাঁঠাল রসাল ॥
গঙ্গাজল শীতল শর্করা মিশ্র করি ।
কর্পূর বাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি ॥
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরম সুন্দরী ।
জিনি তার অপ্সরী কি অমরা কিন্নরী ॥
কান্দিতে লাগিল সব মুখে নাহি হাসি ।
মুনি কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি ॥
বুড়ি বলে কেন ভয় করিছ যুবতী ।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন ।
কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ ॥
নর্ম্মদা বাহিয়া যায় পরম হরিষে ।
উপস্থিত হয় যথা অঙ্গ দেশে ॥
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি ।
সেইখানে তরণীয়া রাখিল তরণী ॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে ।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥
তরি হৈতে উঠিল সকল নবীনা ।
কেহ বাঁশী পূরে বা বাজায় কেহ বীণা ॥
বুড়ীকে দেখিয়া আর সঙ্গে নারীগণ ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
ঋষির পুত্র মুনি কোথা হৈতে এলি ।
শুনি মুনি তেজবলি ভাবিল আপনি ॥
স্ত্রী পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে ।
অর্দ্ধের অবয়ব মুনি দেখে আপনারে ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি ধ্যান হৈতে উঠিল ।
প্রণিপাত করিল মুনির পদতলে ॥
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে বলি কর্পূর ।
বার বার চুম্ব দিল মুখকমলে ॥
আইস আইস বলি মুনি বসাইতে বলে ।
আনন্দে প্রসাদ সে আনিয়া দিল চরণ ॥
একখানি কুশাসন ছিল মুনির ঘরে ।
বৈস বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়িরে ॥
ফলমূল জল আনে ছিল যে সকল ।
বুড়ির অর্পণ হেতু দিল সে সকল ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী দুইল দুই কান ।
বিষ্ণু পূজা বিনা আমি নাহি করি জলপান ॥
ইতর যেমন করে আমি কি তেমন ।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥
মুনি বলে হউক মোর সকল জীবন ।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন ॥
দিবা কুশাসন পাতি দিলেন বুড়িরে ।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত ।
মুনি বলে বিষ্ণু আসি করিল সাক্ষাৎ ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল ।
এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল ॥
মুনি বলে হউক মোর সকল জীবন ।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ ॥
ফল বলি হাতে দিল নানাখণ্ডের লাড়ু ।
জল বলি খাওয়াইল মধু খণ্ড গাড়ু ॥
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই ।
সঙ্গে করি লয়ে গেলে তবে সঙ্গে যাই ॥
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ ।
কামেশ্বর খাইয়া যে হইল উন্মাদ ॥
কন্যাগণ বলেন খাইলে যে সন্দেশ ।
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ ॥
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই ।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন ।
অঙ্গের বসন খসাইল কন্যাগণ ॥
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে ।
কেহ কেহ চুম্ব দেন বদনকমলে ॥

মুনি হৈলা [illegible]।
দেখিল মুনির পুত্র [illegible]॥
কোন নারী মুখে দিল [illegible]।
কেহ বা মুখেতে তারে [illegible]॥
কেহ বা হরিষ মন চাহিয়া নয়নে।
কেহ বা করিল বস্ত্র গাছ আলিঙ্গনে॥
বুড়ী ভাবে আমি যদি নহে বাহি হবে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে॥
আমি পিতা পুত্রেতে থাকুক এক স্থানে।
কহিবে এ কথা মুনি পিতা বিদ্যমানে॥
পুত্রে প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কাশী তপস্যায় না যাবে কখন॥
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
উপকার হৈবে তাহে মুনির কুমারে।
এই যুক্তি যে বুড়ী ভাবিয়া মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে॥
তপোবনে হৈল হে তোমারে ভাল বাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম সেথে আসি॥
বলিতে লাগিল তারে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হৈয়া তব সঙ্গে আসি॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে মরিব হুতাশে॥
বুড়ী বলে এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি॥
এতেক বলিয়া তারে প্রবেশে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে কেন না আইল ঋষিগণ॥
শিরোমণি হারাইল অভাগের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত হৈল বিধি॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আইসে হেনকালে॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল কেন বাপু করিছ ক্রন্দন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফলজল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল॥
ফল জল খাইয়া হইল সুস্থ মন।
পিতা পুত্রে কথা বার্ত্তা কয় দুই জন॥
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে॥
এই মত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥
কত বা হৃদয়েতে জটা [illegible]।
কত মুখেতে [illegible]॥
কি জাতি [illegible] শোভিত [illegible]।
প্রভাতের ভানু যেন [illegible]॥
কি জাতি রত্নের ফুল সবার গলেতে।
শ্বেত পীত নীল বস্ত্র শোভিছে তাহার॥
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বস্ত্র উজ্জ্বল॥
কি জাতি ফলের মধ্য সবাকার হাতে।
কতেক রাখিয়া গেল আছয়ে তাহাতে॥
পরম ব্রাহ্মণ তারা যেন আছি সুখে।
ভুলায় সবার মন যাহা দেখি মুখে॥
তাহে যদি হতাঁই করাই পরশন।
স্বর্গবাস হাতে পাব হেন জ্ঞান হয়॥
হাসি কহিলেন মুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে॥
বিভাণ্ডক বলে বাপ তারা নারীগণ।
কামাচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন॥
মম পুণ্যে প্রাণ রাখিয়াছে তোমার।
পুনঃ পাইলে তারা খাবে না পাবে নিস্তার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে পিতা না কহ এমন।
এমত দয়াল নাহি তাহারা যেমন॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় তা সবারে।
এক্ষণে বিদায় আমি করিনু তোমারে॥
সারারাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে॥
প্রভাত হইল রাত্রি রবির কিরণ।
পুত্রের বিষয়ে মুনি ভাবে মনেমন॥
যদি আমি যাই ঋষি পুত্রে করি ত্যাগ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মম হবে অপরাধ॥
কার পুত্র কার পত্নী সব অকারণ।
সংসার অসার সব মিথ্যা [illegible]॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কার সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি॥
তাম্রবাটী হাতে দিল তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি॥
বুড়ী বলে মুড় এই ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আমি নিয়া মুনির কোঙর॥
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী॥
[illegible]
[illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥
সেই বন [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] মুনি ॥
কোলে করি বসাইল দোলার উপর ।
যাহ যাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সঘন ।
তরণী বাহিয়া যায় মুনি নাহি জানে ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কৈল বাদ্য আছে বনে ।
লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দরশন ।
অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন ।
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল মুনির সম্মান ।
কন্যা হৈল লোমপাদ শান্তী অভিধান ।
দশরথ কন্যাকে মুনিরে দিল দান ॥
সম্বন্ধে সে মুনিরাজ তোমার জামাই ।
তাহাকে আনিতে যাব লোমপাদ ঠাঁই ।
দশরথ বলিলেন কহ হে নায়ক ।
পুত্রশোকে কত বনে কাঁদিল বিভাণ্ডক ॥
যেই দেশে যায় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাধ্যায় ।
অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য অনুপাম ।
আনন্দে বসিয়া সব শুন রামায়ণ ।

বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে না দেখিয়া খেদ করেন ।

সুমন্ত্র বলেন শুন রাজা দশরথ ।
লোমপাদ নিকটে মুনীর বাক্য যত ।
বুড়ী বলে লোমপাদ শুনহ বচন ।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন ।
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি ।
রাজা সহ আপনি হইবা ভস্মরাশি ।
তাঁর ঠাঁঞি যদি মুনি পাবে পরিত্রাণ ।
পথেতে করিয়া রাখ বহু গোস্থান ।
ছাগে ছাগে বলদ গো রাখহ সম্ভার ।
গোষ্ঠ বাড়া নিকটাবধি হউক বিস্তর ।
গোষ্ঠ বাড়া দেখিয়া ভাবিবে তপোধন ।
বড় [illegible] পালন ।
মুনি[illegible] দেখিয়া আর[illegible] যান ।
পা[illegible] নিকটে গিয়া কি[illegible] বক্ষঃস্থান ।

[illegible] ।
সর্ব্ব [illegible] ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ [illegible] লোমপাদ [illegible] ।
বিভাণ্ডক ঘরে আসি দেখেন কুটীর ।
আর দিন পুত্র উঠে [illegible] ।
সে দিন না দেখে শীঘ্র যায় উঠি মুনি ।
আকুল হইয়া মুনি [illegible] ।
কান্দিয়া বলেন বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা ।
তপস্যা করিয়া তোরে পাইলাম বরে ।
হেথা আসি কহ কথা জুড়াক মোর বুকে ॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের বাহে ।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাহি নড়ে ।
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে ।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে ।
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেন মুনি ।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি ।
তপোবনে দেখে সব বালক সকলে ।
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে ।
মুনি বলে আছ বনে যত তরুলতা ।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা ।
মৃগ পশু পক্ষিরে লাগিল পুছিতে ।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে ।
কান্দিয়া কান্দিয়া যায় বিভাণ্ডক মুনি ।
কত দূর গিয়া পায় গ্রাম একখানি ।
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে পুছান ।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান ॥
যোড়হস্ত করে প্রজাগণ কহে বাণী ।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ইথে রাজা তিনি ।
লোমপাদ তাঁকে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে ।
গ্রাম পশু [illegible] দিয়াছে কৌতুকে ॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ ।
ক্রোধ দূর হৈল মুনি অতি হৃষ্ট মন ।
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ।
সেথা অপুত্রক রাজা অযোধ্যা নগর ।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আয়োজন ।
নিমন্ত্রণ হইবেক যদি সে যজ্ঞেতে ।
সেই কালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে ।
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

[illegible]
[illegible]
দশরথ [illegible] ॥
মুনিকে আনিতে রাজা [illegible] ॥
দশরথ লোমপাদ দুপতির ঘরে ।
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥
রাজার পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা ।
রাজ উপচারে যত্নে তাঁরে করে পূজা ॥
নিতাঁর এ ভূমি দিয়া করায় ভোজন ।
জিজ্ঞাসেন কোন কার্য্যে তব আগমন ॥
দশরথ বলিলেন শুন মোর বাণী ।
অযোধ্যায় লইয়া চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
অঙ্গকের উক্তি আছে যে অতীত কালে ।
[illegible] হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ মেলে ॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর ।
লোমপাদ সঙ্গে গেল মুনির গোচর ॥
প্রণাম করেন দশরথ যোড়হাতে ।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥
এই দশরথ রাজা শুনেছ আখ্যান ।
তুমি কৃপা কর যদি হয় পুত্রবান ॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে ।
সেই কন্যা জন্মে ছিল এরাজার ঘরে ॥
ইহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর ।
অপুত্র তাপিত যে তাপ কর দূর ॥
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি কহেছে প্রশংসে ।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে ॥
অঙ্গক মুনির কথা কভু নহে আন ।
এতেক জানিয়া মুনি করিল প্রয়াণ ॥
ভার্য্যা জামাতা সঙ্গে চাপে নিজ রথে ।
অবিলম্বে আইলেন অযোধ্যার পথে ॥
দেখে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ যত প্রজা ।
নির্ম্মঞ্ছন করে তার সঙ্গে করে পূজা ॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর বিষ্ণু আরাধন ।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আইসে ॥
অগস্ত্য আগস্ত্য আর পৌলস্ত্য পুলোম ।
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম ॥
জৈমিনি গৌতম পিপীলিক পরাশর ।
পুনহ কৌণ্ডিন্য মুনি আইল বিস্তর ॥
মার্কণ্ড [illegible] আইল ॥
[illegible] গর্গ [illegible] ॥
গর্গ মুনি [illegible] ॥
[illegible] বহু ॥
পাঠাইলেন [illegible] রাজঋষি ॥
[illegible] সতার্থ যে [illegible] ॥
বেদব্যাস [illegible] আইল মার্কণ্ড ।
জন্ম [illegible] মুনি কৃষ্ণকর্ম্ম ॥
সনাতন সনক যে সনন্দ কুমার ।
গৌতমী আইল মুনি বিষ্ণু অবতার ॥
আইল বাল্মীকি বসুনার কুলে যার ।
কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম ॥
কতেক আইল মুনি নাম জানি নাহি ।
রাজার আইল যজ্ঞে তিন কোটি মুনি ॥
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন ॥
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদভরে ।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসরে ॥
মাথায় রূপিল জটা শুক্ল পরিধান ।
নারায়ণ কথা বিনা মুখে নাহি আন ॥
এমন আইলা তথা তিন কোটি মুনি ।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি ॥
মুনিগণ বাসার্থ দিলেন রাজাবর ।
পৃথিবীর রাজা আইসে অযোধ্যানগর ॥
মিথিলার আইল জনক রাজঋষি ।
[illegible] মহারাজ আইল রাজা বারাণসী ॥
অঙ্গদেশে অধিপতি লোমপাদ নাম ।
রাজা বঙ্গদেশের আইল বেঙ্গল্যান ॥
মরীচি পুরের রাজা কোপ পুরন্দর ।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর ॥
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অনলে ।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে ॥
মাগধ মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট ।
লক্ষকোটি রাজা আইল ছাড়িয়া গুজরাট ॥
উদায়ন্ত গিরিতে যতেক রাজা বৈসে ।
দশরথ নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে ॥
মেদিনী ভুবনে বৈসে যত রাজাগণ ।
নানা দ্রব্য আইলেক নাহি অবধারণ ॥
প্রত্যেক কহিতে নাম লিখিতে অশক্য ।
রাজা যত আইল [illegible] লক্ষ ॥
এত রাজা [illegible] তথা অশোক ।
রাজচক্রবর্ত্তী দ কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

জনক ঋষির চাষে লক্ষ্মীর বিবরণ।

শ্রীহরির জন্ম কথা থাকুক এখন।
অগ্রেতে কহিব এই লক্ষ্মীর জনম॥
যেস্থানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সেস্থানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি॥
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাষভূমি চষে।
ঊর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হটাৎ মুনির বীর্য্য হইল স্খলিত॥
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী।
ঋষি বীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী॥
ডিম্ব রূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল নীরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান॥
উজ্জ্বল চুড়া করে কাছে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী॥
চাষভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
তব কন্যা বটে এই করহ পালন॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করি তখন আইল ঘরে॥
শুধাইতে লাগিল যে জনকের রাণী।
দুঃখ দিয়া কাহার আনিলা কন্যা মণি॥
জনক বলেন ক্ষেত্রেতে কন্যার জনম।
মম কন্যা বটে তুমি করহ পালন॥
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে॥
ঘন কেশপাশ তার যেমন চামর।
পাকা বিম্বফল তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী॥
পরম সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
সিরালে হইল জন্ম নাম থুইল সীতা॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিবেন নিজে নারায়ণ॥
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ড লক্ষ্মীর জনম॥

দশরথের যজ্ঞ নাশ যজ্ঞের চরু তিন রাণীকে ভক্ষণ করান ও তিনের গর্ব্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্ম লওন বৃত্তান্ত।

পয়ার।

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থানে আসি দেখা দিলেন ঈশ্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন॥
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইলা ভগবান॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণু জন্ম রাবণেরে করিতে সংহার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি।
তাতে ফেলে দিল অম্বকের ফল গুটি॥
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ॥
তুলিলেন চরু মুনি সুবর্ণের থালে।
দশরথের হাতে দিয়া কহে শুভকালে॥
প্রথমা নারীকে করে করাহ ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন॥
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা অপবিত্র পথে॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর মুখ্যা দুই রাণী।
এক ভাগ ছিল চরু দৈল দুই খানি॥
অগ্রভাগ দিল রাজা রাণী কৌশল্যারে।
শেষ ভাগ খানি দিল কেকয়ী দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞস্থানে গেল দশরথে।
হেনকালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খাইতে রাজা না করিল আশ॥
আমিত দুর্ভাগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খাইয়া কত পারে বল॥
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি॥

মনে মনে ভাবিছেন কৈকেয়ী ভামিনী।
আপন ভাবের তোমার নিজ অভিমানি ॥
ইহাতে তোমার যদি অপেক্ষ করম।
আমার পুত্রের সনে হবেক সে জন ॥
সুমিত্রা বলেন দিদী এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর ॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া দিল তারে।
শেষে শেষভাগ দিল সুমিত্রা দেবীরে ॥
তাহা দেখি বলিয়া কেকয়ী ক্রুদ্ধমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি ॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী হয় সেই জন ॥
সুমিত্রা বলেন দিদি করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥
এত বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে।
তিনজন খাইলেন চরু একবারে ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথে।
ব্রাহ্মণেরে ধনদান করে বিধিমতে ॥
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে হও পুত্রবান ॥
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বন্দ্য মায় ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের জন্ম বিবরণ।

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥
হইয়া ছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস ॥
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
এইকালে ঋতুমতী হৈল তিনজন ॥
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ।
ঋতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥
এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে।
দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥
চারিমাস গর্ভেতে অতীত হৈল যব।
পঞ্চমাস গর্ভেতে জন্মিল বিভুষণ ॥
প্রথম গর্ভেতে সঞ্চারিল [illegible]।
নয়ন হইল যেন অম্বুজের পাণি ॥
কুচাগ্র হইল শ্যাম উদর ডাগর।
মৃত্তিকার ভক্ষণেতে সদা মনোহর ॥
ঘন ঘন হাই উঠে আলস্য বদন।
পাণ্ডুর হইল অঙ্গ পুলক আচরণ ॥
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল স্তন বোঁটে।
শরীরের মা হবে বস্ত্র মিত্র ঘন ফুটে ॥
এইমত হইল যে গর্ভের বর্দ্ধন।
নবমাস গর্ভবতী হৈল তিনজন ॥
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
পঞ্চগব্য দিয়া হৈল গর্ভের শোধন ॥
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য তাহাতে স্মরণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥
স্বপনে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা বলে ॥
পূর্ব্বেতে অনেক সেবা করেছ আমারে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি জন দিয়া করহ পালন ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপন ॥
কহিল সকল কথা দশরথের প্রতি।
মা বলিয়া আমাকে ডাকিলেন শ্রীপতি ॥
শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন।
ভাবে বুঝি সত্য হবে অদ্ভুত বচন ॥
দীন দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ।
এই রূপে দশমাস হইল সম্পূর্ণ ॥
প্রসব সময় যত নিকট হইল।
দশরথ নৃপতির আনন্দ বাড়িল ॥
প্রথম তখন রাণী হইবে প্রসব।
প্রজা সব গান করে এই সদা রব ॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ ছাড়িয়া বসিলেন দেবগণ ॥
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক নির্ম্মল সকল তারাগণে ॥
প্রসবে প্রথমা স্ত্রীর বাড়িল বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥
মধু চৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হবেন অন্তর্যামী ॥

পাছে বাড়িতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে ।
এ কথা কহিব বলি গেলা দশাননে ॥
চক্ষুর নিমিষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া ।
রাবণেরে কহে কথা অগ্রে দাণ্ডাইয়া ॥
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে ।
তোমার কি শত্রু আছে বলি জনে জনে ॥
দুষ্ট খলের রাজা হবে ভগবান ।
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান ॥
দুর্গ্ধ কহে রাক্ষসীর বিদ্যমান ।
অবশ্য বুঝিবে আপন বাণে মুরে ।
দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে ।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ ।
আমার কি শত্রু আছে দেব নর বল ॥
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ ॥
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে ।
আসিয়া সমুদ্র দাণ্ডাইল যোড়হাতে ॥
রাজা বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে ।
সকল তীর্থের জল আন মম কাছে ।
যোগ মাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল ।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আনিল ।
তীর্থ জলে দশানন করিলেক স্নান ।
দরিদ্র দুঃখিরে রাজা করে স্বর্ণদান ।
যতেক কাঞ্চন দিল নাহি সব কত ।
ধেনু দান দিলা দান করে শত শত ।
দান পুণ্য করিয়া বসিল দশানন ।
ভাবিল অমর আমি নাহিক মরণ ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ ।
রামের পাঁচালিতে হরি বল সর্ব্বজন ।

বানরগণের জন্ম বিবরণ ।

মনুষ্যরূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ ।
বানর রূপেতে জন্ম নিলেন দেবগণ ।
বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ ।
যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন ।
এক বানরীতে রুদ্র ইন্দ্র সূর্য্য রতে ।
দুই পুত্র জন্মিলেক তাহার উদরে ।
হইল ইন্দ্রের তেজে বালি কপিবর ।
সুগ্রীব সূর্য্যের জন্ম দিলেন ভাস্কর ॥
কিষ্কিন্ধ্যার বন দুই পাইতে রমাল ।
বন দুই পায় তাহে বিক্রমে বিশাল ।
তেজে অগ্নির তেজ বাড়ে সংসারে সকল ।
হইল বালির পুত্র অঙ্গদ কুমার ॥
হইল ব্রহ্মার তেজে বৃদ্ধ জাম্বুবান ।
হইল পবন তেজে বীর হনুমান ॥
দেবকূট পাহে কপি বৃষপর্ব্বত ।
পঞ্চ পুত্র যমের যেমন সমান ॥
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর ।
অগ্নি তেজে হইলেক নীল সেনাপতি ।
কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রবাধী ॥
সুষেণের জন্ম হয় বরুণের তেজে ।
অশ্বিবিদ্যা বিদ্যা শাস্ত্র দিল তার বাপে ॥
মহেন্দ্র দেবের হৈল সুষেণ বানর ।
চন্দ্র তেজে দধিমুখ হইল তখন ॥
প্রত্যেক কহিতে হয় পুস্তক বিস্তর ।
একেক দেবের তেজে একেক বানর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুধী সর্ব্ব মতে ।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে ॥

দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন ।

একেক গণনে যে হইল চারি দিন ।
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল সুপ্রবীণ ॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে ।
দিবা অষ্ট কলাই অষ্টাহ শিশুগণে ।
ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে ।
আঁচল পুরিয়া সোণা দিল সবাকারে ॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত ।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত ॥
ছয় মাস বয়স হইলে চারি জন ।
করাইল সবাকার অন্ন প্রাশন ॥
আমন্ত্রণ করিয়া সকল ঋষিগণে ।
আনাইল দশরথ আপন ভুবনে ।
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে ।
চারি পুত্রের মুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে ।
দশরথ চারি পুত্র লইয়া নিল কোলে ।
মিষ্ট অন্ন জল দিল বদনকমলে ।
বসিলেন চারি ভাই সুচারু বদন ।
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুজন ।
সকলে যৌতুক দিল জ্ঞাতি রাজগণ ।
বিচার করেন সবে রামের কি নাম ॥
বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ ।
যে মন্ত্র হইতে লোক পাবে পরিত্রাণ ।

সেই বস্ত্র [illegible] ।
কৌশল্যা [illegible] ॥
পৃথিবীর ভার [illegible] ।
সেই হেতু তাঁর নাম [illegible] ॥
সুমিত্রার হইলেক যমজ নন্দন ।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥
রাজা চারি নন্দনের [illegible] নাম ।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন [illegible] ॥
রজত কাঞ্চন দিল [illegible] ।
ধেনু দান দিলা রাজা [illegible] ॥
নানা দান দিলা রাজা বশিষ্ঠের স্থান ।
দুগ্ধবতী গাভি দিল সহস্র প্রমাণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম করণ ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির বাল্য ক্রীড়া ।

ছয়মাস বয়স্ক রাম যান হামাগুড়ি ।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি ॥
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে ।
বদনে না আসে তাহা আধ আধ বলে ॥
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত বচন ।
প্রকাশিতে মন্দ মন্দ হাসিতে দশন ॥
এক বর্ষ বয়স্ক হইলে তাই কোটি ।
পীতধড়া পরিধান মধ্যে স্বর্ণ কাঁঠি ॥
কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোণার কিঙ্কিণী ।
রত্নের নূপুর পায় রুনু ঝুনু ধ্বনি ॥
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সঙ্গে ।
পরস্পর সংপ্রীতি হইল চারি জনে ॥
শ্রীরাম চলিতে পাছে চলেন লক্ষ্মণ ।
ভরতের সাথে চলেন শত্রুঘ্ন ॥
যার যে চক্রের অংশ আছিল তাহাতে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে শত্রুঘ্ন ভরতে ॥
যথা তথা যান রাজা রাম আন সাথে ।
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥
ব্রহ্মা আদি যার পদ বাঞ্ছি পায় ধ্যানে ।
পুনঃ পুনঃ মুখ দেখ তাঁহার বদনে ॥
চন্দ্রকলা যেমত বাড়িছে দিনে দিনে ।
সেই রূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥
এক তিল চারি ভাই রাজার জীবন ।
রাম দেখি দশরথ ভাবে মনে মন ॥

সর্ব্বগুণ [illegible] ।
অতএব [illegible] ॥
[illegible] তোমার [illegible] ।
এই পুত্রগণ [illegible] ॥
দশ বৎসর [illegible] ।
রাম হেন পুত্র [illegible] ॥
পুত্রমুখ দেখি [illegible] ।
দশরথের [illegible] ॥
এই সব দশরথ করি [illegible] ।
আদিকাণ্ড রচিলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ।

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি ।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ি ॥
ক খ আঠারো ফলা বানান প্রভৃতি ।
অষ্ট দিন পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি ।
অবশেষে পড়িলেন রাম [illegible] ॥
কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর ।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম ।
অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাপরে শিখিলেন রাম ॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান স্নান করে ।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে অনায়াসে ॥
গুলি ডাণ্ডা লইয়া রাম খেলিতে খেলান ।
রামের নিকটে সব বালক পলান ॥
রাম সঙ্গে কোন জন নাহি হয় তাল ।
সুমেরু পর্ব্বতে [illegible] ॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক বাণ হাতে ।
ফুল ধনু হস্তে রাম বেড়ান কাননে ॥
ধনু হস্তে করি রাম মারে একে বাণ ।
ত্রিভুবনে কাহারো নাহিক পরিত্রাণ ॥
দশরথ রাজার নিষেধ বড় ছিল ।
রামের নির্ব্বন্ধ দেখি সবে পলাইল ॥
বনে বনে বেড়ান রাম ফুল ধনু হাতে ।
এক দিন বনে রাম [illegible] ।
মৃগ চাহি [illegible] বেড়ান কানন ।
[illegible] ॥
কোন স্থানে ছিল [illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] রামের কৌতুকী হৈল মন ।
[illegible] কথা কার্য্য বাণ যুড়িল তখন ॥
[illegible] বাণ তারা যেন খসে ।
[illegible] পলায় মহাত্রাসে ॥
শ্রীরামের বাণ শব্দে ছাড়িল সে বন ।
জনকের দেশে যেন বিন্ধিয়া তখন ॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাবে ।
এত দিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল তথা বেলার বিরাম ।
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম ॥
মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুঃখ ॥
এক দিন দুঃখে ভাই হইলা এমন ।
কেমনে মারিয়া বৈরি রাখিবা ব্রাহ্মণ ॥
আবলকি কর্ম পাড়ি যেন তার মুখে ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল থান মহাসুখে ॥
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর ।
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলস্বর ॥
এমন সময়ে ব্রহ্মা বন পুরন্দরে ।
গেলেন আপনি হরি দশরথ ঘরে ॥
নররূপা আপনাকে বিস্মৃত আপনি ।
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে ।
ফল মূলাহারে যুদ্ধ করেন কেমনে ॥
মৃণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা ।
সুধা পানে রামের না লাগিবেক ক্ষুধা ॥
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দরে ।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল ভিতরে ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম ।
মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে ।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হৈল মন ।
বৃক্ষপত্র পাতিয়া করিলেন শয়ন ॥
পরিশ্রমে সুমিত্রা হইল বনস্থলে ।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে ॥
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর ।
আস্তে ব্যস্তে যেন রাণী রাজার গোচর ॥
হেথা রাজা দশরথ রামে না দেখিয়া ।
মনে সুখ নাহি কিছু অজ্ঞান হইয়া ॥
সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে ।
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥

দুই জন [illegible] হইল [illegible] ।
চিন্তিত বড়রাণী জিজ্ঞাসে তখন ॥
[illegible] আছে বাঁধিতে [illegible] আছে প্রাণ ।
এতক্ষণ হৈল কেন ঘরে নাহি রাম ॥
দশরথ বলে রাণী কি কহিব কথা ।
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা ॥
বুঝি রাম আছেন কেকয়ীর আলয়ে ।
ধায়ে গিয়ে উত্তরে কেকয়ীরে জিজ্ঞাসে ॥
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ ।
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বুক ॥
কেকয়ী বলিল আমি কিছু নাহি জানি ।
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি ॥
আমি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোন থানে ।
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥
ভরত সহিত হেথা বিদিল শত্রুঘ্ন ।
অযোধ্যা নগরে ভ্রমে ভাই দুই জন ॥
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে ।
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোন স্থানে ॥
শুনিয়া সকলে কহে শুন রাজরাণী ।
কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ নাহি জানি ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকয়ী কামিনী ।
শাবক হারায়ে যেন ফুকরে বাঘিনী ॥
কান্দে রাজা দশরথ ভাসে নারে তাত ।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥
অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন ।
রাম না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু আমি লিখিল বিধাতা ।
রাম নাহি দেখি যদি মরণ সর্ব্বথা ॥
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বুঝি না দেখিব আর ॥
এইমত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে ।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
বন পুষ্পে ভূষিত ধনুক বাণ হাতে ।
নাচিতে নাচিতে রাম লক্ষ্মণের সাথে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন কহে গিয়া কৌশল্যারে ।
ঐ দেখ আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে ।
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
ধায়ে দশরথ রাজা রামে করে বুকে ।
এক লক্ষ চুম্ব দিল তাঁর চাঁদ মুখে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক ।
কি জানি হবেক কবে বিধাতা বিমুখ ॥

কৌশল্যা সুমিত্রা দিয়া তারা হৈল যোজন ।
এক লক্ষ মুদ্রা দিল ব্রাহ্মণ সকলে ॥
দরিদ্রের পিঠি মুনি সহজের তারা ।
পলকে প্রলয় ঘটে থাকি দুই ধারা ॥
ভরত শত্রুঘ্ন সহ দেবেন বিদায় ।
দুই ভাই আসি রাম করিল প্রণাম ॥
রামের আনন্দে হাস্ত করিল ভোজন ।
রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত ।
শ্রীরামের আরণ্য বিহার সুললিত ॥

সীতার বিবাহ পণ জনক রায় ধনুঃ দেওন বিবরণ ।

সাতবৎসরের রাম অযোধ্যানগরে ।
লক্ষ্মী যেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় যথাবিধি ।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ সবে বাখানি ।
এ সামান্য নহে কন্যা কমলা আপনি ॥
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে ।
উমা কি কমলা রাণী ভ্রম হয় চিতে ॥
হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল ।
তিলফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর ।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি ।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলী ॥
অরুণ বরণ তার চরণ কমল ।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন ।
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন ॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে ।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোম কূপে ॥
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে ।
সীতা যোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে ।
জানকীর যোগ্য বর পাইব কোন দেশে ॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন জন ।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ ॥
বিধাতা বলেন [illegible] পুরন্দর ।
রামের [illegible] ॥
দিনে দিনে জানকীর রূপ বর্দ্ধমান ।
পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান ॥
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া তখন ।
কৈলাস পর্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন শিব অন্তর্যামী ।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি ॥
সে ভব দেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে ।
রাম বিনা অন্য জন না লয় সীতারে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন ।
ভৃগুরাম ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন ॥
আমার ধনুক লইয়া করহ পয়াণ ।
জনকের ঘরে থাক করি সমাধান ॥
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে ।
কহ জনকেরে যেন সীতা দেন তারে ॥
এতিন ভুবনে ইহা তোলে কোন জন ।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥
পাইয়া রাজের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি ।
ধনুক ধরিয়া হাতে করিলেন গতি ॥
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তূণ ।
এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনুগুণ ॥
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম ।
ঋষিরা পরশুরামে করেন সে ক্রম ॥
প্রণাম করিয়া তারে দিলেন আসন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে করেন পূজন ॥
ভৃগুরাম দেখি সব মুনির তরাস ।
আদিকাণ্ড রচিলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গপণ ।

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন ।
কোন কার্য্যে মহাশয় হেথা আগমন ॥
বলেন পরশুরাম তোমার দুহিতা ।
সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা ॥
জনক বলেন একি শুনি চমৎকার ।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার ॥
সীতার বিবাহ কাল হইবে যখন ।
কহ তাহে যুক্তিমত করিবে যেমন ॥
ভৃগু বলে কন্যাদান করিবে যখন ।
দেখো যেন অযোগ্য না হয় রাজন ॥
এতেক বলিয়া ধনু ভৃগুরাম দান ।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান ॥
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কতকালে ।
কারে দিব কন্যা আমি তুমি না আইলে ॥

বলেন পরশুরাম আমার ধনুক ।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে ।
তুমি আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে ॥
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানান্তর ।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের দ্বারে ॥
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ।
গোত্তর যোজন উচ্চে ধনুক প্রমাণ ॥
যোজন দশেক ধনু আছে পরিসর ।
কহিলেন প্রতিজ্ঞা জনক নৃপবর ॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে ।
সেইজন জানকীরে বিবাহ করিবে ॥
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর ।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥
এপার যোজন যার আছে পরিসর ।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর ॥
ধনুকের কথা সেই গেল দেশে দেশে ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

সকল রাজা ও রাবণ ধনু তুলিতে অপারক হইয়া পলায়ন করণ বিবরণ ।

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে ।
জানকী বিবাহ হেতু তাহারা আইসে ॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর ।
একে একে সবে আইসে জনকের ঘর ॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে ।
সবাকে পাঠান দেন ধনুকের ঘরে ॥
জনক বলেন যেবা তুলিবে ধনুক ।
তারে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক ॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায় ।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায় ॥
ঘরের বাহিরে গিয়া উঁকি দিয়া চায় ।
তুলিবার শক্তি থাক দেখিয়া পলায় ॥
কত রাজা রাজপুত্র উন্মত্ত হইয়া ।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছুটিয়া ॥
প্রাণপণে তারা দিয়া টানাটানি করে ।
তুলিবারে মাথা দিয়া নাড়িতে না পারে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুক খান ভারি ।
কে দিবে তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি ।
লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায় ।
হাত তালি দিয়া সব বালক গোড়ায় ॥
পলাইয়া যায় সব আপনার দেশে ॥
বিবাহ করিতে আর রাজা নাহি আইসে ॥
মধ্যপথে দেখা হয় লঙ্কার রাবণে ।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব কহে ॥
দেখিবার তরে যায় শুনিয়া কথায় ।
শুনিয়া শুনিয়া পায় আনন্দ বিস্তর ॥
প্রত্যেক কহিছে হর-ধনুক বিস্তার ।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলানগর ॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন ।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর ।
চারি পাত্র লয়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর ॥
আইল সত্বর তারা মিথিলা ভুবন ।
জনক শুনিল রাবণের আগমন ।
জনক বলেন শুন পাত্র মিত্রগণ ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন ।
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে ।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন জনে ॥
চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে ।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে ॥
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে ।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে ॥
দেখিয়া রাবণ তারে তুষিতলে উঠি ।
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে কোলাকুলি ॥
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে ।
ইষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে ॥
জনক বলেন আজি সফল জীবন ।
কোন কার্য্যে মহাশয় তব আগমন ॥
দশানন বলে রাজা তব কন্যা সীতা ।
আমারে করহ দান আজি হও প্রীতা ॥
জনক বলেন ইহা তোমার লক্ষণ ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন জন ॥
আনিলেন ত্র্যম্বক ধনু এক খান ।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥
তুলিয়া ধনুক খান আগে দিয়া তুমি ।
ধনুকের পরে সীতা সমর্পিব আমি ॥
শুনিয়া যে দশ মুখ হাসিল রাবণ ।
আমার সাক্ষাতে কত ধনুক বিক্রম ॥
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত শিখর ।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভার ॥
অগ্রে সীতা আনিয়া আমারে কর দান ।
যাত্রাকালে কাড়িয়া যাইব ধনুক খান ॥

জনক রাজার কন্যা জানকী সুন্দরী ।
দেখুক আসিয়া লোক ধনুক অদ্ভুত ॥
প্রচণ্ড বলেতে ভাঙ্গা নয় ধনুখান ।
যার যে শক্তি আছে ভয় না কর কখন ॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীকে দিবে ।
ইন্দ্রাদি আদি দেব সবে ভাঙ্গিতে নারে ॥
দশমুখ বলে বাপা আমি তব কথা ।
ধনুক ভাঙ্গিতে কেহ না করে অন্যথা ॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর ।
দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর ॥
শুনিয়া যাইল সব মিথিলা নগর ।
সবে বলে জানকীর ঘটিল ঠেকা বর ॥
যুবা বৃদ্ধা শিশু এক নাহি রহে ঘরে ।
কৌতুক দেখিতে লোক যাত্রার মন্দিরে ॥
একাশী যোজন ধনু অতি দীর্ঘতর ।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর ॥
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে ।
আসিয়া রাবণ রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে ॥
দ্বারেতে দাণ্ডায়ে বীর উকি দিয়া চায় ।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায় ॥
মনে করে বুঝিল আমার জারিজুরি ।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আস্ফালন ।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥
আটিয়া কাপড় বীর বাঁধিল কাঁকালে ।
কুড়ি হস্তে তুলিল সে ধনুক মহাবলে ॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে ।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে ॥
মাথে হস্ত দিয়া বলে কি করি উপায় ।
কি হইবে বাপা ধনু তোলা নাহি যায় ॥
প্রচণ্ড বলেন শুন রাজা লঙ্কেশ্বর ।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর ॥
চিন্তা না করিহ তুমি না করিহ ভয় ।
গায়ে বল করি দেখ আরবার বয় ॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে ।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥
দশগ্রীব বলে আর নাড়িতে না পারি ।
প্রাণ যায় বাপা ধনু তুলিতে না পারি ॥
কৈলাস তুলিনু বাপা পর্ব্বত প্রবল ।
তাহাকে জিনিয়া বাপা ধনুকের বল ॥
এই বুঝি বাপা মোর তোমার ঠাঁই বাকি ।
সবাই জিনিয়া আইল ধনুকের ভারি ॥
প্রচণ্ড বলিল শুন বীর দশানন ।
তবেত সীতার বর হবে তোমা জন ॥
পার বা না পার আর একবার উঠ ।
যাহু প্রাণ প্রাণ যাক এই বাক্য যার ॥
রাবণ বলিল বাপা শুন কথা বাণী ।
তুলিতে না পারি সীতা প্রাণ প্রাণ জানি ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রচণ্ড আপনার ।
হয় নহে আমি এই ভাবিলাম সার ॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে ।
তুলিতে না পারে আর প্রচণ্ড পাকে ॥
কাঁকালেতে হস্ত দিয়া আকাশ নিরখে ।
মনে ভাবে পাছে আমি ঠেকাঠেকি দেখে ॥
বুঝিয়া প্রচণ্ড বল দশানন জুড়িয়া ।
লম্প দিয়া উঠে ধনুক এড়িয়া ॥
পলাইয়া চলিল রাবণ অধিকারী ।
সকল বালক তার তাড়ে টিটকারী ॥
মন্দার পড়িয়া থেকে লজ্জায় রাবণ ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির পত্নী হবে কোন জন ।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা ।
আদিকাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা ॥

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও তাড়কার যুদ্ধ এবং উভয়ের নিস্তার ও অহল্যার মুক্তির হেতু রামের ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত হওন বিবরণ ।

একদিন দশরথ পুত্র লিখি পাতে ।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র সাথে ॥
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ ।
রাজার কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন ॥
তুরঙ্গ বারণ চলে সঙ্গে পত্তি ।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথ ॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ ॥
চলিলেন দশরথ চড়িয়া রথে ।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥
মুনি বলে কোথা রাজা করিছ পয়াণ ।
ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্নান ॥
মুনি কহে অকারণ তুমিত অজ্ঞান ।
রাম মুখ দেখিলে হয় কত গঙ্গাস্নান ॥

মুনিগণ যজ্ঞ করে বসিয়া কানন ।
রাক্ষস আসিয়া নষ্ট করে অনুক্ষণ ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এই কথা ।
ভূপতি ভাবেন মনে যেই করি বাথা ॥
পুত্র শোকেতে মৃত্যু মম লিখন কপালে ।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন কালে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্ ।
কখন মরিব আমি দেখে চন্দ্রমুখ ॥
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি ।
এক দণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি ॥
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে ।
এক দণ্ড না দেখিলে পরাণ বিদরে ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন ।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

শ্রীরামকে রাক্ষস বধ যুদ্ধে প্রেরণে
দশরথের অস্বীকার ।

যদ্যপি শুইয়া থাকি, রামকে অন্তরে রাখি,
হৃদে রাখি নাহিক প্রতীত ।
স্বপ্নে না দেখিলে তায়, প্রাণ উড়াইত প্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত ॥
যেমতে পায়েছি রামে, কহি সে সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে ।
সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
তারে মারি শব্দভেদী বাণে ॥
মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
দেখি মুনি অস্থির সমান ।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে, মরাপুত্র দিলাম তাকে,
পুত্রশোকে ছাড়িল সে প্রাণ ।
ছিলাম সন্তানহীন, মনোদুঃখী রাত্রি দিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন ।
কোপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন ॥
রাজা বলে মুনিরাজ, মম পুত্রে কিবা কাজ,
মম প্রভু আইলা কি কারণ ।
যত ঋষি যজ্ঞ করে, রাক্ষস রাখিতে নারে,
সৈন্য যাবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

রাজার বচন শুনি, কোপিলেন মহামুনি,
রাখি দেহ তোমার কুমার ।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশে নাশিব তোমার ॥

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে অবজ্ঞা
করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া
দেন ও বিশ্বামিত্রের কোপ তৎ-
পরে রামের গমন স্বীকার ।

রাজা বলিলেন মুনি শুন নিবেদন ।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ ॥
অত্যল্প বয়েস মম পুত্র জানি কটি ।
শিরে চুল বান্ধি খুড়ে আছে পঞ্চঝুটি ॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন ।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন ।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন ॥
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন ।
সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন ॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা ।
পৃথিবী আমারে দিয়া করিলেন পূজা ॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা ।
ভার্য্যা পুত্র বেচিয়া দিলেন সে দক্ষিণা ॥
এক রাম দিতে তুমি কর উপহাস ।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে ।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুই জনে ॥
দোঁহে সাজাইলেন সে মুনির সাক্ষাতে ।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সহিতে ॥
ভূপতির বচনে ভ্রাতা চলে দুই জন ।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
আগে আগে মুনি যান পাছে দুই জন ।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন ॥
মুনি বলিলেন শুন ভূপতিকুমার ।
হেথা হইতে পথ আছে তিন প্রকার ॥
এই পথে গেলে দিন তিনে যাই বন ।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥
তৃতীয় প্রহর পথে বিঘ্ন আছে বড় ।
এই পথে রাক্ষসী তাড়কা থাকে দড় ॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত মুনিগণ ।
কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মন ॥

বসিলেন আনন্দে উজ্জ্বল তপোধনে।
দুই যজ্ঞ রক্ষা হেতু রাম লইতে আসিলেন ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইহা কি হবেক মোর রাক্ষস নিধনে ॥
যদি এক রাক্ষসের নাম এত ভয়।
মারিবেন কিসে তিনি কোটি নিশাচর ॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিন ভাঁড়াইবে ॥
আমার সহিত রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা নগর আমি করিব বিনাশ ॥
ক্রোধে কিলকিলায় পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি ॥
সেই অগ্নি তাপে দিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দগ্ধ করে ॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রাজার গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে ॥
তোমাকে না দিলেন দিলেন ভরতেরে।
তেকারণে এ আপদ অযোধ্যানগরে ॥
প্রজার করুণা শুনি রাজের তরাস।
যাইয়া রাখেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ ॥
মুনির চরণে ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোক রক্ষা তুমি করহ আপনি ॥
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তার।
নিরাপরাধির দণ্ড করা অবিচার ॥
হইয়া যে জন মুনি রাগে দেয় মন।
পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষণ ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হৈলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি দিয়া দিবিজ্ঞ দোসর ॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত নয়নে ॥
দহন করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষিতে শ্রীরাম লক্ষ্মণের গমন ও তাড়কাবধ।

শিরে পঞ্চচূড়া রাম শিশু অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
মুনি বলিলেন রাম চল মম পাশে ॥
আসিলেন অযোধ্যার রাজার গোচর।
লক্ষ্মণ সহিত রাম করেন জুহার ॥
বসিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম আসি পিতাকে করেন নমস্কার ॥
মুনি আসি বলেন রামের বিবরণ।
রাক্ষস বধিতে আমি করিব গমন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি যদি বল তুমি।
মাতৃ স্থানে বিদায় হইয়া আসি আমি ॥
মায়ে না কহিয়া যাব কিমিত্যম্বর।
কান্দিবেন মায় তবে হইয়া কাতর ॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পরে বলেন মায়েরে ॥
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুভ ভাবে আমারে করহ আশীর্ব্বাদ।
যুদ্ধে জয় করি যদি তোমার প্রসাদ ॥
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিয়াছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি ॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
তিতিল সজলনীরে উত্তম বসন ॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দূর্ব্বা দিয়া শিরে ॥
মায়েরে করেন রাম প্রবোধ বচন।
নেত্রনীর নেত্রেতে বহিল নিবারণ ॥
মাতৃপদধুলি রাম লইলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লৈয়া যান বিশ্বামিত্র।
রাজার নেত্রের নীরে ভাসিলেক গাত্র ॥
কত দূর গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন ॥
রাম দেখি মুনির আনন্দিত মন।
রামের বিবাহ হবে ভাবেন তখন ॥
আগে মুনিবর যান পাছে দুইজন।
তপস্বীর পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজবাসে।
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র চলেন আবেশে ॥

জপেন মুনি যাগ পাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আতপে হইল রাম রৌদ্রের বরণ ॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত দুঃখিত।
এত দিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
রবির আতপেতে হইল দুঃখধাম।
বহুকাল কি মতে জীবিবে বনে রাম ॥
বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিয়া অন্তরে।
করাইলেন মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামলক্ষ্মণেরে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর গিয়া জলে সরযূ তীর ॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়ে ছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল ॥
এই পুণ্যতীর্থে স্নান দান কর তুমি।
তোমারে মন্ত্রদীক্ষা করাইব আমি ॥
শোক দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে শতেক বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র যে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া কৌশিক ॥
বহুকাল অনাহারে থাকিবে দুজন।
এত কাজে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদিকাণ্ডে গাইল রামের মন্ত্রদীক্ষা ॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ।

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রাম লইয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
পুনঃ মুনি বলিলেন এই দুটি পথ ॥
এই পথে যাই যদে তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে অতি ভয়ঙ্করী ॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন পথে যাই বল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
কহিলেন রাম গুরু বাক্যের উত্তর।
তিন দিন কেন ফেরে যাব মুনিবর ॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের মাঝে মম মনে হয় ডর।
তোমার বালক রাম না পারি বুঝিতে।
ঘোরে দৈবে যাহ যদি রাক্ষসীর ভিতে ॥
যখন রাক্ষসী তোরে আসিবে ধরিয়া।
আমারে এড়িয়া তোরে যাবে পলাইয়া ॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক ধরি ব্যর্থ রাম নাম ॥
এক বাণ বিনা কি দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার প্রসাদে যদি তিন বাণ মারি ॥
এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিলে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূরে হৈতে দেখাইলেন তাড়কার ঘর ॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিরাজ যান পলাইয়া ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন রামে করি যোড়হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥
শুনিয়া সে সব কথা বাড়িল বিস্ময়।
একেলা কেমনে রাম করিবা বিক্রম ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে তাই রাক্ষসীগণে ॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক যোটী।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন ॥
বামহাঁটু দিয়া রাম ধনু মধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে ॥
আঁটিয়া সুগুণধনু রাখিলেন রাম।
বামহস্তে ধনুধরে শ্রীনীলকমলধাম ॥
প্রথমত দিলেন সে ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে পর্ব্বতের পাছে।
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে ॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ দেখিল কোথায় ॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল তোর বধ আজি প্রাণ ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আর পালক রক্ষক।
চলিতে তাহার স্তন করে ধকধক ॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কুণ্ডল কর্ণের।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর ॥

বাসবেতে [illegible] ।
ইহার [illegible] হবে বাসবে [illegible] ॥
রক্ত বাসে মুনির [illegible] ।
অস্থি চর্ম্ম [illegible] ।
অপূর্ব্ব ইহার [illegible] দিলেন বিধাতা ।
কহিলেন রাম [illegible] তাড়কার কথা ॥
তাম্রবর্ণ দেখি তোর দাঁতের দোবাবলী ।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি ॥
বদন বিস্তার করি আইলি খাইতে ।
পাঠাইব তোরে আমি যমের ঘরেতে ॥
মনুষ্য খাইয়া চেড়ি দেশ কৈলি বন ।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥
শুনিয়া রামের কথা কুপিয়া অন্তরে ।
নিকটে আসিয়া সে বিকটাকার ধরে ॥
রামকে খাইতে যায় ডরে নাহি পারে ।
শালগাছ উপাড়িল ঘোর হুহুকারে ॥
শালগাছ উপাড়িয়া বন দেয় পাক ।
ভুড় ভুড় করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান ॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল বনে ।
শিংশপার গাছ ধরি বল বলে টানে ॥
শিংশপার গাছ ফেলে রামেরে মারিবারে ।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥
তথাপি তাড়কা যায় রাম গিলিবারে ।
মহাবীর তবু ভয় না করে তাহারে ॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠনঠনি ।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেমন ঝঞ্ঝনি ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন ॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুঙ্কারে ।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিয়া হইল অচেতন ।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন ॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি ত্যজিলেক প্রাণ ।
বিশ্বামিত্র মুনির হইল হৃষ্টজ্ঞান ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অক্ষয় ।
হইল প্রথম যুদ্ধে শ্রীরামের জয় ॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক অহল্যার উদ্ধার ।

পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন ।
করিলেন রাম মুনির চরণ বন্দন ॥
চেতন [illegible] ।
তাড়কা [illegible] ॥
শ্রীরাম বলেন [illegible] ।
তাড়কারে [illegible] তোমার ॥
মুনি বলিলেন [illegible] ।
তাড়কারে দেখি [illegible] ॥
তাড়কা দেখিয়া মুনি [illegible] ।
মরেছে তাড়কা [illegible] ॥
তাড়কারে দেখিয়া [illegible] মুনি [illegible] ।
এমন বিকট মূর্ত্তি [illegible] ॥
তাড়কা [illegible] ।
পবনের [illegible] ॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন শ্রীরাম [illegible] ।
এখানে [illegible] ॥
পবনের [illegible] ।
অহল্যার [illegible] ॥
মুনি বলিলেন রাম [illegible] ।
পাষাণ উপরে পদ [illegible] ॥
শুনিয়া বলেন রাম মুনির [illegible] ।
পাষাণেতে পায় দিব কিসের কারণ ॥
মুনি বলিলেন [illegible] কথা ।
সহস্র রমণী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥
সৃজিলেন তা সবার রূপেতে অহল্যা ।
ত্রিভুবনে না ছিল সুন্দর তার তুল্যা ॥
করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম ।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র [illegible] ॥
একদিন গৌতম গেলেন [illegible] ।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র [illegible] তথায় ॥
অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সম্ভাষণ ।
আজিকে সকালে কেন গৃহে আগমন ॥
ইন্দ্র বলে তব রূপ হইল স্মরণ ।
কেমনে করিব স্থির [illegible] ॥
মদন [illegible] ।
নির্ব্বাণ [illegible] ॥
পতিব্রতা নারী [illegible] ।
তখনি [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন [illegible] ।
অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥
গৌতম বলেন প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে ।
শৃঙ্গার লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
মহাবীর [illegible]
শত্রুঘ্ন [illegible]
মারীচেরে [illegible]
মারীচ [illegible]
ব্রহ্মবাণ মারি [illegible]
আসিয়া সে [illegible]
শ্রীরামের [illegible]
নির্ঘাতে পড়িল [illegible]
বুকে বাণ বাজিল [illegible]
ভেলা ভাঙ্গা পক্ষী যেন উড়ে [illegible]
ভ্রমিতে ভ্রমিতে [illegible]
সাত দিনে [illegible]
বহু মারি [illegible]
বিবেক সংসার [illegible]
কহে মুনি [illegible]
কে করিত [illegible]
শিরে জটা [illegible]
শরণে [illegible]
বট বৃক্ষতলে [illegible]
রাম বিনা [illegible] নাহি মন ॥
দেখা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
আশীষ করেন রামে দিয়া দূর্বাধান ॥
যজ্ঞ অবশেষে যে ফল মূল ছিল।
খাইতে সে সব ফল শ্রীরামেরে দিল ॥
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হয় মুনিগণ ক্রমে ॥
সভাতে বসিয়া স্তুতি করে সর্বজন।
সাক্ষাৎ মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ ॥
জিনি [illegible] যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথ পুণ্যফলে অবতীর্ণ ইনি ॥
রাক্ষসের [illegible]
রাক্ষস [illegible] অবতার ॥
করিলেন [illegible]
রাম বিনে [illegible] কেবা কৃতী ॥
বিশ্বামিত্র [illegible]
মিথিলাতে [illegible]
করেছে [illegible]
হরধনু [illegible] দিবে সীতা ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এ কথা [illegible]
রামেরে [illegible]
হাতে ধনু [illegible]
আগে [illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible]
আগেতে [illegible]
এ কথা শুনিয়া [illegible]
অগ্রে [illegible] জনক [illegible] ॥
বিশ্বামিত্র মুনি অগ্রে করিয়া প্রস্থান।
উপস্থিত হইল জনক বরাবর ॥
বিশ্বামিত্রে দেখিয়া উঠিল সর্বজন।
আইস বলিয়া দিল [illegible] আসন ॥
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
তাড়কাকে মারিলেন [illegible] যে জন।
অহল্যার করিলেন শাপ বিমোচন ॥
কৈবর্তকে তারিলেন কৃতার্থ দর্শনে।
তিন কোটি রাক্ষস [illegible] বাণে ॥
সেই রাম [illegible]
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই [illegible]
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজসভাজন।
কহিল সীতার বর আইল এখন ॥
আইল সমস্ত লোক [illegible]
বন্ধু কর ধরিয়া [illegible]
সবে বলে দেখিল লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার সব লোক ছাড়ে গৃহ কাম ॥
উভ করি [illegible] শিরে [illegible]।
গলাতে [illegible]
বিশ্বামিত্র [illegible] রাম জনকের ঘরে।
অনুরাগে [illegible]
[illegible]
আইল সীতার বর [illegible]
কৌশিক [illegible] শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জনকেরে [illegible]
গুরুবাক্য [illegible] শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিলেন [illegible]

[illegible]

হেনকালে [illegible]
সভায় [illegible]
যে জন [illegible] ধনু [illegible]
সীতা [illegible] অর্পিব তাহে ॥
এ কথা শুনিয়া [illegible]
ধনুকের সন্নিকটে [illegible] ॥
হেনকালে সীতাদেবী [illegible]।
অট্টালিকা উপরি [illegible] ॥
জানকী [illegible] করি [illegible]।
কোনজন রাম বা লক্ষ্মণ কোন জন।
সীতাকে [illegible] তুমি হাত।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু ঐ রঘুনাথ ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিছেন মনে।
পাছে যে বিধি [illegible] এ হাতে ॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে ॥

সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা।

ত্রিপদী।

কৃতাঞ্জলি পুটে স্থিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ ॥
শুন দেব [illegible], [illegible] পঞ্চানন,
শুনহ আমার নিবেদন।
মহেন্দ্র বরুণ আর, [illegible] দিকপাল,
[illegible] ॥
কাত্যায়নী ভগবতী, করযোড়ে করি স্তুতি,
পতি দেহ রাম গুণনিধি।
তুমি শিব তুমি ব্রহ্মা, সকল দেবের মাতা,
দেবতারা [illegible] ॥
চণ্ড মুণ্ড আদি করি, [illegible] নাশ,
দেবগণে করিলা নিস্তার।

[illegible]

সীতার [illegible],
[illegible]
[illegible] দুলভতা,
[illegible] ॥
ফুলের ধনুক [illegible], [illegible] ভার,
[illegible] ।
দেবতাগণের কথা, [illegible] কি গুণ,
এই [illegible] ॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক ধনুক ভঙ্গ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের বিবাহ এবং পরশুরামের দর্প শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরণ হইল।

পয়ার।

ধনুকের নিকট গেলেন রঘুনাথ।
ধনুক তোমার [illegible] সর্ব্বজন।
যত যত রাজা আছে ভাঙ্গিল সকলে।
দেখিব কেমন এই শিশু ধনু ধরে ॥
বিস্মৃত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলেন রাম দেখে সর্ব্বজন ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন [illegible]।
দূরাও ধনুক [illegible] ॥
শ্রীরাম বলেন শুন [illegible]।
আজ্ঞা কর [illegible] ধনুক তোলেন ॥
এতেক বলিয়া [illegible]।
ধনুক ধরেন [illegible]।
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব [illegible] ধনু [illegible] ॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ [illegible]।
তাহা দেখি [illegible] ॥
মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক ॥
আজ্ঞা পায়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুই খান ॥

এত্তার সকল লোক হইল আনন্দ। [illegible]
ত্রিভুবনে শুনিলেন [illegible]
হইলেন সকলে পুলকিত [illegible]।
বাদ্য বাজে [illegible]
গন্ধর্ব [illegible] নাচে অপ্সরী।
সিন্দুর এবে একে একে [illegible]।
[illegible]
[illegible] রাণী [illegible]
কৌশল্যার পুত্রবধূ [illegible] জানকী।
মা মা বলিয়া ডাকে [illegible]।
[illegible] মুনির [illegible] রাখিয়া [illegible]।
বিশ্বামিত্র [illegible] গেল জনকের পুরে।
সীতাদেবী [illegible] মুনির [illegible]।
আনন্দিত হইল জনক [illegible]।
জনক বলেন প্রভু কৃপা করিবেন।
সীতার বিবাহ অদ্য কর শুভক্ষণ।
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
আপনি চাহিল কথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনি বলিলেন রাম এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাবে দুই ভাই।
শ্রীরাম কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমা লৈয়ে মরে চল অযোধ্যানগরে।
বহু দিন আসিয়াছি তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত।
চারি ভাই [illegible] একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি কি বিবাহ কেমনে।
এ চারি ভাতারে যে কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে আসি।
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের মুখে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের বুকে।
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন [illegible]।
জনক বলেন প্রভু [illegible]।
সীতার বিবাহ দিন কর শুভক্ষণ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নরপতে।
রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে।
কহিলেন বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর।
যে চারি ভাইকে চারি কন্যা সমর্পিবে।
তার ঘরে রাম [illegible] বিবাহ করিবে।
শুনিয়া ভাবেন রাজা কি হৈল বাধা।
সীতা বিনা কন্যা নাই আর পাব কোথা।
এতেক ভাবিয়া রাজা [illegible]।
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন।
কেন রাজা ভাবিছ বিষণ্ণ বদন।
তব ঘরে [illegible] কন্যা হইবে [illegible]।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই [illegible]।
তাঁর দুই কন্যা আছে [illegible]।
তোমার দুহিতা দুই [illegible]।
চারি ভাই [illegible] কন্যা [illegible]।
শ্রীরামের [illegible]।
তাঁহারে আনাও দিয়া [illegible]।
হরষিত হৈয়া মুনি [illegible]।
বার্ত্তা দিয়া দিলেন [illegible]।
শুন রাম [illegible] ইহাতে [illegible]।
চারি ভাই চারি কন্যা দিবেন জনক।
রাম বলিলেন প্রভু কৃপা করিবেন।
সব ভাই [illegible] কেমন।
ইহাতে বাধক আর আছে দুর্নিবার।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ অগোচর।
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন।
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন।
এতেক শুনিয়া গিয়া গাধির নন্দন।
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব বিবরণ।
শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে পরমাদ।
বচনে মনের অগোচর এ সম্পদ।
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
আনিবারে রাজাকে পাঠাও একজন।
রাজা বলিলেন মুনি কর নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যাভুবন।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যাভুবনে।
এই কথা [illegible] শুনিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
[illegible] দিন [illegible]।
হেথায় সকলে মুনি কি শুনি কৌতুক।
রাম শাপি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক॥
মুনি কন [illegible] সীতার কল্যাণ।
শিব ধনু আপনি হইল খান খান।
বিশ্বামিত্র [illegible] করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরেন গিয়া।
কল্যাণার্থ হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেথায়ে ছিল হইয়া পাষাণ।

অহল্যার অবশেষে পশ্চাৎ করিলা।
পবনের জন্মভূমি দেখাইল গিয়া ॥
পবনের জন্মভূমি পূজে কত দূর।
তাড়কার বনে রাম আছে কতদূর ॥
করিলেন সরযূর নীর সংস্পর্শন।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥
আসিয়া যে মুনিরাজ রাম লয়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে রাম না আইল ॥
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ প্রতি।
বজ্রপাত যত জ্ঞান করেন ভূপতি ॥
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন ॥
একা যে আইলা মুনি রাম মোর কোথা।
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা ॥
কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি।
দরিদ্রেরে নিধি দিয়া হরিলেন বিধি ॥
যজ্ঞ রক্ষা হেতু লয়ে গেলা নিজ বাস।
ছলেতে করিলা মুনি মম সর্ব্বনাশ ॥
রাক্ষস বধের হেতু লইয়া কুমার।
কে জানে বধিবা মুনি পরাণ আমার ॥
বার্ত্তা পাইয়া আইল রাজার যত রাণী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকরে বাঘিনী ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে ॥
অষ্টবৎসর রাম দশ নাহি পূরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে ॥
আকুল হইল রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন একি চমৎকার ॥
রাজাকে বুঝায় যত পাত্র মিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল কহ জুড়াক জীবন ॥
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন মুনি কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কার মনে হয় ধৈর্য্য ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যাভুবন ॥
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনির পদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম কোথা বলে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ তপোধন।
পুত্রের বিক্রম কথা শুনহ রাজন ॥

তাড়কারে মারিলেন কৌশল্যানন্দন।
অহল্যার করিলেন পাপ বিমোচন ॥
কৈবর্ত্তকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
জনক করিল স্থির ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল কত রাজাগণ ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান ॥
চারি কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে।
চল শীঘ্র বরযাত্র দুই পুত্র লয়ে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল।
প্রণতি করেন মুনির চরণ কমল ॥
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ॥
নানা রূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্ন ॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ ॥
বলেন কৌশল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে ॥
সুমিত্রা বলেন দিদি কেন ভাব আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল আচার ॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।
চক্রবর্ত্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥
রায়বার পড়ে ভাট বেদ বিপ্রগণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ ॥
সীতা রূপে লক্ষ্মী স্বয়ং তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল ॥
ঘৃত দুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥
চাউল রাশি২ সুমিষ্টার কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি ॥
এথা সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন ॥
সরযূ নদীতে রাজা করি স্নান দান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে নিজ অনুমান ॥
ত্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনেতে প্রবেশিল গিয়া ॥
কৌশিক বলেন শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন ॥

শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা দেখিব প্রভু তাড়কা কেমন॥
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
দেখেন পড়িয়া আছে আগুলিয়া পথ॥
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে মারিল রাম বালক কেমনে॥
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
শবরের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥
শবরের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমে উত্তরিলেন গিয়া॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন গিয়া॥
যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল।
সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল॥
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন তপোধন॥
ভূপতি বলেন প্রভু নিবেদন করি।
কতদূর আছে আর মিথিলানগরী॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিনক্রোশ মিথিলানগর॥
মুনিপত্নী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম।
যাহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকট দেখিলেন গিয়া॥
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানা জাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অগ্রবর্ত্তি নিল রাজা অজের কুমারে॥
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন রাজা যদি কর দয়া।
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া॥
দশরথ বলিলেন শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক॥
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ।
বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন॥
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ বীর॥
পিতার উঠেন পায়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।
রামের চরণ বন্দে ভরত শত্রুঘ্ন॥

লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে [illegible]।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে [illegible] চরণ॥
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন॥
বাটেতে উত্তরে কেহ উত্তরে না বাটে।
কেহ পাক করি খায় সরোবর ঘাটে॥
খাও খাও বই নাই এই শব্দ শুনি।
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল মেদিনী॥
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন॥
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহ লগ্ন কর শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিষ দেখিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যালগ্ন দিল॥
যাহাতে বিবাহ বিধি হইলে ঘটন।
স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন॥
সেই লগ্ন করিলে যে যত বন্ধু জন।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ॥
স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।
কেমনে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে॥
করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোদ্ধার।
লগ্নভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম সীতার॥
নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর॥
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্বজন।
অতীত হইবে তবে কর্কট লগন॥
শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা গিয়া দিলেন ভূপতির গোচর॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ॥
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজলা॥
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ॥
সভা করি বসিছেন জনক ভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি॥
ত্রয়োদশ ঘটেক তার একে একে দিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ মুনি আসন পাতিয়া॥
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা দিলে দুর্ব্বাধান॥

বেদবিধি কহিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ।
সীতারে আনিয়া দিলা নানা আভরণ॥
বসিলেন সীতা দেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে॥
চারি জনে অধিবাস করিল যখন।
সুবস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ॥
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে।
জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে॥
অধিবাসের দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণ।
রামে অধিবাস করে করি শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের কর অধিবাস ক্রিয়া॥
রাজা বলে শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন।
অযজ্ঞোপবীত এই চারিটি নন্দন॥
ক্ষুরকর্ম্ম হইলেন চারিটি নন্দনে।
আর যজ্ঞোপবীত হইল চারি জনে॥
রামচন্দ্র বসিলেন পিতার নিকটে।
চন্দন দিলেন চারি ভায়ের ললাটে॥
চারি জনের অধিবাস করিল রাজন।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ॥
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান॥
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত সখী লৈয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া॥
হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে॥
তোলাজলে স্নান করাইল চারি বরে।
মঙ্গলসূতা বান্ধি দিল তাহাদের করে॥
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন॥
বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তক মণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষস্থলে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী করে অঙ্গদ বলয়।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয়॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান তাই চারি জন।
অপর অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ॥
কন্যার বিবাহ করে চতুর্দ্দোলোপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল কহে নৃপবরে॥
চতুর্দ্দোল সাজাইল অতি সে রূপস।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ কলস॥
চারি দিকে দিল নানা সুবর্ণের ঝারা।
ঝলমল করে গজমুক্তার ঝারা॥
পতাকাদি চামর দিলেক টাঙ্গি টাঙ্গি।
চতুর্দ্দোল সাজাইল যেন আর নাহি॥
আপনার কুমারে করেন দশরথ।
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত॥
রথোপরি চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর॥
ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নাটগণ।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥
দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা।
চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে চারিজনা॥
ঢাক ঢোল বাজিতেছে লক্ষ কোটি২।
চারিদিকে উঠিল বাঁশীর ছটকটি॥
কত ঠাঞি বাজিয়া যাইছে যোড়া সানি।
কাঁসি বাঁশি যত বাজে নিশ্চয় না জানি॥
ঢালি পাইক যায় সে খাঁড়ার চিকিমিকি।
কত শত অশ্বারোহী কত বা ধানুকী॥
চক্র নৃত্য করিছেন জনক সভায়।
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায়॥
তাঁরে অভ্যর্থিয়া লইলেন জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক॥
প্রথমেতে উভয়ে লাগিল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥
চক্র নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্বজন।
তাহে মগ্ন কোথা লগ্ন কে করে গণন॥
অগ্রে আইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে কন্যা কর সমর্পণ॥
ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন সবে বিস্মরণ॥
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে॥
প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসন চন্দনে॥
নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।
পায়ে ধরি দিলেক মাথায় দূর্ব্বাধান॥
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥
শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয়॥
বশিষ্ঠ বলেন মুনি হবে বুঝাবুঝি।
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি॥
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর॥

মেঘাপুরে মন্থন করিল সিন্ধু নীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির॥
সাগর মন্থনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম তাহার হইল মনোহর॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান।
পুরুরবা নামে তার হইল সন্তান।
পুরুকুৎস নামে হৈল তাহার কুমার।
সত্যাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাহার তনয়।
সেপদি নামেতে তার পুত্র মহাশয়॥
বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্বজন।
শ্বেত নামে তার পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
ধ্রুব নামে তার পুত্র বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে পুত্র তার সর্ব্বলোকে বলে॥
পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্ব নামধর।
হৈহয় নামেতে তার পুত্র মনোহর॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তার পুত্র তুলনা অমরে॥
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মিথি নামে তাহার হইল যে কুমার॥
সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোঙর॥
বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন॥
আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক আমি।
সকলে তাহার নাম রাখিল রুক্মিণী॥
অহংকার মুনি পুত্র নারদ বীণাপাণি।
তাহাকে বিবাহ দিল রুক্মিণী ভগিনী॥
সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার ভানু॥
তাহারে বিবাহ দিল জমদগ্নি বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মিল তার ঘরে॥
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলেক বীচ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মারীচ॥
হইলেন নন্দন মারীচের কশ্যপ।
তাহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড আতপ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার॥
মনুর হইল পুত্র প্রসেন নামেতে।
প্রসেন তাহার বেটা বিদিত জগতে॥
প্রসেনের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে॥
যুবনাশ্ব রাজার কি কহিব সে কথা।
তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা॥
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম।
মচুকুন্দ তার বেটা রূপ গুণধাম॥
তাহার হইল পুত্র ইক্ষু নাম ধরে।
তার পুত্র সত্যাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তার হইল নন্দন।
ভরত তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
ভরত রাজার আর কি কব ব্যাখ্যান।
যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥
তার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর সুমন্ত্র সারথি॥
তাহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তার পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
হইল খাণ্ডের বেটা দণ্ড নাম ধরে।
যে প্রজার কামিনীকে বলাৎকার করে
তার পুত্র হইল হরিত্ত নাম ধরে।
হরিবীজ তার বেটা বিদিত সংসারে॥
হরিবীজে রাজা করে পরম আনন্দ।
তাহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র॥
যার দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাহার বেটা জিনি তপোময়॥
তার বেটা কল্মাষপাদ অযোধ্যানিবাসী।
দ্বাদশ বৎসর কালে করে একাদশী॥
কল্মাষপাদ জন্মাইল বর্ণাদতনয়।
তার পুত্র হইল রক্ত বহ্নিময়॥
অনারণ্য তার বেটা জানে সর্ব্বজন।
তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
তাহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।
শিবভক্ত তার পুত্র হইল সগর॥
অসমঞ্জ নামে তার হইল নন্দন।
তার বেটা অংশুমান ধর্ম্ম পরায়ণ॥
অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে
মরিলেন তাঁর বংশ আর নাহি থাকে॥

ভগীরথ তার বেটা অযোধ্যানগরে ।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিলা দেব দৈত্য নরে ॥
বিভণ্ড নামে তার হইল নন্দন ।
বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥
তাহার হইল পুত্র অমর্ষ রাজন ।
দিলীপ তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান ।
রঘুবংশ বলি যার বংশের ব্যাখ্যান ॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান ।
তার পুত্র দশরথ বেদে বিদ্যমান ॥
দশরথ রাজা শৌর্য্য বীর্য্য গুণধাম ।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম ॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে ।
শুনি শতানন্দ মুনি হস্ত দেন নাকে ॥
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন ।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইলাম শরণ ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে ।
শরণ লইলাম দিয়া এ চারি কুমারে ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ ।
কন্যা আন বলিলেন যত বন্ধুগণ ॥
হেন বেশ ভূষণ করায় সখীগণ ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী ।
তোলাজলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী ॥
চিরুণীতে কেশে করে জলের মার্জ্জন ।
অঙ্গে অঙ্গ আভরণ দিতেছে তৎক্ষণ ॥
কপালে দিলেক তাঁর নির্ম্মল সিন্দুর ।
বার সূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে ।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥
চঞ্চল নয়নে দিল কজ্জলের রেখা ।
কামের কামান যেন গুণে যার দেখা ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি ।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি ॥
উপর হস্তেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
সুবর্ণের কর্ণ ফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর ।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী ।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোমামের বাতি ॥

চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ ।
তখন মণ্ডপে দিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তারে নমস্কার করে ।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অন্তঃপটে দুলাইল যত বন্ধু জন ।
সীতা রামে পরস্পর হইল দর্শন ॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা দিল পুরে ।
শোয়াইল জানকীরে অন্তঃপুর ঘরে ॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ ।
আনিয়া কঙ্কণ রাম বাঁধিল দুজন ॥
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন ।
সীতার হস্ত ধরি কোলে বসে রঘুনন্দন ॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী ।
পায়ে হস্ত দেন পাছে রাম গুণমণি ॥
করিলেন সীতা বামহস্তে শঙ্খধ্বনি ।
হস্তে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে সেই ঠাঁয় ।
কেহ বলে হস্তে ধরে কেহ বলে পায়ে ॥
পূর্ব্বাপর বর কন্যা আইল দুই জনে ।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে ।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা বরে ।
জল ধারা দিয়া কন্যা বর তুলে ঘরে ॥
রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন ।
বর কন্যা দুই জনে করিল ভোজন ॥
সাজায় বাসর ঘর যত সখীগণ ।
রাম সীতা তাহাতে বঞ্চেন দুই জন ॥
ঊর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘ্ন ।
এই রূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন ॥
সানন্দ হইল সব মিথিলাভুবন ।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ ॥
পরিহাস করে সবে রামের সহিত ।
তুমি যে জানকীপতি এ নহে উচিত ॥
এক কথা রাম হে তোমাকে কহি জান ।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি যে বড় কাল ॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর ।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান ।
শ্রীরামের চরণে মজার মন প্রাণ ॥

সে রাত্রে বঞ্চিলা সুখে অনুজ লক্ষণ ॥
সেখানে বঞ্চিলা রাম শত্রুঘ্নবীর ॥
অগ্রজ দেখেন রাম অনুজ লক্ষণ ।
তুষিল রাজেন্দ্র তারা দেখিয়া লক্ষণ ॥
এইরূপে চারি জায়া করি সমর্পণ ।
থাকিল কামিনীগণ সকল যতন ॥
চারি ভাই সুখ চারি হইলা সুন্দরী ।
মালা পরে কৌতুকে বসেন বিদ্যাধরী ॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন ।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥
বাজিল আনন্দ বাদ্য জনক ভুবনে ।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ॥
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর ।
রাম সীতা রাখি যাহ একটি বৎসর ॥
আসিয়া বলেন তবে ভূপের সদন ।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন ॥
বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন ।
সকলে আমার গৃহে করিবা ভোজন ॥
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি ।
আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি ॥
রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন ।
এক অন্ন হইল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
স্নান করি আসিলা সকল রাজাগণ ।
আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন ॥
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে ।
দধি দুগ্ধ দেন রাজা ভোজনাবশেষে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে করে আচমন ।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন ॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ ॥
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ ।
দীন হীন দুঃখীরে করেন বিতরণ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর ।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥
চারি ভ্রাতা চলিলেন চারি চতুর্দ্দোলে ।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে ॥
দেবরথে চলিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ ॥
রাজা বলিলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
চারি দিকে দেখি কেন এত কুলক্ষণ ॥
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন ।
বশিষ্ঠ বলেন শুন আমার বচন ॥
চারি পুত্র চারি বধূ দেখে দিব্যবাস ।
কে কহিতে পারে তত আনন্দ বিলাস ॥
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস ॥
মিথিলাতে শুনি কেন বাজনার বাজন ।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন ॥
মনে মনে যুক্তি করে এই বুঝিলেন ।
এথা রাজা বিদায় করেন কন্যা বর ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে ।
জানকীরে জনক করিলা কোলে বলে ॥
করিলাম বহুদুঃখে তোমারে পালন ।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ ॥
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিহ সুমতি ।
রাগ দ্বেষ অহঙ্কার না কর কার প্রতি ॥
সুখ দুঃখ না ভাবিহ যে থাকে কপালে ।
স্বামী সেবা সীতা না ছাড়িহ কোন কালে ॥
ঝিয়ারী বহুয়ারী সব আসিয়া তখন ।
গলায় ধরিয়া সবে জুড়িল ক্রন্দন ॥
আমা সবে এড়িয়া চলিলা হে জানকী ।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক ।
দ্বিজেরে দিলেন ধন সহস্র সংখ্যক ॥
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার ।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত ।
ভীম বেশে ভার্গব হইল উপস্থিত ॥
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির ।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥
একহাতে ধরি রামে উদ্ধতে লক্ষণে ।
মুনির চরণে রাজা দিলেন সেইক্ষণে ॥
মুনি বলে দশরথ বলি হে তোমারে ।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে ॥
দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম ।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুক খান ॥
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম ।
আমার সমান করি থুলে পুত্র নাম ॥
জানিত পরশুরাম বিদিত ভুবনে ।
হেন জন আছে কে রাম নাম বলে ॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন ।
দোষ ক্ষমা কর তুমি তপস্বি ব্রাহ্মণ ॥
বলেন পরশুরাম আরক্ত নয়ন ।
তুচ্ছ কর জ্ঞান করি তপস্বি ব্রাহ্মণ ॥

নিঃক্ষত্রিয়া পৃথ্বী করি তিন সাত বার ।
রক্তে নদী বহাইল আমার প্রতাপ ॥
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান ।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান ॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই ।
তাহাকে বধিব আর অবিলম্ব নেই ॥
ভূপতি বলেন করে কম্পিত শরীর ।
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥
কহিয়া কহেন শক্ত হরিষা আমার ।
কথার কি ফল কর বীরের আচার ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন ।
তখন না জন্মে ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
এতেক বলিল যদি দশরথ রাজন ।
কৌশিক পরশুরাম কহেন বচন ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া হে দেখাইলা গুণ ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ ॥
এমত কহিয়া ধনু দিলেন তখন ।
জানকী ভাবেন মনে করিয়া যতন ॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ ।
করিলেন বিবাহ আমারে রঘুনাথ ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি ।
না জানি হইবে মম কতেক সতিনী ॥
ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে ।
মরেত সকল রাম ধনুকের চাপে ॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে ।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বামকরে ॥
শ্রীরাম বলেন হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ।
এ ধনুকের গরিমা করেন মুনিবর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর ।
ধনু যদি দিলা তবে দেহ এক শর ॥
সুবুদ্ধি পরশুরাম কুবুদ্ধি নাশিল ।
তখন রামের হস্তে শর যোগাইল ॥
যেই শ্রীরামের করে শর মুনি দিল ।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল ॥
আপনার তেজ রাম লইল তখন ।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন ।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ ॥
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি ।
তোমার ধনুক বাণে তোমারে সংহারি ॥
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে ।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আবেশে ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
ধনুকেতে গুণ দিয়া পূর বর শর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে ।
ধনু যোগাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে ॥
ধনুক টঙ্কার দিয়া জুড়িল বাণ ।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ ॥
পাতালে বাসুকি বলে দেব রঘুবীর ।
ধনুখান তোল বা ধনুক কর স্থির ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন অগ্রজ শ্রীরাম ।
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ ॥
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ ।
তুলিলেন ধনুক যে কথার সাক্ষাৎ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন ।
তোমারে না মারি ব্রহ্ম বধের কারণ ॥
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন ।
স্বর্গ রোধ করি কিবা পাতাল ভুবন ॥
যে আজ্ঞা করিলা বলে মুনির নন্দন ।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ ॥
ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পাব নাহি হব দীন ।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান ॥
এক শরে করিলেন না করিয়া ক্রোধ ।
পরশুরামের রাম স্বর্গপথ রোধ ॥
শ্রীরামেরে স্তুতি করি শ্রীপরশুরাম ।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিজ ধাম ॥
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন ।
আনন্দিত তেমতি হইল তার মন ॥
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রাখে কোলে ।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে ॥
ভূপতি বলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
বাদ্য বাজনায় আর নাহি প্রয়োজন ॥
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ ।
অযোধ্যায় ক্রমেতে করেন গমন ॥
সিদ্ধ আশ্রমেতে রাম দিয়া দরশন ।
প্রণাম করেন সব মুনির চরণ ॥
মুনিপত্নী আইল শ্রীরাম দেখিবারে ।
রাম সীতা দেখে তারা হরিষ অন্তরে ॥
ইহার জননী ধন্য ধন্য এর পিতা ।
যেমন গুণের রাম তেমনি এ সীতা ॥
তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে ।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে ॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি ।
আনন্দসাগরে মগ্ন বাল বৃদ্ধ নারী ॥

নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগণমণ্ডলে॥
কুলবধূ আর যত এয়োর কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভ দিল আত্রপার।
গুবাক কদলী নারিকেল দ্বারে আর॥
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী॥
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি॥
চারি বধূ কক্ষে দিল সুবর্ণ কলসী।
ব্যবহার যত কর্ম্ম করে পুরবাসী॥
কক্ষে দিল কলসী মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলিল সেই খানে খই কলা॥

শুভক্ষণে রাণীরা দেখেন বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণির আভরণ রতন ভূষণ॥
যৌতুকেতে যত পান রাম অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার॥
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিলে লক্ষ্মী তিনি তার এ নহে কৌতুক॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া স্ব স্ব মায়ের চরণ॥
চারি পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবি হও পাও বহু পুত্র ধন॥
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর॥
কৃত্তিবাস রচে কাব্য অমৃত সমান।
এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান॥

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

দশরথের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হওন প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুক্ল কেশ।
আসন বসন শুভ্র শুভ্র সর্ব্ব বেশ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজ সম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহে যৌতুক রামে দেন রাজাগণ॥
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ॥
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ব্ব গুণাকর॥
বালক শ্রীরাম শিরে পঞ্চঝুঁটি ধরে।
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে॥
রাম তুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে॥
অন্তরে আনন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
ব্যাজছলে সবার বুঝেন রাজা মন॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ।
বৃদ্ধকালে জানি করিলাম কিবা দোষ॥
পুত্রবৎ পালি প্রজা করি দুষ্ট দণ্ড।
কোন দোষে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড॥
আনন্দিত অন্তরে বাহিরে রুষ্ট তাপে।
ভূপতির কোপ দেখি সর্ব্ব প্রজা কাঁপে॥
সবারে সভয় দেখি হাসিয়া কয়।
পরিহাস করিলাম না করিহ ভয়॥

বশিষ্ঠেরে ডাকি আর কুল পুরোহিতে।
রামে রাজা কর সবে হইল যুক্তিতে॥
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বজন।
করিল সকলে তাঁর উদ্যোগ তখন॥
ভূপতি বলেন শুন পাত্র মিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন॥
নানা পুষ্প প্রবাল আনহ উল্লাস।
রাম কালি রাজা হবে আজি অধিবাস॥
অধিবাস করিতে যত দ্রব্য প্রয়োজন।
সে সকল দ্রব্য আহরণ কর আগে॥
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
সে সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই॥
সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি রামে আন আমার গোচর॥
আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেথায় মহীপতি॥
কত দূরে রথ হৈতে নামিলেন রাম।
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসিলেন হরিষ অন্তরে॥
পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্রমিত্র বেষ্টিত শোভেন নৃপবর॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর॥
পুত্রেরে শিখান পিতা শিক্ষা বিলক্ষণ।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান॥
প্রথম রাজার বুদ্ধি প্রধান লক্ষণ।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥

লোকের আদেশ তুমি জানহ যতনে।
তোমার বহিবে রাজ্য সর্ব্বত্র বাখানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাকে মহিমা যত যাকে দিবে দিনে॥
পবিত্র দেখহ যদি পরম সুন্দরী।
না দেখহ সে সবারে কৌতুকি করি॥
রাজা যদি পরদারে করে ব্যবহার।
আপনি সে মজে পাপে মজায় সংসার॥
পরহিংসা পর পীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে॥
শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ॥
জপ তপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করহ বিহিত।
না হইও দেব দ্বিজ ভক্তিতে রহিত॥
যজ্ঞাদিতে নানা ধন করহ সঞ্চয়।
সর্ব্বলোকে দয়ালু হইও মহাশয়॥
পরদার পর পীড়া করে যেই জন।
শাস্ত্র অনুসারে তার করিহ শাসন॥
অপরাধ মত দণ্ড কর ব্যবহার।
দোষ নাহি রাজার যে শাস্ত্রের বিধান॥
দুঃখিত অনাথ রাম যদি কেহ হয়।
তাহারে পালিলে পুণ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণে তুমিও অভিবাদে।
দেখ সর্ব্ব লোকে যেন দুঃখ নাহি জানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে॥
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র রত্ন সহস্র প্রমাণ॥
মুনি ব্রহ্মচারী যদি যত বিপ্রগণ।
সবাকারে রাণী দেন নানাবিধ ধন॥
যত লোক আছে দেশ যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে॥
আইল যতেক লোক রাজ বিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি কানাকানে॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে নাহিক কারো ক্লেশ॥
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে।
রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে॥
সবাকার সকলেরে করিয়া সম্মান।
অন্তরী মন্দিরে রাম করেন প্রয়াণ॥
মাতৃ গৃহে উপস্থিত যত সুন্দরী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রবন্ধ নিকলি॥

রামচন্দ্র রাজা হওনের
আয়োজন।

প্রভাতে বলিয়া রাত্রি উদিল অরুণ।
আসিয়ে দেখেন রাম পিতৃ সম্ভাষণ॥
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে করিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলিলেন রাম কর অবধান।
যত ধর্ম্ম করিয়াছি কহি তব স্থান॥
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃ লোকে শ্রাদ্ধেতে তর্পণে॥
রাজা হৈয়া করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ॥
পালিলাম রাজনীতি ধর্ম্ম অধিকার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার॥
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন॥
আজি হৈতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার॥
কিন্তু আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে হয় উল্কাপাত॥
পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায় এ অতি বিপরীত॥
ইত্যাদি অজ্ঞান আমি দেখিলাম স্বপনে।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে॥
কুস্বপন দেখিলাম আমি নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥
কনিষ্ঠ ভরত যার না জানি আচার।
তারে রাজা দিতে কভু উপযুক্ত নয়॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও রাম কর অঙ্গীকার॥
কত কত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তারে জানে।
আমা বিদ্যমানে হয় ছত্র দণ্ড।
কি জানি আসিয়া পাছে ঘটয়ে পাতক॥
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু শুভক্ষণ।
পুষ্যা কল্য হইবে রহিবা সংযম॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন ত্বরায়॥
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিতা সখীগণে।
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে॥

দেব পূজা করে রাণী নানা উপহারে ।
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন অন্তঃপুরে ॥
রামেরে দেখিয়া রাণী সম্ভাষা করেন ।
মায়ের চরণ রাম বন্দেন তখন ॥
মায়েরে মধুরেতে কহেন রঘুনাথ ।
করেন সকল কথা করি যোড়হাত ॥
আমারে দিবেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড ।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড ॥
আমা রাজা করিবে সবার অভিলাষ ।
শুভবার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ ॥
মাতা কৌশল্যারে করেন রাম পূজা ।
মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভুজা ॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন ।
রামেরে কল্যাণ করিলেন অনুক্ষণ ॥
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরজীব ।
তোমার সহায় হউন পার্ব্বতী ও শিব ॥
অনেক কষ্টেতে আমি পূজিয়া শঙ্করে ।
তোমা হেন পুত্র রাম পাইলাম উদরে ॥
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে ।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে ॥
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত ।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত ॥
তোমার কুশল সদা চাহে অনুক্ষণ ।
মম তুল্য হিত তব সুমিত্রা লক্ষ্মণ ॥
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা ।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়হাত ॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে রাম দিলা কোল ।
বলেন সহাস্য বদনেতে মিষ্ট বোল ॥
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির ।
তুমি আমি ভিন্ন নাহি একই শরীর ॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য ।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য ॥
এতেক বলিয়া রাম মাগেন বিদায় ।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
রাজা বলে রাম আইল হৈল শুভক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ বামদেব আদি আইল সে স্থানে ।
আজ্ঞা পাইয়া আয়োজন করে সর্ব্বজনে ॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ ।
রাম রাজা হবেন শুনয়ে সর্ব্বজন ॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় অপ্সরা সঙ্গীত ।
চতুর্দ্দিকে নরপতি আদি পুরোহিত ॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ ।
নানা বাদ্য বাজিছে কৈল মহারঙ ॥
নানা রঙে সব নারী বসী যোড়া নাচে ।
নানা জাতি বাদ্য আদি নানা দিক বাজে ॥
অধিবাস করিলেন যত ঋষি মুনি ।
রাজপুর যুড়িয়া করিছে জয়ধ্বনি ॥
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি ।
দুয়ারে প্রদীপ জ্বালে অযুত কুমারী ॥
নানা বস্ত্র নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর ।
বিবিধ পতাকা উড়ে তাহার উপর ॥
পৃথিবীতে যত আছে নানা উপহার ।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ করিল ভাণ্ডার ॥
নানা রত্ন শোভিত বসনে পরিহিত ।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥
আইল দেবতা দেখি অযোধ্যানগরে ।
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে ॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ ।
অন্তরীক্ষে রহে সবে হাসিয়া বদন ॥
ব্রহ্মা শিব শক্র আদি যত দেবগণ ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥
অধিবাস দেখিতে আসিয়া সর্ব্বজন ।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
দক্ষিণা দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে করি প্রণিপাত ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম শাস্ত্রের বিহিত ।
তব অধিবাস করি আমি পুরোহিত ॥
পিতৃ নিদেশেতে দিব দণ্ড আর ছাতি ।
নহুষ রাজার যেন ভুবনে খ্যাতি ॥
বশিষ্ঠ করেন সুবচন বেদধ্বনি ।
অখিল ভুবনে শঙ্খ বাজিল ধ্বনি ॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন ।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ ॥
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ ।
নৃত্যগীতে আনন্দিত অযোধ্যা ভুবন ॥
রাম সীতা উপবাসে রহে দুই জন ।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন ॥
নানা রঙ্গ রস করে বিনোদ কৌতুক ।
নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক ॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সকাশে ।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥

ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায় ।
যুক্তি কর [illegible] রাজ্য পায় ॥
কি প্রকারে রাজ্য পাইবে [illegible] ।
ভরতে রাজ্য দিয়া ঘুচাইব তাপ ॥
কুঁজী বলে যুক্তি তার যুক্তি দিতে পারি ।
যেন যুক্তি দিব সে ভরতে রাজা করি ॥
পূর্ব্বকথা আমার স্মরণ আছে মনে ।
সে সকল কথা কহি শুন সাবধানে ॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল বাসব সম্বর ।
সেই যুদ্ধে দশরথ যুদ্ধ করেন ॥
তাহাতে সারথি তাঁর তুমি ছিলা পুনঃ ।
দুই হেলা বর দিতে চাহিলেন রাজা ॥
বারবার রাজার হইল যে নিবেদন ।
তাপ দিতে [illegible] তুমি তখন ॥
রক্ত পূর্ণ [illegible] [illegible] তব দুঃখ ।
তবে বর দুঃখ রাজা দেখিল [illegible] ॥
তোমার সেবায় রাজা [illegible] [illegible] ।
বর দিতে চাহিল তোমার [illegible] ॥
তখন বলিলা তুমি রাজার গোচর ।
কুঁজী বলে বর চাহ [illegible] [illegible] ॥
দুই বাক্যে দুই বর [illegible] [illegible] ।
কুঁজী বলে বর চাহ তবে যেন পাই ॥
এই কথা কহিলা জানিলা সব রাজা ।
তুমি পাসরিলে বর সব আছে মনে ॥
আমি তাহ কার্য্য হবে [illegible] অবশেষে ।
আজ্ঞা পাইবেন রাজা তোমার সম্ভাষে ॥
পট্টবস্ত্র অঙ্গ পর [illegible] [illegible] ।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার ।
রাজা জিজ্ঞাসিবেন তব দেখিয়া আকার ॥
জিজ্ঞাসা করিবেন রাজা কোপের কারণ ।
না দিও উত্তর তুমি করিহ রোদন ॥
বিবিধ প্রকারে তোমার করিবে সান্ত্বনা ।
বাড়িবে তোমারে বহু [illegible] [illegible] ॥
তবে পূর্ব্ব নিবন্ধ করিহ তাঁর স্থান ।
সত্যে সত্য করাইয়া লইহ বর দান ॥
পূর্ব্ব কথা রাজার [illegible] [illegible] [illegible] ।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে ॥
এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে ।
আর বরে পাঠাইবা শ্রীরামে [illegible] ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে ।
পৃথিবী জুড়াবে তুমি ভরতের সনে ॥

তুমি যদি [illegible] [illegible] [illegible] ।
রাম [illegible] [illegible] [illegible] ॥
এখনি [illegible] [illegible] [illegible] ।
মধ্যে বড় [illegible] [illegible] [illegible] ॥
কিবিন [illegible] [illegible] [illegible] ।
অধর্ম্ম [illegible] কিছু নাহি [illegible] ॥
ঘোর রঞ্জ পাপে [illegible] [illegible] ।
সেই ঘোরে [illegible] [illegible] ॥
পিরাণ [illegible] [illegible] [illegible] ।
কণ্ঠাহিকেন [illegible] [illegible] ॥
তাহাতে বাখিল [illegible] [illegible] ।
কোপিয়া [illegible] তারে দিল ব্রহ্মশাপ ॥
দেখিলে [illegible] [illegible] [illegible] ।
সর্ব্বলোক [illegible] [illegible] [illegible] ॥
ব্রহ্মশাপ কেকয়ীর না হয় খণ্ডন ।
সেই হেতু [illegible] [illegible] [illegible] ॥
অশস্তুর কৈকয়ীর [illegible] ।
করে ধরি কুঁজীরে [illegible] [illegible] ॥
কুঁজীরে কেকয়ী করে অতি [illegible] ।
তব তুল্য [illegible] না দেখি ভুবনে ॥
যত দেখি সকলি আমার [illegible] ।
সকলি [illegible] তব [illegible] [illegible] ॥
গৌরবর্ণ হয় তুমি যেন চন্দ্রকলা ।
গলায় তুলিয়া দেব দিব্য মুক্তামালা ॥
রত্নহার [illegible] [illegible] [illegible] ।
ভরত হইলে রাজা দিব যে বিস্তর ॥
যেমন বিস্তর সেবা করিলা আমার ।
যদি [illegible] পাই তবে শুধিব সে ধার ॥
যদি রাজা রামেরে পাঠান আমি বন ।
তবে সে করিব [illegible] [illegible] [illegible] ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু [illegible] [illegible] বিদ্যমানে ।
কাননে পাঠাব রামে সহ [illegible] [illegible] ॥
কেকয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস ।
রচিল [illegible] [illegible] কৃত্তিবাস ॥

ভরতের [illegible] ও [illegible]
[illegible] কেকয়ীর [illegible]
[illegible] কেকয়ীর [illegible]

কুঁজী যায় কেকয়ী [illegible] [illegible] ।
রাম রাজা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] ॥
যাবৎ না [illegible] [illegible] [illegible] ।
তাবৎ রাজার [illegible] [illegible] [illegible] ॥

একবার [illegible] ?
যে রূপ [illegible] বলে ॥
শুনিয়া কুঁজির কথা কেকয়ী [illegible] ।
আভরণ ফেলে টান [illegible] ॥
দেখ দশরথ রাজা [illegible] ।
চলিলেন কৌতুকে কেকয়ী সম্ভাষিতে ॥
ভাবিলেন [illegible] ॥
[illegible] আমি সুখ [illegible] ॥
নাহি গেলে কেকয়ী [illegible] ॥
ধন জন [illegible] ॥
দশরথ নৃপতি [illegible]
ঘরে ঘরে কেকয়ীর করে অন্বেষণ ॥
যে ঘরে কেকয়ী রাণী লোটে ভূমিতলে ।
বিচিত্র নির্ম্মিত রাজা গেল সেই ঘরে ॥
পূর্ব্বকালে যেন রাজা [illegible] ।
গড়াগড়ি যায় রাণী [illegible] ॥
সরল [illegible] রাজা এত নাহি বুঝে ।
অভাগার বর্ণ যেন কেকয়ী গরজে ॥
দশরথ অতি বৃদ্ধ কেকয়ী যুবতী ।
কেকয়ী বিহনে তার আর নাহি গতি ॥
কেকয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া ।
বৃদ্ধের যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ॥
প্রাণের অধিক রাজা কেকয়ীকে দেখে ।
প্রাণ [illegible] রাজার কেকয়ী কাতর দুঃখে ॥
ধিরে ধিরে জিজ্ঞাসেন কহিয়া মধুর ।
বলে নৃপ কারণ কেন ভাবিনীর অন্তর ॥
কি হেতু করিলা [illegible] বল কার বোলে ।
কোন ব্যাধি শরীরে [illegible] ॥
ব্যাধি পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে ।
বৈদ্য আনি [illegible] ॥
পৃথিবী মণ্ডলে আমি বসুমতী পতি ।
আমার সমান রাজা নাহি [illegible] ॥
শুনিয়া আমার নাম দেব ভয়ে কাঁপে ।
ত্রিভুবন [illegible] আমার প্রতাপে ॥
সকল পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার ।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥
কোন কার্য্যে কেকয়ী করহ অভিমান ।
আজ্ঞা কর তাহারে তোমাকে করি দান ॥
এত যদি কেকয়ী রাজার পায় জ্ঞান ।
পূর্ব্ব কথা তাঁর [illegible] ॥
রোগ পীড়া নহে মোর নাহি অপমান ।
অগ্রে সত্য কর তবে [illegible] ॥

কেকয়ী [illegible] ।
সত্য করে [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] বধু ।
[illegible] ॥
সেই [illegible] ।
[illegible] ॥
কেকয়ী [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
রাত্রি দিন [illegible] ॥
একাদশ [illegible] ।
[illegible] ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল [illegible] ।
সবে জানে [illegible] ॥
স্মরণ করহ রাজা [illegible] ।
পূর্ব্বে ছিল [illegible] ॥
যুদ্ধে জয় হয়েছিল [illegible] ।
সেবিলাম [illegible] ॥
করিলাম [illegible] ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে [illegible] ॥
তবে আমি বলিলাম [illegible] ।
[illegible] ॥
দুই বারে দুই বর [illegible] ।
সেই দুই বর [illegible] ॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন ।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে ।
ততকাল [illegible] ॥
[illegible] রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত ।
[illegible] ॥
কেকয়ী বচন যেন শেল বুকে ফুটে ।
চেতন পাইয়া রাজা ধিরে ধিরে উঠে ॥
মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁদিয়ে অন্তরে ।
[illegible] বলে ধিরে ধিরে ॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তোর আশা ।
স্ত্রী পুরুষে [illegible] ॥
রাম বিনা [illegible] ।
আমারে বধিতে তোর [illegible] ॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন ।
সেই দিন জানি হবে আমার মরণ ॥

বাল্মীকি [illegible] কথায়।
[illegible]
বাবী [illegible]
[illegible]
এই কথা [illegible]
আপনি [illegible]
[illegible]
[illegible]
বিবাদে [illegible]
তোরে [illegible]
কোন রাজা আছে [illegible]
[illegible]
দশহাজার [illegible]
[illegible]
আর এক [illegible] আছে।
পরমায়ু [illegible] তোর কহে।
পরমায়ু [illegible]
পায়ের পড়ি [illegible]
কেকয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ [illegible]
প্রভাতে [illegible]
পৃথিবীর [illegible] বলিবে সে আমে।
অধিবাস [illegible] আসে।
কি বলিয়া [illegible]
ক্ষমা কর কেকয়ী [illegible]
নিজ গোহারের [illegible]
[illegible] এ বচনে।
তোর [illegible] আজি [illegible] রোষে।
[illegible] সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।

বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে প্রস্থানোদ্যোগ।

কেকয়ী বলেন রাজা আপনি করিলা।
সত্য [illegible]
সত্য [illegible] রাজা [illegible]
সত্য [illegible]
সত্য [illegible] সর্ব্বনাশ।
যে [illegible] স্বর্গে [illegible] বাস।
[illegible] রাজা [illegible]
সে [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পৃথিবীর [illegible]
[illegible]
এক দিন [illegible]
[illegible]
ঐ [illegible]
[illegible]
আপনি [illegible]
সত্য পালি [illegible]
ইক্ষ্বাকু [illegible] রাজা ছিল [illegible]
ইক্ষ্বাকুর [illegible]
পিতৃসত্য [illegible] ইক্ষ্বাকু [illegible]
[illegible] রাজা [illegible]
পৃথিবী [illegible] সাগরের নীরে।
সাগর না [illegible] সত্য পালিবারে।
দিলা সত্য [illegible] দুই বর।
এখন [illegible]
[illegible] কি পার।
[illegible] কেকয়ীর [illegible]
[illegible] রাজা [illegible]
[illegible]
অধিবাস হইয়াছে [illegible]
[illegible]
[illegible] অধিবাস।
আজি [illegible] না [illegible]
রাজার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সকল [illegible] রাজা আসিয়াছে [illegible]
রাম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] রাজা [illegible]
[illegible]
রাবে [illegible]
[illegible]
বিলম্ব না কর রাজা [illegible]

[illegible]

কৈকেয়ী [illegible]
আমারে [illegible]
বৃথা পাব [illegible]
গৌরবে [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
বিনয় [illegible]
[illegible]
আমি রাজা [illegible]
কোন যুক্তি [illegible]
না জানি [illegible]
রাজা নহে [illegible]
জানি আমি পিতা কি [illegible]
সীতা [illegible]
প্রকোষ্ঠ [illegible]
বাটীর [illegible]
চারি [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
দেখিতে [illegible]
[illegible]
লজ্জা [illegible]
কি কহিবে [illegible]
ঘুচিবে [illegible]
সারি সারি [illegible]
শ্রীরামের [illegible]
বহু [illegible]
[illegible]
সর্ব্বজন [illegible]
সর্ব্ব [illegible]
রামচন্দ্রে [illegible]
সবারে [illegible]

[illegible]

কোন [illegible]
আমি [illegible]
কোন [illegible]
উত্তর [illegible]
[illegible]
মাতুলের [illegible]
বহু দিন [illegible]
সেই [illegible]
কোন [illegible]
[illegible]
তুমি [illegible]
সখা [illegible]
কি কহিবে [illegible]
আমারে [illegible]
কি আমা [illegible]
সেই [illegible]
আছুক পিতার [illegible]
রাজা ছাড়ি [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
কহিতে [illegible]
[illegible]
তাতে [illegible]
[illegible]
তাহে [illegible]
এক [illegible]
আর [illegible]
দুই [illegible]
মম [illegible]
দিতে [illegible]
বনে [illegible]
শুনিয়া [illegible]
তোমার [illegible]

[illegible]

কোন ... [illegible] ... পাবে।
... [illegible] ... ॥
কেকয়ী ... [illegible] ... বল।
... [illegible] ...
রাজার কথাতে কোন উত্তর না দেন।
শিরে হাত দিয়া ... [illegible] ... বলে ॥
হেট মাথা করিয়া ... [illegible] ...
কি কহিব কেকয়ীর আগে ভয় পাই ॥
কেকয়ীর প্রতি রাম করেন প্রণাম।
বিলম্ব নাহিক আমি যাব বনবাস ॥
যাবৎ মায়েরে লৈয়া ... [illegible] ...।
তাবৎ ... [illegible] ... ॥
দুঃখে ... রাজা আছেন বিবাদে।
শুনেন কৌশল্যা ... [illegible] ... ॥
রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দন।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরবধি ॥
পিতারে প্রণাম করি রাম চলেন দ্রুত।
হা রাম বলিয়া রাজা উঠেন চমকিত ॥
মুখে ... শব্দ রাজা বন্ধ করেছেন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের ... তাই অবশ্য সে জানে ॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃত দীপ জ্বালিল তখন ॥
নানা উপহারে নারী পূরিয়াছে ঘর।
সাত শত সপত্নী যে মধ্যে ভিতর।
সবে মাত্র কেকয়ী বসিল এক জন।
সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ ॥
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী।
রাম জয় এই মাত্র শব্দমাত্র শুনি ॥
হেনকালে শ্রীরাম ... [illegible] ...।
আশীর্বাদ করে রাণী ... [illegible] ... ॥
তোমারে ... [illegible] ... রাজা রাম।
... [illegible] ...

[illegible]

তুমি আমি ... [illegible] ...
... [illegible] ...
তোমাকে ... [illegible] ...
... [illegible] ...
বিধাতা ... [illegible] ...
... [illegible] ...
শুনিয়া ... [illegible] ...
মা মা বলিয়া ... [illegible] ...
মা মা বলিয়া ... [illegible] ...
... [illegible] ...
কৌশল্যার ... [illegible] ... শ্রীরাম ...
বহু কষ্টে কৌশল্যার ... [illegible] ...
চৈতন্য পাইয়া রাণী ... [illegible] ...
সকল ... [illegible] ... যে আমারে।
যে ... যদি ... আবার
কি দোষ কেকয়ী বলে তোমারে পাঠায়
শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন।
বিধাতার দোষ নাই বিধির লিখন।
পিতৃদেব বিমাতা বলিল তাতে বাক্য।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার।
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে।
এক বরে ভরতে করিবে রাজ্যেশ্বর।
আর বরে আমি ... বনের ভিতর।
স্বামী ... [illegible] ... তাই বলি
বিমাতার ... পিতার প্রতি ...।
তুমি যদি ... [illegible] ...।
তবে কেন ... [illegible] ... তোমার।
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম ...
... [illegible] ... কৌশল্যা ...
কান্দিতে লাগিল ... [illegible] ...।
হা পুত্র বলিয়া রাণী ... [illegible] ...
শুনের ... [illegible] ...।
সে রাণী ... [illegible] ...
রাজার প্রধান ... [illegible] ... মহারাণী।
... হইল ... কেকয়ী ...।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ব্রী বশ [illegible]
জেষ্ঠ পুত্র [illegible]
হেন পুত্র [illegible]
[illegible]
হেন [illegible]
যাবৎ [illegible]
তাবৎ [illegible]
[illegible]
করিয়াছে [illegible]
যদি [illegible]
[illegible]
আমি এই [illegible]
[illegible]
তুমি আমি যদি [illegible]
তব [illegible]
কৌশল্যা [illegible]
বিধাতার [illegible] তুমি [illegible]
এক সত্য [illegible]
ভরতের [illegible]
[illegible]
দেশে [illegible] তুমি [illegible]
মায়ের [illegible] পিতৃ [illegible]
পিতা [illegible]
গর্ভে [illegible]
হেন [illegible] তুমি [illegible]
বাপের [illegible]
[illegible]
শ্রীরাম [illegible]
পিতা [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
পিতৃ [illegible]
কোন [illegible]
[illegible]
শ্রীরাম [illegible]
যত [illegible] তুমি [illegible]
[illegible]
বিধাতার [illegible]
[illegible]
বিধাতা [illegible]
[illegible]
[illegible]
বিধাতা [illegible]
যে দিন [illegible]
দুঃখ [illegible]
দুঃখ [illegible]
দুঃখ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তার [illegible]

তোমা বিনা [illegible]
তুমি যদি [illegible]
তোমা বিনা [illegible]
প্রাণ ত্যজিব [illegible]
এই [illegible]
মাতৃ পিতৃ [illegible]
অকারণ [illegible]
অকারণে [illegible]
অকারণে [illegible]
আ[illegible]
সকল হইল [illegible]
আমি [illegible]
শ্রীরাম বলেন [illegible]
তবু না [illegible]
অকারণে [illegible]
বিধি নির্বন্ধ হৈল [illegible]
রাবেরে [illegible] ।
নরাধম রাম [illegible]
মায়েরে কহেন [illegible] ।
আজ্ঞা [illegible] আমি বন ॥
কৌশল্যা কহেন [illegible] ।
না জানি হইবে [illegible] ॥
যে যত্ন কৌশল্যা [illegible] ।
সেই যত্ন বিনা [illegible] ॥
চতুর্দশ বর্ষ বনে [illegible] ।
[illegible] পাব রাম [illegible] ॥
ত্রাণ [illegible] ।
সখী [illegible] ॥
একারণ [illegible] ।
ভবে [illegible] পৃথিবী ॥
চৌদ্দ বর্ষ [illegible] জীবন ।
তবে [illegible] ॥
বিদায় হইয়া [illegible] ।
সেনেও [illegible] ॥
শ্রীরাম বলেন [illegible] ।
বিমাতৃ [illegible] ॥
বিদায় [illegible] ।
কেন কাজে [illegible] ॥
তাঁহার [illegible] ।
তারপরে [illegible] ॥
চতুর্দশ [illegible] ।
তারপর [illegible] ॥

[illegible]
স্বামী বিনা [illegible]
তুমি যে [illegible]
তুমি [illegible]
স্বামী বিনা [illegible]
স্বামীর [illegible]
প্রাণনাথ [illegible]
পথের [illegible]
বনে প্রভু [illegible]
দুঃখ [illegible]
যদি [illegible]
শত দুঃখ [illegible]
তোমার [illegible]
তোমার [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
বিষম [illegible]
সিংহ [illegible] ।
বালিকা [illegible]
অন্তঃপুরে [illegible] ।
ফল মূল [illegible]
তোমার [illegible] ।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ [illegible]
তুমি আমি [illegible]
দোঁহে [illegible]
চতুর্দশ বর্ষ [illegible] ।
এই কালে [illegible]
চিন্তা না [illegible] ।
বিষম [illegible] ।
শ্রীরামের [illegible] ।
কহেন [illegible] ॥
পণ্ডিত [illegible] ।
কেন [illegible] ॥
বিনা [illegible] ।
সেব [illegible] ॥
রাজা [illegible] ।
তার [illegible] ॥
পাইয়া [illegible]
স্ত্রী [illegible] ।
তব [illegible] ।
দুঃখ [illegible] ॥
তব সহ [illegible]
অতএব [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
নানাবিধ [illegible]
[illegible]
বসিলেন [illegible]
শুন হে [illegible]
করিলেন [illegible]
ব্রাহ্মণে [illegible]
ধনবান [illegible]
তুমি ছাড়ি [illegible]
স্ত্রী যে হইবে [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
তোমার [illegible]
বনবাস [illegible]
খসাইয়া [illegible]
[illegible]
খসাইল [illegible]
সম্মুখে [illegible]
তা সবারে [illegible]
আভরণ [illegible]
ভূষণ পরেন [illegible]
সীতার [illegible]
সে সকল [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
[illegible]
দাস দাসী [illegible]
রাজ্য [illegible]
পিতা [illegible]
কতক [illegible]
সেই তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
আমি [illegible]
সেই তুমি [illegible]
যদি আমি [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীরাম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বশিষ্ঠ [illegible]
তা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তা সবারে [illegible]
মন দুঃখে [illegible]
চতুর্দশ বর্ষ [illegible]
পাইবেন [illegible]
তাঁহার [illegible]
তাহার [illegible]
[illegible]
[illegible]
করিল [illegible]
কোন দোষ [illegible]
[illegible]
মাথা [illegible]
[illegible]
সকল [illegible]
[illegible]
বড়ই [illegible] সেই [illegible] হবে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তুমি [illegible]
তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
যদি [illegible]

[illegible] ॥
[illegible]
হরি হরি [illegible]
[illegible]
[illegible] সীতা [illegible]
[illegible]
এক [illegible]
[illegible] সীতার [illegible]
পিতৃ সত্য [illegible]
জানকী [illegible]
[illegible]
পার দিব [illegible]
পিতৃ সত্য [illegible] ॥
পতিব্রতা [illegible]
[illegible] ।
[illegible]
জানকী [illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
যেমন [illegible] ।
[illegible] ॥
বিদায় হইয়া [illegible] ।
[illegible] ॥
কৌশল্যা বলেন সীতা [illegible] ।
[illegible]
রাজার [illegible]
তোমার [illegible]
নির্ভয় [illegible] ।
[illegible] ॥
জানকী [illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমার এ [illegible]
তিন দিন [illegible]
[illegible] ।
তিন দিন [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
দেখিতে না [illegible]

রথের সারথি তুমি বুদ্ধিতে পণ্ডিত।
পিতার সহিত যেন না হয় বর্জিত ॥
সুমন্ত্র বলিল আজ্ঞা করিব পালন।
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান ॥
ভাবিল রাজধানী সবে অযোধ্যাবাসী।
রথের পশ্চাতে দেখ এই সর্বপুরী ॥
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে সে দেশের লোক করিবে গমন ॥
শ্রীরাম বলেন যদি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মম রাজা পরিবারে ॥
মম প্রজা আপনি না পায় পরিবারে।
শীঘ্র রথ চালাও না দেখ দিন কয় ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাবশে সুমন্ত্র সত্বর।
রথখান চালাইল পবনের গতি ॥
কত দূর গিয়া রথ হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন ॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল।
শরীরের ধূলা ঝাড়ে মুখে দেয় জল ॥
একদিন শোকে তার মূর্ছা হৈল রাম।
রাজার জীবন নাহি করে অনুমান ॥
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তারে করায় প্রবেশ ॥
গড়াগড়ি যান রাজা ভূমিতলে।
হেনকালে কেকয়ী রাজারে ধরি তোলে ॥
ভূপতি বলেন না ছুঁইস পাতকিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী ॥
প্রথম যখন ছিলি কেকয়ী যুবতী।
রাত্রি দিন থাকিতিস আমার সংহতি ॥
তাহার কারণে এই হইল হুতাশ।
রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্বনাশ ॥
গেলেন শোকার্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর ॥
রাত্রি দিন আছি দুঃখে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে কাতর হইলেন দুইজন ॥
মুনি যেন ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে যোদ্ধা ছাড়ে বাণ।
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস ॥
নাগিনীতে নাগিনী না যায় পতি পাশ।
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ ॥
রাত্রি দিন কান্দে লোক ভয়ে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

নানা বনফুল দেখি নদী দুই কূল।
রাজহংস ক্রীড়া করে আনন্দে অতুল ॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম ॥
রথ অশ্ব রাম করাইল আচ্ছাদন।
জল পান করাইয়া রাখে তার কূলে ॥
অস্তগিরি গত রবি দেখিয়া বিহান।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম ॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইয়া পাতা।
করিলেন শয়ন তাহাতে রাম সীতা ॥
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রাম সীতা প্রক্ষালন করেন চরণ ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগিয়ে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের স্নেহে ॥
তমসার কূলে রাম বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি ॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিত্য সদাচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার ॥
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ যায়।
তথাকার লোক আসি দেখয়ে পাছায় ॥
বৃদ্ধকালে দশরথ রাজ্য দিয়াছিল।
হেন পুত্রবধূ পাঠায় বনবাস ॥
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সেখান হৈতে সত্বর গমন ॥
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
আপ্যায়িত হইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা সর্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজা এই দেশ সুশোভিত ॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
মম পূর্বপুরুষের দেশ রাজ্যখণ্ড ॥
যথা যথা যান রাম প্রজার আলয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন বিধি দিল তোমায় বনবাস ॥
সবাকারে রামচন্দ্র বিনয় কৈলেন।
ভালবাস আমারে তোমরা আমি জানি ॥
করিয়া রাজার নিন্দা পাছে কেহ মরে।
পিতৃ নিন্দা শুনি রাম দেখেন অন্তরে ॥
পক্ষী যেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥

শ্রীরাম বলেন শুন জাহ্নবী জননী।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী॥
পুত্রবৎ করিতেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ শাসন॥
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি নারিকেল তার দুই কূলে॥
কদলী গুবাক রাখিয়াছেন সারিসার।
দুই কূলে রোপিয়াছে শোভিত অপার॥
দুই কূলে বিপণি করে বেচাকিনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিল অনুমতি।
রথে হৈতে উলিলেন চারি মহারথি॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চরায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে॥
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র।
আমাকে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত্র॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিত্রের বাটীতে আমি থাকি এক রাতি॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষ জানিব যে পথের সমাচার॥
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁঠাল।
সুরঙ্গ নারঙ্গ রম্য পাইব রসাল॥
রাম বলেন যাইতে সুমন্ত্র সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামের সন্দর্শন ও জয়ন্ত কাকের এক চক্ষু বিদ্ধ করণের বিবরণ।

যোড়হস্ত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন অতীত হইল বাহ দেশে॥
আর তিনদিনে যাবে অযোধ্যানগর।
সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচর॥
বৃদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে।
এমত দারুণ শোক কি মতে পাসরে॥
পিতৃ সেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোনজন বটে॥
প্রবাসে ভরত ভাই থাকিল বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে॥
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর॥
রাত্রি দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিতে তাত দেখিয়া [illegible]
পরিহার জানাইবে কেকয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাই মম দৈবগতি॥
পিতার চরণে জানাইও সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥
তুমি যেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি॥
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কত দিনে রাম পাব দরশন॥
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত॥
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত॥
সুমন্ত্র কহিবে আমি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গাপার হৈয়া চল যাই বনবাসে॥
গুহক চণ্ডালেরে বলিলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ঘাট পার কর যেন সত্য বহে অঙ্গ॥
সাতকোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোণার নৌকা সোণার কেরাল।
গুহক বলে করিলাম তরণী সাজন।
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিনজন॥
এক রাত্রি রাম থাকি তোমার সহিত।
শ্রীরাম বলেন মিত্র এ নহে উচিত॥
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা করি।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায়॥

শীঘ্র পার করাইয়া দি [illegible] ।
গুহক বলে শীঘ্র পার [illegible] ॥
গুহকের আজ্ঞাতে রাম [illegible] ।
বিদায় হইয়া চলিলেন [illegible] ॥
প্রাতঃকালেতে [illegible] ।
পার হৈয়া [illegible] ॥
মাঝে সীতা [illegible] ।
দুই ক্রোশ পথ যাই [illegible] ॥
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের [illegible] ।
আজি বাসা লব গিয়া [illegible] ॥
মুনিগণ বেষ্টিত [illegible] ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে [illegible] ॥
হেনকালে সেথাকে গেলেন তিন [illegible] ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয় ।
তিনজন তব ঠাঁই করি পরিচয় ॥
শ্রীদশরথের পুত্র এই দুই জন ।
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী ।
জনক কুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী ॥
রাম কথা শুনি মুনি উঠেন সত্বরে ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে ॥
সে মুনি বলেন তুমি বিষ্ণু অবতার ।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করেন সংসার ॥
যার তপ আরাধনা করে মুনিগণে ।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার সদনে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দেখি তিন জনে ।
আপনাকে ধন্য করি মানি এত দিনে ॥
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি ।
বনবাস বঞ্চ হেথা থাকিব সংহতি ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি অযোধ্যা নিকট ।
অযোধ্যার লোক যত করিবে কপট ॥
এথা হৈতে কোন স্থান থাকে যে নির্জ্জন ।
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন ॥
কহ মুনি সেখানে ক'রব নিবসতি ।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি ॥
যথা মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষ তলে ।
মৃগপক্ষী বনজন্তু আছে কুতূহলে ॥
নানা ফল মূল পাবে বড়ই সুসার ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ ॥
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ ॥
এই দেশে আছি রাম কৌতুকে [illegible] ।
ভেলা বান্ধি যমুনায় হও তুমি পার ॥
ত্রিশ হস্ত যমুনা আছয়ে পরিসর ।
নীচেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ॥
এক রাত্রি তথা রৈলা রঘু তিন জন ।
রাম কাটি বাঁশ [illegible] তপোবনে ।
সেথা হৈতে তপোবন উত্তর যোজন ।
দুই প্রহরের পথে [illegible] ॥
সেইখানে শ্রীরাম রহেন একরাতি ।
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি ॥
উত্তর তীরে [illegible] ।
মধ্যে সীতা দুই পাশে দুই সহোদর ॥
অগ্রে রাম যান পিছে শ্রীলক্ষ্মণ বীর ।
সজল জলদ মধ্যে যেন সৌদামিনী ॥
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে ।
দেখিয়া সীতার রূপ আইলেক পাশে ॥
অচেতন হইয়া বসিল মাতে মন ।
দুই নখে আঁচড়ে সীতার দুই স্তন ॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস ।
ছয়মাসের পথে গেল পর্ব্বত কৈলাস ॥
ডাকেন জনক সুতা তরে উচ্চস্বরে ।
শ্রীরাম বলেন ভাই সীতারে কে মারে ॥
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ ।
সীতারে প্রহার করে কেন কোন জন ॥
সুমিত্রা অধিক সীতা ঠাকুরাণী মা ।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা ॥
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন স্থানে ।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে ॥
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা ।
আঁচড়িয়া গেল কাক হয়েছি ব্যথিতা ॥
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান ।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায় ।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায় ॥
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই ।
কহিলেক আমি যে জয়ন্ত কাক চাই ॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন ।
রাখিবে যে জন তাকে তাহারি মরণ ॥
রাখিতে নারিয়া কাকে দেন পুরন্দর ।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর ॥

অরণ্যেতে দেখি মোরে শ্রীরামের সঙ্গ।
বিন্ধিয়া করিল এক চক্ষু কাণা তার ॥
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণাসাগর প্রভু না মারেন পাখী ॥
শ্রীরাম বক্ষেতে সীতা মেঘ অপমালা।
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণা ॥
অপমান পাছে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

পুত্রশোকে দশরথ রাজার প্রাণত্যাগ।

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিতে কাতরা অতি জনক দুহিতা ॥
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলী।
আইসে দিলায় যেন নবনী পুত্তলি ॥
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনি পত্নীগণ ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী ॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
সুন্দর বদন দেখি ভুবনের সার।
অগ্রে যান মহাশয় কে হয় তোমার ॥
নবীন নীরদ মুখ ভ্রূতল রচিত।
পুলকে মণ্ডিত অঙ্গ অপাঙ্গ বিকসিত ॥
লাজে অধোমুখী সীতা না কহেন আর।
ইঙ্গিতে জানান স্বামী উনি যে আমার ॥
কহলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
সবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে ॥
তাহার গভীর জল পাতাল প্রমাণ।
রামের প্রভাবে হল হাঁটুর সমান ॥
না জানিয়া কেবা তাতে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাটুজল পার হয়ে অক্লেশে গমন ॥
মুনির চরণে রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন ॥
বলিলেন হে রাম আপনি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন আইলা এ বন ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে ॥
তিন জন তথায় রহিলেন অক্লেশে।
এ দিগে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে ॥

...র বিলম্ব। ...ছাড়ি ...যাত্রা অযোধ্যাপুরে।
...কন শোক ...রাজার গোচরে ॥
...বিন আবদ্ধ ... নমস্কার করে।
...রা না করি... পৃথিবের পুরে।
...রি অবধি... না দেখি ... রাজা জিল দিতে
...পুত্রগতি ... ভরত ভাই... কেন সেই বনে ॥
...ন করিল ... আনিয়া রা... পুত্র বচনে ॥
...ন ভিন্ন ... ভরত এ... ম তোমার চরণে ॥
...দুই ... ন রহে মা... তেমনি বচন।
...র দেব... চরণে ... হু বলিল লক্ষ্মণ ॥
...ন করিয়া ... হেতু ... যদি কর্তে কেন কবি।
... কোন... দিন ... বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥
...ত্র কারে পা... ত্র যদি বলিল বচন।
... ধুক পরিহার... হতে সবে করিল ক্রন্দন ॥
...সা ...চার কি... শত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী ॥
কেহ কারে না সান্ত্বায় সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার হইলেক স্মরণ ॥
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্ব কথা।
মহাজন বাক্য যেন না হয় অন্যথা ॥
মৃগয়াতে গিয়াছিলাম সরযুর তীরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসে জল ভরে ॥
মম জ্ঞান মৃগে সব করে জলপান।
পুরিলাম শব্দ মাত্র পাইয়া সন্ধান ॥
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে ॥
কোন অপরাধে প্রাণ নিল কোন জনে
এতেক শুনিয়া আমি গেলেম সে স্থানে ॥
মুনি পুত্র বলে রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলা কি পাইয়া অপরাধ ॥
অন্ধ পিতা মাতা আমি পুষি রাত্রি দিবে
বুড়া বুড়ী মরিবেক আমার মরণে ॥
অন্ধ পিতা মাতা আছে শ্রীফলের বনে।
আমা কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ।
আমা লৈয়া চল তুমি যথা বুড়া বাপ ॥
ইহা বিনা তোর আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার ॥
অন্ধ বুড়া বুড়ী বসিয়াছে যেই খানে।
শিশু কোলে করি আমি গেলেম সে স্থানে
মুনি বলিলেন রাজা কত্তই নির্ভয়।
মারিলা কি দোষে রাজা আমার তনয় ॥

আমারে [illegible] ।
পুত্রের মরণ যদি জানিয় এই করে ॥
মুনিরে বধিয়া [illegible] ।
পুত্রের মরণ বুঝি জানিল আমারে ॥
পুত্রশোকে মরিয়া করিল স্বর্গবাস ।
দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস ॥
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন ।
আজিকার রাত্রে জানি আমার মরণ ॥
সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অবশেষে ।
ছটফট করে রাজা দুঃখে বাক্য হরে ॥
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন ।
নিদ্রা যায় কৌশল্যা দেবী সব জন ॥
পুরীর সহিত যামি পোহায় রজনী ।
রাজারে জিয়াতে গেল সাত শত রাণী ॥
দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্য্যের উদয় ।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয় ॥
অনন্তরে রাজারে করিল মৃত্যুজ্ঞান ।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তার প্রাণ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি ।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী ॥
পুত্রশোকে একে রাণী পরম দুঃখীতা ।
পতিশোক ততোধিক হইল মূর্চ্ছিতা ॥
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির ।
সত্য পালি স্বর্গে গেলা ত্যজিয়া শরীর ॥
সত্য না লঙ্ঘিলা তুমি বড় পুণ্যশ্লোক ।
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলা পুত্রশোক ॥
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বনে ।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণে ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা অভাগিনী ।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
তোমারে বুঝাব কত জানহ উচিত ।
মৃত হেতু কান্দ কত সব অনুচিত ॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী ।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী ॥
রাজাকে রাখহ করি তৈল মধ্যগত ।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত ॥
বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য সমাজ ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস ।
অরাজক হইল বড়ই পাই ত্রাস ॥
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল ।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল ॥
অরাজক রাজ্যে কৃষক নাহি হয় ক্ষেম ।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল ॥
অরাজক রাজ্যে দৃঢ় বন্ধ নাহি হয় ।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ মহাভয় ॥
অরাজক রাজ্যেতে দুর্জ্জন মত্ত জোটে ।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে ॥
অরাজক রাজ্যে নানা মত ডাকা চুরি ।
অরাজক রাজ্যে বেশি বড় ভয় করি ॥
অরাজক রাজ্যে অন্য ভূপতি গরজে ।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে ॥
অরাজক রাজ্যে না বসিবে পুণ্যজন ।
অরাজক রাজ্যের আতঙ্ক বহুতর ॥
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রয় পাশে ।
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে ॥
অরাজক রাজ্যে সদা বিষ্ণে বিপরীত ।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত ॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয় ।
তাঁহার প্রসাদে লোক থাকিত নির্ভয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে ।
রাজ্যের কুশল ছিল তাঁহার আদরে ॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল ।
রাজা হৈলে রাজ্য রক্ষা প্রজার কুশল ॥
রাজ্য দিতে ভরতেরে পূর্ব্ব অঙ্গীকার ।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥
ভরত আছেন মাতামহের বসতি ।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি ॥
রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে ।
এত শোক প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
ভরতেরে না কহিও এ সব বচন ।
তবে না করিবে এই দেশেতে গমন ॥
মাতুলের বাড়িতে ভরত না জানিবে ।
পিতৃশোকে রামদুঃখে শোকাকুল হবে ॥
ভরত মাতুল গৃহে অযোধ্যা পাসরা ।
চারি পুত্র থাকিতে দশরথ বাসীমড়া ॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষ ।
কহিলে ভরতেরে আনিবারে দেশ ॥
ভরতে আনিতে সবে চলিল ত্বরিত ।
করিলেন আজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত ॥
হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে ।
পরদিন গেল তারা কুরুক্ষেত্র দেশে ॥
নীহারের রাজ্যে গেল দুঃখিত মনে ॥
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান [illegible] ॥

তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মা তুমার গর্ভে কভু শুনিতে না পারে।
রাম লয়ে ছিল রাজা বিলাস কৌতুকে।
রাজা হবে শ্রীরাম বসে ছিল রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥
ভায়েরে ত্যজিলে রাজা যেন বজ্র হানে॥
ভরত তোমার আশ্বাসন হবে বলে।
নিজ গুণ কহ রাজা আপনার মুখে।
আপনি মরিলা রাজা ডুবিলা নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলা কোন খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম॥
পিশাচী হয়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ নষ্ট হেতু হইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি পাপী করি বধ॥
পূর্ব্ব জন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার॥
মা হইয়া জনমেতে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো কেন মাতার বধে নাহি কোন ব্যথা॥
যেমত পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমতি কাটিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জন করিয়া মাতৃঘাতি।
ভয়েতে নরক মম হবে মারা জাতি॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নি তুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কেকয়ী ডরে গেল অন্যস্থলে॥
যাইতে যাইতে রাণী করিছে বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের চরণে কান্দেন দুইজন॥
ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে॥
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কোপিত হইয়া॥
কহিতে লাগিল পিতা দিল ছত্র দণ্ড।
কোথা হৈতে কুঁজী চেড়ী পাতিল পাষণ্ড॥

পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিচিত্র বিচিত্র কুঁজী পরিল ভূষণ॥
শোভা পায় পট্টবস্ত্র তার অঙ্গে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত কুঁজী অলঙ্কারে॥
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর॥
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী দুষ্টি জ্ঞান।
ভরতের নিকটে যাইবে মনোরঙ্গে॥
হেনকালে তারে দেখে তখন শত্রুঘ্ন।
এই কুঁজী হেতু রঘুরাজার মরণ॥
এই কুঁজী রামে পাঠাইল বনবাস।
এই কুঁজী করিলেক সকল বিনাশ॥
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী রহিলে সকল দুঃখে মরি॥
শত্রুঘ্ন বলেন ভাই ইচ্ছা করে মনে।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন॥
শত্রুঘ্ন কোপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে পাড়িল ভূমিতলে॥
হিঁচুড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥
মরি মরি বলে কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কেকয়ীর ঘরে ঢোকে॥
কুঁজী বলে কেকয়ী করহ পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কেকয়ীর ঘরে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে॥
তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন।
ছিঁড়িয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগণ॥
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী।
সৃষ্টি নাশ করিলি হইয়া তুই দাসী॥
কেকয়ীর মুখ্য দাসী ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রক্তে এই কর্ম্ম ফের॥
চুলে ধরে লয়ে যায় কুঁজে খায় চড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কেকয়ী দিল রড়॥
চেড়িরে মারিল পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কেকয়ী পলায়॥
শত্রুঘ্ন বলেন শুন কেকয়ী বিমাতা।
পলাইয়া যাইও নাহি কহিব এক কথা॥
সাতশত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যা বলিতে তাই করিতেন বাপ॥
রাজার মহিষী তুমি রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভাগা স্ত্রী না দেখি না শুনি

শচীর অধিক সুখ হবে সর্ব্বলোকে ।
আমি কি জানিব মাতা ভুলিলা মায়েতে ॥
দাসীর কথায় বুদ্ধি হারাল অন্তরে ।
মোর অনুরূপ আমি কি বলিব আর ॥
যদি তোমারে বধি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে ।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে ।
জ্বলিয়া পুড়িয়া মর এই শোকে ॥
চুলে ধরি চেড়ীকে মাটিতে মুখ ঘসে ।
দেখিয়া কেকয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে ।
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা ।
মুদ্গরের বাড়িতে ভাঙ্গিল পাঁজর মলা ॥
একেত কুৎসিতা কুঁজী তাহে হৈল খোঁড়া ।
সর্ব্ব গায় ছড় গেল যেন রক্তঝোড়া ॥
অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র আছে ।
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
ফিরে ফিরে বলেন ভরত সুবচন ।
নারীহত্যা হয় পাছে শুন শত্রুঘ্ন ।
রক্ত চর্ম্ম নাই আর অস্থিমাত্র সার ।
নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর ।
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শত্রুঘ্ন ।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ।
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে ।
এত শুনি শত্রুঘ্ন ছাড়িল কুঁজীরে ।
লইলেক কুঁজীরে কেকয়ী নিজধাম ।
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ।
ভরত বলেন ভাই দেব সব জানে ।
এতেক হইবে তাই জানিব কেমনে ।
রামেরে দিলেন পিতা রাজ সিংহাসন ।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ।
সংসারের লোক বুঝে তবু নাহি আঁটে ।
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ।
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে ।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ।
শত্রুঘ্ন বলেন তিনি না করিবেন রোষ ।
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ।
ভরত শত্রুঘ্ন এবা করেন রোদন ।
কৌশল্যা বসিয়া যথা করেন শ্রবণ ।
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুইজন ।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ।
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে লন কোলে ।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্র জলে ।
কৌশল্যা কহেন শুন কেকয়ীনন্দন ।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ।
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস ।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ।
হরিল কাহার ধন রাম কার অংশী ।
কোন দোষে পুত্র মোর হবে বনবাসী ।
আমারে বান্ধিয়া দূর কর ও এ কাঁটা ।
পাঠাও রামের কাছে দিয়ে বাড়ি জটা ॥
দুঃখ ভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ ।
মায়ে পোয়ে ভরত করহ রাজ্য সুখ ।
কাতরে ভরত অতি কৌশল্যারে বলে ।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভাল ।
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে ।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ।
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন ।
আমারে করুন বিধি সে পাপ ভাজন ॥
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে ।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ॥
বিদ্যা পাইয়া গুরুরে যে না করে সেবন ।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ।
আপনা বাখানে লোকে পরনিন্দা করে ।
সেই মহাপাপ রাশি ঘটুক আমারে ।
স্থাপ্য ধন হরণেতে যে হয় পাতক ।
সেই পাপে পাপী হবে ভুঞ্জিব নরক ।
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই ।
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ।
শপথ করেন এত ভরত তখন ।
কৌশল্যা বলেন পুত্র জানি তব মন ।
রামের হৃদয়ে ধর্ম্ম যেমন তৎপর ।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ।
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ ।
তত দিন মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ।
মৃত দেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ ।
শীঘ্র কর ভরত পিতার অগ্নি কাজ ।
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের গঞ্জন ।
ভরত করেন শোক রজনী দিবস ।
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী ।
এতেক জানিলে আমি দেশে কেন আসি ।
বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত ।
তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত ।
সত্য পালি গেলেন ভূপতি স্বর্গবাস ।
তাহার কারণে কান্দ হয় পুণ্যনাশ ।

হায় কেন পুত্র বার শুণের নিধান।
কে বলে বসিল রাজা আছে বিদ্যমান॥
এই রূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না রহে স্থির কহে যেন বাণী॥
কি মতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কি মতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে॥
কি রূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ দহে কোথাও না দেখি॥
শশধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন।
বিবর্ণ ভরত অতি জ্যোতি বিষন্ন॥
পাত্র মিত্র সঙ্গেতে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
পিতার নিবাসে যান শোকেতে বেষ্টিত॥
সাত শত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ।
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার আবাস॥
ভরত বলেন পিতা এই তব গতি।
উঠিয়া সম্ভাষা কর ভরতের প্রতি॥
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরীজন।
উঠিয়া সবারে দেহ প্রবোধ বচন॥
মাতৃদোষে আমারে কি না কহ বচন।
যদি থাকে অপরাধ কর বিমোচন॥
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ॥
পিতৃ কার্য্য জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাই তুমি করহ সৎকার॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পূরি লইল সত্বরে॥
মুকুতা প্রবাল আনে বহু মূল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর॥
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পিছে॥
তৈলের ভিতরেতে ছিলেন মৃত রাজা।
সরযূর তীরে লয়ে যায় বন্ধু প্রজা॥
তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে॥
শুক্ল বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী॥
নানাবিধ কুসুমের মালা মনোহর।
যথাস্থানে দিল তাঁর গলার উপর॥
চিতার উপরে লইয়া করায় শয়ন।
হেটে উর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন॥

তিন লক্ষ ধেনু তাঁর করেন উৎসর্গ।
দশাঙ্গ সম্মুখে আদি যথা শাস্ত্রমত॥
পিতারে করেন দাহ মৃতের অমরে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে॥
তর্পণ করিয়া শিরে দিয়া নদী পাড়ে।
ভরত মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিকাতে পড়ে॥
ভরত বলেন রবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ॥
পিতা পরলোক গত ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে থাকিব আমি কোন প্রয়োজনে॥
বশিষ্ঠ বলেন হে ভরত যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয়॥
মরণেতে এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে সবার জন্ম হয় আর বার॥
সকলে মরেণ কেহ নহেত অমর।
ক্রন্দন সম্বর হে ভরত চল ঘর॥
শূন্যরূপা আছে অদ্য অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী॥
কান্দিয়া ভরত পোহাইল সে রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রের বিধান॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর ভরি ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম॥
বিপ্রে দান দেন সোণা সাতলক্ষ তোলা।
ধেনুদান করিলেন সোণার মেখলা॥
বিরাশিত লক্ষ মোন সোণার ভাণ্ডার।
বিতরণ করিলেন ধন নাহি আর॥
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাই ভরত সমান॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্য কুলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে॥
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন দান।
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান॥
আসমুদ্র রাজা আর অযোধ্যানগরী।
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন॥
তোমা ভিন্ন রাজকর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজ্য মজে॥
ভরত বলেন পাত্র না বলিহ আর।
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥

রাজা হয়ে আমি বসিব কি রাজপাটে ।
মায়ের যতেক দোষ আমাকে সে ঘটে ॥
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই ।
রামেরে করিব রাজা চল তথা যাই ॥
যত অভিষেক দ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড ।
তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড ॥
রাম রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে ।
রামের বদলে আমি থাকি বনবাসে ॥
সমান করাও যত উচ্চনীচ বাট ।
সুখে পথে যায় যেন হাতী ঘোড়া ঠাট ॥
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া ।
ভরতে বলেন সবে করি হাত যোড়া ॥
তোমার যতেক যশঃ ঘুষিবে সংসারে ।
কেকয়ীর অপযশ ভারত ভিতরে ॥
ভাল মন্দ সকলি দেখায় বিদ্যমান ।
মায়ের হইল নিন্দা পুত্রের বাখান ॥
ভরত বলেন আর তোমরা না বল ।
হাতী ঘোড়া কটক সমেত সবে চল ॥
ঘোড়া হাতী রথ চলে সাজান সারথি ।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি ॥
দাস দাসী চলিল রাজার যত নারী ।
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী ॥
রামেরে আনিতে যায় সমস্ত কটক ।
বালা বৃদ্ধ কেহ কার না মানে আটক ॥
অনন্ত সামন্ত চলে যুদ্ধে সেনাপতি ।
ভরতের সঙ্গে চলে মহারথ রথী ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী ।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী ॥
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ ।
রাজ্য শুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন ॥
কেকয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে ।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে ॥
কত দূর গিয়া পথে হইল দেয়ান ।
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরত বিদ্যমান ॥
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে ।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে ॥
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্যোগ ।
না পারিবা আনিতে কেবল দুঃখভোগ ॥
পিতৃ সত্য পালিতে গেলেন রাম বন ।
পিতা বিনা রাজা তুমি ছাড় কি কারণ ॥
ভরত বলেন মুনি তুমি পুরোহিত ।
পুরোহিত হয়ে কেন কহহ অহিত ॥
তোমার চরণে মম শত নমস্কার ।
হেন অনুচিত বাক্য না কহিও আর ॥
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার ॥
যুক্তি দিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে ।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত ত্বরিতে ॥
আছেন যমুনা পারে রাম বনবাসে ।
ভরত উত্তরে গিয়া গুহকের দেশে ॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায় ।
গঙ্গাতীরে বৈসে গুহ করে অভিপ্রায় ॥
কোন রাজা আইসে সমর করিবারে ।
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাঁই করে ॥
চিনিলেক নিদর্শনে সে অযোধ্যার ঠাট ।
আপনার কটকে গুহ আগুলিল বাট ॥
গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ ॥
পরাইল বাকল সে পাঠাইল বনে ।
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মনে ॥
সাজয়ে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া ।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া ॥
সর্ব্ব সৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত ।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরত ॥
মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি ।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি ॥
শুন রে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই ।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কদলী কলসী ।
অমৃত সমান ফল আনে রাশি রাশি ॥
নারিকেল গুবাক কদলী আম্র আর ।
দ্রাক্ষাফল পনস আনহ ভারে ভার ॥
ভাল মৎস্য আন সবে রোহিত চিতল ।
শিরে বোঝা কান্ধে ভার বহরে সকল ॥
যদ্যপি ভরত শ্রীরামেরে করে রাজা ।
ভালমতে করি তবে ভরতের পূজা ॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রু ভাবে যদি ।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী ॥
সাত পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন ।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন ॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত ।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন পথ ॥
গুহ বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহু দূর গত ॥

ভরতেরে ভবে গুহ নোয়াইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা॥
গুহ বলে ঠাঁই কর মনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর থাকুক অতিথি ব্যবহারে॥
ভরত বলেন ঠাঁই আছে অগণন।
যাবৎ রামের সঙ্গে নহে দরশন॥
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িল প্রবাহে।
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে॥
গুহ বলে আমার কটক পথ জানে।
কটক সমেত আমি যাই তব সনে॥
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত।
মনে তোলা পাড়া করি দেখি বিপরীত॥
কোন রূপ ধরি আইলা তাই দরশনে।
সাজন কটক দেখি ভয় হয় মনে॥
ভরত বলেন মম না জান আচার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
রাম বিনা রাজত্ব লইতে অন্যে নারে।
রাজা সহ আসিলাম রামে লইবারে॥
গুহ বলে ধন্যবাদ তোমারে আমারে।
তব যশঃ ঘুষিবারে রহিল সংসারে॥
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র।
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলে পবিত্র॥
ভরত বলেন শুন চণ্ডালের রাজা।
কত দিন শ্রীরামের করিলা হে পূজা॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন দেশে॥
গুহ বলে এখানে ছিলেন দুই রাতি।
দুই রাত্রি এক ঠাঁই ছিলাম সংহতি॥
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্রি দিনে।
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্ব্বক্ষণে॥
সুযত্নে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে।
হেথা ভরতের হাত এড়াব কেমনে॥
এথা হৈতে যাই আমি কোন অন্য স্থলে।
ভরত না দেখা পাবে সেখানে থাকিলে॥
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিন জনে॥
গুহ স্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার॥
তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে।
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে॥
তদুপরে শুইলেন রাম বনবাসী।
তৃণ লগ্ন আছে পাট কাপড়ের দশী॥
কাপড়ের দশীতে খচিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
তাহা দেখি ভরত খেদেতে মনে করে।
কেমনে শুইলা প্রভু খড়ের উপরে॥
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে॥
ভরত উভয় শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ॥
অনেক প্রবোধ বাক্যে উঠেন ভরত।
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত॥
ঘোড়া হাতী পদাতিক সাত শত রাণী।
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী॥
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে॥
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইয়া তরণি ছাইল ভাগীরথী॥
তরণী মানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গাপার এক তিলে॥
হইল সামন্ত সৈন্য আগে শীঘ্র পার।
তার পরে ঘোড়া হাতী কটক অপার॥
সাজন নৌকায় পার হন যত রাণী।
পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী॥
গুহ বলে আমার সেখানে নাহি কার্য্য।
বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজ্য॥
ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন।
আমারে আপন জানে করিও স্মরণ॥
ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত॥
যারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম॥
আপনি ভরত তারে দেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশ।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশ॥
মাধব তীর্থের কাছে আছে সেই পথ।
তাহার দক্ষিণ করি চলেন ভরত॥
হস্তী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্পলোক গেলেন ভরত তপোবনে॥

ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া ।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া ॥
আমি রাজ তনয় ভরত মম নাম ।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ মম রাম ॥
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন ।
কহ মুনি কোথা তাঁর পাব দরশন ॥
জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে কেন আগমন ।
একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ ॥
কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে ।
কোন ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥
ভরত বলেন আমি কপট না জানি ।
ধ্যান করি বুঝি সব জানহ আপনি ॥
সর্ব্বশুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ ।
সেকারণে থুইয়াছি বাহিরে অশেষ ॥
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিণী ।
কোন খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি ॥
তোমার পীড়িতে মুনি করি বড় ভয় ।
সর্ব্বশুদ্ধ আসিয়াছে শুন মহাশয় ॥
রাজা শূন্য হইয়াছে অযোধ্যা নগরী ।
রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি ॥
অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথ পরিশ্রমে ।
কোন খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে ॥
ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি ।
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী ॥
দিব্য পুরী দিব আমি দিব্য দিব বাসা ।
অতিথি সবার আমি করিব জিজ্ঞাসা ॥
ভরত বলেন দেখি খানকত ঘর ।
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি ।
প্রয়োজন যত ঘর পাইবা এখনি ॥
কটক আনিতে যান ভরত আপনি ।
এথা চমৎকার করে ভরদ্বাজ মুনি ॥
যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে ।
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আইসে ॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রথমতঃ হয় অধিষ্ঠান ।
আশ্রমে অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্ম্মাণ ॥
মুনি বলে বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন ।
নির্ম্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র ভবন ॥
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন ।
সোণার আবাস ঘর করিল গঠন ॥
সোণার প্রাচীর আর সোণার আওয়ারী ।
সোণার বান্ধিল ঘাট মাঝী সারি সারি ॥

পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর ।
শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর ॥
সুবর্ণ পালঙ্ক করে মধু সিংহাসন ।
দেবকন্যা লৈয়া ঠাট করিবে শয়ন ॥
করিল সোণার খাট সোণার ডাবর ।
কস্তুরী কুঙ্কুম চাপে গন্ধে মনোহর ॥
যত যত নদী আছে পৃথিবী মণ্ডলে ।
যোগবলে মুনির আইল সেই স্থলে ॥
সাত শত নদী আর যত যত ছিল ।
সেখানে প্রধান নদী যমুনা আইল ॥
আইলা নর্ম্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী ।
আইল ভৈরব সিন্ধু কৌশিকী কাবেরী ॥
সরযূ তমসা নদী আর মহানদ ।
তর্পণে যাহার জলে হয় মোক্ষপদ ॥
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী ।
শ্বেতগঙ্গা স্বর্ণগঙ্গা আইল কৌশিকী ॥
ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ ।
মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারি ভিতে ।
ঘৃত নদী বহিয়া আইসে মৃদু স্রোতে ॥
সাত শত নদী তথা অতি বেগবতী ।
আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরথী ॥
ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল ।
আইলেন সর্ব্বদেব দশ দিকপাল ॥
দেবকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে ।
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥
দেবকূট দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ ।
আস্তুক অন্যের কায ভুলে মুনিগণ ॥
আইলেন কুবের ধনের অধিকারী ।
সোণার বাসন যাতে আলো করে পুরী ॥
সুমেরু পর্ব্বত হইতে আইল পবন ।
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন ॥
আইলেন সুধাকর সুধার নিধান ।
পরম কৌতুকে সবে সুধা করে পান ॥
আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর ।
শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে দিবাকর ॥
মরুদ্গণ বসুগণ দেবা যথা হয় ।
আইল সকল দেব মুনির আলয় ॥
তুম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক ।
আইল নর্ত্তকী কত কত বা নর্ত্তক ॥
দেব শূন্য হইলেক ইন্দ্রের নগরী ।
ভরদ্বাজ আশ্রম হইল স্বর্গপুরী ॥

শ্রীরাম বলেন তুমি হইলাব দুখী ।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি ॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্য ভাব ।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায় ।
মন্ত্রীগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায় ॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে ।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোনক্ষণে ॥
তোমারে আমার কত আছে হে বিদিত ।
বিবেচনা করিবে সর্ব্বদা হিতাহিত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর আসিছে গত প্রায় ।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥
যোড়হস্তে ভরত বলেন সবিনয় ।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা ।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা ॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাজঘরে ।
ত্রিভুবন আমার কি করে কার ডরে ॥
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক ।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক ॥
নন্দিগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য ।
সাবধান হইয়া পালহ পিতৃ কার্য্য ॥

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে ।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায় ।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায় ॥
যাত্রাকালে উঠে মহাক্রন্দনের রোল ।
কোন জন শুনিতে না পায় কার বোল ।
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কো
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে ॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে ।
সকলে রোদন করে সীতার কারণে ॥
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর ।
চিত্রকূটে কিছু দিন রহিলেন স্থির ॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত তদন্তরে ।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে ॥
বিশ্বকর্ম্মে আনাইয়া দেন ভগবান ।
নন্দিগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্ম্মাণ ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পট্ট পাতি ।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে ।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে ॥
কৃত্তিবাস কবির সংগীত সুধাভাণ্ড ।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত ।

রামায়ণ।

অরণ্যকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয় ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরাম সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভাল মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে॥
মুনিগণ এক দিন করে কানাকানি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণ পাণি॥
কহ কহ মুনিগণ কর কি মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা॥
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত॥
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে॥
যে মন্ত্রণা করিতে ছিলাম রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর॥
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে॥
যজ্ঞ আরম্ভণ যায় আসিয়া নিকটে।
নষ্ট করে দ্বিজগণ পলায় সঙ্কটে॥
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গিত কলসি॥
এই হেতু ছাড়িয়া যাইব অন্যবন।
কানাকানি করিলাম এই সে কারণ॥
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন॥
সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম রাক্ষস সমাজে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি জানি আমি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে॥
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই॥
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান তথাকারে ঘর॥
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ড প্রথম শিকলি॥

অত্রি মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও উক্ত মুনি পত্নীর সহিত সীতার কথা ও বিবাহাদির বিবরণ কথন ও রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধ।

আসা দিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাঁহার॥
চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহুদূর।
ভরত ভাবয়ে ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এইমত চিন্তি মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে॥
কত দূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম॥

প্রবেশিয়া ছিল তথা পুণ্য তপোবনে।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ ॥
রাম দেখি মুনিবর উঠিয়া সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে ॥
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পেণ সীতা।
পালন করহ যেমন আপন দুহিতা ॥
দেখি মুনি পত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা ॥
শুক্লবস্ত্র পরিধানা শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ॥
তপস্যা ধরিয়া মূর্ত্তি করেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা ॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা ॥
মুনিপত্নী বসাইলা সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলা রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে ॥
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলেন রাম বহু তপস্যায় ॥
সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কিবা কার্য্য ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণি।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি ॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনিদারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা ॥
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহু মূল্য ধন ॥
তুষ্ট হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী ॥
জানকী বলেন দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
এক দিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে ॥
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে ॥
অযোনি সম্ভবা মোর জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে ॥
নিজ কন্যা বলি রাজা করে অনুধ্যান।
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী ॥
দৈববাণী ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী ॥
অযোনি সম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
ব্রাহ্মণের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহুধন ॥
প্রধান দেবীর ঠাঁই দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে ॥
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে ॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার ॥
ধনুক দেখিয়া সবাকার মুনঃ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতাকে পলায় মনস্তাপে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া ॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন ॥
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্ব লোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বামহস্তে তোলে ॥
গুণ যোগ করিতে ধনুক খান ভাঙ্গে।
সবে শুনে তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা ॥
শিরে পঞ্চঝুটি তাঁর বিক্রম বিস্তর।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার ॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥
রাজা সহ দশরথ আসিয়া সবারে।
রামের বিবাহ দেন পরম আমোদে ॥
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম উর্ম্মিলার সহ ॥
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল ॥
ভগবতী পূর্ব্ব কথা এই কহিলাম।
হেনমতে মম স্বামী দিলেন পিতাম ॥
এত যদি সীতা দেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী ॥

ব্রাহ্মণী সীতার অঙ্গে দিলেন সিন্দুর।
কণ্ঠে দিলেন হার বাহুতে কেয়ূর ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত কৈল যুগল চরণ ॥
নাসায় বেসর দেয় গজমুক্তা তার।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত শোভা তার ॥
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যান শ্রীরাম রমণী ॥
উপমার নাহি পার সীতার উপমা।
চরাচরে জনক দুহিতা নিরুপমা ॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী ॥
প্রভাতে করিয়া স্নান করিল তর্পণ।
তিনজন বন্দিলেন অত্রির চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী ॥
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশে।
সদা উপদ্রব করে বহু দেয় ক্লেশে ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান ॥
মুনির চরণে রাম করেন প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥
অগ্রে রাম রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনক তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন ॥
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কোকধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবর কত শত কমল প্রচুর ॥
বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি ॥
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান ॥
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিনজন মনঃসুখে করেন ভ্রমণ ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থান কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ ॥
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত ॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোবার কময়।
বনজন্তু ধরে মারে কারে নাহি ভয় ॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত প্রমাণ।
বদন আগুন যেন যাঁড়া মুখ ব্যাদান ॥
শিরে জটা দীর্ঘ কোটি দীর্ঘ সর্প প্রায়।
সর্ব্বোদর অস্থিমাল শির ধরা যায় ॥
হাতিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
গলায় লইয়া প্রাণ মরে তার গন্ধে ॥
মেঘের গর্জ্জন যার হাতে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ ॥
সীতারে রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
দুইজনারে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন ॥
তপস্বির বেশে রাম ভ্রমিস কাননে।
দেখিয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে ॥
বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
শীঘ্র পরিচয় দেহ তোমা কোন জন ॥
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয় কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার ॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন জাতি ॥
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আমি ছাড়িবার নই ॥
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা ॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর ভয় করি কারে ॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পায়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে ॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
ভয় পায়ে নিশাচর উঠিল আকাশ ॥
মারেন ঐষিক বাণ দশরথ সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥

খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর [illegible] ।
মরি মরি [illegible] ॥
আছাড়িয়া [illegible] ।
ভূমেতে [illegible] হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
যোড়হাতে [illegible] করে স্তুতি ।
তব বাণে [illegible] আহ্লাদিত ॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর ।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
ধন্য ধন্য জানকীদেবী তার তাঁর পতি ।
তোমা পরশিয়া হল পাপ অব্যাহতি ॥
পূর্ব্ব কথা আমার শুনহ রঘুপতি ।
কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি ॥
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর ।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥
এক দিন কুবের লইয়া নারীগণে ।
রণস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে ॥
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত ।
আমাকে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত ॥
হেন শাপ দিলেন আমাকে ধনেশ্বর ।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন ।
শ্রীরামের শরে হবে শাপ বিমোচন ॥
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি ।
মৃত দেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি ॥
লক্ষ্মণের উদ্যোগে দানব দেহ পুড়ে ।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্য রথে চড়ে ॥
রাম নিরখিয়ে দৈত্য গেল স্বর্গবাস ।
রচিল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান ও উক্ত মুনির স্বর্গে গমন ।

শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ নিকেতন ॥
এথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন ।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন ॥
তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল ।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে ।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে ॥
হেনকালে উপনীত তথা সীতানাথ ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ ॥
রথোপরে পুরুষ [illegible] ।
দেবগণ বেষ্টিত [illegible] ॥
রথ যোড়া [illegible] ।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া [illegible] ॥
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায় ।
দূরে থাকি শ্রীরাম দেখিলেন তায় ॥
অনুজেরে বলে রাম থাকহ একক্ষণ ।
জানি অগ্রে আসিয়ে এসেছে কোনজন ॥
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার ।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার ॥
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার ।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি কি জানাইব আর ॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ ।
আইলে তাহারে তুমি করিবে প্রদান ॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর ।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর ॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে ।
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে ॥
অনাথ ছিলাম বনে হইলা হে নাথ ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তুমিত আমার ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস ।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান ।
এই লহ ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন ।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বস এইস্থানে ।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে ॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল ।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগন মণ্ডল ॥
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন ॥
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধ মুণ্ডে ।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে ॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল আঙ্গার ।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার ॥
গোলকে গেলেন মুনি পুণ্য কলেবর ।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময় ॥
রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস ।
বিরচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥

রামচন্দ্রের [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে
ভ্রমণ ও [illegible] স্থানে [illegible] স্থিতি
তথায় [illegible] কর্তৃক [illegible]
[illegible] ও [illegible]
কর্তৃক [illegible] রাক্ষস বধ।

সন্ন্যাসিকে দেখেন আইলা বনবাসী।
কেহ কেহ জল খায় কেহ উপবাসী॥
অনাহারে কেহ বা বসিয়া শুধি যায়।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করে যোড়হাত॥
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিও ডর॥
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার॥
মুনিগণ সঙ্গে রহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন রক্ষণে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যান রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেন কর বিবাদ।
অকারণে প্রাণ বধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি কর জ্ঞান।
দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃ ঘর।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে॥
দণ্ড মাঝে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তার স্থানে স্থাপ্য খড়্গ রাখে এক জনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
তেঁই যত্নে খড়্গখানি রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক দিন বৃক্ষ শাখী তপোবনে টেঁসে।
মড়িতে চড়িতে মারে প্রাচীন বয়েসে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি ঘটে দৈবের লিখন।
সে খড়্গের চোটে বধে প্রাণীর জীবন॥
তাতে অস্ত্র করিলে লোকের প্রাণ নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন প্রয়োজন॥

সরলা জনক রাজা কহিল [illegible]।
বৃথায় প্রবেশ বাক্যে তাম [illegible]॥
কনক কমল তুমি অমল [illegible]।
আবার রক্ষিজাতি কর কেন [illegible]॥
বহালেও মুনিরা বাধায় করিতে।
তাহার ভিতরে [illegible] শুনি সৌরভ॥
বাহিরে থেকেন তারা দিয়া সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত শুনি কেন শুনি॥
মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী॥
তপ ভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে॥
সে স্থানের থাকি পাঁচ অপ্সরা লইয়া।
অদ্যাপি আছেন তারা তথা লুকাইয়া॥
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা॥
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজ ধাম॥
আতিথ্য করেন মুনি সবাকার করি।
তিন জন রহিলেন সুখে বিভাবরী॥
কোথা পাঁচ মাস যান কোথা দশ মাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস॥
এই রূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন॥
এক দিন সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বলিলেন মুনির চরণ॥
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন বৃত্তান্ত।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে বড় আশ॥
মুনি বলে যাও রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাহার পূরাও মনস্কাম॥
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাসা কর তাঁর তপোবনে॥
কল্য গিয়া পাইবা অগস্ত্য তপোবন।
তথায় আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন॥
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে॥
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি॥

একান্তে উঠিয়া সবে কহেন লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন ॥
এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জ্জয় ।
তারে বধি মুনি করিলেন এ আলয় ॥
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার ।
মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই শুন তদন্তর ।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর ॥
মায়াবী রাক্ষস তারা মায়া আচরয়ে ।
বাতাপি হইয়া মেষ ভ্রমণ করয়ে ॥
তার ভাই ইল্বল যে আছিল সজ্জিত ।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত ॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ ।
ঐ মেষ মাংস দিয়া করায় ভোজন ॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে ।
বাতাপি বাহির হও ইল্বল যবে ডাকে ॥
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্র তখন মরে ।
এই রূপ করি ভ্রমে দুই সহদরে ॥
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি ।
ইল্বলের ঠাই যান চাহেন আপনি ॥
দূরে হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ ।
মেষ মাংস মোরে আজি করাহ ভোজন ॥
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস ।
কহিল খাইবা মুনি কত মেষমাস ॥
মুনি বলে বহু দিন আছি উপবাস ।
ভোজন করিব আমি পাঠকের মাস ॥
বাতাপি পাঠক হয় মায়ার প্রবন্ধে ।
পাঠক কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে ॥
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে ।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল তা পরশে ॥
গঙ্গাদেবী বলে মুনি মনে মনে ডাকে ।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢুকে ॥
গঙ্গা পান করি মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে ।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক ।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥
মুনি বলে তুমি কোথা দেহ বাতাপিরে ।
ইল্বল বলিল এসো বাতাপি বাহিরে ॥
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্যবাজী ।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥
পণ্ডিত হইয়া তব বুদ্ধি কেন ঘাটে ।
তোমার বাতাপি এই আছে মোর পেটে ॥

সে কথায় রাক্ষস পাসরিল আপনা ।
মুনি কাণ্ডকর্ম্ম করে যেমন কল্পনা ॥
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে ।
এই মতে মুনি দুই রাক্ষসেরে মারে ॥
এইরূপে মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জ্জয় ।
তপোবন বৃক্ষ করিলেন মহাশয় ॥
আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে ।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় যার দরশনে ॥
যাইতে ছিলেন রাম অগস্ত্যের দ্বারে ।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে ॥
তাহারে দেখিয়া কহেন শ্রীলক্ষ্মণ ।
আইলেন রাম এথা সম্ভাষ কারণ ॥
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে ।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন ।
আজ্ঞা দিয়া আমারে করান আগমন ॥
রামের সম্বাদে মুনি হয়ে আনন্দিত ।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্য আনহ ত্বরিত ॥
সবাকার পুণ্যে রাম আইলেন দ্বারে ।
যোগীগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে ॥
সবাকারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায় ।
দেখিয়া মুনির মনোতমো দূরে যায় ॥
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন ।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন ॥
গোলক ছাড়িয়া কে করিলা বনবাস ।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার ।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার ॥
পথশ্রান্ত আছ রাম করহ ভোজন ।
আজ্ঞামতে শিষ্যগণ করিল আয়োজন ॥
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন ।
নিশীথিনী তথায় বঞ্চেন তিন জন ॥
করিয়া প্রভাত কৃত্য শ্রীরঘুনন্দন ।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন ॥
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে ।
আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন স্থানে ॥
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন ।
দেখহ পঞ্চবটী সেই মহেন্দ্র ভবন ॥
গোদাবরী তীরে রম্য দিব্য আয়তন ।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ।
রামেরে অগস্ত্য মুনি করিলেন দান ॥

নানা আভরণ আর সোণার টোপর ।
বহু রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর ॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায় ।
চলিলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায় ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি ।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসি শীঘ্রগতি ॥
রামের সম্মুখেতে হইল উপস্থিত ।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত ॥
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন ।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥
পক্ষিরাজ সম্পাতির আমি ছোট ভাই ।
আত্ম পরিচয় রাম তোমারে জানাই ॥
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার ।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার ॥
আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে ।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥
তিন জন অনুব্রজি করে গেল পাখি ।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী ॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর ।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম আপনি প্রধান ।
কোন স্থানে বান্ধি ঘর কর সবিধান ॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী তীরে ।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥
নিকটে প্রসন্ন ঘাট তাহে নানা ফুল ।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল ॥
শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসাঘর ।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বাঁধেন দিব্যঘর ।
এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর ॥
পূর্ণ কুম্ভ রাখেতে কুসুম রাশি রাশি ।
অগ্নি পূজা করি হইলেন গৃহবাসী ॥
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া ।
[illegible] অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া ॥
জটায়ু বলেন রাম আসি গো এখন ।
যখন করিবা আজ্ঞা আসিব তখন ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে ।
দুই পাখা নাড়ি গেল আপনার দেশে ॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে ।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে ॥
সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া ।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া ॥
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ ।
অবস্থ সুখেতে গোদাবরীর কানন ॥
মুনিগণ সহিতে সর্ব্বদা সহবাস ।
করেন কুতূহলে রঙ্গ পরিহাস ॥
সীতার কমলমুখ দুঃখ না রহে ।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম সকলে ॥
রামের যেমন বেশ তেজস্বিবরেণ্য ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ ॥
লক্ষ্মণের অধিক বিচিত্র বলে নাহি ।
শ্রীরামের বনবাসে বিনি সমভাগী ॥
রহেন এ রূপে পঞ্চবটী তিন জন ।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাবণের ভগিনী সে নাম শূর্পণখা ।
অকস্মাৎ শ্রীরামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সকাশে ।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মোহিল মনসে ॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান ।
সুখ হয় যদি মেলে সমানে সমান ॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী ।
মনরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্ম্মিক শিরোমণি ।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী ॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা ।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥
হাব ভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী ।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী ॥
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বির বেশ ।
এমন কাননে কেন করিলা প্রবেশ ॥
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস ।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥
বহু দূর হতে আমি আইনু নিকটে ।
হেন রূপবান তুমি পড়িলা সঙ্কটে ॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার ।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥
সকল কহিয়া রাম দেহ পরিচয় ।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি ।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥
শুনিলা আমারে দেহ নিজ পরিচয় ।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয় ॥
পরমা সুন্দরী তুমি দেখি নিরুপমা ।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবা তিলোত্তমা ॥

জিজ্ঞাসা করিলে তাঁর সকল বিষয়।
শূর্পণখা আপনার দেন পরিচয়॥
লঙ্কাতে বসতি মোর রাবণ ভগিনী।
নানা দেশ ভ্রমি আমি সদা একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ডর।
তোমার কামিনী হই যেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে থাকে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন॥
অতি আহ্লাদের আমি কহিলা ভগিনী।
তোমার হইবে কৃপা দয়া করি মাগি॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস শিখর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর॥
যথা যাব তথা নাহি মনুষ্য সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥
মনোসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষে পতি।
এত গুণ না ধরেন তোমার সীতা সতী॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ॥
আমারে দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ॥
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই নির্গুণা।
হেন ভার্য্যা লয়ে থাক মনে নাহি ঘৃণা॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব দিয়া দিবস রজনী॥
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিব ত্যাগ।
রাক্ষসীর সহিত করি যে উপহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে ভাঁড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে আর পাবে হে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী॥
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ॥
লক্ষ্মণ কনক বর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাহি তুমি কর বর॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন স্থলে।
সত্যজ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে॥
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের নাথ রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমাতে সীতাতে দেখি বিস্তর অন্তর
শ্রীরামে ভজহ তুমি হইয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥
উপহাস না বুঝে বচন সাক্ষে যায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে।
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীত
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষ
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
একবাণে তাহার কাটেন নাক কাণ॥
খান্দানাকে ধান্দা লাগে রক্ত পড়ে স্রো
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভাসিল শোণিতে॥
শূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভ
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন বেটা করিল ভগিনীর এ দুর্গতি
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবার ঔষধি কে বাঁটিল দুর্ম্মতি॥
দূষণ খরের পায়া যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যাহাতে নিরূপণ
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জা
মরিবারে উপায় সৃজিল কোন জনে॥
বসিয়াছো শূর্পণখা কহে ফিরে ফিরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক পরম কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কা
মনের বাসনা যে কহিতে বাসে লাজ।
গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার আশে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।
ছিল চৌদ্দ হাজার প্রধান সেনাপতি
দুর্নিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥

রামেরে মারিয়া আর লক্ষ্মণ সহিত।
শৃগাল কুক্কুরে খাবে তাহার শোণিত॥
যার ঠাঁঞি ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান॥
লইয়া রাকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর॥
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে হইল পূর্ণিত দিগন্তর॥
সকলে আইলা তথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন॥
ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে॥
এইমত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর॥
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ॥
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।
কোন মুখে বলিস না করি অপরাধ॥
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।
সকলের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন॥
এই মত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস॥
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল॥
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ॥
নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থে খর দূষণের যাত্রা।

চৌদ্দজন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইলা ভাই চৌদ্দজন।
অযশ করিল না সাধিল প্রয়োজন॥
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলা রণস্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
লইয়া চলিল অস্ত্র শস্ত্র খরশান।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান॥
প্রবাল প্রস্তর ছড়া তাহে মালা বন্দি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজা রথের সাজনি॥
রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুকুতার হার করে ঝল মল॥
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
অস্ত্র শস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া রহে মধ্যতেজে॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব অগ্রে পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনোসুখে॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে খর ও বহুতর রাক্ষসের পতন ও সূর্পণখা কর্ত্তৃক রাবণের নিকট রাম সীতার বার্ত্তা প্রকাশ।

শ্রীরাম বলেন শুন দৈত্য কলকলি।
সীতা সহ লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলি॥
থাকিয়া আমার কাছে হইতা দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেন সীতা ডর॥
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর॥
এতখানি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন সম্মুখে॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ॥
এক রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মানুষ হইয়া তোর মোর সনে রণ॥
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার দুই সহিত আইসে॥
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে কহিয়া যায় খর মহাবলী॥
বেড়িল রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেড়িল সিংহ যেন যায় দেখা॥
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল রাকড়া॥

সন্ধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করেন খান খান॥
দুই জনে বাণ বর্ষে যৌঁহে ধনুর্দ্ধর।
দৌঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর॥
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে॥
যুড়িলা সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে॥
নিশাচর গণের উঠিল কলকলি।
মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
যোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে॥
সকল রাক্ষস যে হইল রামময়।
আপনা আপনি কোন নাহি পরিচয়॥
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার চৌদ্দ রাক্ষস সংহার॥
সকল পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে॥
আপনি নিকট হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ করিলেক শ্রীরামে॥
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে॥
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে॥
বাণেতে পণ্ডিত রাম বুদ্ধি নাহি ঘাটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে॥
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
আলায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামেরে করিছে ব্যাখ্যান॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ গায়েন কৌতুকে।
দূষণ রাক্ষস পড়ে কাণ্ড অরণ্যকে॥
দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্র জলে তিতে॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বাহিরা আগুসার।
এত সেনাপতি মোর একা রামে মারে॥
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশ দিক জল স্থল হয় অন্ধকার॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িছে বিস্তর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর॥
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন ছার॥
কত বাণ মারিস জন্মেতে নাহি দেখা।
আমার হস্তেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা॥
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর প্রাণ।
মুনি স্থানে পেয়েছি অক্ষয় পেলবাণ॥
শরতত্ত্ব দিয়াছেন যে অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন॥
রামের বচনে তার লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার॥
ত্রাস বুঝি এড়েন খরেরে রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুর্ব্বাণ॥
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর॥
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জল স্থল ছাইল গগন॥
নানা অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে হাস॥
যে ধনুকে রঘুনাথ করিছেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পুরেন রঘুবর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পুরেন সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ॥
রথ আর পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড॥
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া॥
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে॥
মন্ত্র পড়ি খরবীর গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে॥
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করে আসে গদা গগন মণ্ডলে।
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে॥
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষ যোড়ে॥
অগ্নি সব বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার।
অগ্নি বাণে গদা হইল সংহার॥
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
তাণ্ডার ফুরায় খর হইল কাতর॥
গাছ উপাড়িয়া মারে খর মহাবলী।
কাটিয়া ফেলেন রাম যেমন কদলী॥

পাথর কাটিয়া রাম ফেলেন সত্বর।
খরের শরীর তাঁরে করেন জর্জ্জর॥
সর্ব্ব কলেবর তার তিতিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারি ভিতে॥
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে কষিয়া যায় মারিতে কামড়॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়িলেন ত্রাসে॥
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিল বাণ পড়ে খর বীর॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ॥
আইলেন শঙ্কর তোমারে বড় সুখী।
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি॥
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোকপাল আসি করেন স্তবন॥
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াব স্বচ্ছন্দে।
গঙ্গা তথা দেব দেবী রহিব আনন্দে॥
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বলি ইষ্ট সম্ভাষণ॥
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর বয় ঝর ঝরে॥
সীতারে কহেন রাম রণ বিবরণ।
খেদে সীতাদেবী করেন কেকয়ী স্মরণ॥
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুল লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে॥
রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার।
নাক কাণ কাটা তার বীভৎস আকার॥
যার কাছে যায় প্রাণী সেই ভয় পায়।
খেদে খর দূষণে রাবণে থাইতে যায়॥
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি॥
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন॥
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালী।
সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি॥
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে॥
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল সকলেতে করিল সংহার॥
হস্তী ঘোড়া নাহি তার ধানুকী তোমর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন॥
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ॥
কাহার নন্দন রাম কেমন সন্তান।
কেমন বিক্রম সে কেমন ধনুর্ব্বাণ॥
সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন॥
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন মুনি।
সঙ্গে করি লয়ে ভ্রমে পরম কামিনী॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরম কামিনী॥
সীতার রূপের সীমা আর নাই নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে॥
রামেরে ভাণ্ডাও আর ভাণ্ডাও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী রত্ন যত্নে এইক্ষণে॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষস কুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে॥
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভামাঝে।
রামে ভাণ্ডাইয়া সীতা আনিব কেমনে॥
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কি পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে॥
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

রাবণের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করণের ও সীতা হরণে মারীচের নিষেধ।

পয়ার।

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে॥

আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ॥
হিরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত লক্ষিত কাঞ্চনে॥
মনোরথ না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বহু তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন॥
শালমবট পারণ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল॥
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন হবে সে গাছের গোড়া॥
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ॥
তথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মারীচ পাইল ভয় রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি॥
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে॥
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান॥
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে॥
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচরে।
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সকলেরে সংহারিল রাম একেশ্বর॥
ত্রিশির দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই॥
ধিক ধিক আমারে তোমারে ধিক ধিক।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক॥
সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।
হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান॥
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্র কার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন॥

শুনি তার পরম সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি॥
তাহারে হরিব করি তোমার সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়॥
অবোধ রাবণ একি তোমার দুর্ম্মতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিকা রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
রাম সহ বিবাদে যাইবা যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ॥
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
স্মৃতি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরে পড়িবে এ প্রমাদ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে॥
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্ব লোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রামপুত্র শোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্য মন।
সীতার শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহু ভোগ করিলা হইবা চিরজীবী।
আনিতে না যেও বনে শ্রীরামের দেবী॥
রাম বিনা সীতা দেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবা কোন কাযে॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবা রাজা পাছু আমি দেখি॥
রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥
মারীচ বলে মৃগ বেশে যাব তার কাছে।
অগ্রেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে॥
কার্য্য সিদ্ধি হইবে না পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ করিও না রামের নিকটে॥
পরিণামে ভাল মন্দ কিছু মন জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে

ধার্ম্মিক ত্রিজটী আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা॥
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং ত্রিবিক্রম।
মনুষ্য অবতার কার এত পরাক্রম॥
মনে না করিহ সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা॥
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে ভুঞ্জিবা হে রাজ্যসুখ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবা রাজা নাড়িয়া তাহারে॥
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরাম তোমার দেখি অনেক অন্তর॥
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি॥
ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি॥
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাহ রামের কাছে নাশিতে পরাণ॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর॥
যত বলে মারিচ রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে॥

মারীচের মায়ামৃগ রূপ ধারণ।

ঔষধি না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ॥
কুপিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্ম্মতি॥
নরের গৌরব রাখ মন্দ বলে মোরে।
আমি তোর বধিলে কে কি করিতে পারে॥
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।
মনুষ্যের কি কথা দেবতা দৈত্য জিনি॥
আইলাম আমি ওরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মানুষের পুরস্কার॥
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নর জাতি।
পিশাচের মূলে তুমি রাখিলা অখ্যাতি॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পাত্রে শূন্যঘরে॥
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখিহ নিশ্চয়॥
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ॥
হরেছ অনেক নারী পারেছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার॥
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবা এত নারী।
দুষ্ট লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী॥
সাগরের দর্প কর আগরে কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে॥
অগ্রেতে মরিব আমি রাম দরশনে।
পশ্চাৎ মরিবা তুমি পরে পুরীজনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর॥
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন জন॥
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর॥
হরিতে গেলাম সীতা না হরিলাম তার।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবা স্মরণ॥
রাজা পাত্রে করে যুক্তি হয়ে এক মতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি॥
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড॥
তিনকাণ্ড পুথি গেল শ্রীরাম চরিত্র।
আর তিন কাণ্ডে শুন রাবণ মাহাত্ম্য॥
সূর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কান দুটি॥
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে॥
মারীচের হাতে ধরি বলে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে॥
নবনীত সুরূপ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি ক্ষুর দেখিতে সুন্দর॥

দুই শৃঙ্গ তার যেন প্রবাল অঙ্কুর ।
সোণার বিবৃতি অঙ্গে যেন বিন্দাজাল ॥
ইন্দ্রলোকা মিলিয়া স্বর্ণ ফুল প্রবালের ।
দুই ওষ্ঠ শোভে যেন বিম্বাফল ॥
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মাঝে কুঙ্কুমের রেখা ।
রাঙ্গা জিহ্বা দেখে যেন বিজলী ঝলকা ॥
দেহাবলি দেখি যেন মুকুতার জোতি ।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি ।
রত্নের কিরণ কিবা শোভিত বিজুলি ॥
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ চাপা হাসে ।
গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে ॥

—•::•—

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মায়ামৃগীরূপী মারীচ বধ ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ ।
আড়ে কড়ি মায়ামৃগ করিল গমন ॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে ।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন ।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন ॥
রাক্ষস বংশের ধ্বংস করিবার তরে ।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে ॥
দেবগণ বিপদে করিতে পরিত্রাণ ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ ॥
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন ।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন ॥
এই মৃগচর্ম্ম যদি দেও তাপস্বাসি ।
কুটিরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি ॥
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন ।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান ।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ তাহার নির্ম্মাণ ॥
দুই পাশে শোভা করে চক্রের মণ্ডলী ।
ধবল কিরণ যেন গায়ে জোনাবলি ॥
রাঙ্গা জিহ্বা দেখে যেন অগ্নি হেন দেখি ।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি ॥
দুই শৃঙ্গ অপূর্ব্ব দেখি প্রবালের বর্ণ ।
রূপে আলো করিতেছে ধবা দুই কর্ণ ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম ।
মুখ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম্ম ॥

লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥
মায়াবী রাক্ষস ফিরিয়াছি মুনিকুলে ।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ ধরিবেক মুনিগণ ॥
রূপে ভুলাইয়া আগে যত লোকাকার ।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার ॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি ।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালি ॥
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিতে ইহার ।
নতুবা না হয় হেন মৃগের সঞ্চার ॥
ভালমতে ইহা অগ্রে করিব নির্ণয় ।
মারীচের মায়া কি অরূপ মৃগ হয় ॥
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে ।
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে ॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর ।
মারীচ আইল কিসে কর তাই স্থির ॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী ।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি ॥
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন ।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন ॥
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগ জাতি ।
রত্নমৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি ॥
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে ।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে ॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ না আসিব ঘরে ।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে ॥
আমার বচন কভু না করিহ আন ।
প্রমাদ না পড়ে যেন হইও সাবধান ॥
দুষ্ট আড়ে থাকিয়া রাবণ লয় শুনে ।
মনে করে জানকীরে হরিব একণে ॥
যখন যে হবে তাহা বিধির লিখন ।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ ॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর ।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর ॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে ।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ ।
আমার কপালে আছে অবশ্য মরণ ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল ।
রাবণের হাতে মৃত্যু অমঙ্গল কেবল ॥
মারীচ যখন হয়ে যায় ফিরে ফিরে ।
আগে যায় পিছে যায় চায় ফিরে ফিরে ॥

ক্ষণে যায় অর্দ্ধ ক্রোশ ক্ষণেকেতে দূর।
মায়া হয়ে স্বর্ণমৃগ যাবার আতুর ॥
ক্ষণেক নিকটে রয় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে যেতে সে পলায় দূরে ॥
প্রাণে ধরিবেক মৃগ ছিল রামের আশ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কাণ ॥
এমত চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
ধরণেত মৃগ নহে হবে দুর্লক্ষণ ॥
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী ॥
ঐষিক বিশিখ রাম করেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান ॥
বেদনায় মারীচ পড়িলেক অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে ॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত ॥
আইস লক্ষ্মণ ভাই কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মেলিয়া ভাই বধে মম প্রাণ ॥
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হৃৎকম্প কলেবরে ॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে ॥
টান দিতে মারীচের বাণ খসে বুকে।
কৃত্তিবাস মারীচ বধ গায় অরণ্যকে ॥

রাবণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারী রূপে সীতা হরণ ও
রাবণের সহ জটায়ুর যুদ্ধ ও লঙ্কায়
অশোকবনে সীতার স্থিতি
এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইন্দ্রের
দ্বারা প্রেরিত পায়স
সুধা ভক্ষণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রাম ডাকধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি ॥
এথা সীতা বলিলেন করুণা শুনে।
বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ ॥
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন হে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে ॥
লক্ষ্মণ বলেন নাহি শ্রীরামের ডর।
মৃগ মারি আসিবেন তিলেক বিলম্ব ॥
শ্রীরামের দুঃখে নাহি কাতর বচন।
এত ব্যস্ত সীতা হও কিসের কারণ ॥
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন।
তুমি কি ভাবনা সীতা হউক তক্ষণ ॥
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী ॥
কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে।
শূন্য ঘরে সীতা রাখা উপযুক্ত নহে ॥
তাহা না মানেন সীতা বলে উভরোলি।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি ॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে জানি ভারি ॥
মনের বাসনা কি সাধিবা এই বেলা।
আমায় আসাতে কি রামেরে কর হেলা ॥
ইতর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন ॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি বলে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুষ্কর ॥
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিলেক সীতা আপনার দোষে ॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িল লক্ষ্মণ সেই ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর লক্ষ্মী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি এবে সকল দেবতা ॥
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুষ্কর বাণী ॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্র জলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে ॥
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিল রাবণ ॥
এত দূরে রাবণের সিদ্ধি অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ ॥
ভিক্ষা ঝুলি করে কান্ধে ধরে করে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা ভাতি ॥
পরম সুন্দরী সীতা বচন মধুর।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর ॥
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন জাতি নারী তুমি বল কোন দেশে ॥
কাহার ঝিয়ারি তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা ॥

সুললিত দুই স্তন শোভা করে তাহে ।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে ॥
বিরস বদনকমলে নিবে বাস বৈসে ।
তুমি হে সুন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর আগে ।
অমৃত সেচন যেন মধুর বচনে ॥
জনক নন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা ।
দশরথ পুত্রবধূ রামের বনিতা ॥
বহু দিব ফল আনি দেবেন লক্ষ্মণ ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ ॥
অতিথির ভক্তি রাম করেন যতনে ।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে তুমি শিরে ধর শিখা ।
কি জাতি কি নাম ধর কেন কর ভিক্ষা ॥
এতেক বলেন সীতা তপস্বির আগে ।
নিজ পরিচয় কহে রাজা দশাননে ॥
মম জ্যেষ্ঠ কুবের ধনের অধিকারী ।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে ।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে ॥
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন ॥
তোমার সহিত এ কি অপূর্ব্ব দর্শন ।
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥
হইল অধিক বেলা কর বেঁ বিধান ।
তোমার পুণ্যেতে করি গিয়া স্নানদান ॥
আসিতেছে শ্রীরামের বিলম্ব বড় দেখি ।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী ॥
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন ।
পক্ক ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ ॥
রাবণ বলিল সীতে ব্রত করি বনে ।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি ।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥
রাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সত্বর ।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর ॥
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় অন্যথা ।
বিধির লিখন যত ঘটিবেক তথা ॥
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী ।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥

ধরিয়া সীতার হাত কহিল কুমতি ।
জানকী বলেন বিধি একি বিপরীত ॥
দুরাচার দূর হও পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ।
আজি জানি হবে তোর সবংশে নিধন ॥
রাবণ বলিল সীতে শুনহ বচন ।
আত্ম পরিচয় করি আমি দশানন ॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কার নিকেতন ।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটী বদন ॥
তপস্বির বেশ ধরি আসি তপোবন ।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী ।
জগত দুর্ল্লভ ঠাঁঞি দেখিবা সুন্দরী ॥
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী ।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী ॥
সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী ।
তুমি অন্ন দিলে অন্য পাবে অন্য রাণী ।
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান ।
সুবর্ণ মাণিক্যময় হবে তব স্থান ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে ।
আমার সেবনেতে থাকিবা নানা সুখে ॥
ত্রিভুবনে আমার বাণেতে কম্পবান ।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীটজ্ঞান ॥
অল্প বুদ্ধি সে রামের অত্যাল্প জীবন ।
যুগে যুগে চিরজীবী রাজা দশানন ॥
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে ।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে ॥
কোপান্বিত সীতাদেবী রাবণ বচনে ।
রাবণেরে গালি দেয় যত আইসে মনে ॥
অধর্ম্মিষ্ঠ অধম্য অশংস দুরাচার ।
করিবেন রাম তোর সবংশে সংহার ॥
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন ।
কি সাহসে বলিস তাঁহারে কুবচন ॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর ।
রাম আর তোমা দেখি অনেক অন্তর ॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ ।
করিতিস কেমনে তুই দুষ্ট আচরণ ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝে ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥
করে দুষ্ট দন্তপাতি মত্ত কড়মড়ি ।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ী ॥
প্রকাশি রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর ।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

কি দুঃখে রামের প্রতি বাড়ে তোর মন।
বাকল পরিয়া যে বেড়ায় বনে বন॥
দেখিবা কেমন করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি হেথা আমার কারণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন॥
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি॥
আপনি ত্রিলোক মাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার॥
ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম প্রায় দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘরে পাইয়া মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলা হইল বিদ্যমান।
শীঘ্র আইস দেবর করহ পরিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিতা সীতা করেন রোদন।
এমন সময়ে রক্ষা করে কোন জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরামে।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদলশ্যামে॥
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইসে বলিয়া তাকায় চারিভিতে॥
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি কি করিলা ফেলিলা বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥
বনের ভিতরে যত আছে বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়॥
রাবণ বলিল সীতে ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন॥
জানকী বলেন তুই দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর॥

কোপিলা রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূরে থেকে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লৈয়া যায়॥
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষির গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস তুই পাপী লঙ্কেশ্বর॥
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী।
কোন দোষে হরিলি রে তাঁহার সুন্দরী॥
সূর্পণখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কাণ কাটেন তাহার অপরাধে॥
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি তাহার নাই ডর॥
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হয়েছে ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা॥
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ করে চুর॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠমাংস খান খান ছিঁড়ে॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজা ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
তখন কান্দেন সীতা হইয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
যুদ্ধে পক্ষিরাজ কিছু অস্থিরেতে প্রাণ।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে প্রাণ॥
বসে টুটা পক্ষিরাজ দেখিল রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সৃজন॥
আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে॥

আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥
রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ॥
অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ॥
দুই জনে ঘোর রণে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥
পূর্ব্ব পুণ্যে রাবণের রহে দশমাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা॥
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশ মুণ্ড॥
পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ॥
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রণযুদ্ধ রাবণ উঠিল মহাকোন্দলে॥
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তার পক্ষির পরাণে॥
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর॥
রাবণ বুঝিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষির নিকট॥
আমা লাগি শ্বশুর হারাইলা জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ॥
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন॥
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবা তুমি সব বিবরণ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর॥
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে লৈয়া গেল তোমার সুন্দরী॥
জটায়ু বলেন সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলা সাক্ষাৎ॥
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
উত্তরের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে॥
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে॥
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতিকৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল নাগিনী॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে॥
রাবণ পক্ষির যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড॥
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে॥
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগণ॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার ধারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে শতধারা॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ॥
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ একজন॥
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল হনুমান পবন নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব সেছে দুই জন॥
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝে।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গায়ের উত্তরী॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনূমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিয়া আকাশে।
সীতা লৈয়া পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণ দিকে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥

সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি রক্ষা যোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতৃপুত্র সম্পাতি নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সে দিন সেই ক্ষণে॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ তার জল আচ্ছাদন করে॥
এক ভাগ সাগরের জল মাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতৃপুত্র পক্ষের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাখসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর গগণ॥
পাখসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া লয়ে যায় দশানন॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথযুক্ত গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হইব নরকী॥
রথখান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তোমার না দেখি কোন শত্রুতা আমায়॥
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান॥
ভাই খর দূষণের রাম মহাঅরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষীরাজ মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া সীতা হয়েছে মূর্চ্ছিতা॥
দেখিয়া সমুদ্রতীর রাবণ উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস॥

ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপায় আমায় রাম করিবেন পার॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
রথে হইতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর॥
শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে॥
রাজার গোচরে বলে চৌদ্দ পিশাচয়।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
কেমনে বুঝিব রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে॥
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ পিশাচর।
সাগরের পারে থাক সতর্ক অন্তর॥
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তোমারে যাহরে স্থানান্তরে॥
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে॥
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন॥
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মম আজ্ঞা বিনা কেহ না আইসে নিকটে॥
চারিভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কাগড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়॥
দেব দানবের কন্যা আছে মম ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার॥
তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা লইয়া যাই অন্তঃপুরী॥
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা॥
রাবণের বাক্যে সীতা কোপিতা অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধিরে ধিরে॥
রাম ধন রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা॥
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তার কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ॥
সীতারে রাখিল লয়ে অশোক কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে॥

শূর্পণখা আসি বলে নিজ কুমতি ॥
গেলে বধ দিয়া দেখিয়া যোতিক জীবন ॥ ।
কাটিল মোদের দুঃখ মোর নাক কাণ ॥
সেই কোপে তোর আমি বধিব পরাণ ॥
ধান্যমুখে বর্জে মুখী সতত অন্তরে ।
রাবণের ভয়ে কিছু করিতে না পারে ॥
সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে ।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে ॥
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশমাস ।
এত দিন কেমনে করেন উপবাস ॥
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কায ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন ।
জানকী আছেন যথা অশোক কানন ॥
বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিত্তে ।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে মৃগ মারিবারে ।
হরিল তোমারে সে রাবণ শূন্যঘরে ॥
সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার ।
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥
শোক পরিহর সীতা স্থির কর মন ।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচর ময় ।
ইন্দ্র যদি হও সত্য দেহ পরিচয় ॥
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে ।
সহস্র লোচন হইলেন ততক্ষণে ॥
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্র লোচন ।
তাহার প্রতীত মন হইল তখন ॥
দিলেন সীতারে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা ।
যাহার ভক্ষণে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ॥
অগ্রে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে ।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে ॥
পায়স ভক্ষণে তৃপ্ত কি হবে তাঁহার ।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার ॥
মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল ।
প্রতি দিন আমি যোগাইব সুধা জল ॥
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর ।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর ॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে ।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিলাষ ।
অরণ্যকে গান রাম লোকের বিনাশ
জ্ঞানের প্রধান সে ফুলিয়ার নিবাস
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতার অন্বে
জটায়ুর নিকট তাঁহার উদ্দেশ
প্রাপ্তি ও জটায়ুর মৃত্যু ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর ।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাত
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিধাত
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা ।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন ।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি ।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতা জানি
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাক
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী ॥
আইলাম তোমাকে করিয়া সমর্পণ ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম প্রাণধন
মম বাক্য অন্যথা করিলা কেন ভাই ।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পা
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে ।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে
শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোণার পুতলী ।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলি ডালি
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর ।
হিংস্র জন্তু কত শত কত নিশাচর ॥
কোন মতে কোন দুষ্ট পাড়িল প্রমাদ
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিলেক বাদ
এই বনে দুষ্টজন রাক্ষসের থানা ।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা ॥

পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমারে আছে আস্থা ।
তথাপি লক্ষ্মণ বিবেচনা করিলে না ॥
তোমারে কি দিব দোষ মম দুর্ব্বিক্রম ।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে করম ॥
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল ।
কর্ম্মদোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল ॥
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে ।
হের দেখ রাক্ষস পড়েছে মোর বাণে ॥
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ভাবি হাতে ।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে ॥
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই ।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই ॥
উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বার ।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বার বার ॥
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী ।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার ।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাহি ঘরে ।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে ॥
প্রতিবন প্রতিস্থান প্রতি তরুমূল ।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল ॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর ।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর ॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন ।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ ॥
এই রূপে এক স্থানে যান শতবার ।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি ।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বনপশু পাখী ॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন ॥
উপদেশ বাক্য না মানেন শ্রীরাম ।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে ।
করেন লক্ষ্মণবীর শ্রীরামেরে কোলে ॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে ।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে ।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
বন দুর্ব্বিপাকে বুঝি আমার জানকী ।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায় ।
গেছেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন ।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া ।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা ।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে ।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে ।
কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ এত দিনে ॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে ।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা ।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ ।
দিবা নিশি করিতেছে তমো নিবারণ ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার ।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার ॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে ।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি ।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচুক জীবন ॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান ।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥
তাহার উচিত ফল দিলা হে আমারে ।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে ॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষলতা ।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন ।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ ॥
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্নরথ চাকা ।
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা ॥

রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার কাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁঠি ॥
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতার করহ অন্বেষণ ॥
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া পর্ব্বতে রাখিল চন্দ্রমুখী ॥
বনপশু সব আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আমি করি খান খান ॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছিল করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান ॥
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোন মতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে ॥
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা জানকীকে লয়ে গেল কোনজন ॥
নানা মতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
শোকাকুল রাম না মানেন সে বচন ॥
ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন মহিব বিশ্ব আছে কোন কার্য্যে ॥
বিশ্ব পোড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ যেমন বিনাশে মহেশান ॥
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর ॥
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধ একের অন্যেরে নাহি বধি ॥
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার ॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার ॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদ নদী দেখি আর দিঘী সরোবর ॥
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিব চেষ্টা যেবা লয় মন ॥
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া থুইলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে ॥
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক ॥
জলে স্থলে জানকীকে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এপথে সীতাকে ॥
ওহে গিরি এসময় কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার ॥
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন ॥
এই রূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্দিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে ॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতাকে তুই বধি তোর প্রাণ ॥
পক্ষিরূপে আচ্ছাদিত তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর ॥
সন্ধান পুরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে পক্ষী কহে ধীরে ধীরে ॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলা বড় ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবা সীতার উদ্দেশ ॥
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতারে লইয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥
দুই ভাই তোমরা না ছিলা যবে ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে ॥
আমি বৃদ্ধ তবু যুদ্ধে কষ্ট করি তার।
রাখিয়া ছিলাম রাম তোমার আশায় ॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
তাহা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ ॥
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মরিলে রাম কি করিতে পারি ॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি একক্ষণ ॥
আপনে দিলেন রাম আমি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয় ॥
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত ॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ ॥
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা ॥
কোন বংশে জন্ম তার বৈসে কোন পুরে।
কোন দোষে হরিলেক বল জানকীরে ॥
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল রামে তার সর্ব্ব কথা ॥
সংহারিলা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পনখারে বিনাশ ॥

এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কার মধ্যে সমুদ্রের তীরে॥
পুত্র বিশ্রবার রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা॥
কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারহ মারিয়া রাবণ॥
তব পাদোদক রাম দেহ মম মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে॥
এত বলি পক্ষির মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে॥
মৃত্যুকালে বলে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চড়ি স্বর্গে করিল গমন॥
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক জটায়ুর সৎকার ও তাহার জীবন মুক্তি।

শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ॥
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরষ॥
রাখেন লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি॥
তুলিলেন চিতার জটায়ু পক্ষীরাজ।
দুই ভাই করেন তাহার অগ্নিকায॥
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ॥
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
অরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কবন্ধ বিনাশ।

রজনী হইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই॥
বাহিরে ছিলেন রাম বড়ই অস্বস্থ।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা সীতা বলিয়া রাম হন অচেতন॥
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে।
গাথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥
রজনীতে নিদ্রা নাই ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥
[illegible] উদ্দেশে রাম পাইলেন ক্লেশ।
[illegible] ফিরিতে গেলে হয় সে অশেষ॥
[illegible] হয় উচিত অকারণ।
[illegible] রাম চলেন দক্ষিণে॥
ঘর ছাড়ি [illegible] দুই ক্রোশ পথে।
প্র[illegible] যাই কুশের বনেতে॥
সিং[illegible] চলে পাছে পাছে।
দুই [illegible] এক বৃক্ষতলে॥
যুক্তি [illegible] চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে [illegible] প্রবোধ বচন॥
কেন [illegible] নাচন স্পন্দন।
বামদিকে [illegible] গমন॥
বিষম কুশের [illegible] ভয়।
মনে অনুমান [illegible] সংশয়॥
দুই ভাই করেন চিন্তা অনুবন্ধ।
পথ আগুলিয়া [illegible] কবন্ধ॥
পেটের ভিতরে [illegible] মুণ্ড।
শতেক যোজন [illegible]
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি [illegible]
দুই হাত পসারিয়া [illegible]
কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলি কি পাইবি নিস্তার॥
এ বিষম বনে তোরা আসি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন জন॥
শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয়।
প্রাণ রক্ষা কর ভাই দিয়া পরিচয়॥
লক্ষ্মণ বলেন ভাই বুদ্ধি কেন নাটি।
[illegible] দুই হাত দুই ভাই কাটি॥
কবন্ধের ডানিহাত কাটেন শ্রীরাম।
বামহাতে কাটেন লক্ষ্মণ গুণধাম॥
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি॥
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন জন॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথ পুত্র সবে করে পূজা॥
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই হেথা বন॥
তুমি কেন নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন জাতি॥
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্বকথা রাক্ষসের হইল স্মরণ॥

কুবের শাপেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর ॥
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজরূপে ।
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দেন কোপে ॥
যেমন রূপের তেজে করিস উপহাস ।
বিরূপ হউক সব রূপ যাউক নাশ ॥
যখন হবেন বিষ্ণু রাম অবতার ।
তাঁর বাণ স্পর্শে তোর হবেক নিস্তার ॥
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত ॥
বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে ।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে ॥
গতি শক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য ।
তেঁই দুই হস্ত দীর্ঘ হস্ত দুই লক্ষ ॥
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত ।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুতর পথ ॥
দুই প্রহরের পথে যত বনচর ।
দুই হস্ত সাপটিয়া ভরি যে উদর ॥
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন ।
তোমা দরশনে মোর পাপ বিমোচন ॥
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস ।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন অভিলাষ ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল রাবণ ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন ॥
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
যাবত আমার তনু না হয় সংহার ।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার ॥
রাক্ষস শরীর গেলে পাই অব্যাহতি ।
তবেত বলিতে পারি ইহার যুকতি ॥
তখনি লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি ।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী ॥
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার ।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার ॥
আকাশে উঠিলা করে রাম সম্ভাষণ ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন ॥
পুরুষ বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন ॥
সুগ্রীবের উদ্দেশ কহিল অধোমুখে ।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে ॥
কবন্ধের রাম দরশনে স্বর্গে বাস ।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস ॥
প্রভাত হইল নিশি উদিত মিহির ।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী তীর ॥
কেলি করে নানা পক্ষ পক্ষিণী সহিত ।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বর্জ্জিত ॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে ।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে ॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখি ।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী ॥
পম্পাতে করিয়া স্নান করেন তর্পণ ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥
প্রবেশ করিলেন মাতঙ্গের আশ্রমে ।
তথাতে শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে ॥
শবরী আনন্দবারি বারিতে না পারে ।
শ্রীরামের প্রতি কহে আজ্ঞা অনুসারে ॥
মাতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল ॥
কহিলেন আমারে আশ্রমে কর স্থিতি ।
আসিবেন আশ্রমে এখানে রঘুপতি ॥
শবরী যখন পাবে রাম দরশন ।
তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন ॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি ।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসেরে দেহ গতি ॥
শবরী রামের অগ্রে অগ্নিকুণ্ড কাটে ।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাষ্ঠে ॥
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ ।
তাহার সাহসে রাম চমকিত মন ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার ।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার ॥
যাঁহার স্মরণ মাত্র মুক্তি সঙ্গে যায় ।
তাঁহাকে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায় ॥
শ্রীরাম প্রসাদে তার হয় পাপ নাশ ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস ॥
শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড ।
এত দূরে সমাপ্ত হইল বনকাণ্ড ॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্তঃ ।

রামায়ণ ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ।

রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং ।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং ।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরের পরস্পর তর্ক বিতর্ক ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ পৌঁছে ভ্রমেণ দণ্ডকে ।
সহায় করিতে রাম বানর কটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে ।
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥
সুগ্রীব বলেন দেখ আইসে দুই নর ।
মনে করি বালীরাজা পাঠাইল চর ॥
বুদ্ধির সাগর বালী বুদ্ধি ধরে নানা ।
তত্ত্ব কর সত্য মিথ্যা তথা যাবে জানা ॥
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে ।
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে ॥
গাছ না সহিতে নারে সবার আস্ফাল ।
ফল ফুলে ভাঙ্গে কত শত ডালডাল ॥
বনজন্তু ছিল যত পর্ব্বত শিখরে ।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
হনূমান বলে রাজা না হও চিন্তিত ।
না দেখিয়া বালীরে হইলা কেন ভীত ॥
বানর চঞ্চল জাতি লোক উপহাসে ।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে ॥
আমি গিয়া জানি আসি কোথাকার বীর ।
তথা না জানিয়া কেন হইলা অস্থির ॥
সুগ্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয় ।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বী বেশ রাজার কুমার ।
শীঘ্র যাহ হনূমান আন সমাচার ॥
যান হনূমান বীর তপস্বীর বেশে ।
পরম গৌরব ভাবে উভয়ে সম্ভাষে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী ।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড প্রথম শিকলি ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি ।
অনায়াসে মুক্তি হবে বদনে বল হরি ॥

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রত্ব বন্ধন ও সুগ্রীবের প্রাপ্ত সীতার ভূষণ শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ ।

মুনি বেশে হনূমান দেখে দুইজন ।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥
হনূমান বলে প্রভু যে দেখি আকার ।
অবশ্য হইবা কোন রাজার কুমার ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ ভ্রম ভূমিতলে ।
গগনমণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥
কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন ।
বিশেষিয়া কহ প্রভু সর্ব্ব বিবরণ ॥
সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান ।
তাহার সচিব আমি নাম হনূমান ॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন ।
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন ।
নিজ পরিচয় দেন তাঁহারে লক্ষ্মণ ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবী ভূষণ ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন ।
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া হরিল রাবণ ॥
কোন সিদ্ধ পুরুষে কহিল উপদেশ ।
সুগ্রীব হইতে তব ঘুচিবেক ক্লেশ ॥

সুগ্রীবের শ্রীরামের নিকট বালির বিবরণ কথন বালিকে বধ করণে শ্রীরামের অঙ্গীকার ও বালী সহ যুদ্ধ ।

পয়ার ।

শ্রীরাম বলেন মিত্র কিবা প্রয়োজন ।
হেনকালে হেন কথা কহে কোনজন ॥
আপনি দেখিলা মিত্র আমার যে ক্লেশ ।
অবশ্য করিবা তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন ।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন ॥
সুগ্রীব বলেন স্থির কর তুমি মন ।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম নিবেদন ॥
বসিতে আসন রাজা দেখে চাহি ক্ষিতে ।
আনিলেন শালবৃক্ষ ফলের সহিতে ॥
তদুপরি আনন্দে বসেন দুই জন ।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব বলেন বালী বিক্রমে প্রধান ।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান ॥
এ পর্ব্বতে থাকি ত্রাণ না দেখি উপায় ।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায় ॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর ।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর ॥
মম ভার্য্যা তব রাজ্য যেইজন হরে ।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে ॥
উভয় ভ্রাতায় কেন হইল বিবাদ ।
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ ॥
সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি ।
বিশেষ করিয়া কহি শুন সীতা স্বামি ॥
ছিলেন অক্ষয় নামে রাজা মহামতি ।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাহার সন্ততি ॥
কিছুকাল পরে রাজা পাইলেন স্বর্গ ।
রাজা বিনে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালী রাজা বিক্রমসাগর ।
ধর্ম্মকর্ম্মে সদা রত সমরে তৎপর ॥
মন্ত্রিগণ তাঁহাকে দিলেন রাজ্যভার ।
পরে বালী দিল মোরে রাজ্য অধিকার ॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস ।
না জানি বিরোধ সদা হাস্য পরিহাস ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন ॥
প্রীতিরূপে দুই ভাই করি রাজ্যভোগ ।
হেনকালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর ।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্জ্জয় ॥
দুই ভাই মায়ার মহিষ রূপ ধরে ।
মায়াবী রাত্রিতে আসি যুঝিতে হাঁকারে
যুঝিবারে যায় বালী সবার নিষেধে ।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই অনুরোধে ॥
পলাইল দানব দেখিয়া দুই জনে ।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে ॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে তাই দেখাদেখি ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥
বালী বলে ভাই থাক সুড়ঙ্গের দ্বারে ।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ঘরে ॥
আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ ।
সংশয় স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ ॥
পায়ে পড়ি বলিলাম তবু নাহি মানে ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে ॥
বারে বারে নিষেধিলাম না শুনে উত্তর ।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভিতর ॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর ।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত ।
আমি ভাবি বালী রাজা হইল নিপাত ॥
বালী বধ করি দৈত্য পরে মোরে মারে ।
দিলাম পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥
সম্বৎসর না দেখিয়া হইল সংশয় ।
সবে বলে বালির মরণ এ নিশ্চয় ॥
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর ।
কোথা গেল বালীরাজা জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে ।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে ॥
তার পর দৈত্য মারি ঘরে আইল বালী ।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে ।
সবার সম্মুখে গালি দিলেক আমারে ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে ।
থুইয়া সুড়ঙ্গ দ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥
সুগ্রীব পাথর দিল তার দ্বার রোধে ।
রাজা মহাদেবী হয়ে শৃঙ্গারের সাধে ॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী ।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥
বৎসরেক দৈত্য মারি যেথে আসিবারে ।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥

বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর।
পলাবাতে ঘুচাইলাম পুত্তক পাথর ॥
সহোদর ভাই হয়ে করিলি অন্যায়।
মাথা কাটি তবেত ইহার দুঃখ যায় ॥
দূর হয়ে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি করিলাম কত স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥
আমার না ছিল ইচ্ছা আমি হই রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে ধরি যত বলি বালী নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে মারে চলে যেখানে সেখানে ॥
বারে বারে বলি তবু না শুনিল কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আর তোর মাথা ॥
দেখিয়া বালীর কোপ ভীত হয়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥
বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব বিবাদ কথন।
এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবীর কনিষ্ঠ দুন্দুভি সে মহীষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥
বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে ॥
সমুদ্র বলিল মম যুদ্ধ না আইসে।
যাহ হিমালয় চলে রণের উদ্দেশে ॥
হিমালয় পর্ব্বত শঙ্করের শ্বশুর।
তার ঠাঞি গেলে তব দর্প হবে চূর ॥
ধনুকের গুণে যেন ঝাট বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত নিকটে ॥
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতেরে করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
পর্ব্বত ভাবিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
বলিল মহিষাসুর তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধ্যার যাহ তুমি যথা আছে বালী ॥
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
রাজভোগ্য মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
মধু ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সংহার ॥
বালীরাজা না সহিবে মধু অপচয়।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালী মহাশয় ॥
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানররাজ বালী ॥
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কোপিত অন্তরে।
তখনি চলিল বালী দুন্দুভির ঘরে ॥
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালী সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা পরিল তুলিয়া ॥
স্ত্রীগণ বেষ্টিত বালী আইল নির্ভর।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
কহিল মহিষাসুর আরক্ত লোচন।
স্ত্রীগণ সমীপে করে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিত লোচন।
মত্তজন মারি মম নাহি প্রয়োজন ॥
প্রাণদান দিলাম তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুকে শৃঙ্গারে ॥
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রভুাষ যেখানে।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে ॥
স্ত্রীগণেরে বালী পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদাপ করি বলে শুন রে অসুর ॥
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলি বালির হাতে নাহি তোর রক্ষা ॥
যমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার।
বালীর হাতেতে কার নাহিক নিস্তার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ।
আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥
কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক আজি যাহ যমঘরে ॥
কুবুদ্ধি হইল তোর মম সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নাই তোর ললাটে লিখন ॥
পলাইয়া যাও যদি লইয়া পরাণ।
আজিকার মতন দিলাম প্রাণদান ॥
কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালী কপীশ্বর ॥
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম ॥

চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালীকে মারিতে নারে নিজ মিত্র ডরে॥
সুগ্রীবেরে মারে বালী বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারিয়া উঠিয়া দিল রড়॥
মহাবল বালীরাজা অতুল প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ করে কার বাপ॥
বড় বড় বীরগণে করয়ে সংহার।
তার যুদ্ধে সুগ্রীব বানর কোন ছার॥
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ।
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণ দান॥
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
আগে পাছ ফিরে চায় প্রায় সে নির্জীব॥
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব পলাইল।
মুনি শাপ বালী মনে করিয়া ফিরিল॥
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালীরাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে॥
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস রে আমার সঙ্গে রণ॥
ভাল হৈল পলাইল হয় মম ভাই।
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই॥
সিংহাসনে বসি বালী ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর গায়ে রহে ঋষ্যমুখে॥
চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে।
আছে হেট মুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে॥
আজি যদি মরিতাম বালীর সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে॥
মারিতে নারিবা অগ্রে না বলিলা কেনে।
বালীর সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে॥
তখনি বলেছি বালী বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়॥
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালীকে মারিতে পারে হেন কোন বীর॥
আছুক যুদ্ধের কাম দরশনে ভাগে।
কোন জন যুদ্ধ করে সে বালীর আগে॥
কেনবা গেলেম পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মম প্রাণ॥
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত নিকটে ছিল যেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা পাইলাম আমি তেঁই॥
বালীকে মারিব বলি করিয়া আশ্বাস।
আমারে ফেলিয়া রণে হৈলা একপাশ॥
এখনি মারিবা বাণ হেন মম মনে।
কোথা রাম হৈক রাণ ভাগ্যে আছি এ
শ্রীরাম বলেন মিত্র কি বল নিষ্ঠুর।
উভয়ের দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্র বধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥
চিহ্ন দিয়া মিত্র যেন রণে গেলে চিনি
বালীকে মারিব রাজা হইবে আপনি।
পুনঃ গেলে যখন আসিবে রণে বালী
ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি॥
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে

শ্রীরাম কর্তৃক বালী বধ।

চিহ্ন বিনা নাহি চেনা যায় সুগ্রীবে
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্পমালা তার গলে।
করিলেন সাত বীর যাত্রা শুভ কালে
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান হস্তে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাতে চলে ইতর বানর॥
মৃগপক্ষী বনচর দেখি স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ॥
বনের ভিতর দেখে অতি বিচক্ষণ।
মুনির আশ্রমে দেখে কদলীর বন॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র অদ্ভুত কদলী।
কাহার সৃজন এই আশ্রম মণ্ডলী॥
সুগ্রীব বলেন হেথা ছিল সপ্ত মুনি।
করিত কঠোর তপ লোক মুখে শুনি॥
তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে।
করি তপ স্বশরীরে গেল স্বর্গপুরে॥
সকল বন্দেন গিয়া আশ্রম মণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সুগ্রীব বলিল রাম হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান॥
আপন স্বপথে মিত্র আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভূষিত মালায়।
বালীরে বধিয়া আজি বাঁচাব তোমায়॥

বালীকে দেখিবা মাত্র চালাইব শর।
সেউটিয়া বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সাত তাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ সন্ধিয়া নিশ্চিন্ত হও রণে॥
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন।
বালীরাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ॥
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালী দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল রসা রসাতল॥
সিংহনাদে কুপিল বানররাজ বালী।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি॥
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত আঙ্গারা।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা॥
সত্তরি যোজন তনু আছে পরিসর।
তিন শত যোজন দীর্ঘল কলেবর॥
যদি বাঞ্ছা হয় হয় নকুল প্রমাণ।
কখন আকাশ যোড়া হয় পরিমাণ॥
লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উচ্চ যদি করে তবে পরশে আকাশ॥
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালীকে বারণ করে যাইতে সমরে॥
কোপ সম্বরহ রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবন কারণ॥
এক দিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে আইল সে করিতে সংগ্রাম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥
যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুর্ব্বল॥
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব আরো ডাকুক বাহিরে॥
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
তার পুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী।
শিরে জটা পরিধান বাকল সন্ন্যাসী॥
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে [illegible]।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে॥
রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥
যদ্যপি এমত হয় তবে বড় ভার।
নাহি দেখি আর যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥
ভাল মন্দ হউক সে তবু সহোদর।
সহোদর সনে দ্বন্দ্ব অযোগ্য বিস্তর॥
ক্ষান্ত হও মহারাজ কায নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিত রাজ্য কর এক যোগে॥
সকলে রাজত্ব করে সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা॥
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন।
পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন॥
কেকয়ী মহিষী তারে দিল রাজ্যভার।
কনিষ্ঠেরে রাম রাজ্য দেন অধিকার॥
শত্রু হইয়া সেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে॥
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সোদর।
দুই ভাই রাজ্য কর হইয়া একত্তর॥
বালী বলে না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব লাগিয়া বড় মন নহি দুঃখী॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে॥
দুষ্ট প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ দ্বার ঢাকে।
আমার মহিষী হরে জাতি নাই রাখে॥
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে।
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে॥
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই দোষী পাত্রগণ॥
পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা তার নাই দোষ॥
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করহ রণ॥
ক্ষিতি খান খান হয় পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পাড়ে॥
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল বালীরাজ রক্ষা হবে কিসে॥
বালী বলে বল কেন অসত্য বচন।
মারিবেন শ্রীরাম আমারে কি কারণ॥

পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভজ অতি শুন আর মর্ম্ম॥
সত্যবাদী রাম বন্ধু সত্যধর্ম্মে রত।
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন॥
কখন রামের সনে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা অপবাদ॥
আমি দোষী নহি রাম বধিবেন কিসে।
পুনঃ পুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আইসে॥
তবে যদি সুগ্রীব সাহায্যে আইসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম॥
কহিয়া চলিল বালী সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
যাত্রাকালে তারাদেবী পড়িছে মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল॥
অন্তরে জানিয়া বালী কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি সমর দুষ্কর॥
বাহির হইয়া বালী চতুর্দ্দিগে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়॥
বালী সুগ্রীবের যুদ্ধে লাগে হুড়াহুড়ি।
ওড়াওড়ি দুইজনে করে বেড়াবেড়ি॥
বেড়াবেড়ি করিয়া উভয়ে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামারি॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর॥
সুগ্রীব হইতে বালী দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর॥
বালী বজ্রমুষ্টি মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব শোণিত উঠে মুখে॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ॥
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছোটে।
বজ্রাঘাত সম সে বালির বুকে ফুটে॥
বুক ধরি বালিরাজা করে হাহাকার।
কোন জন করিল এ দারুণ প্রহার॥
বুকে পৃষ্ঠে তার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালী ঘন বহে শ্বাস॥
পড়িলেক বালী রাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামেরে কেন হইল প্রমাদ॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বালীর ভর্ৎসনা।

ভূমে পড়ি বালীরাজা করে ছটফট।
যাইবা গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন যাইল উদ্দেশে।
যাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে
রক্তনেত্র শ্রীরামের পানে চাহে বালী
দন্তকড়মড় করে আর দেয় গালি॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে
রাজকুলে জন্মিয়াছ নহে ধর্ম্ম জ্ঞান।
আমারে মারিলা রাম এ কোন বিধান
শজারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চ নখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমারে শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহি
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগ কোন প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মার কোন কার্যে
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে
কোন দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ
কোন দোষে করিলা আমার আয়ুঃ শে
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে
এ কোন ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলা না জানি
অপরাধ বিনা বিনাশিলা মহাপ্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ
তপস্বির ছলে রা[illegible]ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব [illegible]ণ সদা ভাব মনে॥
সর্ব্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম অবতার।
ভাল রাম দেখাইলা সেই ব্যবহার॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলা সুখ।
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শু
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনী॥
সম্মুখা সম্মুখি যদি মারিতা হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥
সন্মুখ সমর বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলা হয়ে চোর॥
জান আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতা কি স্থির॥

সুগ্রীব আমার বাদী নাহি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলা প্রমাদ॥
কেমনে দেখাবে মুখ শিশিষ্ট সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিলা বালিরাজে॥
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার।
তার পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তার পুত্র তুমি না হইবা কদাচন॥
ধর্ম্মহীন মাতা ছিলা বাপের গৌরবে।
মিলিলা সাধিতে ইষ্ট পাপীষ্ঠ সুগ্রীবে॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥
বানর হইতে কার্য্য করিবা উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলা এই ভার॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এত দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন ছার মন্ত্রি সহ করিলা মন্ত্রণা॥
করিলাম কত শত বীরেরে সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন ছার॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইনু চারি পারাবারে॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে॥
ত্রিলোক বিজয়ী শিব ভক্ত দশ গ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব॥
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতা এই ভার।
এত দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়॥
এ নহে বিচিত্র তার আমি বালীরাজ।
আমারে না জানে কোন বীরের সমাজ॥
বিস্তর ভৎসিল রামে রণস্থলে বালী।
কৃত্তিবাস বলে কেন বালী দেহ গালি॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বালীর বিনয়।

শ্রীরাম বলেন বালী শুন হয়ে স্থির।
বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর॥
আমাকে করিলা তুমি অনেক ভৎসন।
আরো কিছু থাকে যদি কহ কুবচন॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে সুখে দুখে।
দয়া করি কোন রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥
মাংস খায় বনে ভ্রমে নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজা হয় ব্যাধ॥
মৎসগণ জলে থাকে তার হিংসা কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে॥
পশুপক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাঘ্রগণ অবিরত তারে কেন হানে॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার॥
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালী কেন করহ সন্তাপ॥
ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম গর্ব্বিত।
তোমারে অধিক বলা না হয় উচিত॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে॥
ক্ষমা কর বীর তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাহ মহেন্দ্র ভবন॥
ইন্দ্র পুত্র তুমি ধর মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে চল আপনার দেশ॥
বালী বলে ত্রিভুবনে তুমিত পূজিত।
ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত॥
ক্ষমা কর ধরি রাম তোমার চরণ।
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি করহ পালন॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলা স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবা তুমি কোন অধিকার॥
তুমি দাতা তুমি কর্ত্তা তুমিত বিধাতা।
সুগ্রীব অঙ্গদের ধর্ম্মতো হও পিতা॥
সুষেণ দুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে।
সুগ্রীব না দেয় দুঃখ যেন কোন কাজে॥
শ্রীরাম বলেন শক্তি চিত্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলা তুমি কথায় কি কায॥
রামেরে বিনয়ে কহে বালী যোড়হাত।
বিরূপ বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ॥
বালীর বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তারার অভিশাপ বালী কর্ত্তৃক সুগ্রীবের গলে মাল্য দান বালীর স্বর্গে গমন ও তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য।

রণে পড়ে কপিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারা দেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালীর উদ্দেশে॥
পথে দেখে কপিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী তারা দেবী সবারে জিজ্ঞাসে।
তোমরা রাজার পাত্র ছিলা তার সাথী।
তারে ছাড়ি বল কেন রাখিয়া অব্যাহতি॥
কপিগণ বলে শুন তারা ঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি॥
তুমি যত বলিলা হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালী হারাইল প্রাণ॥
চারিদিকে রাখ গিয়া রাজ্য অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি॥
তারা বলে রাজ্য লয়ে থাকুক অজন।
আমি সঙ্গে যাব আজি এই সে সম্পদ॥
শিরে করে করাঘাত বস্ত্র না সম্বরে।
রণস্থলে রাণী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করে॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
সুগ্রীব সম্মুখে তার যোড় করি হাত॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেট করি মাথা॥
বালীর নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামির দুর্গতি দেখি হাহাকার করে॥
মেঘের গর্জ্জন সম তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ॥
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
একি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে॥
মম বাক্য না শুনিলা করিয়া সাহস।
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস॥
মুদিলা নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায়॥
চন্দ্র যায় অস্ত তার সঙ্গে যায় তারা।
তোমার হইল অস্ত রহে কেন তারা॥
রাজ্য লোভে সুগ্রীব করিলা এই কায।
কান্দাইলা কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
আমার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
বালক অজন কান্দে বৃদ্ধিকা শয়নে।
পশুপক্ষী আদি কান্দে বালীর মরণে॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরস বদন॥
তারা [illegible] তব অন্ধ রঘুকুলে।
আমার স্বামিকে বিনাশিলা কোন ছলে॥
সম্মুখে মারিলা যদি দেখিত প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলা পাইলাম বড় তাপ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান।
তার দেখাইলা আজি তাহার প্রমাণ॥
একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলা প্রকাশ॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত জানত আপনি।
তবে কেন আমারে দিলা হে রঘুমণি॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবা রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবা বটে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছু দিন থাকিয়া করিবে স্বর্গে বাস॥
কান্দাইলা যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবা সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন॥
সীতার কারণ [illegible] প্রাণ হারাইবে।
এ জন্মের মত তব দুঃখে কাল যাবে॥
বানরী হইয়া তারা রামেরে গঞ্জে।
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে॥
ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ।
কর্ম্ম মত ফল ভোগ করে সর্ব্বজন॥
বিনা দোষে মারিলা যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন॥
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালীরে।
তাহার ক্রন্দনে বালী বলে ধীরে ধীরে॥
শুন তারা প্রিয়সী তোমারে আমি বলি।
রামেরে দিয়াছি আমি কত গালাগালি॥

আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিলা আপন কাজ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।
শাপ দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ॥
তারা প্রতি দিল বালী প্রবোধ বচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ॥
বালী বলে সুগ্রীব তুমি যে সহোদর।
তব সঙ্গে বিসম্বাদ হইল বিস্তর॥
তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়।
তুমি রাজা হও আমি মরিয়ে নিশ্চয়॥
তব দোষ নাই মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্য সুখ॥
রাজভোগে বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর॥
অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দেহ তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ॥
অঙ্গদের ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও এবে পুত্রের সমান॥
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ॥
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির॥
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রেরে সন্দেশ।
সুগ্রীবের মালা দেহ দেখুক তা দেশ॥
শ্রীরামের ঠাঁই বালী লয়ে অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে দিল ধরে নানা জ্যোতি॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্র পানে চায়।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে॥
বাড়িলা যেমন পুত্র আমার গৌরবে।
সেই মত বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবে॥
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে।
খুড়ার করিও সেবা বিবিধ বিধানে॥
সুগ্রীবেরে বিপক্ষে জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ সেই তব পক্ষ॥
অধর্ম্ম না করিহ করিহ সেবা কর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা পরাপর ধর্ম্ম॥
এত বলি বালিরাজা ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান॥
কালের কুটিল গতি কে জানিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর॥

বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কাঁদিতে॥
শিরে করি করাঘাত [illegible]।
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন॥
ছিঁড়িল বুকের মালা খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী॥
পতি হারাইয়া তারা নেত্রে ধারা বহে।
বলে প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে॥
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন।
কোথায় তোমার [illegible] সিংহাসন॥
সুগ্রীব হইল তোমার রাজ্যের ঈশ্বর।
কোথায় রহিল তোমার [illegible]॥
কোথায় রহিল তোমার এ রাজ্য আমার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার॥
ত্রিভুবন কম্পবান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে॥
রামের দারুণ বাণ বিন্ধে বক্ষস্থলে।
সুগ্রীবের যত তাপ আমারে তা জ্বলে॥
বক্ষ হৈতে সুগ্রীব কাড়িয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে মহী বহে খরশান॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর॥
কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ॥
শোক পরিহর রাণী সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥
সুধীর ধার্ম্মিক বালী ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রসাদে পাইলেন দিব্যস্থান॥
অঙ্গদেরে পালিহ পালিহ সবাকারে।
সকলি তোমার রাণী যে আছে সংসারে॥
অঙ্গদ হইয়া রাজা দেখিবা নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য্য ধর মনে॥
নেত্রনীর মুছে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে মনে চৈত কহে রাণী তারা॥
শুন বীর রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
করিবেন কি তাহার শ্রীরাম সুগ্রীবে॥
ভাল মন্দ পুত্রের নাহিক মনে করি।
স্বামী সহ মরিলে যমের দায় তরি॥
নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামির বিহনে॥
পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে।
স্বামিরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখ মোক্ষদাতা॥
স্বামী সেবা স্ত্রী করিবে যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি॥
স্বামী ভর্ত্তা স্বামী কর্ত্তা স্বামী মাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাহি বলে জ্ঞানীজন॥
শত পুত্রবতী যদি পতিহীন হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র না কর বিষাদ।
কার দোষ নাহি দৈবে ঘটিল প্রমাদ॥
সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নি কায॥
শুক্লকাষ্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন।
রাজ আভরণ আন বসন ভূষণ॥
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন॥
লক্ষ্মণ বলেন হনূমান হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন তুমি আনহ বাহির॥
হনূমান সান্ধাইল ভাণ্ডার ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে॥
রাজ চতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আর বহু মূল্য ধন॥
রাজ চতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী তীরে॥
চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
রাজ যোগ্য চিতা করে নানা পুষ্প পাতি।
তারা মহাদেবী বৈশ্বানরে করে স্তুতি॥
অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তাহার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন॥
রাম না জন্মিতে ষাটিহাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচেন কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় গীত রামায়ণ॥
রামনাম স্মরিলে যমের ভয় তরি।
রামের পিরীতে মুখে বল হরি হরি॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

—:০:—

শ্রীরাম কর্ত্তৃক সুগ্রীব রাজা ও তারারাণী অঙ্গদকে যুবরাজ করণ।

সকল বানর গেল রাম বিদ্যমান।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনূমান॥
তোমার প্রসাদে সুগ্রীব হইল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব তোমারে করে পূজা॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে।
অতএব শ্রীরাম আইসহ রাজপুরে॥
শ্রীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ।
বনে বাস করিবারে পিতার আদেশ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন॥
সুগ্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার।
রাজা হৈয়া রাজ্যে তুমি কর অধিকার॥
বালিরে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই কর অঙ্গদেরে কর যুবরাজ॥
মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার॥
আইল শ্রাবণমাস বরিষা প্রবেশে।
শাখামৃগ কটক থাকুক তব দেশে॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলা বড় দুঃখ।
বরিষায় কত দিন কর রাজ্য সুখ॥
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে একদণ্ড।
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানা রত্ন বস্ত্র দান করিল প্রচুর॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে তারে করে অভিষেক॥
ছত্রদণ্ড ছিল আর কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী॥
রাজার স্ত্রী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ।
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ॥
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচন প্রমাণে।
অঙ্গদেরে অভিষেক করে অবসানে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রামজয় রামজয় ডাকে কপিগণ॥
সীতার লাগিয়া রাম সদা খিদ্যমান।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান॥

ই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর ।
থা বহে পর্ব্বতের সগন্ধি সমীর ॥
সা করি থাকিলেন পর্ব্বত শিখর ।
নে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর ॥
নাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল ।
বল রজনী পূর্ণচন্দ্র সুশীতল ॥
মের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিত ।
ীতা বিনা সর্ব্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত ॥
য়ন ভোজন তার কিছু নাহি মনে ।
ম যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে ॥
জভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দিন ।
ত্রি দিন শ্রীরাম সীতার শোকে ক্ষীণ ॥
র্ণ পালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি ।
কতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি ॥
বা দিব্য সুন্দরী সুগ্রীবের অভিলাষ ।
তা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস ॥
ন্দিতে কান্দিতে রাম হৈলেন কাতর ।
হারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর ॥
মি বীর হও স্থির ত্যজহ প্রমাদ ।
াপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ ॥
ইলে কাতর শোকে নিন্দা করে লোকে ।
াকে বুদ্ধি নাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে ॥
াকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান ।
াক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান ॥
মি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয় ।
ান স্থানে পরাভব তব মহাশয় ॥
স্থ হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর ।
ঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর ॥
জ্ঞা কর কিঙ্কর সেবক লক্ষ্মণে ।
নকী উদ্ধার করি মারিয়া রাবণে ॥
ান ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন ছার ।
কা আমি রাম করি সবার সংহার ॥
ন্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস ।
মের ক্রন্দন গীত রচে কৃত্তিবাস ॥

সীতার জন্যে শ্রীরামের বিলাপ ।

ীর অষ্টমাসে বরিষাকাল শেষে ।
ম সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে ॥
রিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ ।
তার স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ ॥
ামার বচন শুন লক্ষ্মণ আরতি ॥
াত্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি ॥
চন্দ্র সূর্য্য দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে ।
আমিত মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥
সঘন জলদে শোকে বিদ্যুৎ যেমন ।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥
চতুর্দ্দিকে জলস্থল সব একাকার ।
কেমনে হইবে কপি সৈন্য আগুসার ॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে ।
জলে মগ্ন ধরণী ধরণীধর ভাসে ॥
এসময়ে সুগ্রীবেরে বলিব কেমনে ।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারণে ॥
নদ নদী শুখাইবে শুষ্ক হবে পথ ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ ॥
তত দিন সীতা হবে অস্থি চর্ম্ম সার ।
কি জানি ত্যজিবে প্রাণ বিরহে আমার ॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস ।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন ।
এই ক্রোধে পাছে বধে তারে দশানন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চয় ।
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে নিস্তার ॥
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার ।
অভাগী সীতার দেখি শমন আহার ॥
কান্দেন সর্ব্বদা রাম হইয়া হুতাশ ।
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস ॥

সীতার উদ্ধার জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না ।

বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ ।
তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ ॥
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জ্জন ।
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন ॥
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে ।
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে ॥
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত্তে ॥
সব অন্ধকার মম সীতার অলোকে ॥
স্ত্রী পুরুষে দুই জনে ধরেছে সংসার ।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার ॥
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার ।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর ॥
পিণ্ড দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ ।
সংসারের মধ্যে তাই পুত্র বড় ধন ॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া ।
পুত্র না থাকিলে লোক বলে আঁটকুড়া ॥

তার মুখ দেখিয়া করিতে আছ সাধ ।
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয় ॥
অতএব শুন ভাই ভার্য্যা বড় ধন ।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে বড় শোক ।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক ॥
সুগ্রীব আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দ্দয় ।
স্ত্রী পাইয়া কেলী করে আপন আলয় ॥
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালী ।
আমাকে না স্মরে কপি রাজভোগে ভুলি ॥
বালিরে বধিয়া আমি পাইলাম লাজ ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কায ॥
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে ।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে ॥
এইক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্ধ্যা নগর ।
দেখিব কেমন আমি সুগ্রীব বানর ॥
জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর ।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার ॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে ।
সুগ্রীবে মারিয়া আমি পাড়ি এক বাণে ॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া ।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া ॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর ।
মিত্র বধ না করিহ দেখাইহ ডর ॥
লক্ষ্মণ বিদায় হয়ে শ্রীরামের স্থান ।
বামহস্তে ধনুক দক্ষিণহস্তে বাণ ॥
মহাকোপে কাঁপিলেন ঘূর্ণিতলোচন ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
কিষ্কিন্ধ্যানগর পথে যান রড়ারড়ি ।
পায়ের বাতাসে গাছ করে মড়মড়ি ॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত ।
দ্বারে দেখে অঙ্গদের কটক বেষ্টিত ॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া কাতর ।
প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর ॥
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির ।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বালির নন্দন ।
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন ॥
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া ।
সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া ॥
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে ।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্নসিংহাসনে ॥
বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব ।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত ॥
অতিদুষ্ট মিত্রদ্রোহী অগ্রে আশ্বাসিয়া ।
কোন লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে ।
রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে ॥
সাহায্য করিতে অগ্রে করিয়া স্বীকার ।
এখন না মনে করে তাহা একবার ॥
বালী ভয়ে ভীত অতি বেড়াইত বনে ।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে ॥
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার ।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার ॥
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে ।
সুগ্রীব তাঁহারে তুচ্ছ কর কি সাহসে ॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারি ।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি ॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ারসাগর ।
তাঁহার কি যোগ্য মিত্র সুগ্রীব বানর ॥
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্মঋষি ।
অনাহারে কত তপ করে দিবা নিশি ॥
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে ।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে ॥
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
একক্ষণ ব্যাজ কর করি নিবেদন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে বসিতে আসন ।
যোড়হস্তে স্তুতি করে বালির নন্দন ॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে ।
অন্তঃপুর মধ্যে যায় পরম সন্ত্রমে ॥
সুগ্রীবে প্রণামে বন্দে [illegible] চরণ ।
যোড়হস্তে বলে প্রভু [illegible] লক্ষ্মণ ॥
ঘূর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে ।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুম মৃগমদে ॥
কামরসে বিহ্বল সুগ্রীব অন্য মন ।
কিছু নাহি শুনিল অঙ্গদের বচন ॥
জাগাইতে রাজারে করিল পাচাপাচি ।
অনেক বানরে মিলি করে কিচিমিচি ॥
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে ।
কার সাধ্য স্থির থাকে সে ঘোর চীৎকারে ॥
শব্দ শুনি সুগ্রীব ছাড়িয়া শয্যা উঠে ।
পাত্র মিত্র দেখি রাজা ক্রোধ ভরে ডাটে ॥
অন্তঃপুরে সব কেন করে ঘোরতর ।
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর ॥

ঠাইয়াছেন রাম আপন প্রস্তাবে ।
ন্দ্রা লক্ষ্মণ বীর উপস্থিত দ্বারে ॥
কোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
হব কতেক মত করিল স্তবন ।
থিলা আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা ।
মের কর্ম্মের কালে করিলা খলতা ॥
গ্রীব বলিল রাম করিয়া মিতালি ।
ঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি ॥
পরাধ নাহি করি কারে মোর ভয় ।
ন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ॥
রয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ ।
থবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ ॥
লোক বিজয়ী সে রাবণ মহাবীর ।
র ভয়েতে যত দেবতা অস্থির ॥
হার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর ।
সিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর ॥
ন ফিরিয়া যাউক স্বস্থানে লক্ষ্মণ ।
ও পাছু যাহা হবে বলিব তখন ॥
মন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষ্মমতি ।
ন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি ॥
ঃ বিষ্ণু রঘুনাথ কমললোচন ।
রবাক্য বল কেন না বুঝি কারণ ॥
ার প্রসাদে তুমি পাইলা রাজত্ব ।
াকে এমত বল হয়েছ কি মত্ত ॥
ত্র দিন কর তুমি শৃঙ্গার বিলাস ।
দেখ রামের দুঃখ নাহি যাও পাশ ॥
পিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে ।
লম্বে যাও রাজা সাধ গিয়া তারে ॥
বাণে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আঁটে ।
আজ্ঞা না মানিলে পড়িবা সঙ্কটে ॥
মি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয় ।
উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয় ॥
া কেন মহাবীর পড়ে যার বাণে ।
ার শরণ লও বাঁচিবা পরাণে ॥
মর দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির ।
কেতে কাতর অতি নহেত সুস্থির ॥
ম সুন্দরী লয়ে ঘরে কর ক্রীড়া ।
াজ্যভোগে মত্ত থাক নাহি হয় ব্রীড়া ॥
ণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবা ।
মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবা ॥
ণ সাগর পারে যাবেতে লক্ষ্মণ ।
মণের বাণাগ্নিতে মরিবা এখন ॥

লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার ।
বধিতে রাক্ষসগণে কি তাঁহার ভার ॥
আমার বচন রাখ হবে তব হিত ।
রামের শরণ লহ নহে বিপরীত ॥
সত্য করিয়াছ রাজা অগ্নি সাক্ষী করি ।
শ্রীরামের কার্য্য কর ছল দূরা করি ॥
সত্যবাদী লোক কহে সত্যের পালন ।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন ॥
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে ।
তেঁই সে রামের বাণে বালিরাজা মরে ॥
তেঁই সে পাইলা তুমি ছত্র দণ্ড ।
তেঁই প্রকাশন কৈলা কর রাজ্যখণ্ড ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে ।
যাঁর বাণে তাঁরে কি সামান্য বুঝ মনে ॥
ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবা নিষ্কৃতি ।
রঘুনাথ বিনা রাজা আর নাহি গতি ॥
হনুমান নিরপেক্ষ সুগ্রীব সম্ভাষে ।
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে ॥
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করিল আদেশ ।
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্যপুরী ।
দেখিয়া বানর সজ্জা লজ্জা পায় পুরী ॥
চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর ।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিবা অন্তঃপুর ॥
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে ।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে ॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্মুখে ।
ডাহিনে উঠিল তারা রুমা উঠে বামে ॥
যোড়হস্তে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন ॥
কোপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন ।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত নয়ন ॥
সুগ্রীব করিল সত্য অগ্নি সাক্ষী করি ।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলা চাতুরি ॥
রাত্রি দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে ।
বারেক না কর তত্ত্ব মত্ত রাত্রি দিনে ॥
পাইলা কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যানগরী ।
পাইলা কাহার গুণে তারা রূপোত্তরী ॥
পাইলা কাহার গুণে রুমা নিজ নারী ।
কাহার প্রসাদে তুমি রাজা অধিকারী ॥
সকল ভুলিয়া থাক তুমিতো নিষ্ঠুর ।
সাধিলা আপন কার্য্য সত্য করি দূর ॥

তোমার নিন্দা যেন ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে লোকে॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥
অধর্ম্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ।
দেখ ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ করি মনোরথ॥
এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে॥
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
বালী বধে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার॥
বালীরাজা কেবল মরিল একজন।
মরণে মরিবে তোর সর্ব্ব কপিগণ॥
দেখিয়াছ বালীরাজা গেল যেই বাটে।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে॥
মারিব অধর্ম্মী তোরে তাহে নাহি পাপ।
হেন বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ॥
প্রাণ লব আজি তোর বজ্র সম বাণে।
একত্র হইয়া থাক ভাই দুই জনে॥
ওরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার॥
পৃথিবীতে কে কোথায় হেন কার্য্য করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাক দূরে॥
রাম মিত্র বলিয়া দিলেন কোল তোরে।
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম জন্মান্তরে॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া॥
গুণের সাগর রাম দয়ার নাহি সন্ধি।
বালী মারি রাজ্য দিলেন সত্যে হই বন্দী॥
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥
ত্বরা করি কান্দিয়া উঠিয়া তারা রাণী।
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী॥
জ্যেষ্ঠ হইলে মিত্র সে হয় পূজিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত॥
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি স্থির।
রামকার্য্য সকলে করিবে কপিবীর॥
দূরদেশে পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥
সম্বাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে।
সম্বর সম্বর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে॥
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণেরে কোপ নাহি টুটে।
বসাইল হাতে ধরি তারা স্বর্ণখাটে॥
তারার বিনয় বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

সীতা উদ্ধার কার্য্যে সুগ্রীবের চৈতন্য।

পয়ার।

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়ি সে উঠিল ততক্ষণ।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন॥
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদে বাড়িলাম এ সম্পদে॥
হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার॥
সীতা উদ্ধারিবেন রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে॥
না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে॥
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ।
সেবক বৎসল রাম না করেন রোষ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্রীব রাজন।
রামকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন॥
রামকার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিলে ধর্ম্ম [illegible] অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর করিয়াছ সত্য দুই জন॥
শ্রীরাম আপন সত্যে হৈয়াছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ অধর্ম্ম অপার॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ॥
ক্ষমা কর কপীশ্বর করি পরিহার।
তোমারে দুর্ব্বাক্য বলা অতি দুরাচার॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত॥
ধর্ম্ম রাখ কর্ম্ম রাখ যে হয় বিহিত।
রামকার্য্য করিতে হইবে সাবহিত॥

লঘু-ত্রিপদী।

সাগর অপার, কে হইবে পার,
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
উপায় তাহে না হেরি॥
সুগ্রীব রাজন, কর আগমন,
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধার্য্য, কর মিত্র কার্য্য,
কর রামে ধৈর্য্যবান॥
রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

সীতা উদ্ধারার্থ কটক সঞ্চয়ের উদ্যোগ ও পূর্ব্বদিগে সীতার উদ্দেশে বানর প্রেরণ।

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক শীঘ্র আন হনূমান॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল বৈভব উদয় অস্তগিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও যে দূতগণে দেশ দেশান্তর।
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবা তাহারে চুলে ধরে॥
অন্য মত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবা তাহারে করি নিগূঢ় বন্ধন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর সঞ্চার॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে॥
হনূমান বাহির হইয়া উপনীত।
ত্রিশ কোটি বানর পাঠায় চারি ভিত॥
মেদিনী আকাশ যুড়ি চলে কপি সেনা।
যেন পঙ্গপাল যার নাহি যায় গণা॥
চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তরে।
পূর্ব্বদিকে চলি গেল নীল নাম ধরে॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি।
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি॥
হনূমান মহাবীর মহাপরাক্রম।
উত্তর দিকেতে যান করিয়া বিক্রম॥
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লক্ষ।
মহাশব্দে চলে সবে করে ডাক হাঁক॥
দুপ দাপ লম্ফে ঝম্পে কম্পে বসুমতি।
অতি কষ্টে ধরা ধরে কূর্ম্ম নাগপতি॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালীর কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা অনুসার॥
দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব যে বিলম্ব হইলে॥
বাঁচিব বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরাত্বরি আসিবা সকল কপিগণে॥
পাঠাইল সকলেরে বালীর নন্দন।
একেলা রহিলা রাজা বাড়ীর রক্ষণ॥
হইলেক দশ কোটি কপি অগ্রসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার॥
যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাকে ঝাকে।
দশদিনে আইসে সকলে থাকে থাকে॥
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল হুলস্থূল।
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফল মূল॥
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা ভিতর।
অসংখ্য বানর সব দেখি ভয়ঙ্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র সম্ভাষণে॥
সুগ্রীব পাঠান ঠাটে বলিল বচন।
মিত্র সম্ভাষণে আমি করিব গমন॥
সুগ্রীব করিতে যায় শ্রীরাম দর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয় বচন॥
বিষ্ণু অবতার তুমি রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোলোপর॥
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্র দরশনে চল যাই ত্বরা করি॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন॥
চতুর্দ্দোলে চড়েন তখন দুই জন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ॥

শঙ্খ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সর্ব্ব কটকের ধ্বনি ॥
কলরব শুনিয়া জিজ্ঞেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আইসে সুগ্রীব আপনি ॥
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন।
বন্দে বহুভাবে বীর মিত্র মহাজন ॥
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রাম বিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত বলবান ॥
রামের চরণে বন্দে করিয়া প্রণতি।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সুগ্রীব ভূপতি ॥
আদরে শ্রীরাম তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিয়া দিলেন আসন ॥
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর ॥
হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে নিত্য সকল মঙ্গল ॥
বালীকে মারিয়া মোরে দিলা রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি নারি তব ধার ॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড ॥
সীতা উদ্ধারিবা তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে ॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বত শিখরে ॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সম্বাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ॥
দুরন্ত বানর সৈন্য না হয় গণন।
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥
তিন কোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবেশিবে সর্ব্বত্রে দুর্জ্জয় কপিগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার ॥
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে।
উদ্ধার আপনি সীতা আপনার গুণে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়।
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায় ॥
তোমার সৃজন সৃষ্টি এতিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল ॥
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য ধন্য মানি এত দিনে ॥
আমিত বানর জাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি ॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতার উদ্ধার।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন আহার ॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবেত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
সুগ্রীবের ভাগ্য কথা কে কহিতে পারে।
শ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে ॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥
অপূর্ব্ব না গণি সূর্য্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার ॥
অপূর্ব্ব না গণি মেঘে বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র মানি হে কেবল ॥
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী যুড়ি আইসে কপিগণ ॥
সহস্র কোটি বানরের আইল শতাবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি ॥
গবাক্ষ শরভঙ্গ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন ॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম্র আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশ কোটি কপি সৈন্য আইল নীলাক্ষ ॥
বানর সহস্র কোটি সংহত প্রমাথি।
আইল আপন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি।
প্রমাথি বানর বলি কর্ণে যদি লড়ে।
দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে ॥
সত্তরি যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান ॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর পঞ্চাশ কোটি সহিত বিভঙ্গ ॥
বানর সত্তরি কোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতি স্থান সে মলয় গিরি ॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বিনত সেনাপতি।
বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি ॥
ধূম্রাক্ষ আইল যে সুগ্রীবের শালা।
গগণ যুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা ॥

সম্পাতি বানর আইল সৌবর্ণ বরে ।
দেখিলে বিপক্ষ যার পলাইয়া ডরে ॥
আইল সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর ।
তিনকোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥
ভল্লগণ সহিত আইল জাম্বুবান ।
দুর্জ্জয় আইল মহাবীর হনুমান ॥
যুবরাজ আইল সে বালির কুমার ।
বানর সহস্র কোটি যার পরিবার ॥
শত লক্ষ বানরেতে এককোটি জানি ।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন ।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ ॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব গণি ।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ জানি ॥
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন ।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি ।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি ।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার ।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
নদ নদী বাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত ।
সর্ব্ব ঠাট যুড়িলেক মাসেকের পথ ॥
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা সৈন্য নানা দেশে ।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার ।
তবেত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার ॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি ।
নানা দেশে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই ।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে ঠাঁই নাই ॥
সুগ্রীব বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে ।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে ॥
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন ।
সীতা অন্বেষণে তুমি করহ গমন ॥
নদ নদী গিরিবে মিলিবে কত দেশ ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
যত যত পুণ্যদেশ দেখ পুণ্যস্থান ।
সকল বানর লৈয়া করিবা পয়াণ ॥

স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে ।
গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে ॥
তরিহ সরযূনদী পুণ্য তরঙ্গিণী ।
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥
দুই কূলে বন্দ হতে অযোধ্যে গোমতী ।
গোমতী তরিয়া পার পাবে সরস্বতী ॥
অপূর্ব্ব নগর দেশ দেশ কোকনদ ।
কপালের দেশ যাও পাণ্ডব মগধ ॥
ব্রহ্মপুত্র তরি ভবে করিহ প্রবেশ ।
মন্দর পর্ব্বত বাহিহ কিরাতের দেশ ॥
যাইবে কর্ণাট দেশ আর পাকটীলে ।
কিরাত জাতিরা আছে অত্যাকুলরূপে ॥
কনক চাঁপার মত শরীরের বর্ণ ।
উঠান থালার মত ধরে দুই কর্ণ ॥
কালাহেন মুখখান তাম্রবর্ণ কেশ ।
এক পায়ে চলে পথ বলেতে বিশেষ ॥
জলের ভিতরে বৈসে মৎস্যবৎ মুখ ।
মানুষ ধরিয়া খায় পাইলে সম্মুখ ॥
বলিয়া মানুষ ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি ।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥
সীতা লৈয়া থাকে যদি কিরাতের ঘর ।
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বর ॥
শুবত পর্ব্বত বাইহ কিরাতের পার ।
দেবগণ করে কেলি নিত্য রব তায় ॥
সর্ব্বকাল আইসে তথায় পুরন্দর ।
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
তার পূর্ব্বদিক বাইহ ক্ষীরোদ সাগর ।
শ্বেত গিরি দেখিবা সে ক্ষীরোদ উপর ॥
শ্বেত নাগ বসে তথা সহস্র শেখর ।
সহস্র ফণায় আছে দেব মহেশ্বর ॥
সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি ।
মণির আলোতে তুল্য দিবস রজনী ॥
ক্ষীরোদ সাগর করে পৃথিবী ধবল ।
শ্বেত গিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল ॥
শ্বেতনাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা ।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিন জনা ॥
সকলে বন্দিয়া সে অনন্ত মহারাজ ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কায ॥
উদয় পর্ব্বতে বাইহ তার পূর্ব্বদিকে ।
স্বর্ণতাল বৃক্ষ তথা আছে চারিযুগে ॥
মণি মাণিক্যেতে বান্ধিয়াছে তার গুঁড়ি ।
কনক রচিত তার শোভিত বাগুড়ি ॥

দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর ॥
অন্বেষণ কর যথা সীতা মনোহর ॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ ।
কালোদক পর্ব্বতেতে করিহ প্রবেশ ।
সে পর্ব্বতে আছে সরোবর কালোজল ।
তিন কোটি সর্প থাকে সেই স্থল ।
সর্প যদি চাহে তাকে সর্ব্বলোক মরে ।
তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ডরে ॥
নদ নদী গিরি গুহা খুঁজহ বিস্তর ।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ ।
লোহিত পর্ব্বত গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার ।
ত্রিযোজন নদী তাহে বিষম পাথার ॥
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর ।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর ॥
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ হয়ে ।
চারিযুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে ॥
সোণার শিমুলি গাছ সর্ব্ব গায় কাঁটা ।
সুবর্ণের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা ॥
জলে হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তদুপরে ।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করহ প্রবেশ ॥
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন ।
সাবধানে পার হইও সব কপিগণ ॥
উদয় গিরির অঙ্গ সব স্বর্ণময় ।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয় ॥
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে গতায়াত ॥
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান ।
বালিখিল্য নামে মুনি বিখ্যাত প্রধান ॥
উদয় গিরির পূর্ব্বে নাহি সূর্য্যোদয় ।
অন্ধকার ময় দেশ জানিহ নিশ্চয় ॥
সে দেশে কখন নহে আমার গোচর ।
দেখিয়া উদয় গিরি ফিরিবা বানর ॥
যাইতে উদয় গিরি লাগে এক মাস ।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ ॥
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে ।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥
বানর কটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায় ।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্বদিকে যায় ॥

কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব মধু বাণী ।
অদ্ভুত রচিত পূর্ব্বদিকেতে পাঁচালী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি ।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥
শয়ন স্বপন রাবণ রাজা রাবণ স্বপন রাম ।
শমন তখন না হয় গমন যে মুখ রামের নাম
চণ্ডালে যাহার দয়া বড় সকরুণ ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা ।
পাষাণে মনুষ্য করে নৌকা করে সোণা ॥
রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা ।
সংসারে তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা ॥
শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণে যায় ।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥

—০::০—

দক্ষিণে সীতার উদ্দেশে বানর প্রেরণ করেন ।

দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে ।
বড় বড় বীর পাঁচে সেইত দক্ষিণে ॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান ।
পবন নন্দন পাঁচে বীর হনুমান ॥
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধাপতি ।
নল নীল পাঁচিলেক মুখ্য সেনাপতি ॥
সুগ্রীব বলেন সৈন্য শুন সাবধানে ।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে ॥
যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ ।
যত যত গিরি আছে করিবা প্রবেশ ॥
উত্তম মধ্যম স্থানে করিহ প্রবেশ ।
যে রূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী ।
যাবে অশ্বমুখ গিরি নদী যে কাবেরী ॥
পাইবা পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্র শিখর ।
নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥
পরেতে কলিঙ্গ দেশ যাইবা উৎকল ।
মলয় পর্ব্বত গিয়া দেখিবা কেবল ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর ।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর ॥
তাহার দক্ষিণে যাইহ সাগরের তীর ।
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর ॥
সুগন্ধি চন্দন নিরখিবা সারি সারি ।
সাগরের পার যাইহ স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥

মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগর ভিতর।
সলিল হইতে উঠে সহস্র শিখর॥
সোণার পর্ব্বত দশ দিকের প্রকাশ।
সহস্র শিখরে উঠে যুড়িয়া আকাশ॥
পবনের মিতা সে সূর্য্যের বড় সখা।
যার পাশে থাকে তারে নাহি দেয় দেখা॥
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষম রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে দুষি॥
বিষম রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে।
বার শত জীব জন্তু গিলে একেবারে॥
সত্তরি যোজন তনু আছে পরিসর।
দুই শত যোজন দীর্ঘ উচ্চে কলেবর॥
অর্দ্ধ তনু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
তাহা দেখি বীরগণ না পাইহ ত্রাস॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ॥
সাগর তরিবা সবে শতেক যোজন।
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ॥
চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কা গড়।
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়॥
খুঁজিবা লঙ্কার মধ্যে সীতা লঙ্কেশ্বর।
যত্ন পুরঃসরে তথা সকল বানর॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বিন্ধ্যাগিরি মধ্যে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
অন্বেষণ করহ তথায় কপিগণ।
বিশ্বকর্ম্মার পুরী সেই সোণার গঠন॥
অগস্ত্যের ঘর বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
নানা রত্ন নানা ধাতু পর্ব্বত ভূষিত॥
বীরগণ অন্বেষিহ শিখরে শিখর।
যত্ন করি দেখ তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি তাহাদের না পাও দর্শন।
ঋষভ পর্ব্বতে যাইহ সব বীরগণ॥
অগস্ত পর্ব্বতে গিয়া দেখিবা দক্ষিণে।
দশ দিক আলো করে সোণার কিরণে॥
গন্ধর্ব্ব আছয়ে তথা স্বর্ণ পঞ্চ গড়।
অন্য কে যাইতে পারে তাহার নিয়ড়॥
আনিতে তথার রত্ন যদি যত্ন হয়।
বিষম গন্ধর্ব্ব তথা করিহ সে ভয়॥
যমলোক করণেতে হইবে অনর্থ।
তাহা না লইবে কেহ শুনহ যথার্থ॥
বিষম দুরন্ত তারা সেইক্ষণে মারে।
তেকারণে দ্বন্দ্ব নাহি কোন জন করে॥
সাবধানে চাইহ তথা শিখরে শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিহ দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
যমের দক্ষিণ বাড়ী করিহ প্রবেশ॥
জীয়ন্তে যমের বাড়ী কার নাহি শক্তি।
যমের দক্ষিণে নাহি চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি॥
যমের দক্ষিণ দিকে মহা অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি চিনি সব একাকার॥
যমের দক্ষিণে নাহি আকার যোজন।
যমপুরী হইতে যে ফিরিহ বীরগণ॥
যমপুরী যাইতে আসিতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যেই বীর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
আনিবে সীতার বার্ত্তা শীঘ্র যেই জন।
বাড়াব তাহারে আমি সহ বন্ধুগণ॥
সীতারে দেখিয়া যে আসিবে এক মাসে।
সদা বদ্ধ হইয়া থাকিব তার পাশে॥
সুগ্রীব বলেন শুন পবননন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মম মন॥
অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মম মতি॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হই পার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কেবা দেখে সীতা তৈছা নাহি দেখি॥
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন॥
হনুমান সহ তার নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত॥
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন॥
বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ শরীর যেন ঝাকে ঝাকে উড়ে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাসে॥

পশ্চিমে সীতার উদ্দেশে তারার প্রেরণ।

দেখাবে দেখিবা ক্রমে পর পরী দেশ।
সাবধানে সে পর্ব্বতে করিবা প্রবেশ॥
সুস্থান কুস্থান না করিবে বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীরে করিবা মন্ত্রণা॥
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ কাবেরীর তীর।
কপিধ্বিনী দেশ যাইও অতি সে গভীর॥
তাহার নিকটে আছে কেতকী কানন।
দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন॥
দুই পাশে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবা হে ত্রাণ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তাল বনে।
সুধা পাসরিবা সবে সে তাল ভক্ষণে॥
তাহার পশ্চিমে যাইও পাটনে পাটন।
হিঙ্গুলিয়া গিরি তথা অদ্ভুত গঠন॥
তার পূর্ব্ব সিন্ধুনদী পশ্চিমে সাগর।
মধ্যে হিঙ্গুলিয়া গিরি অত্যুচ্চ শিখর॥
অন্বেষণ করিবা সেখানে সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন অসাধ্য কি তাই॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রনাথ পর্ব্বতেতে করিবা প্রবেশ॥
পশ্চিম সাগর তীর একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে করিও অন্বেষণ॥
চক্রপাড় গিরি করে আলো দশদিগে।
সাবধানে খুঁজও সকলে এক যোগে॥
বিষ্ণুচক্র সেখানে অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাতে চক্র অদ্ভুত আকার॥
হয়গ্রীব অসুরে মারেন গদাধর।
অসুরের হাতে চক্র পরমসুন্দর॥
সেই অসুরের হাতে চক্র লক্ষ্মী করি।
সেই অসুরের হাতে শঙ্খ চক্রধারি॥
সে পর্ব্বতে আরোহিয়া সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিবা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
চন্দ্রনাথ ছাড়াইলা পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ পর্ব্বতে যাইও নির্ম্মল কাঞ্চন॥
বিশ্বকর্ম্মা রচিলেন বরুণের ঘর।
হীরক মাণিক্যময় তথা মনোহর॥
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূরে।
মকর নামে অসুর নিবসে প্রচুর॥
বরুণের সহিত সে টানাটানি করে।
তেকারণে বরুণ তাহারে নাহি মারে॥
সেখানে হইও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ॥
অপ্রমত্ত রূপে তত্ত্ব করিবা তথায়।
আমারে কহবে যুক্ত এই প্রতিজ্ঞায়॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
দেখিবা পর্ব্বত সেই কনক রচিত।
ষাটি সহস্র পর্ব্বতে সে বেষ্টিত॥
তথা ষাটি সহস্র পর্ব্বতের উপর।
সে ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময়॥
সোণার খজ্জুর বৃক্ষ সুমেরু উপরে।
দশ দিগ আলো করে দশ শাখা ধরে॥
তথা আসি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করী।
দিবা অন্ত যায় তথা আইসে শর্ব্বরী॥
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানা মত ফুল ফল আছে সুখে সুখে॥
গন্ধর্ব্ব নৃত্য করে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তক করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে॥
পরিসর তিন লক্ষ দুই শত যোজন।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব অধিষ্ঠান।
সুমেরুর উপর সকল রম্যস্থান॥
নিমিষে সূর্য্যের গতি করয়ে গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করয়ে ভ্রমণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুমেরু গোচর।
দেবগণ কেলি তথা করে নিরন্তর॥
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
এক দিক দিন হয় আর দিক রাতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যাপিত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকলে অধিষ্ঠান॥
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকার ময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার পশ্চিমে নাহি আমার গোচর।
সুমেরুর পর্য্যন্ত দেখি আসিয়া হে ঘর॥
সুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস।
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ॥
যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে।
সবংশে মরিবা সেই আপনার দোষে॥

...িল সকল ঠাঁই সুগ্রীব আদেশে ।
...ত্তর দিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥

উত্তরে সীতার উদ্দেশে বানর প্রেরণ
ও গঙ্গার মহাত্ম্য কথন ।

সুগ্রীব বলেন শুন বীর শতবলি ।
...ব সৈন্য চলিতে পশ্চাতে লাগে ধুলি ॥
...নয়ের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি ।
...লিবা উত্তরদিকে আমার আরতি ॥
...মুন দ্বিবিধ নরবিদল ভূধর ।
...র আর আছে তব প্রধান বানর ॥
...ত বলি বলি হে উত্তর তব দেশ ।
...ত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ ॥
...ত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান ।
...থা সীতা অন্বেষিও হয়ে সাবধান ॥
...ার উত্তর যাবে দেশ যে বর্ব্বর ।
...মালয় গিরি যাবে যথা হিমধর ॥
...র্য্যের কিরণ যেন জন্তু সব দেখে ।
...গীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আইলে ॥
...হার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি ।
...থা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী ॥
...ন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে ।
...গীরথী গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥
...রায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে ।
...পিরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে ॥
...বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা ।
...রিবেন বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
...ছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া ।
...ল সে বৈকুণ্ঠ পুরী গঙ্গাজল পাইয়া ॥
...বংশে ভগীরথ নামে মহীপাল ।
...া হেতু তপস্যা করিল বহুকাল ॥
...রাধন ব্রহ্মার করিল বারে বার ।
...র পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহার ॥
...ীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল ।
...ার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল ॥
...ব সেবা করে দশহাজার বৎসর ।
...ব শিব আইলেন তারে দিতে বর ॥
...ীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন ।
...া দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন ॥
...পিতৃলোক ভস্ম হয়েছে পাতালে ।
...া পরশন হৈলে স্বর্গ যাবে চলে ॥
...াধব বলেন না জানি সে গঙ্গায় ।
...আজ্ঞা করেন গঙ্গা থাকেন কোথায় ॥

ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে ।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ॥
অষ্টবক্র মুনি কহিলেন সব স্থান ।
আপনি কহিয়া প্রভু গঙ্গার বিধান ॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদ্রিত নয়নে ।
গঙ্গার জনম তত্ত্ব জানিলেন মনে ॥
তত্ত্বজ্ঞান মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায় ।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায় ॥
আগে যান ভগীরথ করে শঙ্খধ্বনি ।
হিমালয়ে উঠিলেন দেব তরঙ্গিণী ॥
সবে বলে সাধু সাধু ভাল ভগীরথ ।
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ ॥
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান ।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান ॥
পবিত্র হইল গঙ্গা পরশে সংসার ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকের উদ্ধার ॥
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে ।
বহু পাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা দরশনে ॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য গীত রচে কৃত্তিবাস ॥
দেখ হিমালয় গিরি বহু আয়তন ।
তথা যত্নে অন্বেষিও জানকী রাবণ ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
তাহার উত্তরদেশে করিহ প্রবেশ ॥
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল ।
বৃক্ষ নাহি গিরি নাহি নাহি তাহে জল ॥
দুই শত যোজনের পথ সেই দেশ ।
পাইবা অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ ॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান ।
শীঘ্র যাবা আসিবা তবে সে পরিত্রাণ ॥
কৈলাস পর্ব্বত যাও তাহার উত্তর ।
দশদিকে আলো করে সহস্র শিখর ॥
যোজন সহস্র ত্রয় তার আয়তন ।
উচ্চেতে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন ॥
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী পুররিপু যার ।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতী সহায় ॥
আর এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী ।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী ॥
তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা ।
তার জল রাঙ্গা বর্ণ যেন মুক্তপলা ॥
ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায় ।
সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষ তীরে শোভা পায় ॥

সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিনমূর্ত্তি ধরে।
চমৎকার হবে তথা সকল বানরে॥
এক শৃঙ্গে রূপ তার যেন চন্দ্রকলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণিমালা॥
অন্য শৃঙ্গে রাঙ্গাবর্ণ সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া যুড়েছে আকাশ॥
সেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখর।
যত্ন করি অন্বেষিও সকল বানর॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উদ্দেশে যাবা তাহার উত্তর॥
তাহার উপরে এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবা সে অতি চমৎকার॥
স্বর্গ জম্বুবৃক্ষ সেই সোণার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার॥
সকলের মুখ্য করি জম্বুদ্বীপ কয়।
অন্য যত দ্বীপ জম্বুদ্বীপ তুল্য নয়॥
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে এই জম্বুদ্বীপ বলি॥
চারি ডালি ধরে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড় সে গাছের গোড়া॥
সীতা লয়ে যদি থাকে তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর॥
মন্দর পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর॥
সর্ব্বস্থলী বলিয়া মণ্ডলেতে বিখ্যাতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি॥
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর॥
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবা সীতা দশানন॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তর যাবা মহেশ সাগর॥
মহেশসাগরে জন্মে বহু মূল্য ধন।
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর শতেক যোজন॥
অস্তাচল পর্ব্বত সাগরের ভিতর।
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র শিখর॥
দেখিয়া হইব সবে সভয় অন্তর।
অন্বেষিও সাবধানে মহেশ সাগর॥
সোণার পর্ব্বতে দশদিক সুপ্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ॥
সোণার পর্ব্বত গোটা দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম॥
রাবণ সে মহেশেরে পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে গিয়া থাকেত রাবণ॥
অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখর।
পাইতে পারিবা তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
কিন্তু মায়া জানে সে পাপীষ্ঠ দশানন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন॥
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে॥
দেবগণে যার ডরে এক পাশ হয়।
সবে মাত্র বালী স্থানে তার পরাজয়॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে গিয়া করহ প্রবেশ॥
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দেখি লাগিবেক ভয়।
ভয়ানক স্থান সেই অন্ধকার ময়॥
দূর হইতে পর্ব্বতে করিবা দরশন।
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ॥
সেপর্ব্বত রাখিয়া দক্ষিণে কি বামে।
তাহার উত্তরে যাবা গিরি দ্রোণ নামে॥
দ্রোণ গিরি দেখিয়া হইবা বড় সুখী।
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী॥
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর॥
চন্দ্র তেজ নাহি তথা সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ॥
কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে।
শূন্যা নামেতে নদী তাহার উত্তরে॥
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন।
উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন॥
ম্লেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বংশে করি ভর॥
তাহার উত্তর যাবা সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষিতে বৈসে॥
যাহা চাবা তাহা পাবা মিষ্ট বৃক্ষফল।
স্বর্ণপদ্ম জন্মে তথা সোণার উৎপল॥
নানা রত্ন মাণিক সে জলেতে উপজে।
রক্তবর্ণ নদীজল মাণিক্যের তেজে॥

নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে ।
ক বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোক যা ধরে ॥
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল ।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল ॥
অহঙ্কারে যেমন না মানিল আমায় ।
ীবিত হইবি দিনে রাত্রে মৃত প্রায় ॥
সেই শাপে মৃত থাকে সমস্ত রজনী ।
প্রভাত হইলে বাঁচে সকল রমণী ॥
নিশীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন ।
প্রভাতে উঠিয়া করে সংগীত নর্ত্তন ॥
হু রত্ন পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন ।
ত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গণন ॥
বধান হয়ে যাবে সব কপিগণ ।
কুতে খুঁজিও তথা জানকী রাবণ ॥
হার উত্তর য'ে অনন্ত সাগর ।
হা হৈতে হেমগিরি নামে গিরিবর ॥
কল পর্ব্বত মধ্যে হেমগিরি সার ।
কল পর্ব্বত তিনি শিখর তাহার ॥
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি ।
হমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি ॥
তাহার উত্তরে নাহি ভাস্করের গতি ।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ॥
তাহার উত্তরে নাহি আমার গমন ।
এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবা সর্ব্বজন ॥
ই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি ।
ই অবধি আছে জীব জন্তুর বসতি ॥
মগিরি যাইতে আসিতে একমাস ।
সের অধিক হইলে সবার বিনাশ ॥
সেকের মধ্যে যেই বীর না আইসে ।
বংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥
কল দেশের কথা কহিনু সবাকে ।
যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিব তাঁকে ॥
র্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন স্থান ।
হা বিনা সৃষ্টি নাই শাস্ত্রের বিধান ॥
ত দেশ কহিলাম যাইবা সাহসে ।
সীতাদেবী আনি দিব শ্রীরামের পাশে ॥
আনিতে না পারি যদি সীতা ঠাকুরাণী ।
আমি গিয়া করিব তাহার মহাহানি ॥
মাসেকের মধ্যেতে আসিবা বীরগণ ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ ॥
গ্নি সাক্ষী করি হয়েছে অঙ্গীকার ।
প্রাণপণে আনি সীতা করিব উদ্ধার ॥

সর্ব্ব স্থানে যাব আমি যত দূর সংখ্যা ।
তার পর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
মালসাট মারে বহু যেন করতালি ।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলি ॥
কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ ॥
পাতালে থাকেন সীতা পাতালে প্রবেশি ।
সাগরে থাকেন যদি তাহা আনি শুষি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কেন হও খিদ্যমান ।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান ॥
কি হেতু শ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন ।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান ॥
আসিতে যাইতে মোর যৌতুক ব্যাজ ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ ॥
শুনি শতবলির সে বিক্রম বচন ।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীব রাজন ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে ।
উত্তর দিগের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥

পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমে সীতার উদ্দেশ না হওন বার্ত্তা ।

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়াত নাম ।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীরাম ॥
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত ।
কেমনে জানিলা মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত ॥
কহেন সুগ্রীব শুন রাম গুণাধর ।
বালী ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥
সপ্তদ্বীপ মহীবালী নিমিষেতে যায় ।
কোন দেশে যাব আমি না পাই উপায় ॥
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে ।
মুহূর্ত্তেকে দেখা পাইলে তখনি মারিবে ॥
বালী সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ভ্রমি সে কারণে ॥
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায় ।
বড় ভয় বালী রাজা দেখা যদি পায় ॥
দেখা পাইলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর ।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর ॥
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর ।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ॥
সাগর অবধি আনি এ তিন সংসার ।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করিলে শতবার ॥

যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত।
সে কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে॥
খদ্যোৎ (?) দুঃখের কথা কহিল যে হনুমান।
সেকারণে করিলাম হেথা অবস্থান॥
চারি পাত্র প্রবিলাম হয়ে সশঙ্কিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত॥
এইরূপে দুই মিত্র প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ এক মাস॥
এক দিন পূর্ব্বদিক হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি॥
না শুনি সীতার বার্ত্তা আত্ম রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে॥
নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ করে সুগ্রীব সুহৃৎ॥
দক্ষিণদিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিক গিয়াছে যত প্রধান বানর॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্য সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন॥
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর॥
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
হনুমান পাবে সীতা না করিহ ভয়॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামের গুণ কথন।

রাম নাম বল ভাই এই বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনে গতি নাহি আর॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল হয় রামায়ণ শুনে॥
এমন রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পদস্পর্শে পাষাণ শিলা নৌকা হয় সোণা॥
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেলে দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হৈয়ে।
কড়ি দিয়া পার করে তারে দলি নারে॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি কর পার তবে জানি রাম॥
যোগ তন্ত্র মন্ত্র বেদ জপ সব জানে।
তুমি কি তরাবে তারে তরে নিজ গুণে॥
আমার সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কি।
কর বা না কর পার কূলে বসিয়াছি॥
নায়ের অভাব আমি জানি ভালে ভালে
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে।
আপনি সে ভাল প্রভু আপনি সে গড়
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
প্রভু হৈয়া আজ্ঞা দিয়া ভৃত্য হৈয়া মার
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবা।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবা॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তারে॥
অহল্যা পাষাণ হৈয়া ছিল দৈবদোষে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুটি পদ করিয়াছ তরণী॥
তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥
রাম নদী বহিয়া যায় দেখহ নয়নে।
উহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে॥
কেনেরে পামর লোক পার হবে যদি।
মন তরিয়া পার কর বয়ে যায় নদী॥
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায় লোক দাণ্ডাইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ ক(হি)তে কি পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি॥

দক্ষিণে পাতালে সীতা অন্বেষণের বৈফল্য বিবরণ।

তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণ দিকের কথা শুন হে এখন॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াণ।
বিন্ধ্যাগিরি ভ্রমণেতে গেল এক মাস॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর॥
বিষম দণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানর সৈন্য করিল প্রবেশ॥

পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ তনয়।
দশবর্ষ বয়স সুন্দর অতিশয়॥
ঐ বনে বনজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল॥
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার।
কোন জীব জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার॥
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ॥
অন্য বন তাহারা দেখিলেক সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বন ঢুকে॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
কহিল অঙ্গদ বীর বুঝিতে তাঁহারে॥
আর বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা করিয়া বেড়াই তোর অন্বেষণ॥
অঙ্গদে রাক্ষসেতে লাগিল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি॥
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সোসর।
আচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
ক্ষণে হেঁটে অঙ্গদ ক্ষণেক সে উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে॥
অঙ্গদ মুকটি মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষসেরে মারিয়া বসিল সেই স্থানে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে॥
অবসাদ কপি সৈন্য বৈসে গাছতলে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে॥
আইলাম জানিতে জানকীর বিশেষ।
হইল মাসের ঊর্দ্ধ না যাইব দেশ॥
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল হেন কথা।
চাহিলাম সর্ব্ব বন আর যাব কোথা॥
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিব আমি কহিলাম নিশ্চয়॥
চারি দিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে।
দেখ দেখি কোন বীর কি করি আইসে॥
যে হউক সে হউক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম স্থান॥
সীতা না পাইলে হত সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম দেখে অন্য জন॥
তার পর লক্ষ্মণ মরিবে তার শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যমলোকে॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জল নাই পক্ষী তথা করে কিল কিল॥
খাল খোল না দেখি নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাহি পক্ষ শুনি কিসের কারণে॥
কেহ বলে দেখি ইহা হয় কি কারণ।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সর্ব্ব কপিগণ॥
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে॥
চারি দিকে চাহে নাহি হয় দরশন।
শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগণ॥
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তি নাহি মহা অন্ধকার॥
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে॥
যে হউক সে হইবে সাহসে করি ভর।
সকল বানর যাব সুড়ঙ্গ ভিতর॥
হাতাহাতি করি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর॥
দৈবে হয় হউক আমা সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম জানিব কারণ॥
সুড়ঙ্গে প্রবেশি করি জলের বিচার।
সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার॥
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি নড়ি।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি॥
হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার।
সকল বানর ভয়ে ভাবিল অসার॥
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে॥
কেহ বলে নাহি যাব যা হবার হবে।
আইনু সুড়ঙ্গ পথে কেন ফিরে যাবে॥
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ॥
অন্ধকারে যায় সবে আগে হনূমান।
হাতে নড়ি করি যেন লইয়া যায় কাণ॥
আগে হনূমান বীর চলিল সাহসে।
অন্ধলোকে চলে যেন পড়ে আগে পাছে

বীরগণ বলে শুন পবননন্দন।
প্রকাশ পাইব যেতে কতেক যোজন॥
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ।
হনুমান বলে কেহ না করিহ ত্রাস॥
আমি সঙ্গে যাব তব বিপদ কি আছে।
সকল বানরগণ আইস মোর কাছে॥
যোজন শতেক গেলে হবে হুই পার।
এক গৃহ আছে তথা অদ্ভুত আকার॥
হনুমানের বাক্যে সাহসে করে ভর।
ফিরে ফিরে চলে তথা সকল বানর॥
হনুমান মহাবীর বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবাকে করিল পার করি হাতাহাতি॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মে সকলে সঙ্কটে হইল পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার॥
সোণার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখি স্বর্ণময় মাছ॥
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানরগণ হইল বিস্ময়॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা স্বর্ণ অবিশেষ।
সবে বলে হনুমান এই কোন দেশ॥
নানা ফুল ফল দেখি সুগন্ধি বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করে আশ॥
অন্ন জল পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃখিত।
ফল ফুল দেখি বড় মনে হরষিত॥
পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে॥
ত্রিশত প্রকোষ্ঠ যেন ভিতর আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগত প্রকাশ॥
সুন্দরী সে কন্যা বুঝি হরের ঘরণী।
[illegible]তিলোত্তমা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু।
কপালে সিন্দুর কোটা প্রভাতের ভানু॥
গমন চঞ্চলা কানে কুণ্ডলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরচনা শোভা করে অতি।
অলকা তিলকা রেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাতি॥
রতন রঞ্জিত তার পাদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব॥
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটিমাঝে।
রতন নূপুর পায় রুনুঝুনু বাজে॥
পৃষ্ঠে লোটে লম্বিত ঝাপে প্রবালের ঝাঁপা।
শরীর কায় গর্ব্ব করে গজরাজ চাঁপা॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্ধ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥
দুই পায়ে শোভিত পরেছে গোটা মল।
ব্রহ্মচারি আদি লোক দেখিয়া পাগল॥
পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যারূপে আলো করে রসাতল পুরী॥
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
যোড়হাতে বলে বীর পবননন্দন॥
আমরা বনের পশু বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা॥
রাজ ভার গছিয়াছি জীবন অসার।
খাল ভোক বন টান চাহিনু সংসার॥
তুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সব আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি॥
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ কন্যা তুমি কার প্রিয়া॥
বড়ই কাতরা মোরা হয়েছি এখন।
পরিচয় দেহ কন্যা তুমি কোনজন॥
কাহার বসতি ঘর কার সরোবর।
কৃপা করি কহ কন্যা শুনি আখ্যান্তর॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা দিব্য সরোবর।
কার পুরী আসিলাম বড় বাসি ডর॥
কন্যা বলে শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ মম পিতা হয়॥
স্বয়ম্প্রভা আমার নাম হেমা মম সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি॥
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে॥
ময় নামে দানব রচিত এ আবাস।
হেমা সহ ময় করে এথা [illegible] বিলাস॥
নৃত্যেতে নর্ত্তকী হেমা গানেতে গায়নী।
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি॥
রূপে ময়দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা।
অবিরত রতি করে তার নাই ক্ষমা॥
রাত্রি দিন রমণে হেমার হয় ক্লেশ।
উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ॥
দানবের শঙ্কাতে পলায় হেমা ত্রাসে।
দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে॥
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া।
এই বেলা পলাও যে সেই পথ দিয়া॥
বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টমন।
এখান হইতে যাহ সব কপিগণ॥

কোন জন হইতে পাইলা উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ॥
শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার॥
হনূমান বলে কন্যা শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত সব কপিগণ॥
রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ গুণ শ্রেষ্ঠ মহিমা অপার॥
আইলেন পিতৃবাক্য পালিতে কানন।
তার সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম রমণী সীতা পরম সুন্দরী।
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী॥
বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ॥
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর॥
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।
হইলেক উভয়ের সখ্য সংঘটন॥
বালী বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে॥
সুগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ॥
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হইলে বড় বাসি ভয়॥
গাছে হইতে দেখিয়া আমরা এ সকল।
জলের উদ্দেশে আইলাম এই স্থল॥
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায়।
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায়॥
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয় পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল॥
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা॥
ইচ্ছামত ফল খাও যত আইসে মনে।
শুনিয়া হরিষ চিত্ত যত কপিগণে॥
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে উঠে গিয়া গাছের উপর॥
দুই হাতে ফল খায় ভাঙ্গে আর ডাল।
মধু গন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল॥
ফল ফুল খাইয়া করিল খাখা চৈট।
নড়িতে চড়িতে নারে পেড়া হৈল পেট॥
স্বর্ণথাল লইয়া বসিল পথোপরে।
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে॥
কতগুলা পাকা ফল নিঙ্গড়িয়া খায়।
আধখাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায়॥
কত ফল কামড়িয়া খায় কতক চুষি।
উদর পুরিল রসে মনে মনে খুসি॥
করিয়া বানরগণ উদর পূরণ।
নিবেদন করি বন্দি কন্যার চরণ॥
তোমার প্রসাদেতে খণ্ডিল সব ক্লেশ।
কোন পথে বাহিরিব কহ উপদেশ॥
যাবৎ এখানে কন্যা দানব না আইসে।
তাবৎ বাহির হইয়া যাই অন্য দেশে॥
বড় ভয় হয় কন্যা দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে॥
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল॥
পলায় বানরগণ পাছু পানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে দেখায়॥
পরাণে মারিবে তবে কার নাহি রক্ষা।
উপায় কি বল দেখি এ কন্যা সপক্ষা॥
সুড়ঙ্গের বাহে কন্যা হইয়া বাহির।
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর॥
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ॥
শ্রীরামের অগ্রে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ॥
অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি।
মহামন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
তারকব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা।
চারি বেদ বিচারিয়া দিতে নারে সীমা॥
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ।
পাষাণেতে নিশান রহিল তাঁর গুণ॥

সীতা অন্বেষণার্থে অঙ্গদ হনূমানাদির মন্ত্রণা।

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল অঙ্গদ গোচর॥
পাতালে প্রবেশি খোঁজা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা সন্দেশ॥

বানর কটক বাধা তুমি উর্দ্ধ দেশে ।
অনুমান করে এই পাখীর সমাজে ॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান ।
আমার বচনে তুমি কর অবধান ॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন ।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন ॥
কোন জন না করিল শ্রীরামের কায ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ ॥
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর ।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড় কুমার ॥
রাম বনবাস হেতু সীতার হরণ ।
সীতা লাগি বিদেশে মরেন কপিগণ ॥
সম্পাতি বলেন কে জটায়ু মৃত্যু কহে ।
সোদরের মৃত্যু শুনি মোর প্রাণ দহে ॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ ।
উড়িয়া যাইতে নারী তোমাদের পাশ ॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু বিনাশ ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ ॥
কপিগণ বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান ।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ ॥
নড়িতে চড়িতে নারে অত্যন্ত দুর্ব্বল ।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল ॥
হনুমান বলে ভাই অবশ্য মরণ ।
এ বৃদ্ধ পক্ষিকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ ॥
হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি ।
আনিলেক ধরাধরি করিয়া সম্পাতি ॥
পক্ষিরাজে বসাইল বানর সমাজ ।
যোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ ॥
বালী সুগ্রীবেরে জান দুই সহোদর ।
কতকাল বিবাদ করিল পরস্পর ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন ।
সঙ্গে যোড়াইল তার জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে বন ।
শূন্য ঘর পারে সীতা হরিল রাবণ ॥
সীতা লাগি ভ্রমেন তো শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয় ।
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয় ॥
অগ্নি সাক্ষী করি দুইজনে সখ্য করে ।
পরস্পর উপকার করে পরস্পরে ॥
দুই জনে সখ্যে বদ্ধ হইল মিলন ।
সেই হেতু করি মোরা সীতা অন্বেষণ ॥
রাম সত্য পালনে মারিল মোর বাপ ।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
পিতা মরিলেক মনে হইলাম দুঃখী ।
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে ।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব আদেশে ॥
এক মাস নিয়ম করিল মহাশয় ।
মাসেকের বাড়া হৈল না জানি কি হয়
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ ।
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ ॥
জটায়ু পক্ষির শুন মরণের কথা ।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন ।
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পক্ষী বলে এই বেটা লঙ্কার রাবণ ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন ॥
অনেক কালের পক্ষী হইয়াছে জরা ।
দুই পাখা মিলিয়া তথায় গেল ত্বরা ॥
সীতার ক্রন্দন পক্ষী দূর হইতে শুনি ।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ হেন গণি
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারি দিগে চা
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায় ॥
জটায়ু বলেন সীতা আসিছেন বনে ।
সেই সীতা লইয়া যায় পাপিষ্ঠ রাবণে
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট ।
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাকসাট
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহু দূর ।
আচড় কামড়ে তার রথ কৈল চুর ॥
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর ।
জটায়ুর সশরীরে করিল জর্জ্জর ॥
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর ।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল ।
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকায ।
রাম দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষীরাজ ॥
কহিলাম জটায়ুর মরণ কাহিনী ।
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ ।
ভাই ভাই বলিয়া কান্দিল বহুক্ষণ ॥

আবার তাইকে রাখি যেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই কি করিব থাকি মনোদুঃখে॥
যৌবনে যখন ছিল পাখা যে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সমাচার॥
জটায়ু সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড় কুমার॥
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই॥
প্রভাত হইল যবে অরুণ উদয়।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয়॥
জাতি বন্ধু দেখিয়া সকলে সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয়॥
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিনু আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তার পাশে॥
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিন কি বিদিশ নাই সব অগ্নিময়॥
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া।
দুই ভাই ধরি সূর্য্য তেজেতে পুড়িয়া॥
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃত প্রায় দেখি হেন ভাই সহোদর॥
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেলত পুড়িয়া॥
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ।
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বদ্ধ॥
সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন।
হেনকালে আইল সর্ব্বজ্ঞ একজন॥
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবর জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে॥
পর্ব্বত প্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল।
ধরিয়া খাইবে মোর গায়ে নাই বল॥
দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষ তলে।
সিংহ মহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে॥
স্নান করি সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবর জলে।
আমার সম্মুখে সে আইল হেনকালে॥
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশকের নাম।
পথে দেখা পাইয়া করিলাম প্রণাম॥
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাই মুখে।
আমার কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যান সুখে॥
সর্ব্বজ্ঞ বলেন পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ।
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ॥
দশরথ রাজা করিবেন বহুদিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম হবেন প্রবীন॥

পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন।
শূন্য ঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ॥
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তার মধ্যে পক্ষ পাইবেক ক্লেশ॥
থাক এই পর্ব্বতে পাইবে তার দেখা।
রাম রাম বলিবে ও উঠিবে তব পাখা॥
বিশেষিয়া কহিবে সন্ধান তখন।
তবে সে দেখিবে তুমি পক্ষ আপনার॥
এত কাল রাম নাম জপ হে জীবন।
এত দিনে আসিয়াছে দৈব সমাপন॥
অঙ্গদ বলেন তোমা দেখি পাই ডর।
সত্য কহ পক্ষীরাজ, তাত নিরন্তর॥
রাবণের কোন দেশ কোথা তার ঘর।
তার দেশ যাইতে কত যোজন অন্তর॥
পক্ষিরাজ বলে আমি হই পক্ষজাতি।
সম্প্রতি দক্ষিণদিগে ছিল মম গতি॥
কহিব শুনিব যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ॥
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয়।
পক্ষোদয় সঙ্গ লাভ প্রাণরক্ষা হয়॥
হনূমান বলে শুন গরুড় নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন তাহে দিয়া মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ॥
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে।
ভাবেন সমস্ত লোক ত্রাণ পাবে কিসে॥
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে।
আপনার পুত্রকে দিলেন তাঁর সাথে॥
দুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া॥
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ অবতার।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়।
ফাঁসি দিয়া মারে তারে কে কোথা পলায়॥
এই রূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন॥
নারদ আর ব্রহ্মপুত্র যায় দুই জনে।
হেনকালে দেখা দস্যু রাক্ষসের সনে॥
দস্যু বলে বিপ্র তোমা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা॥
নারদ বলেন আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ॥

দস্যু বলে শিশুকাল অবধি এই কর্ম্ম করি।
দস্যু কর্ম্ম করিয়া উদর নিত্য ভরি ॥
মাতা পিতা পত্নী পুত্র আছে বহু জন।
ইহাতে সবার হয় উদর পূরণ॥
অবিরত দস্যুকর্ম্ম করে আমি খাই।
সেকারণে কাননেতে বনেতে বেড়াই ॥
কমণ্ডলু জিতেন্দ্রিয় যতি ব্রহ্মচারী।
যারে দেখা পাই তারে সেইক্ষণে মারি ॥
নারদ বলেন শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন জন ॥
তব পাপ ভাগী যদি হয় পিতা মাতা।
তবেত আমাকে বধ করহ সর্ব্বথা ॥
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে ॥
দস্যু বলে বলি শুন তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গেলে কি পলাবে দুইজন ॥
নারদ বলেন রাখি গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া ॥
তবে দস্যু দুই জনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন ॥
বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
পিতা বলে যাহা দাও ঘরে বসে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব ॥
যে সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন।
পাপ ভাগ লইতে না পারি কদাচন ॥
বাপের শুনিল যদি এতেক বচন।
তবে গিয়া কহিল মায়ের সদন ॥
দস্যু বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদর ভরণ ॥
আমি আনি সেই তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
জননী বলিল শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥
পুত্র হৈয়া করে মাতাপিতার পালন।
গয়া পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ ॥
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক।
মাতৃসেবা না করিলে নিরয় নরক ॥
যাহা আনি দিবে তোরে ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব ॥
যত যত পুত্র আছে ভারত ভুবনে।
পুত্র পাপ মায়ে লয় কোন শাস্ত্রে বলে ॥
দশমাস দশদিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হয়ে ডুবাইবে নরক ভিতরে ॥
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥
দস্যুকর্ম্ম করি আমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
স্বামিরে বলিছে রামা বিনয় বচন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥
গৃহস্থের কর্ম্ম কার্য্য সকলি করিব।
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব ॥
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আমি পালিব তোমারে
এখন আমার কর ভরণ পোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন ॥
এই মতে জিজ্ঞাসা করিল যারে যার।
পাপ ভাগ নিতে কেহ না লইল ভার ॥
দস্যু বলে তবে আমি কোন কর্ম্ম করি।
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোক জন মারি ॥
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়ে গেল তপস্বীর পাশ ॥
আস্তে ব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয় বচন ॥
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
মুনি বলে তবে কেন বধিবে আমায় ॥
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে সে তোমার থাকিল ॥
চৌরাশী নরক কুণ্ড আছে যম পুরে।
রৌরব নরক আদি সব তব তরে ॥
গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে দুখে।
কহিতে লাগিল দস্যু মুনির সম্মুখে ॥
কৃপা কর কৃপাময় ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব।
হইয়া তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব ॥
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করে আইস এখনি ॥

তোমার নিমিত্তে এক কহিব উপায়।
যাহাতে হইবা মুক্ত পাপ দূরে যায়॥
আস্তে ব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবর তীরে।
পাপী দেখি উছলিল সলিল সরোবরে॥
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল।
আরবার দস্যু সে মুনির কাছে গেল॥
যোড় হাত করিয়া বলিল হে গোসাঞি।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই॥
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুকাইল সরোবর যথা শুষ্ক স্থল॥
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলু জল ছিল আপনার পাশ॥
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহারে।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায়॥
ব্রহ্মপুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল॥
ব্রহ্মপুত্র আপনি করিল উপাসন।
দিবা নিশি রামনাম করহ স্মরণ॥
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম।
রাম নাম বলিতে বদনে আইসে আম॥
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রামনাম বদনে যে নাহি বাহিরায়॥
সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন বৃক্ষ ঐ দেখা যায়॥
শুনিয়া কহিল ব্যাধ যোড় করি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ।
মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রি দিন॥
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল রাত্রি দিনে॥
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি সদা সদাচার॥
নারদ বলেন মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বৎসরের পর আসিব দুজন॥
ইহা বলি বিদায় হইল দুই জনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু এক মনে॥
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গে ঢাকিল তার কত চাপের ঢিপি॥
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরের পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে॥

ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন।
বাসব করিল বৃষ্টি ঝড় বরিষণ॥
মাটি হৈতে বাহির হইল সেইক্ষণে।
এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি॥
কহিলেন তারে বাক্য মুনি তপোধন।
উলটিয়া আরবার বল রাম নাম॥
কাতর হইয়া বলে যোড়হস্ত মুখে।
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে॥
যত পাপ ছিল তার তৌতিক শরীরে।
রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে॥
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল ষষ্ঠি হাজার বৎসর॥
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
নারদের উপদেশ পাইয়া যে জন।
প্রকাশ করিল সাতকাণ্ড রামায়ণ॥
শ্রীরামের অগ্রে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচেন কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোক ত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়।
সম্পাতি পক্ষির পাখা হইল উদয়॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যা ভুবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন॥
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে॥
চারি জনকের ঝিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে॥
রামেরে করিতে রাজা রাজার বাসনা।
কুটিলা কেকয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা॥
পিতৃ সত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ নির্ব্বাহ।
অযোধ্যায় বনবাস ভরতের রাজ্য॥

অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে দশানন।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালী বধ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার॥
কথা সপ্তকাণ্ডের উত্তরাকাণ্ডে পড়ে।
গাইলে উত্তরাকাণ্ডে রামায়ণ নিয়ড়ে॥
কথা সপ্তকাণ্ডের কহিল হনুমান।
সম্পাতি পক্ষির পাখ হইল প্রধান॥
সম্পাতি বলেন শুন বন্ধু বীরগণ।
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলি থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী॥
নানাবর্ণে রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর পরীক্ষা॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাও ঘর॥
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পুরাও কামনা॥
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়।
দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায়॥
একদৃষ্টে কপিগণ চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু পক্ষিরাজ হাসে॥
জাম্বুবান উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার॥
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস।
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ॥
সম্পাতি বলেন শুন সবে সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িলেক মনে॥
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য আইসে সে দেখিতে আমাকে॥
হিমালয় পর্ব্বতে আমার পরিবার।
তথা হৈতে পুত্র মম যোগায় আহার॥
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময়।
আর দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয়॥
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বেরে ভর্ৎসিলাম বহুতর॥
ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।
কহিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত॥
আহার লইয়া নিত্য প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে॥
কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণ নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কান্দিছে বিস্তর।
দুই পাখে আগুলিলাম দুইটি প্রহর॥
রাখিতাম রথখান তাহারে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে॥
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মনোনীতা।
জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের সীতা॥
এখনি আসিবে পুত্র মহাবল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার॥
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
এক ভাগ মাত্র তার কাছেবারে থাকে॥
এক ভাগ লংঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম॥
এই রূপ কহিতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ॥
দুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায়॥
সম্পাতি বলেন বাছা না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার॥
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার তবে হই পার॥
সুপার্শ্ব বলেন মাতা পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ॥
অঙ্গদ বলেন বীর শুন উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ॥
দেবতার পুত্র মোরা দেব অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার॥
সম্পাতি বলেন আমি রাম কার্য্য করি।
রামায়ণ প্রসাদে সকল পক্ষ ধরি॥
হইল উদয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
রামজয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার॥
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি যায় আপনার দেশে॥
পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্তঃ।

রামায়ণ।

সুন্দরাকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

বানরের সাগর পার হওনের কথোপকথন।

পিতা পুত্রে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগণমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগত করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে অঙ্গদ করিছেন আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচালে তাই সর্ব্বক্ষেত্রে তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে পাতালতার সাজাইল ঘর॥
সাগরের কূলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হইল সর্ব্ব সেনাপতি॥
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে॥
দৈবদোষে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন॥
ব্রহ্মার হস্তের সুধা হরে কোন জনে।
ইন্দ্রের হস্তের বজ্র কোন জন আনে॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
এ কর্ম্ম করিতে পারে যে মহাকৃতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী পুত্র দেখি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইল সবে গণিল প্রমাদ॥
যত ছিল মধ্যে সৈন্য সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর॥
রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বার বার।
উত্তর না দেও কেন একি ব্যবহার॥
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহাঢেউ উঠে যেন আকাশ পাতালে॥
অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ।
কোন বীর লবে আইস রাজার প্রসাদ॥
কোন বীর সুগ্রীবে করিবে সত্য পার।
কোন বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন বীর করিবে আজির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি॥
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সব কহে ধিরে ধিরে॥
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
তেঁই বলে ডিঙ্গাইব হে দশযোজন॥
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে এ সাগর॥
সরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমি শরিৎপতি॥
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন।
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণ কুমার।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥

মেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই মায়।
সত্তরি যোজন লঙ্ঘি আমি পারিবার ॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে মহাবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর ॥
অগ্নি পুত্র কপি বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাথার ॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারি।
দ্বিনবতি যোজন সে লঙ্ঘিবারে পারি ॥
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক সে বলিছে বিদ্যমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
যৌবন কালের বল না টুটে বার্দ্ধকে।
যৌবন কালের কথা শুনহ কৌতুকে ॥
বলিরে ছলিতে হরি হইয়া বামন।
তিন পায়ে যুড়িলেন এ তিন ভুবন ॥
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পায় করে প্রদক্ষিণ ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উঠিয়া অপার।
বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিন বার ॥
পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চ নবতি যোজন ॥
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কায।
না গিয়া যোজন পাঁচ আসি একি লাজ ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্ববান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান ॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে ॥
এক লাফ দিয়া আমি পড়ি গিয়া লঙ্কা।
আসিবারে পারি নারি তারে করি শঙ্কা ॥
ক্রোধে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম।
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম ॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
কি জানি রামের কর্ম্মে পাছে বাধা হয় ॥
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইলা বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি সাহসে ॥
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে ॥
একবার কোন কথা তুমি শতবার।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার ॥
রাজা হয়ে কেন বা করিবে এত শ্রম।
তুমি গেলে কটকের না রবে নিয়ম ॥
তুমি কটকের মূল আমরা সবে ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাবে সর্ব্বকাল ॥
যাতে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয় ॥
কার উপকার না করিল তব বাপ।
কোন বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ।
সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক ॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কায ॥
অঙ্গদ বলেন ধিক কি করি ইহার।
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ না করে স্বীকার ॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয় ॥
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি দেখ বীরগণ ॥
সকল বানর কহে করি যোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ ॥
রাজপুত্র রাজা তুমি বানরের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে।
এক তিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে ॥
জাম্বুবান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুল প্রমাণ ॥
কটকেতে হনুমান কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে ॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান।
আমার বচন বাছা কর অবধান ॥
হনুমান জাম্বুবানে উত্তরে সন্তোষে।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাসে ॥

জাম্বুবান কর্ত্তৃক হনুমানের জন্ম বৃত্তান্ত কথন।

জাম্বুবান বলে বাছা তুমি মহাবল।
রাজকার্য্য কর বাছা কেন কর ছল ॥
অঙ্গদ বলেন ভাল মন্ত্রী জাম্ববান।
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান ॥
জাম্বুবান বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাতে ধরে আর কেহ বসে কোলে ॥
জাম্বুবান বলে বীর কর অবধান।
শুন হনুমানের যে জন্মের বিধান ॥

কুঞ্জর তনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী॥
সেই বানরীর এক হইল কুমারী।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী॥
মলয় পর্ব্বতোপরে কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলী করে নিরন্তর॥
চৈত্রমাস প্রবেশিতে বসন্ত সময়।
হেনকালে বায়ু গেলেন পর্ব্বত মলয়॥
একেত বসন্ত তাহে মলয়পবন।
কামেতে চঞ্চল অতি অঞ্জনার মন॥
অঞ্জনার রূপে বায়ু মোহিত হৃদয়।
লংঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয়॥
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল।
ঋতুস্নান করিবারে নর্ম্মদার কূল॥
সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা পবন।
বলে ধরি অঞ্জনারে করয়ে রমণ॥
অঞ্জনা বলেন ওহে কৈলা অভিলাষ।
দেবতা হইয়া তব বানরী বিলাস॥
দেবতা হইয়া তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
কি হেতু করিলা নষ্ট পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পবন বলেন কিছু না বল অঞ্জনা।
দেখিয়া তোমার রূপ পাসরি আপনা॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হে অঞ্জনা যাও ঘরে।
মহাবীর হৈবে এক তোমার উদরে॥
আমার বীর্য্যেতে যেই হইবে কুমার।
আমার অধিক শক্তি হইবে তাহার॥
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনুমান॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনুমান।
সে দিনের কথা কহি কর অবধান॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
প্রভাতে উদিত রক্তবর্ণ ভানুমান॥
রাঙ্গাফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে।
সেইখান হৈতে লাফ দিলেন কৌতুকে॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন অন্তর।
একলাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর॥
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান।
দৈবাকৃত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান॥
সূর্য্যেরে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
দেখি হনুমানে সে আপনি সশঙ্কিত॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে॥

শুন সুরপতি কহি এক সমাচার।
সূর্য্যেরে গিলিতে যে আইল রাহু আর॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইলা পুরন্দর।
হনুমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর।
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যেরে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস॥
সিন্দুরে মণ্ডিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকি অতি পবননন্দন॥
সূর্য্যেরে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত ইন্দ্ররাজ বজ্র নিল হাতে।
ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পা[illegible]
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শি[illegible]
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে [illegible]
পড়িলেন তখনি সে মলয় পর্ব্ব[illegible]
হনু ভগ্ন পড়ে যেই মলয় শিখ[illegible]
হনুমান নাম তেঁই পিতা মা[illegible] মর্য্যা।
যৌবন কালেতে আমি ছি[illegible]
তিনবার করিলাম হরি প্র[illegible]
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট [illegible] াছিল।
আপনারে নাহি পারি [illegible] াগিল॥
যাহার বিক্রমে লোক ক[illegible]
তাহার জীবন ধন্য বি[illegible] রী॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা [illegible] হাছিল।
চিন্তিত বানর সব [illegible] র্জ্জিল॥
নানাবিধ বানর বস[illegible] মল।
তোমার বিক্রম যে[illegible] কল॥
পৌরষ প্রকাশ ক[illegible] করে।
শ্রীরামেরে তুষ্ট ক[illegible] র নিশাচরে॥
হনুমান কহিলে[illegible] প্রবেশ দেখি।
আমার [illegible] রেরে দেখি॥
প্রতাপ [illegible] না পারি সহিতে।
মুনিগণ [illegible] র যোগ উপরিতে॥
ধবল [illegible] বধি প্রবাসী তাহার।
সন্তাপ [illegible] রুজি যায়॥
ভয় [illegible] উপাড়িয়া চলিল।
নত [illegible] র অকেতে পড়িল॥
বায়ু [illegible] সেকে রাক্ষসি উঠিল।
কহি [illegible] পিকর্ণ অঙ্গিত হইলা॥
দয়ায় আমার পিতা বিভাস আকাশ উপরে।
এক লাফে পড়িলেন দু উরুতে অবরে॥

দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাতে টানে দুই কর্ণ উপাড়ে॥
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেন দন্ত।
মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসের করিলেন অন্ত॥
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ।
সবে বলে হাতি মারে এই কপিরাজ॥
এই দুষ্ট হস্তী ছিল সবাকার অরি।
হস্তীকে মারিলা তুমি বানর কেশরী॥
আপন ইচ্ছায় কর আহার বিহার।
তোমার প্রসাদে প্রাণ বাঁচে সবাকার॥
স্তি করিলা বীর মুনির সমাজ।
বাঞ্ছা বর মাগ শুন কপিরাজ॥
কে বলেন যদি বর দিতে হয়।
তবে যেন এক উত্তম তনয়॥
মুনিগণ তুমি চাহিলা যে বর।
বৈরি বিজয়ী হবে তোমার কোঙর॥
বর মুনিরাজে করি নমস্কার।
মন্দ্র যান যথা পরিবার॥
পূর্ব্বে অঞ্জনার মাতা অতি রূপবতী।
তথাপি ...ক গেলেন নর্ম্মদার প্রতি॥
লজ্জিলে ... গেলেন দেবতা পবন।
না গিয়া ... ইয়া দেন আলিঙ্গন॥
এত যদি ... আমি পবননন্দন।
অতিমানে ... দিল কি কারণ॥
কহেন অঙ্গদ ... মন্ত্রী জাম্বুবান।
সাগর তরিতে ... আগে হনুমান॥
এক লাফ দি... বীর সেনাপতি।
আসিবারে ... কার মাতা সতী॥
তোমে রাখিবে রাম ...া করি বিনয়ান।
তেকারণে মারিবে ...বে কার্য্য যান॥
সাগর তরিতে পা... বীর প্রধান।
কি জানি রামের কা... চাইব মান॥
সাগর তরিতে কেবা ... বালি জুড়ি।
দেখাইয়া বিক্রম রাঘব ...ী মহাবলী॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বু... র্ণ লঙ্কাপুরী।
বীর তুমি যেন কথা ক... মের সুন্দরী॥
বালির বিক্রম বাপু ... ডাকিব যুদ্ধ আগে।
তাহার হইতে তব বিক্র... শ্রীরামের পাশে॥
একবার কোন কথা তুমি ... চিন্তা নাই।
আসিতে যাইতে পার না... কী আমি যাই॥
রাজা হয়ে কেন না করিবে ... নহে আন।
তুমি গেলে কটকের না রহে ... তোমার সমান॥

সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর।
হনূমানের গলে দিল সকল বানর॥
বড় বড় বানরেরা দেখিয়া আকুতি।
সাগর তরিতে হনূমান করে মতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইলেন সুন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

হনূমানের সাগর লঙ্ঘন উদ্যোগ।

তদন্তর বায়ুপুত্র প্রসন্ন অন্তর।
উঠি দাণ্ডাইল বলি রাম জয় জয়॥
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সব জনে করিলা বন্দন॥
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়া॥
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লংঘিতে।
না পারিবে মম ভর ধরণী সহিতে॥
অতএব চড় সবে মহেন্দ্র ভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি এই গিরির উপরে॥
এত শুনি অগ্রে করি পবন কোঙরে।
উঠিলেক কপিগণ সেই ধরাধরে॥
মহেন্দ্র উপরি শোভে মরুত নন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ॥
হেনকালে যাবতীয় অমর কিন্নর।
দেখিবারে আইল সবে অম্বর উপর॥
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন॥
তবে কোন যাবতীয় শাখামৃগ কুল।
গাথিলেক এক মালা তুলি নানাফুল॥
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবন তনয় কণ্ঠোপরে॥
শোভিলা শ্রীহনূমান সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করি॥
তবে সব কপি স্থানে অনুমতি লয়ে।
বসিলেন হনূমান পূর্ব্বমুখ হয়ে॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি॥
বিশেষত প্রণমিলা পবন পিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব পাত্রাবারে॥
লক্ষ্মণ জানকী পদ করিয়া স্মরণ।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥
চিন্তামাত্র অন্তরে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতী মনে করেন সাদর॥

জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুল পতি ।
কৃপাযুক্ত পারাবার অগতির গতি ॥
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয় ।
তবে পিপীলিকা বেক ডুবিতে পারয় ॥
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন ।
পঙ্গু পারে পারাবারে করিতে লঙ্ঘন ॥
এইত সাহসে আমি যেন ক্ষুদ্রকায় ।
করিবারে সাহস করেছি রঘুরায় ॥
যদি সিদ্ধ নাহি হয় তুমি সেই কাযে ।
দোষ হবে তব ভক্তকল্পতরু নামে ॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন ।
কর মোর প্রতি কৃপা কটাক্ষ অর্পণ ॥
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান ।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান ॥
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান ।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান ॥
প্রভু অনুগ্রহ পায়ে আনন্দিত মন ।
কহিছেন কপিগণে পবননন্দন ॥
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন ।
হইয়াছি রাম কৃপা কটাক্ষ ভাজন ॥
এবে দেখ সমুদ্রেতে গোষ্পদ যেমন ।
শতকোটি বার লংঘিবারে করি মন ॥
সবংশ রাবণ বধে সাহস করিয়ে ।
লঙ্কা তুলি এখানেতে আনিতে পারিয়ে ॥
তুচ্ছ করি হেলাইয়া সাগরের বারি ।
ইচ্ছা হলে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি ॥
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ ।
শিখি যেন শুনি ধারাধরের গর্জ্জন ॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া ।
বৃদ্ধ কপি ভল্লুরাজ চরণ বন্দিয়া ॥
দাঁড়ান দক্ষিণ মুখে লংঘিতে সাগর ।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর ॥

হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা ।

মালঝাঁপ ।

সব গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লংঘিবারে ।
তবে করি লীলা বাড়াইল আপন কায়ারে ॥
হবে অসাহস হল শতযোজন বিস্তার ।
আর মহাবল সুদীর্ঘল বিশাল তাহার ॥
করি গরজন তাহে বল করে হেন জ্ঞান ।
যেন সেই গিরি শিরোপরি আন গিরিখান ॥
তাহে দুনয়ন বিরোচন যেন প্রকাশয় ।
কিবা নিনাদব শুনি সব নির্ঘাত বাজয় ॥
দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি দোলে ।
যেন মেরুগিরি শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে ॥
সেই কপিবর কলেবর বড় যে ভূধর ।
নারি সহিবারে ভারে করে থর থর ॥
তাহে জলচর আন্দোলন করে ঘন ঘন ।
তাহে পুচ্ছ নাড়ে দুই তীরে করয়ে মর্দ্দন ॥
আর কত বৃক্ষতরে লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পড়য়ে ।
তাহে নানা পাখী রাজি পিপীলি আকাশে উড়য়ে
তাহে কত পশু পাই ত্রাস ভূতলে পড়িলা ।
তার কত দুষ্ট পাই কষ্ট কষ্টেতে রহিলা ॥
তাহে পারে ক্ষিতি কত হাতী কাতর হইয়া ।
করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া ॥
আর কত কত প্রাণে মরি ঊর্দ্ধ হতে পড়ে ।
তাহে জল স্থল পশু কত যে ছিল নিয়তে ॥
হেথে হল এক পরতেক বড় আশ্চর্য্য ।
কিবা কপি ছাড়ে হল প্রাণে শূন্য নির্ধৈর্য্য ।
কিবা জগৎপ্রাণ সুসন্তান কলেবর ভরে ।
সহিবারে নারি সে শিখরী চড়্ চড়্ করে ॥
তাহে পাই চাপ বড় সাপ বিবরে আছিল ।
তারা পাই ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল ॥
তবে মহাবীর হয়ে স্থির ঊর্দ্ধকর্ণ করি ।
করি মহানন্দ দিলা লম্ফ শ্রীরাম স্মরি ॥
সেই মহারব লোক সব কর্ণে আচ্ছাদিল ।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল ॥
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল ।
হল অচেতন কত জন ত্রাসেতে বিকল ॥
তাহে কপিগণ বলে সব জয়ধ্বনি করে ।
দুই পদে গিরি গেলে টলি গিরি বিদারয়ে ॥
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি ।
তার উপমায় প্রকম্পন পবনেরে লেখি ॥
সেই বেগে বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে ।
তারা বীরবর পাছে যায় ব্যোম উপরিতে ॥
মনে এই জানি তারা দেখি প্রবাসী ভায়ায় ।
যেন বন্ধুজন দুঃখী মনঃ অনুব্রজি যায় ॥
আর কত হাতীশুন্ড তথি উপাড়িয়া চলিল ।
তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল ॥
তবে বিনা ক্লেশে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা ।
করি নিরীক্ষণ সব বন রঞ্জিত হইলা ॥
কিবা শোভা পায় কপিরাজ আকাশ উপরে ।
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে ॥

তাঁর বাহুদ্বয় [illegible]॥
যেন [illegible] উদিত শোভিত।
তাঁর উভয় [illegible]॥
যেন [illegible]।
তার [illegible] যেন শোভে যায়।
যায় শুনি প্রব [illegible] নির্ঘাত বাজয়॥
সেই [illegible] জাপরে যাহাতে।
যেন [illegible]তে পশ্চাতেতে দিক হতে আছে।
সেই [illegible] যেন সব আকর্ষিত।
তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল পূরিত॥
আর বহুতর ধারাধর সাগরে পড়িল।
কত যোজনাদি সিন্ধুপরি যাকাতে ডুবিল।
আর সিন্ধুজল কল কল করে অতিশয়।
সেই উত্তাল হয়ে হল অবধি কাঁপয়॥
তাহে মকর কচ্ছপ যাবৎ আছিল।
তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥
তবে ক্রমে উঠে ব্যোমে পথে পবননন্দন।
হলে প্রবেশেতে তারা যাতে মুকুট তর্পণ॥
পরে সে তরণী কণ্ঠবলি সমান শোভিলা।
পরে দুই পদ কোকনদ সমান হইলা॥
হেন মারুতির মহাবীর্য পণ্য নিরীক্ষণে।
পাই মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
তবে এই মতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর॥

সুরসা নাগিনী কর্তৃক হনুমানের পথ বন্ধ করণ।

এই মত মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া॥
নাগমাতা তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মোসবার এক সন্দেহ ভঞ্জন॥
যাইছেন এই বায়ু তনয় লঙ্কারে।
রামচন্দ্র প্রেয়সীর তত্ত্ব জানিবারে॥
তুমিহ তাহাতে কর বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বল বুঝিবা যেমন॥
পারিবা নারিবা কিবা এই কপিরাজ।
সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ॥
ইহাই জানিতে হয় বাঞ্ছা সবাকার।
যাহ তুমি অগ্রে মারুতি বরাবর॥
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা নাগিনী।
প্রস্থান করিলা হয়ে রাক্ষসী রূপিণী॥
মারুতির অগ্রে ভীম মূরতি হইয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপটে করিয়া॥
ওরে কপি যাও তুমি আর কোন পথে।
প্রবেশ করহ আমি আমার [illegible]॥
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এত সময়ে তোমারে পাইনু বল বুঝ রীত॥
বুঝিলাম কৃপা করি বন্ধ [illegible]।
করি দিলা মোর ভক্ষ্যে তোমারে আনয়ন॥
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন॥
এত শুনি বায়ুপুত্র যুড়িকর তায়।
কহিছেন তার প্রতি করিয়া বিনয়॥
দশরথ পুত্র রাম দণ্ডক কাননে।
আসিবার করেছিলা পিতার বচনে॥
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তার নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুর অধিকারী॥
যাইতেছি আমি তার তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনহ প্রকারে॥
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত কর তব অনুচিত॥
যদি বল অবশ্যই খাইব তোমারে।
তবে যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে।
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আমি প্রবেশিব আসি তোমার বদনে॥
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয়॥
সুরসা কহেন তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী॥
সুরসার বাণী শুনি সমীর নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন॥
কোন মুখে তুমি আমারে করিবে ভক্ষণ।
বিকাশ করহ তাহা করি প্রবেশন॥
শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার।
প্রকাশ করিল নিজ মুখের আকার॥
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা॥
পঞ্চাশ যোজন হৈল পবন নন্দন।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন বদন॥
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান।
সেই মুখ হৈল আশী যোজন প্রমাণ॥
হনুমান হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিল শত যোজন আনন॥

তাহা দেখি হনুমান চিন্তিল আপনে।
একি এক আচম্বিতে রাক্ষসী আসিল বা।
এত ভাবি কপিবর আপন মায়াতে।
ভাবিলেন মারুতি সুরসা ধরি তাহাতে।
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ।
তার মুখ মধ্যে প্রবেশিল হনুমান।
প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি।
তাহা দেখি হনু বীর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্রু দিয়া হৈল বাহিরে প্রস্থান।
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতা প্রণতি করিয়ে তব পায়।
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দাও এবে করিয়ে গমন।।
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র প্রতি।
সুখে যাহ হনুমান পবন দুলালি।
করুন তোমার শুভ অমর মণ্ডলী।
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমর আমারে।
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রাম সীতা উভয়েতে করাহ মিলন।।
এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হৈয়া যান হনুমান।
দেখি মারুতির হেন বীর্য্য বুদ্ধি বল।
প্রশংসা করেন সবে অমর সকল।।
হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ।
সগর নৃপতি হতে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান।।
সেইত সগর বংশে আমার জনম।
সে রাম কার্য্যেতে যান পবননন্দন।
এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার।
লঙ্ঘিছেন হনুমান এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার।।
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই।
যে রূপেতে সুখে যান করিব তাহাই।
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে।
হিমালয় তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
তুমিহ করহ মোর আজি এক কাজ।

সগর হইতে মম উৎপত্তি আখ্যান।
জন্ম লয়েছেন রাম তাহার বংশেতে আসিয়া।
সেই রাম কার্য্যে যান মরুত তনয়।
তার হিত কিছু মোরে করিবারে হয়।
এই লাগি কহিলাম তোমায় গৌরব করি।
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি।।
ঊর্দ্ধ অধঃ আর চারি পার্শ্বে থাকিবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার।।
এই লাগি কহিতেছি তোমারে বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মম উপকার।
তোমার উপরে শৃঙ্গ উচ্চ সকল।
মারুতি বিশ্রাম করি করুক গমন।
এত শুনি তাল তাল বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর।
কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে সুবর্ণ শিখরী।
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র উপরি।
পথ মাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
একি আসি কোন বিঘ্ন হলো উপস্থিত।
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য মূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি।।
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র আদেশে আমি হৈনু আগমন।।
শ্রীরামের পূর্ব্ব বংশ নৃপতি সগর।
তিঁহ খ্যাতি করেছেন এইত সাগর।
এই হেতু রাম দূত তোঁহে সম্ভাষিতে।
পাঠাইলা মোরে তিঁহ প্রতিযুক্ত চিতে।
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফল মূল জল অনুপম।
পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্ত মন।
করিবে রাবণ পুর মধ্যেতে গমন।
আমাতে না করিবেন তুমি অনাদর।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধি বান্ধব।
এই লাগি আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমি হে সফল কর মোর বাসনায়।
এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তাকে সুমধুর ভাষে।
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করিয়াছ সিন্ধু জলের ভিতর।
কি রূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব।
শুনি বাণী মহীধর মুদ্রিত হইয়া।
কহেন পবন পুত্রে প্রণাম করিয়া।

পূর্ব্বে বাসবীর গিরি ছিল পক্ষবান ।
উড়িয়া বসিত তারা নগরীর পর ॥
তবে তাহাদের দুষ্টবুদ্ধি উপজিল ।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈলা সহস্রলোচন ।
বজ্র করি হৈলা পক্ষছেদে আরম্ভণ ॥
সকলের পক্ষছেদ করি অবশেষে ।
বজ্র ধরি ইন্দ্র আইলা মোর পার্শ্বদেশে ॥
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন ।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন ॥
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয় ।
করুণাতে আর্দ্র হৈলা বায়ু মহাশয় ॥
হৈল অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া ।
ফেলাইল মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র আশ্রয়ে ।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর পক্ষ এ উভয়ে ॥
সে অবধি আছি আমি সাগর ভিতর ।
হিমালয় পুত্র নাম মৈনাক ভূধর ॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবন তনয় ।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥
অতএব মোর আর সিন্ধুর পিরীতে ।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে ॥
গিরি বাক্য শুনি কন পবন কুমার ।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥
তোমার মধুর বাক্যে প্রাণ জুড়াইল ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম সব দূরে গেল ॥
করিলে অতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত ।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে ।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণ থাকিতে ॥
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে ।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে ॥
বিরামবিনে পার হব শতেক যোজন ।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম কারণ ॥
অঞ্জলি বাক্যেতে করি প্রণতি তোমারে ।
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে ॥
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর ।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥
তবে কর অঞ্জলিতে করিয়া ভূধরে ।
প্রণমি প্রয়াণ হৈলা মারুতি অম্বরে ॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তর ।
মৈনাক ভূধর প্রতি কন পুরন্দর ॥
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম
পাইলাম তোমা সবে অতিশয় ধর্ম্ম ॥
রাম দূত মারুতির আতিথ্য করিয়া ।
ত্রিজগতে করিলে তুমি হে তুষ্ট হিয়া ॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয় ।
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয় হৃদয় ॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে গিরিবর ।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন কোঙর ॥
কত দূরে যাবে সিঁহ করিলা গমন ।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন ॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্ট নিশাচরী ।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেটভরি ॥
যাইতেছে আকাশে বড় এক প্রাণী ।
ইহাতে ছায়াতে ধরি আকর্ষিয়া আনি
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই ।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই ॥
তার আকর্ষণে ম্লান দেখি নিজ বেগ ।
মনে চিন্তা করিলেন মারুতি সবেগ ॥
একি মোর অতি বেগ ম্লান হয় কেন ।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন ॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে
দেখিলেন রাক্ষসীর নিজ অধোভিতে ।
পাতাল সমান মুখ বিবরণ করি ।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার ।
একি অধোভাগে দেখি বিকট আকার
বুঝি এইজন মোরে করে আকর্ষণ ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্টজন ॥
আজি আমি [illegible]কার ইহার করিব ।
এ পথের কণ্টক নিঃশেষ ঘুচাইব ॥
এত ভাবি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হয়ে কপিবর ।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন ভিতর ॥
সেহ বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন ।
যেন কেহ বিষ খান মরণ কারণ ॥
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হনুমান ।
নখে করি বিদারিল করি খান খান ॥
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির ।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্ট নিশাচরী ।
পড়িল পয়েতে হয়ে পয়োধি উপরি

তাহে সুখী হলো বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তায় বাঁচে বহুজন॥
বুঝিলাম হনূমান-পূর্ব্বে শাস্ত্রে ছিল।
আজি সেই সমাচার গোচর করিল॥
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনূমানে বহু প্রশংসন॥
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবনকুমার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজি অবহেলে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে॥
একে সিন্ধুপার শত যোজন লঙ্ঘন।
তাহে পুনঃ দুর্দ্দান্ত সিংহিকা নাশন॥
এ দুষ্ট রাক্ষসী ডরে যত দেবনাগ।
করেছিল এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ॥
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
সুখে বিচরণ এবে সব বৃন্দারক॥
তোমা হৈতে রাম কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে॥
একি মন একি বল একি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম॥
ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে॥
যাহ যাহ করিতেছি তোমা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি আস অবিবাদ॥
এত কহি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন॥
কিছু দূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবননন্দন॥
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশিব লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা॥
অতএব ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময় নিজ কার্য্য সমাধিব॥
এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল উপরি॥
সেইত সুবেল গিরি ভরেতে তাহার।
কাঁপিতে লাগিলেন লঙ্কাদ্বীপ সহকার॥
আর এক হলো বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ॥
যদ্যপি লঙ্ঘিলা ঠেঁই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এককণ॥
সাগর লঙ্ঘন কথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতক রাশি হয় খণ্ড খণ্ড॥

হনূমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও শ্রীচামুণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ ও হনূমানকে শ্রীচামুণ্ডার লঙ্কা অর্পণ করিয়া কৈলাসে গমন করেন।

এই রূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে নির্ম্মিত বিস্তর॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুর শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনূমান॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবননন্দন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন॥
মহাভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা॥
দুই চক্ষু ঘুরে যেন দুই দিবাকর।
ত্রস অগ্নি যেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর॥
লোলজিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন।
হাড়িয়া বেষের বর্ণ দেখিতে ভীষণ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক্য কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনূমান।
যোড়হস্তে বলেন দেবীর বিদ্যমান॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা॥
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ভয়।
কি কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর॥
চামুণ্ডা বলেন আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি॥
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
সেইকাল হইতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণ ভবনে॥
শঙ্কর বলেন থাক এই মধ্যে তার।
যত দিন নাহি হয় রাম অবতার॥
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তার পত্নী সীতাদেবী হরিবে রাবণে॥
সীতা অন্বেষণে রাম পাঠাইবেন চর।
তার নাম হনূমান আকারে বানর॥
যখন দেখিবা লঙ্কাগত হনূমান।
তখনি ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবা স্বস্থান॥
সে হইতে রাখি আমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
হনূমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি॥
কাহার সেবক তুমি কোথা তব ঘর।
কি মতে তরিলে তুমি অসংখ্য সাগর॥

হনুমান বলে আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন কুমার॥
সীতা অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত যেই তেঁই সিন্ধু তরি॥
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় রাখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস॥
হেনকালে হনুমান যায় বনে বন।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পক্ষী কলরব লাগে চমৎকার॥
দীর্ঘ সরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রফুল্লিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল॥
চারি দিকে লঙ্কাপুরী বেষ্টিত সাগর।
দেবতার শক্তি নাই লঙ্কার ভিতর॥
সোণার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।
গগণ মণ্ডলে চূড়া লাগিল তাহার॥
এই রূপে হনুমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে॥
রাবণের প্রতাপে দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানর কটক তাহে কি করিতে পারে॥
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার॥
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর অবতার।
যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর॥
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত গতি॥
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে॥
তাড়াইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে জিনিবে আমার রাজা দশাননে॥
বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কাপুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
হাস পরিহাস যথা বচন চাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিন বসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা॥
সীতারে দেখিলে যদি হয় জানাজানি।
হয় হউক তাহারে করিব হানাহানি॥
অস্তগেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্য গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান॥

নিশাকালে সুপ্রকাশ গগণমণ্ডলে।
জ্ঞানবন্তে হনুমান লঙ্কাতে বেড়ালে॥
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের ঝারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ধারা॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে॥
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
মেউল প্রমাণ হয়ে ভ্রমে ঘরে ঘরে॥
অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহোদরের সে অপূর্ব্ব নিবাস॥
উল্কাজিহ্ব বিদ্যুৎজিহ্ব আর বিদ্যুৎমালী।
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী॥
কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি॥
কোন স্থানে সীতার না পাইল উদ্দেশ।
রাজ অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ॥
রাজার দ্বারেতে দেখি দ্বারি সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী॥
দেখিল পুষ্পকরথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান॥
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন।
পিতা পুত্রে উভয়েতে হইল মিলন॥
পুত্র সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনুমান॥
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে॥
রাজ দেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর॥
নিদ্রা যায় রাবণ শৃঙ্গার অবসাদে।
কস্তুরী কুঙ্কুমে রাজা শোভিছে মৃগমদে॥
চারি ভিতে দেবকন্যা বেষ্টিত রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥
শোভে এক ঠাঁই যত রমণীর গলা।
এক সূত্রে গাঁথা যেন পারিজাত মালা॥
খোল করতাল কার বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতনে নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে॥
মানুষী গন্ধর্ব্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরম রূপসী॥
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্র ধারী।
নবজলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
রাবণের কোলে দেখে পরম সুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী॥

সোহাগে সোহাগী সেই রঙ্গে বিভূষিতা ।
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা ॥
রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে ।
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে ॥
দশরথ পুত্রবধূ জনক ঝিয়ারী ।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি ॥
একে একে সকলে করিল নিরীক্ষণ ।
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে এক জন ॥
কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিদ্রিত লঙ্কেশ্বর ।
নিরখিয়া হনুমান পাইলেন ডর ॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ ।
আর ঘরে গিয়া হনূ করিল প্রবেশ ॥
যে ঘরে রাবণ রাজা করে মধুপান ।
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান ॥
ভক্ষঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য ।
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ॥
সেখানে সীতার না পাইল দরশন ।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবননন্দন ॥
সর্ব্বস্থানে দেখিলাম করিয়া বিচার ।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আকার ॥
জিতেন্দ্রিয় কপি কারো পানে নাহি মন ।
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করি নিরীক্ষণ ॥
সীতা হেতু অর্দ্ধ রাত্রি করি জাগরণ ।
অনেক ভ্রমেণ নাহি পাই দরশন ॥
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরাম ভকতি ।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি ॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুরন্ত সাগর ।
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন ।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ ।
নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন ॥
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন ।
এখানে যদ্যপি পাই সীতা দরশন ॥
পুছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির ।
প্রবেশিল অশোককাননে মহাবীর ॥
সিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর ।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন ।
হেথা পাব সীতা মনে চিন্তে হনুমান ॥

জানকীর সাগর হবে লঙ্কার বিনাশ ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

হনূমান হস্তে শ্রীরামের অঙ্গুরী প্রাপ্তে সীতাদেবীর ক্রন্দন ।

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে ।
কুস্বপন দেখি বুড়ী উঠিল সত্বরে ॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ি দুঃখ পায় মনে ।
সীতারে বেড়িয়া মারে সব চেড়ীগণে ॥
ত্রিজটা বলেন সীতা রামের কামিনী ।
সীতারে যে মারে সে মরিবে আপনি ॥
এক্ষণ সীতার বুঝি দুঃখ অবসান ।
স্বপন শুনিতে আইস সবে মম স্থান ॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপন শুনিতে তরাস ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা কালা যেন বুড়ী ।
রাবণেরে গালি পাড়ে গলে দিয়া দড়ি ॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চুন ।
লঙ্কাদাহ হয় আর রাক্ষসেরা খুন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণ হাতে ।
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি দিব্যরথে ॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার ।
পড়িবেক লঙ্কায় অবশ্য মহামার ॥
শুনিয়া গাছের ডালে হনূমান হাসে ।
প্রত্যক্ষ করিব স্বপন একই দিবসে ॥
হনূমান দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল ।
সীতা সম্ভাষিতে মোর এই বেলা হৈল ॥
ডালে হনূমান সীতা ভূমিতলে ।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি বলে ॥
বলিলে রামের দূত না হবে প্রত্যয় ।
আমার কারণে সীতা হইবে বন্ধন ॥
তবেত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ ॥
অসন্তোষে গেলে হবে রামের বিনাশ ॥
সাত পাঁচ হনূমান ভাবেন আপনি ।
আপনা আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
শ্রীরামের কথা কহে পবননন্দন ॥
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা ।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী ।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ দুর্মতি ॥

কাননে অনেক রাম সীতা অন্বেষণে ।
সুগ্রীবের সহ মৈত্র করিলেন বনে ॥
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে কত বলা ।
মাতা তুমি দেখ যদি সেবক-বৎসলা ॥
মাতা তুমি সীতাদেবী যে থাক যেখানে ।
বিষম প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে ॥
সীতা হনূমানে দেখে হইল দর্শন ।
যোড়হস্তে মাথা নোঙায় পবননন্দন ॥
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায় ।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায় ॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ ।
বানর রূপেতে বলি করে সম্ভাষণ ॥
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস ।
মম সনে কি লাগিয়া করে উপহাস ॥
স্বরূপেতে কও যদি শ্রীরামের চর ।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর ॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে না মরিবে ।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে ॥
তব কণ্ঠে সরস্বতী হউক অধিষ্ঠান ।
যেখানে সেখানে যাও সর্ব্বত্র সমান ॥
বানর কি নাম ধর থাক কোন দেশ ।
কি হেতু আইল হেথা কাহার আদেশ ॥
বহু দিন শ্রীরামের না জানি কুশল ।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল ॥
হইবা রামের দূত হেন অনুমানি ।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী ॥
হনূমান বলে রাম গুণের সাগর ।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর ।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ॥
তিলফুল জিনি নাসা সদৃশ্য কপাল ।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন মোহন ॥
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি ।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি ॥
রামের সেবক আমি নাম হনূমান ।
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান ॥
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলে সুন্দর ।
মারীচ রাক্ষস সেই রাবণের চর ॥
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥
তোমার দুর্ব্বাক্যে যান ছাড়িয়া লক্ষ্মণ ।
শূন্য ঘর পাইয়া তোমায় হরিল রাবণ ॥
পর্ব্বত শিখরে বসি মোরা পঞ্চজন ।
ছিন্নবস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন ॥
দিলাম সে ছিন্নবস্ত্র শ্রীরামের স্থানে ।
বহু কান্দিলেন রাম ভাই দুই জনে ॥
আছাড় খাইয়া রাম লোটায় ভূতলে ।
সুহৃৎ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে ॥
করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে ।
রাজ্য দিলেন তারে শ্রীরাম ত্বরিতে ॥
আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব আশ্বাসে ।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে ॥
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম ।
মাসের অধিক হইলে হবে ব্যতিক্রম ॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার ।
মরিবারে কপি সব যুক্তি করি সার ॥
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন ।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা ।
রাম রাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর ।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর ॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয় ।
স্বরূপে রামের দূত এই সে নিশ্চয় ॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয় ।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয় ॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবননন্দন ।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস ।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস ॥
হৃদে ধরি বুলাইয়া শিরে করি বন্দে ।
রামের অঙ্গুরী পাইয়া সীতাদেবী কান্দে ॥

ত্রিপদী ।

যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী ।
দশরথ সুত রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহ করে, গেলাম শ্বশুর ঘরে,
কতমত করিলাম সুখ ।
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ীদের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক ।

হরষিত বড় বালা, আশ্বাসিত মহারাজা,
আশ্বাসিল সীতে হনুবর।
কুঁড়ী দিল সুলক্ষণা, বৈদেহী করিল মানা,
বিলম্ব না হৈল এক দণ্ড॥
আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
মোরে যদি ছুঁইল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত,
বিরচিল অতি মনোহর॥

পয়ার।

বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর॥
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে কহিছে বিনয়॥
বিভীষণের কন্যা সে নাম ধরে।
তার মা পাঠাইল আমার গোচরে॥
তার ঠাঁই শুনিলাম এই সমাচার।
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক নিস্তার॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও আমার মরণ॥
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা লৈয়া যাব যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বল মৃগ হই মাতা বল হই পাখী।
কারে আরোহিয়া যাবে বল মা জানকী॥
জানকী বলেন তুমি বিষম প্রমাণ।
মনুষ্যের ভার কিসে সবে হনুমান॥
শুনিয়া সীতার কথা হনুমান হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তর যোজন হইল উচ্চে দীর্ঘতর॥
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ নিয়া ঠেকিল আকাশ॥
জানকী বলেন বাছা তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার॥
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর॥
পর পুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব বলে যদি আনিল রাবণ॥
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।
তারে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরী॥
তোমার দুর্জ্জয় রূপ দেখে লাগে ডর।
আপনা সম্বর বাছা পবন কুমার॥
অশীতি যোজন অঙ্গ নাহিক আকার॥
আপনা সম্বর বাছা শরীর কর ছোট॥
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ॥
জানকী বলেন বাছা পবনকুমার।
তোমার বিক্রমেতে আমার লাগে ডর॥
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তাঁদবার বিক্রমেতে কিসের বাখান॥
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই সে আছিল মোর লিখন কপালে॥
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতী।
যত কিছু আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি॥
দুমাস জীবন মোর এক মাস যায়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয়॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি শীঘ্র আইস তবে রহিবে জীবন॥
শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন।
নেত্রনীরে তিতে বীর পবননন্দন॥
হনুমান বলে শুন জনকনন্দিনী।
না কর রোদন মাতা সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ফিরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥
মাথা হৈতে সীতা খসাইয়া দিল মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁঞি কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
আর কি কহিব কথা প্রভুর চরণে।
ইন্দ্রসুত কাক মোরে আঁচড়িল স্তনে॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান।
খেদাড়িয়া যায় তার বধিতে পরাণ॥
কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ।
সে ঐষিক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ॥
বিজবেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই।
শ্রীরামের বাণ আমি ঐ কাক চাই॥
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠি ততক্ষণ।
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন॥
বাণ বলে মোর ঠাঁঞি নাহিক এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরামের বাণ॥

বাণের গর্জ্জন শুনি ভীত পুরন্দর।
অন্তক কাকেরে দিল বাণের গোচর॥
রাম কে জানিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী॥
এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে।
ত্রিভুবনে তুল্য নাহি শ্রীরামের গুণে॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া সেলামি॥
সেলামি করিয়া বীর দেশেরে আইসে।
মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাবে॥
আচম্বিতে আইলাম যাব আচম্বিতে।
করিব বিবাদ কিছু না রহিবে চিতে॥
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥
বান্ধিয়াছে মণিতে অশোক বৃক্ষ গুঁড়ি।
সেই বনে হনুমান যায় গুড়ি গুড়ি॥
সীতা বলিলেন বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ।
হাতপাতি লয় বীর পরম কৌতুকে।
আপনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে॥
অমৃত সমান ফল অমৃতের ফল।
ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল॥
হনুমান বলে অগো জননী জানকী।
অমৃত সমান ফল আছে আরো নাকি॥
কোথায় ইহার গাছ কহত বিধান।
খাইবে এখন ফল দেখ বিদ্যমান॥
সীতা বলিলেন তথা বৃথা আগমন।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
তুমি একা বানর রাক্ষস বহুজন।
তোমারে দেখিবা মাত্র বধিবে জীবন॥
হনুমান বলে মাতা ভাব কেন আর।
রাক্ষস কটক আমি করিব সংহার॥
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন॥
দেখান অঙ্গুলী দ্বারা সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন॥
জালদড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস॥
খাইতে না পায় পক্ষী রাক্ষসেরা রাখে।
ফিরে ফিরে হনুমান সেই বন দেখে॥
সেউল প্রমাণ হয়ে বৃক্ষ ডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে॥
ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হাসে গড়াগড়ি॥
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি।
রাখিবে বানর ফল নিদ্রা অগ্রে সারি॥
বৃক্ষমূলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সগণ।
ফল সব খায় বীর পবননন্দন॥
ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা॥
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারি দিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়॥
বাটাস্ত্র ঝগড়া শেল মুষল মুদ্গর।
নানা অস্ত্র মারে তারা তাহার উপর॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে॥
কোপিলেন হনুমান পবননন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ॥
গাছ লইয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি॥
হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি॥
দশ বিশ চেড়া ধরি মারিছে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ করে হাড়॥
প্রাণ লইয়া কত চেড়ী পলাইলা ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা কহে ঘনশ্বাসে॥
চেড়ী সব কহে সীতা সত্য কহ বাণী।
বানরের সহিতে কি কহিলে কাহিনী॥
সীতা বলিলেন কোন জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব সবে জিজ্ঞাস বানরে॥
ভাঙ্গিল অশোকবন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর॥
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড় বড় ঘর॥
যে সীতার প্রতি তুমি সপিয়াছ মন।
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ॥
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু মর বানরের কথা॥

ঝটিতি ধরিয়া আনি করহ বিদায় ।
বিলম্ব হইলে কাক আহিক পিলায় ॥
কোপিল রাবণ রাজা চেড়িদের বোলে ।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন বড় জ্বলে ॥
ঘার ঘার শব্দে করে তর্জ্জন গর্জ্জন ।
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর ॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর ।
ত্বরা করি গেল হনুমানে গোচর ॥
ধাইয়া রাক্ষস আইসে দেখে হনুমান ।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বত প্রমাণ ॥
ঝাট গেল রাকড়া মুষল ফেলে কোপে ।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ব্বতের সার ।
থামের বাড়িতে বীর করে মহামার ॥
আথালি পাথালি মারে চুকাতিয়া বাড়ি ।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি ॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যম ঘর ।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর ॥
যে স্থানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে ।
আর সব চূর্ণ করে যা সম্মুখে দেখে ॥
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড় ।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কার চূর্ণ করে হাড় ॥
সাগরের কূলে যত বালি থরসান ।
তাহার উপরে মুখ ঘসে হনুমান ॥
পলাইল বহুজন পাইয়া তরাস ।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥
দেখিলাম যে কিছু কহিতে করি ডর ।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় শুন লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কা মজাইল আসি একটা বানর ।
সহিতে না পারি আর করিল জর্জ্জর ॥
মহাযোদ্ধা পতি তার নাম জাম্বুমালী ।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী ॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান ।
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান ॥
আদেশ করিয়া বীর দিব্য রথে চড়ে ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে ॥
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর ।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর ॥
প্রথমেতে হইল দুই জনে গালাগালি ।
বাণ বরিষণ করে দোঁহে মহাবলী ॥
অসংখ্যক বাণ মারে বানরের বুকে ।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোক চোক শর ।
হনুমানে বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর ॥
হইলেন মহাক্রোধি পবননন্দন ।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান ।
রাক্ষসের বাণে গাছ করে খান খান ॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল হইয়া চিন্তিত ।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত ॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া ।
জাম্বুমালী বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া ॥
জিনিতে না পারে বীর হইল চিন্তিত ।
তার ঘরের মুষল পাইল আচম্বিত ॥
দুই হাত তুলি বীর মুষল সঘনে ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপরে ॥
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালী গেল যমঘর ।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর ।
জাম্বুমালী পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ছত্রিশ কোটির সে প্রধান সেনাপতি ।
সকলের তরে রাজা দিলেন আরতি ॥
শুন সত্য বিড়ালাক্ষ শার্দ্দূল প্রধান ।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান ॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি ।
হনুমান মারিতে সবার তাড়াতাড়ি ॥
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে থরসান ।
সবে বলে আমিত মারিব হনুমান ॥
সাত বীর আসিতেছে হনুমান দেখে ।
লেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে ॥
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায় ।
লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায় ॥
প্রাণ লৈয়া পলাইল আমা সবার ডরে ।
কি বলিয়া জানাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ঘরে যাইতে সাত বীর করে তাড়াতাড়ি ।
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কাঁড়ি ॥
সে উঠিয়া পড়ে যাই সবাকার মন ।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন ॥
বাড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর ।
কাঁড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর ॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর ॥

যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটী বান্দর ।
সাত বীর পড়িল শুনিল লঙ্কেশ্বর ॥
অক্ষনামে রাজপুত্র করে বীরদাপ ।
বানর মারিতে যাবে আজ্ঞা দিল বাপ ॥
অক্ষ আর ইন্দ্রজিত দুই সহোদর ।
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর ॥
প্রসাদ দিলেন তারে নানা অলঙ্কার ।
বিদাইতে দিল তারে চারিটা তাওয়ার ॥
পিতা প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সহিত চলিল ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী ॥
হনুমান বসিয়াছে প্রাচীর উপর ।
কহিয়া কহিছে অক্ষ শুনরে বানর ॥
অক্ষয় আমার নাম রাবণ নন্দন ।
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন ॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান ।
কেমনে রাখিবে প্রাণ দেখি বিদ্যমান ॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ ধনুকেতে যোড়ে ।
বাণ ব্যর্থ হয় পাছে চিন্তিত অন্তরে ॥
লাফ দিয়া পড়ে বীর গগন মণ্ডলে ।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে ॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর ।
বাণে ফুটে হনুমান হইল জর্জ্জর ॥
হনু বলে রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল ।
বাণ গুলা এড়ে যেন অগ্নির উথাল ॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে ।
রথখান গুঁড়া করে একই চাপড়ে ॥
রথের সারথি ঘোড়া হইল চুরমার ।
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষয়কুমার ॥
রাক্ষস পলায় উর্দ্ধে হনুমান কোপে ।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে চিলে যেন লোফে ॥
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড় ।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ।
কুমার পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর ॥
শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে ।
বুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ॥
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন ।
বাহুড়িয়া নাহি আইসে আমার সদন ॥
অদ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিত ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত ॥

পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিত ভাষে ।
বানরে ধরিব বান্ধি চক্ষুর নিমিষে ॥
কি ছার বানর বেটা আসি দেখি তায় ।
যুদ্ধ জিনি আসি সব রাজার প্রণায় ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ ।
সর্ব্বাঙ্গেতে পরিল বীর রাজ আভরণ ॥
স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাটী ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা ॥
এক হস্তে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ ঝাপনী ।
আর হস্তে সারথিরে ডাকিছে আপনি ॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল ।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল ॥
কনকে রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া ।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন যোড়া ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
রণবাদ্য বাজে বহু স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্বর ।
পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর ॥
বালী সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী ।
তার পাত্র হনূমান সর্ব্বলোকে জানি ॥
সেই বা আসিয়া থাকে বীর অবতার ।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ যুঝিহ অপার ॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে ।
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে ॥
বসিয়াছে হনূমান প্রাচীর উপর ।
সৈন্য সহ ইন্দ্রজিত গেলেন সত্বর ॥
দেখি হনূমানেরে সে জ্বলিলেন কোপে ।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥
পাতা লতা খাইস বেটা পরিস রে কাচটি ।
মরিবারে হেথা আসি করিস ছটফটি ॥
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে ।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥
রাক্ষসের গালি শুনি হনূমান হাসে ।
গালাগালি পাড়ে বীর বলে যত আসে ॥
ফল ফুল খাই মোরা মুনি ব্যবহার ।
ডালে ডালে ফিরি যে সে নহে অনাচার ॥
আপনার অনাচার না দেখ আপনি ।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি ॥
নারী দশ হাজার বর্ত্তমান আছে ঘরে ।
তথাপি যে তোর বাপ পরদার করে ॥

সতী স্ত্রী হরিয়া আনে অতি তপস্বিনী।
পাপ নাহি পাইবে কভু না হবে ব্রাহ্মণী ॥
স্ত্রী লাগি পুরুষ মরে বিনা অপরাধে।
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে পুষ্পকের মাঝে ॥
করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যা পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসম্বাদ।
কত কাল থাকে আর পড়িল প্রমাদ ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এত কালে ॥
এইরূপ দুই জনে হয় গালাগালি।
তার পর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী ॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখ তোরে আজি যে পাঠাই যমপুরী ॥
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর।
দুই জনে করে যুদ্ধ দুইটি প্রহর ॥
ইন্দ্রজিত বলে আমি পাশঅস্ত্র জানি।
পাশঅস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি ॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক পাশঅস্ত্র বানর হয় বন্দি ॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূতলে।
বলে পারি পাশঅস্ত্র ছিঁড়িবার বলে ॥
পাশঅস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিঁড়ে।
রাক্ষস টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুড়ে ॥
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে।
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে ॥
রাক্ষসেরা আজ্ঞা নিল বীর ইন্দ্রজিতে।
বাপের অগ্রেতে লহ বানর ত্বরিতে ॥
এত বলি ইন্দ্রজিত গেল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান ॥
কোপে তোলপাড় করে হনু যথোচিত।
সম্বরি যোজন বীর হয় আচম্বিত ॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি পাড়ে।
তথাপি তাহার এক লোম নাহি নড়ে ॥
দেখি হনুমানের যে বিক্রম বিশাল।
চমৎকৃত হইলেক রাক্ষসের পাল ॥
হনুমান বলে তোরা বান্ধারে বাবাবা।
রাজ সম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা ॥
বড় বড় লাঠি দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে ॥
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত দুঃখ সহে বীর থাকে উল্লাসে ॥
যেই দিকে হনুমান দিল লেজ ভর।
রাম বলি রাক্ষস উঠিয়া দেয় রড় ॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে।
অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে ॥
নাড়িতে না পারে তারে মনে পায় ত্রাস।
সত্বরে কহিল বার্ত্তা রাবণের পাশ ॥
কষ্টেতে হইল বন্দি সে দুষ্ট বানর।
না যায় শরীর তার বাটের ভিতর ॥
হাসিয়া রাবণ তারে বলে সবিস্তার।
দ্বার ভাঙ্গি শীঘ্র আন দেখি হনুমান ॥
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে।
দ্বার ভাঙ্গি পথ করি আনিল তাহারে ॥
সাত দ্বার ভাঙ্গে তার এক দ্বার রয়।
অচল হইল হনু নাড়া নাহি যায় ॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবননন্দন।
পাত্রমিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ ॥
রাজার কুমারগণ বসি সারি সারি।
বসিয়াছে সারি সারি অমর নগরী ॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্র সূর্য্য ডরে বসে রাবণ সদনে ॥
তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি।
সন্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ॥
দেখিল রাবণ দিব্য রাবণ সম্পদ।
ত্রাস পাইয়া হনুমান ভাবে রামপদ ॥
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার ত্রাস।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত গান কৃত্তিবাস ॥

রাবণের আজ্ঞায় হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান ও লঙ্কা দাহ।

রাবণ বলিছে তোমার নাহি ভয়।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর ॥
অররণেতে বধ যদি পলাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন ॥

হনূমান বলে আমি শ্রীরামের দূত ।
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত ॥
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে ।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে ॥
নামে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী ॥
অগোচরে রাবণ হরিলা তুমি সীতে ।
সুগ্রীবের মিত্র তার সীতা অন্বেষিতে ॥
যে বালী রাজার স্থানে তব পরাজয় ।
হেন বালী মারিলেন রাম মহাশয় ॥
তোর ব্রহ্মঅস্ত্র মোরে কি করিতে পারে ।
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাবার তরে ॥
রাম সুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি জানি ।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
আর যত রাক্ষসে মারিবে কপিগণ ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে ।
আমি তোমাকে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে ॥
মম অগ্রে ধরিয়াছ ছত্রদণ্ড ।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড ॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি ।
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক বাড়ি ॥
এতেক বলিল যদি পবননন্দন ।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন ॥
কাট কাট বলিয়া ডাকিতেছে রাবণ ।
বাধা যোড়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ ॥
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার ।
আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার ॥
আত্মকথা পরকথা দূত মুখে শুনি ।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী ॥
পরের বড়াই করে অপরাধী কিসে ।
যার বড়াই করে তারে মারিতে আইসে ॥
দূতের এক আছে শাস্তি মুড়াইতে মুণ্ড ।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড ॥
এই যুক্তি বলে হনূ পাইল জীবন ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে ।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি বন্ধু হাসে ॥
এই আজ্ঞা করিলেন রাজা লঙ্কেশ্বর ।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর ॥
কোপিত হইল বীর পবননন্দন ।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন ॥
লেজ দেখি রাবণের বড় হইল ডর ।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
হয়ে ছিল যে দুঃখ বালীর লেজ টানে ।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে ॥
তিন লক্ষ রাক্ষসে চাপিয়া লেজ ধরে ।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥
ত্রিশ যোড় কাপড় আনিলেক নিকটে ।
এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে ॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড় ।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল আবড় ॥
কাপড় তি[illegible] লেজ পড়িল ভূতলে ।
লেজে অগ্নি দিতে সব দপদপে জ্বলে ॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনূমান হাসে ।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে ॥
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায় ।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারি দিকে চায় ॥
রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর ।
ইহারে শীঘ্রহ কর প্রাচীর বাহির ॥
ঝুলি ঝুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর ।
স্ত্রী পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥
লেজে অগ্নি দিলেম কাঁকালে দিল দড়ি ।
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি ॥
কেহ বলে আমা মৈল সংগ্রাম ভিতর ।
কেহ বলে মরিল আমার সহোদর ॥
কেহ বলে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি ।
কেহ বলে মোর পুত্র পড়ে যোদ্ধাপতি ॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে ।
জর্জ্জর হইল সব তাহার প্রহারে ॥
ইষ্টক তুলিয়া মারে যে দেখে ডাগর ।
শেল শূল মারে আরো লোহার মুদ্গর ॥
হনূমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ডরে ।
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে ॥
ভাগ্যেতে ইহার ঠাই পাইনু নিস্তার ।
দেখিবা মাত্রেতে সব করিত সংহার ॥
শুনিয়া সভার যুক্তি বানরের হাস ।
এখন যাইবে কোথা করি সর্ব্বনাশ ॥
ঝুলি ঝুলি লৈয়া ফিরে নগরে নগর ।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর ॥
যে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী ।
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি ॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মৃত্যু হেন গণে ।
অগ্নিদেবে পূজে সীতা বিবিধ বিধানে ॥

ায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
বে তব ঠাঁই হনূ পাবে অব্যাহতি ॥
গ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
ানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ ॥
ক্তা হইলেন ওগো শুন দেবী সীতা।
ানের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতা ॥
ণ্য বলেতে তার কার নাহি শঙ্কা।
খনি যে হনূমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ।
রিষে বিষাদ তুমি কর কি কারণ ॥
ন্দন সম্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
চিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

হনূমান কর্তৃক লঙ্কা দগ্ধ দর্শনার্থ দেবগণের আগমন।

পর্ব্বত প্রমাণ ছিল সেই হনূমান।
ছুটাইতে বন্ধন সে মেলিল প্রমাণ ॥
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন।
মাথা গুঁজি বাহিরিল পবননন্দন ॥
হনুমানে বেড়ি ছিল সকল রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে ॥
হাতে গাছ হনূমান বীর রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥
কার প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কার দগ্ধ করে দাড়ি ॥
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনূমান রাজদ্বারে রহে ॥
মহাবীর হনূমান চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায় ॥
সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেন ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ ॥
মেঘের বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু আসি করে অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনূমান ॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘরে জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল ॥
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উতরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এককালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি।
কাহার বাতুল মুখ দগ্ধ গোঁপ দাড়ি ॥
লঙ্কামধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী ॥
সুন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে ॥
দূরে থাকি দেখে হনূমান মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল ॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
দেখিলে পোড়ার মুখ দেখিতে কৌতুক ॥
ত্রাসে ডুবদিল যদি জলের ভিতরে।
জল খেয়ে কাতর হইয়া সবে মরে ॥
স্ত্রীবধ করিয়া বলে পবননন্দন।
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই যত পুড়ে রাজঘর ॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষাপক্ষী তাহে কত পুড়ে ॥
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর পক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল সে পেখম ধরে কিসে ॥
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পুড়ে।
রাজঘর পাছদ্বার কিছু নাহি এড়ে ॥
অন্য অন্য যত বীর পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণ বিভীষণের কেবল ॥
ব্রহ্মা বরে বিভীষণ গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণ ঘর বাঁচে গাছের আওতে ॥
গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর ॥
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তেঁই অন্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাঁচে ॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল লোক করে হাহাকার ॥
হনূমান বলে সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি হৈল সর্ব্বনাশ ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নিজলে মরে সব প্রাণী।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের রমণী ॥
কি করিনু ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ ॥

যে সীতার হেতু আমি পারাবার তরি ।
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥
কোন ধর্ম্ম করি পোড়াইলাম লঙ্কাপুরী ।
সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী ॥
সাগরে ঝাঁপ দিয়ে যোগে করক আহার ।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিবা হই ছারখার ॥
সাগরেতে কিবা করি অগ্নিতে প্রবেশ ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥
দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে ।
সীতাদেবী রক্ষা পান না পোড়ে আগুনে ॥
তুমি লঙ্কাদগ্ধ কর মনের হরিষে ।
ভস্ম করি কেন লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে ॥
দেববাক্যে বানর সাহসে করে ভর ।
লাফে লাফে পোড়াইল যত যত ঘর ॥
পুড়িয়া মরিল সব রাক্ষস রাক্ষসী ।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভস্মরাশি ॥

লঙ্কাদগ্ধ করিয়া হনুমানের সীতার নিকটে গমন ও উভয়ের কথোপকথন ।

দুই শত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগণ ।
সীতা বলে পুড়ি মৈল পবননন্দন ॥
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা ।
তাঁহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা ॥
বন্দি হইয়াছে সে শুনিয়া কাহিনী ।
রাজারে সে বলিল যে দুরক্ষর বাণী ॥
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে ।
সেই অগ্নি হনুমান দিল ঘরে ঘরে ॥
হনুমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে ।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু আইল হেনকালে ॥
সীতার নিকটে গিয়া পবননন্দন ।
লেজের অগ্নি সাগরে ফেলিল ততক্ষণ ॥
জানকী বলেন বাছা আইলে কুশলে ।
লুকাইয়া থাক বাছা অশোকের ডালে ॥
অগ্নিতে তোমার তনু হইল জর্জ্জর ।
কিছু দিন থাক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥
হনুমান বলেন মাতা না কর যতন ।
আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
বিলম্ব হইলে মম কিছু নহে কায ।
আমি গেলে আসিবেন সুগ্রীব মহারাজ ॥
লাফ দিয়া পার হবেন বানরের গণ ।
মোর পৃষ্ঠে পার হবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
জানকী বলেন শুন পবননন্দন ।
তোমা হেন বানর আছে বা কত জন ॥
সে কথা শুনিয়া বীর হনুমান হাসে ।
সীতার বুঝায় তবে অশেষ বিশেষে ॥
আমার অধিক বীর আছে বহুতর ।
আমা ছোট সুগ্রীবের নাহিক বানর ॥
সকলের ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র কর্ম্ম করি ।
আমাকে পাঠান তেঁই রাম লঙ্কাপুরী ॥
বীর মধ্যে আমাকে যদ্যপি নাহি লেখে ।
তথাপি রাক্ষসগণ নারি আঁখে লাখে ॥
বিশকোটি সেনাপতি আসিবে প্রধান ।
আপনি জানহ মাতা শ্রীরামের বাণ ॥
আজি হৈতে ঠাকুরাণী দুঃখ অবসান ।
ঘরের সেবক তব আছে হনুমান ॥
আনন্দিত সীতা হনুমানের আশ্বাসে ।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে ॥

হনুমানের প্রমুখাৎ সীতার বার্ত্তা শ্রবণে রঘুনাথের বিলাপ ।

সীতার মস্তক মণি রামের সন্দেশ ।
মেলানি করিয়া হনু চলিলেন দেশ ॥
তাহার চরণ ভরে শিলাবৃক্ষ ভাসে ।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বতের আগে ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে ।
এক লাফে উঠে বীর গগনমণ্ডলে ॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর কম্পিত বুকে ।
সিংহনাদ তাহার উত্তর কূলে ঠেকে ॥
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্বুবান ।
সব কার্য্য সিদ্ধ করি আইসে হনুমান ॥
এমত বিক্রমে আসে যেন লঘু গতি ।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী ॥
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর ।
চক্ষুর নিমিষে আইল অর্দ্ধেক সাগর ॥
দূর হৈতে পর্ব্বতেরে লক্ষ্য করে ।
পার হয়ে রহে বীর পর্ব্বত মধ্যারে ॥
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর ।
হুম হুম বলে বীর পবন কোঙর ॥

রাগে মাথা মোড়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে॥
সাগর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি।
চলকুল যোগায় সকলে কুতূহলী॥
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্বুবান।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনুমান॥
কেমনে ভ্রমিলা তুমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী॥
সীতা লইয়া রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমনে দেখিলা তুমি সীতার আকার॥
হনুমানে কহরে বিশেষ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইবে নিস্তার॥
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয়।
তবে দেশে যাই যদি ইষ্টসিদ্ধি হয়॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদ গোচরে বার্ত্তা কহে হনুমান॥
এক শত যোজন সাগরের পাথার।
অনেক শঙ্কটে আমি হইলাম পার॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
দেখিলাম অশোকবনেতে জানকীরে॥
বহু কষ্ট আগে ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষ।
চলহ রামের ঠাঁই কহিব বিশেষ॥
শুনি শুভ সমাচার তুষ্ট যুবরাজে।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সহে ব্যাজে॥
জানাইতে শ্রীরামের বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর॥
একেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে॥
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন॥
সীতার চরিত্র রাম করিবেন বিচার।
তার বাক্যে সীতা লইলে হবে তিরস্কার॥
দশ যোজন লঙ্ঘিতে মরিছে কপিগণ।
কোন জনে লঙ্ঘিবেক শতেক যোজন॥
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে।
কাঁপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি যেন জ্বলে॥
অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশ।
তিনি বুড়া পরের শিখাও উপদেশ॥
আপনার মত দেখি সকল সংসার।
লেজ চাপি ধরে সাগর করি পার॥

হনুমান বলে তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি তোমা হেন বীর॥
সর্ব্ব লোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্বুবান।
মন্ত্রির মন্ত্রণা কভু না করিহ আন॥
শুনিয়া অঙ্গদ বীর ভাসে মহোল্লাসে।
বানর কটক লয়ে চলে নিজ দেশে॥
কটক যুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন পাশ॥
দেখিতে মধুরবন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর॥
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে॥
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল।
খাইবারে নাহি পারে হইল চঞ্চল॥
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগে হনুমান॥
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গদের কাছে কহে করি যোড়হাত।
রাজার প্রসাদ চাই বানরের সাথ॥
অঙ্গদ বলেন বীর যে দিলে আহ্লাদ।
যাহা চাহ তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ॥
হনুমান বলে মধু অমৃত সমান।
সকল বানরে খাই কর যদি দান॥
অঙ্গদ বলেন মধু খাও ইচ্ছা মত।
মহিবেন সুগ্রীব ইহাতে অসম্মত॥
হরষিত সকলে পাইয়া মধুদান।
স্বেচ্ছামত আনন্দে করিছে মধুপান॥
নিঙ্গাড়িয়া খায় কেহ খায়েত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে॥
মধুলতা ভাঙ্গি লয়ে করে মারামারি।
যে যারে মারিতে পারে সে মারে তাহারি॥
মধু পিয়া কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
কেহ কিলে কেহ হাতে সঙ্গে আনন্দিত॥
কহিয়া করিল নানা মধুর রঙ্গক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ কটক॥
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে॥
তোমার আজ্ঞায় মোরা করি মধুপান।
কোথাকার বানর লইতে চায় প্রাণ॥

কোপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন।
মার মার বলি তাকে পবননন্দন॥
কটক লইয়া যায় সুগ্রীব কোপে।
কোপিল যে দধিমুখ আইলে এক চাপে॥
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন জন।
দধিমুখে এড়িয়া পলায় কপিগণ॥
অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দধিমুখ।
তোরে আমি মারি যদি তবে বড় দুঃখ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি দিনু ভোজন॥
রাম কার্য্য করি নাহি খাই পিতৃবনে।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন॥
পিতৃধন মধুবন করিল অর্পণ।
মনেতে বাসনা তোরে কাটিতে এইক্ষণ॥
বাপের মাতুল সে সম্বন্ধে বড় বাপ।
সেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ॥
ওষ্ঠাধর কম্পবান ক্রোধেতে ব্যাকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল॥
জর্জ্জর হইল বীর আছাড় কামড়ে।
শীঘ্র দধিমুখ সুগ্রীবের পায় পড়ে॥
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান।
মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ হনুমান॥
তোমরা দুই ভাই যাহা করিলে পালন।
এত কালে নষ্ট করে সেই মধুবন॥
শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে॥
নম্র হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমান কথা কহে করিছে ক্রন্দন॥
না কহ সান্ত্বনা বাক্য না দেহ উত্তর।
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর॥
সুগ্রীব কহেন কহ দক্ষিণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা॥
দক্ষিণদিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য-মধুবন॥
মারি খেদাইল এরে মধুবন রাখে।
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি।
কে আইল কে কহিল দক্ষিণ কাহিনী॥
শ্রীরাম বলেন যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল বার্ত্তা জান কি এক্ষণে॥
সুগ্রীব বলেন স্থির না হও অস্থির।
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর॥
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যের সাধক আর বীর হনুমান॥
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইয়াছে সীতা তাহার গোচর॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
দেখিয়াছে সীতারে কহিলাম নিশ্চয়॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে॥
হনুমান অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরাণ জুড়াও॥
সুগ্রীব বলেন আইল মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিহ দুঃখ॥
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ।
নাহি দোষ করিলে তোমার নাহি লাজ॥
শীঘ্র চল মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ হনুমানে আন শ্রীরামের স্থানে॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া চলিল দধিমুখে।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ সম্মুখে॥
মাথা নোয়াইয়া তারে করে যোড়হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ॥
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে॥
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত॥
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছে দুইজন।
শীঘ্র গিয়া কর তুমি রাজ সম্ভাষণ॥
সেবক বৎসল বড় সুশীতল অঙ্গদ।
মধুবন রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ॥
চলিল অঙ্গদ বীর হয়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় সব বানর বেষ্টিত॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বত প্রমাণ॥
দূরে দেখিলেন রাম পবননন্দনে।
বসিয়াছিলেন উঠিলেন ততক্ষণে॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনুমান॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া জিজ্ঞাসিলেন তাকে।
সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীতাকে॥
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনুমান।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে তবে রবে প্রাণ॥
শ্রীরাম চরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে সত্য যোড় করি হাত॥

লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোককাননে।
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে॥
একশত যোজন সে সাগর পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোককানন।
অশোকবনের জ্যোতি রবির কিরণ॥
দুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোকবনের মধ্যে দেখিনু সীতারে॥
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন।
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ॥
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাষে লঙ্কেশ্বরে।
বৃক্ষ আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন॥
তোমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন॥
জানকী বলেন মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষস চেড়ী ডাক দিয়া আনে॥
ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে।
কোন মতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে॥
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ॥
স্বপন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ।
গাছে থাকি সীতা সহ করিনু সম্ভাষ॥
কোথা হৈতে এলে মোরে জিজ্ঞাসে বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আদি সব কহি॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁর করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন॥
মেলানি করিয়া আমি সব দেখে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি॥
ভাঙ্গিলাম মনোহর অশোককানন।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন॥
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষকুমার প্রভৃতি॥
চতুর্দ্দিকে ফিরিনু সব সংহার।
ইন্দ্রজিত আইল সমরে আগুসার॥
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্মপাশে সে আমারে করিল বন্ধন॥
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ গোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর॥
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ॥
তার বাক্যে আমি এড়াইলাম মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ॥
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার ঘরে ঘরে॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম হাহাকার।
কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার॥
আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন রাজা।
হেন কালে উপস্থিত হইলাম তথা॥
আমারে দেখিয়া সীতা হরিষ বিশেষ।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করি আইলাম দেশ॥
দেখিলাম জানকীরে বিরহে বিকলা।
আকাশের বিদ্যুৎ যেন দিনে দিনে ক্ষীণা॥
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী।
লও রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি॥
রাম হস্তে মণি দিল পবননন্দন।
মণি দেখে রঘুমণি করেন ক্রন্দন॥
রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে।
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে॥

সীতা ফিরিয়া দেওনার্থ বিভীষণের সদ্‌যুক্তি প্রদান ও তন্নিমিত্ত রাবণ কর্ত্তৃক পদাঘাতে অপমান।

শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার॥
অন্য কি প্রসাদ লহ লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোলে দেন কমললোচন॥
পবন পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভ করি গণি॥

দক্ষিণের সবংশে যেন হইল ব্রাহ্মণ ।
দেখিলেন রাম বাজে শিব শিবানন্দ ॥
সূর্য্যবংশে নৃপতির অভিন্ন সে ছবী ।
রাক্ষসগণের মুণ্ড সর্বলোক জানি ॥
মুণ্ড এক দেখিলে ত্রৈলোক্য বড় দোষে ।
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে ॥
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ ।
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ ॥
কিল কিল শব্দ করি কপিগণ চলে ।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে ॥
হরিষেতে পাতা লতা নিরা করে ঘর ।
অবস্থিতি করিলেন সকল বানর ॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
চরমুখে নিত্য বার্ত্তা পায়ত রাবণ ॥
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা ।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা ॥
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি ।
শুন পুত্র তুমি তো ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি ॥
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে ।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে না মজে ॥
যে মারে রাক্ষসগণে তার সনে বাদ ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ ॥
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট ।
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক সঙ্কট ॥
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহুড়ে ।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পোড়ে ॥
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর ।
পাত্র মিত্র সঙ্গে যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ ।
সভাস্থ সকলে তত্ত্ব করিছে শ্রবণ ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ ॥
যত দিন সীতারে আনিলে অন্তঃপুর ।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপন প্রচুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে ॥
কালি হেন বুড়ী দেখি বসন বিকট ।
সন্ধ্যাকালে উঁকি পাড়ে রাজার নিকট ॥
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদা কাল ।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল ॥
রাবণ বলিছে কি রামের এত ডর ।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর ॥
রাবণ ভ্রাতার কথা না শুনিল কাণে ।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রীগণে আনে ॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রী যুক্তি বল সার ।
কি প্রকারে রামেরে করিব সংহার ॥
বীর দর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি ।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি ॥
পর্ব্বতের গুহা আর বন নদীকূলে ।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে ॥
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট ।
লোহার মুদগর হাতে কহে অকপট ॥
লোহার মুদগর লয়ে প্রবেশিল রণে ।
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে ।
লঙ্কায় থাকিতে আমি কোন বেটা আসে ॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কাদাহ করে হনুমান ।
লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান ॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ ।
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ ॥
অকম্পন বলে রাজা তব আজ্ঞা পাই ।
অনেক দিনের সাধ কপি ধরে খাই ॥
কুম্ভ যে নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন ।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ ॥
ঝাট আর ঝগড়া মুষল শেল আর ।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার ॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জন ।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণ ॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ডর ।
হিত বাক্য বলি শুন ভাই লঙ্কেশ্বর ॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিব নির্ভয় ।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয় ॥
কোন কার্য্য মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী ।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী ॥
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে ।
কুপিল রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
বিভীষণ মম জ্যেষ্ঠ আমিতো কনিষ্ঠ ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ ॥
মানুষ বেটার ডরে কাঁপে বিভীষণ ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন ॥
বিভীষণে দূর কর যুক্তি করি সার ।
বিনা যুদ্ধ গতি নাই কিসের বিচার ॥

এত বলি ক্রোধ করি কহিল রাবণ ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ ॥
ধার্ম্মিক জীবন দেখ সর্ব্বলোকে কয় ।
অধার্ম্মিক জনে থাকে জীবন সংশয় ॥
যেন এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে ।
সকলের দুর্গতি করে ক্ষমা নাহি মানে ॥
খেতের শস্যাদি খায় ঘর দ্বার ভাঙ্গে ।
খাদ্য লোভে পোষা হস্তী দিলে তার সঙ্গে ॥
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টের অপরাধ ।
হস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ ॥
স্বর্ণ থেকে ব্যাধ জাতি আনে নানা শক্তি ।
শত হাত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দি ॥
যেই খানে হস্তী সব চলে নিরন্তর ।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার রাখিল বিস্তর ॥
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল ।
গলায় লাগিয়া রজ্জু সবাই পড়িল ॥
দুষ্টের প্রহারে হয় শিষ্টের বন্ধন ।
সেই মত তব পাপে মজে পুরীজন ॥
এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষণ ।
তাহাকে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥
তুলিল রাবণ খাণ্ডা কাটিবার মনে ।
খাণ্ডাশুদ্ধ চাপিয়া ধরিল পাত্রগণে ॥
চারিদিকে পাত্র মিত্র ধরে হাতাহাতি ।
কোপেতে রাবণ তাকে মারিলেক লাথি ॥
সভামধ্যে বিভীষণ বসেছিল খাটে ।
খাট হৈতে পড়িলেক সে লাথির চোটে ॥
পেটে লাথি বাজিল পড়িল ভূমিতলে ।
হাহা শব্দ হইয়া উঠিল সভাস্থলে ॥
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল রাবণ ।
অন্তরীক্ষে উঠি বলে ভাই বিভীষণ ॥
রাজ্য রক্ষা হেতু বলিলাম যে কারণ ।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন ॥
এক কথা বলি আমি ভাইরে রাবণ ।
মৃত্যুকালে স্মরিহ আমার এ বচন ॥
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ।
রাবণেরে ছাড়িয়া চলেন বিভীষণ ॥

সাগরকূলে বিভীষণকে রাজা প্রদান করিয়া সাগর বন্ধনান্তর সসৈন্য পার হইয়া শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ।

চারি পাত্র সহ যুক্তি করে বিভীষণ ।
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কহি বিবরণ ॥
চারি পাত্র যুক্তি দিল অনুমতি ।
কৈলাস শিখরেতে যেখানে ধনপতি ॥
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কহে বিবরণ ।
সভামধ্যে লাথি মোরে মারিল রাবণ ॥
কহিলাম তাহে সব না কর বিবাদ ।
সীতা দিতে চাহিলাম এই অপরাধ ॥
কুবের বলেন যে বলিবে নিজ দোষে ।
থাকা সিদ্ধ হবে যাও শ্রীরামের পাশে ॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ ।
সাগর কূলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥
সম্মুখে বানর সেনা করে জোড়া পাড়া ।
পাষাণ পাথর লয়ে সবে হয় খাড়া ॥
মহাবল পরাক্রম দেখিতে বিভীষণ ।
সবে বলে মার মার এইত রাবণ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ ।
রামের চরণে আমি পশিব শরণ ॥
কহে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রীগণ ॥
সুগ্রীব বলেন পুনঃ এ নহে উচিত ।
ছল করি বলি আর করে বিপরীত ॥
জাম্বুবান পাত্র বলে যুক্তে বৃহস্পতি ।
বৈরিরে নিকটে আনা নহে ভাল যুক্তি ॥
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান ।
এই বিভীষণ মোর মিত্র প্রাণদান ॥
এই যুক্তি শুন মিত্র আন বিভীষণে ।
বিভীষণ সহায়ে সংহারিব সে রাবণে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব ভূপতি ।
অন্য মত না ভাবিহ বিভীষণ প্রতি ॥
আপনার দোষে মিত্র না দেখি আপনি ।
তোমা হতে মিত্র তার সাক্ষী আমি জানি ॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ ।
পরলোকে নষ্ট যদি না করে পালন ॥
পুরাণের কথা কহি কর অবধান ।
শিব নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম অধিষ্ঠান ॥
গলায় কপোত পক্ষ সাচানের ডরে ।
ত্রাসেতে পড়িল শিব নৃপতির করে ॥
বজ্র করি নরপতি দুপুপক্ষী রাখে ।
প্রাচীরে সাচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার ।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা কহে আপনার ॥
রাজা বলে পক্ষী মম পশিল শরণ ।
আপন গায়ের মাংস তবে দেহ দান ॥

রাজকোষ রাজ্যে তার অতুল ঐশ্বর্য্য।
এ রাজ্যে থাকিলে মম ঘুচে অহঙ্কার ॥
শুনি সারথির কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গাত্রের কাটে মাস ॥
তিলার্দ্ধ মাংসের স্থান সর্ব্ব অঙ্গ কাটে।
তোলন করায় তাতে যত ধরে পেটে ॥
বসিয়া শরীর রাজা রক্ত বহে স্রোতে।
আপনি রাজ্যের রক্ষে সিংহাসন দিতে।
সেইত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ ॥
বিভীষণ থাক যদি আইলে রাবণ।
হইবে শরণাগত করিব পালন ॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণ আনিবারে রামের সমক্ষে ॥
সুগ্রীব লঙ্কাচর আগে করে সম্ভাষণ।
পরম আনন্দে কোল দিল দুই জন ॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রামস্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম চরণে ॥
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইলাম শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া কি পাঠাইল রাবণ ॥
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণ মাত্র হইল শরণ ॥
ইহা ভিন্ন যদি অন্যদিকে ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ॥
হইব কলির রাজা সহস্র তনয়।
এই তিন দিব্য রাজা করিলাম নিশ্চয় ॥
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
ঐ তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ ॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
বহু দিন শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন ॥
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ ॥
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে ॥
শ্রীরাম বলেন অল্প বুদ্ধি রে লক্ষ্মণ।
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
এই দিব্য লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ।
কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোষ ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ।
এই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ ॥
প্রতি গৃহ করিবেক উদর কারণ।
প্রতি গৃহে মহাপাপ জন্মিবে কারণ ॥
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার।
সেই পুত্রের পাপে সব মজিবে সংসার ॥
কলির রাজা হয়ে প্রজা না করে পালন।
সে পাপে রাজার হয় অকাল মরণ ॥
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে।
বিভীষণে রাজা করি তবে রাখ কাছে ॥
সর্ব্ব সেনাপতি আর সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীষণোপরি ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সেই জলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোনজনা।
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণা ॥
ছত্রদণ্ড দিল তারে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥
সুগ্রীব বলেন কিছু ভাবিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে সে জুয়ায় ॥
শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার ॥
বিভীষণ বলে সে [illegible] মহীপতি।
সাগর খুড়ি খনিল [illegible] তাহার সন্ততি ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষেরা [illegible]য় প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখ[illegible]ক উপবাসে ॥
সাগরের কূলে শয়[illegible]রিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন [illegible]ন উপবাসে ॥
তিন উপবাস গে[illegible] দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণে [illegible] ক্রোধিত অন্তরে ॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন ভাই কিসের অপেক্ষা ॥
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগর আজি কার বাপে রাখে ॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে।
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল বাণে ॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজাল বাণ রাম পুরেন সন্ধান ॥
অগ্নিজাল প্রভাবেতে শুকায় সাগর।
পুড়িয়া মরিবে মৎস্য কুম্ভীর মকর ॥
চলিল পাতাল সপ্ত সাগরের পাণ।
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস ॥
উঠিয়া সাগর করিলেন যোড়হাত।
অকারণে ক্রোধ কর সূর্য্যবংশনাথ ॥

বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল আছে যে বানর।
তোমা হেতু মুনি স্থানে পাইয়াছে বর॥
ভস্মমুনি তাহারে পালিল শিশুকালে।
দণ্ড কমণ্ডলু তার হারাইল জলে॥
নিত্য হারাইয়া আইসে ক্রিয়া নষ্ট মুনি।
আর দিন ধ্যান করি জানিল আপনি॥
স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন রাম অবতার।
সাগর বান্ধিয়া সৈন্য করিবেন পার॥
এতেক ভাবিয়া মুনি দিল বরদান।
নলস্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ॥
সাগর বান্ধিতে পারে সেনাপতি নলে।
নলস্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মম জলে॥
শ্রীরাম বলেন নল আছে মম পাশ।
সাগর বান্ধিতে নাম না কর প্রকাশ॥
আমি মন্দ দিলিব তোমার উপহাস।
এত বুদ্ধি ধর শুনি সাগরের পাশ॥
নল বলে জাতি ভয়ে না করি প্রকাশ।
জাতিশাপে হয় পাছে জীবন বিনাশ॥
সাগরের কথা শুনি সব সেনাপতি।
সাগর বান্ধিবে নল দিল অনুমতি॥
রাম কার্য্য সিদ্ধ হউক এই মাত্র চাই।
সুগ্রীব রাজার আর অন্য কার্য্য নাই॥
শ্রীরামের অগ্রে নল করে অঙ্গীকার।
বান্ধিব সাগর আমি প্রতিজ্ঞা আমার॥
এত যদি নল বীর করে অঙ্গীকার।
সাগর পাতালে গেল যথা পরিবার॥
পাতালে সাগর বৈসে কি করিবে বাণে।
এ সাগর বান্ধা যায় শ্রীরামের গুণে॥
সুগ্রীব বলেন সবে কার মুখ চাহ।
পাথর পর্ব্বত বৃক্ষ কেন নাহি বহ॥
নল মাত্র ছুঁইবে হইবে সেতু সার।
কে কত বান্ধিবে তাহা কর অঙ্গীকার॥
বলয়ে গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
পাঁচ ভাই বান্ধি দিব পঞ্চাশ যোজন॥
নীল আর কুমুদ সুষেণ সেনাপতি।
পনেরো যোজন বান্ধি দিব সরিৎপতি॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বলে সুষেণ নন্দন।
বান্ধিব যোজন দশ ভাই দুই জন॥
সভামধ্যে হনূমান করে অঙ্গীকার।
আর যত বাকী থাকে সকলি আমার॥
উত[illegible]ই চুল বান্ধে বস্ত্র পরে টানে।
[illegible]সা বসিলেন সাগর বন্ধনে॥

কোটি কোটি সেনাপতি দৈবে বল পায়ে।
ছুঁইতে পাথর নল সলিলেতে তাহে॥
পাথর পাথরোপরি করিয়া বিন্যাস।
তাহার উপরে পাড়ে পার্ব্বতীয় বাঁশ॥
রাখিল পাথর গাছ সাগরের কূলে।
বড় বড় বাঁশ যে উপাড়ে তার মূলে॥
সেহড়া বহড়া হরীতকী যে আমলা।
পর্ব্বতীয় গাছ আনে সারস কদলা॥
বকুল দীর্ঘল গাছ পিয়াল তমাল।
খর্জ্জুর জীরাব আনে রসাল কাঁঠাল॥
লোহিত চন্দন আনে জাতি যে যুঠার।
অশ্বত্থ পাকুড়ি আনে উপাড়িয়া যায়॥
যত যত গাছ বনে পারত দীঘল।
আনে তাল তেঁতুল গুবাক নারিকেল॥
পৃথিবীর গাছ আনে নাম জানি কত।
গাছেতে ঢাকিল সাগরের জল যত॥
সুগ্রীব অঙ্গদ ছিল পর্ব্বত শিখরে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ফেলে সাগরের নীরে॥
বড় গাছ আনে আর বড় বড় যোড়া।
কোটি কোটি পর্ব্বত হইল যেড়াযুড়া॥
আনিয়া পাথর গাছ করিল সঞ্চয়।
সোণার পর্ব্বত আনে শুদ্ধ স্বর্ণময়॥
বহিয়া পাথর গাছ আনে সুখে সুখে।
সবে আনি দেয় নল বানরের হাতে॥
আড়ে দশ যোজন বান্ধিল রত্নাকর।
দীর্ঘে শত যোজন বান্ধিল দৃঢ়তর॥
সাগরের জল যে স্ফটিক হেন জ্বলে।
সে[illegible] জল শোভে বৃক্ষ প্রস্তর মিশালে॥
[illegible]ই ভিতে যাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেই ভিতে দিল গাছ অগুরু চন্দন॥
পর্ব্বত যোজন দশ আনে হনূমান।
বাম করে ধরে নল হেন বলবান॥
কোপে তোলাপাড়া করে হনূমান মনে।
সত্তরি যোজন সে পর্ব্বত আনে ক্ষণে॥
পর্ব্বত দেখিয়া নল উঠে দিল রড়।
কহিতে লাগিল গিয়া রামের নিয়ড়॥
আগে না প্রকাশ করি এই সে কারণ।
হনূ যে পর্ব্বত আনে বধিতে জীবন॥
জানি আগে বড়াই করিলে মন্দ হয়।
এই সে কারণ নাহি দেই পরিচয়॥
শ্রীরাম বলেন হনূ নল তোমা প্রতি।
নল যে বড়াই করে নহে মম মতি॥

তুমিতো বান্ধিলা সিন্ধু শতেক যোজন ।
তোমার প্রসাদে আমি মারিব রাবণ ॥
তোমার প্রসাদে আমি সাগর হব পার ।
তোমার প্রসাদে করি সীতার উদ্ধার ॥
রাম বাক্যে জানিল সে পাষাণ পাথর ।
সে আজ্ঞা পাথর হবে ছিদ্র বানর ।
ভাসে জল ছুঁইলে সে জলের উপরে ।
নীল যদি ছোঁয় উপলে পাথর পাথরে ॥
তিন যোজন করি বান্ধে একই দিবসে ।
নবতী যোজন সে বান্ধিল এক মাসে ॥
নবতী যোজন বান্ধা শেষ দশ আছে ।
লঙ্কার প্রাচীর ঘর দেখে যেন কাছে ॥
লাফে লাফে পারে যায় সর্ব্ব কপিগণ ।
সবে যায় না দেখেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
হনুমান আসিয়া রামের অনুরোধে ।
একখান পাথরেতে দশ যোজন বান্ধে ॥
উত্তর কূলেতে সেতু ঠেকে অন্য পারে ।
পার হয়ে কপিগণ লঙ্কাপুরী বেড়ে ॥
যত যত রাজা ছিল চন্দ্র সূর্য্যকুলে ।
সাগর না বান্ধে কোন রাজা কোন কালে ॥
এ কূলে করিল রাম শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
অভিষেক করি স্বর্গে গেল দেবগণ ॥
গজ গবাক্ষ পার হৈল গন্ধমাদন ।
ঋষভ মেঘেন্দ্র গেল সুষেণনন্দন ॥
নল নীল পার হৈল দুই সহোদর ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার হইল বিস্তর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পার হইলেন তার ।
সুগ্রীব অঙ্গদ পার হইল ত্বরায় ॥
একে একে পার হয় যত কপিগণ ।
তার পাছে পার হইলেন বিভীষণ ॥
তবে শেষে পার হইলেন হনুমান ।
তার পাছে পার হয় মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
যে কূলে আছেন সীতা সেই কূলে রা
উত্তরে ছিলেন দূরে হয় এক গ্রাম ॥
বান্ধা গেল সাগর কটক হৈল পার ।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার ॥
পার হৈয়া রঘুনাথ করেন মন্ত্রণা ।
চারি দ্বার চাপিয়া হইল চারি থানা ॥
রাবণ বিস্ময়াপন্ন ভাবে মনে মনে ।
মন্ত্রণা করিতে সব আসে মন্ত্রীগণে ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাণ্ড ।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সুন্দরাকাণ্ড ॥

সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্তঃ ।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয় ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

রাবণ শুকসারণকে শ্রীরামের কটক চর্চ্চিতে পাঠান।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাতে বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব মিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥
বান্ধা গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
কাঁফর হইল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
শুন শুক সারণ তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া শ্রীরামের কটক সপ্রমাণ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বীর॥
ভালমতে জান বিভীষণের যে গতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি॥
বল বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ যে প্রধান জনা জনা॥
রামের সহিত থাকে কোন মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজা প্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর।
লেখা যোখা নাই যত দেখিল বানর॥
কত পার হৈল কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার॥
কটক চর্চ্চিতে ভ্রমে চর দুই জন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
চিনিলেক দুই চর সেই বিভীষণে॥
পরের সেবক বলি না করিল আস্থা।
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা॥
আপনার প্রতাপিত্ব আলাবার তরে।
রথ হৈতে নাম্বিয়া সে দুই চরে ধরে॥

বিভীষণে দেখি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিত।
মহাকোপে যায় বীর রাক্ষসের ভিত॥
এড়িলেক শালগাছ বেগের সমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হৈল খান খান॥
আর গাছ আনে তার দশক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥
পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর।
গদা হাতে দুই চর যুঝে ঘোরতর॥
বাণের উপরে করে বাণ বরিষণ।
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন॥
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার।
সুগ্রীব বলেন গর্ব্ব করিস কি গদার॥
মার দেখি গদা বুক পেতে দিনু তোরে।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে॥
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক।
মার দেখি গদা সবে দেখহ কৌতুক॥
পাতিয়া দিলেক বুক সুগ্রীব ভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি॥
বজ্রসম বুক তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হইল খান খান॥
গদা মারি দুই জন হইল কাঁকর।
দুই চরে বান্ধি দিল রামের গোচর॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডানিদিকে মিত্র তার সুগ্রীব বানর॥
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
যোড়হস্তে বসিয়াছে যত মন্ত্রীগণ॥
হেনকালে দুই চর যাইয়া আগুসারে।
প্রণাম করিল দোঁহে রাজ ব্যবহারে॥
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিল কিছু সঘনে নিশ্বাস॥
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে॥
লুকাইয়া আসিয়া হইলাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় উচিত॥
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে॥
কারে দণ্ড চর দূতে নহে রাজধর্ম্ম।
সেবক মারিলে নিন্দা হবে কোন কর্ম্ম॥
গোপনে আইল চর ভ্রমে সব স্থানে।
দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে॥
হরিয়া আনিলা সীতা মম অগোচর।
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

শুক সারণের প্রতি শ্রীরামের কথোপকথন।

ত্রিপদী।

ত্রিভুবন জিনিয়া সুন্দরী সব আনি
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি বহে বা
অনাথ হইয়া তারা ভজে॥
সীতার শাপানলে, আমার কোপানে
রাবণের নাহিক নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, এ কনক লঙ্কা খ
পুড়িয়া হইল ছারখার॥
রাজা হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসা
কহ গিয়া তোর লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ, সাগরেতে সেতুব
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে॥
কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খ
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে।
সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্র
হনূমান বধিবে সকলে॥
আইলে সৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবে কেন অগো
বল তারে কথা দুই চারি।
কাটি তার দশ মুণ্ড, বিভীষণে ছত্র
দিব আর রাণী মন্দোদরী॥
কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ব্ব শাস্ত্র সুগো
বিরচিল সরস্বতী বরে।
সর্ব্ব পাপ বিনাশন, সার প্রভু রামা
মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে॥

শুক সারণ রাবণের নিকট রামের প্রশং ও কটকের কথা কহ।

পয়ার।

শূন্য ঘরে সীতা হরে আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার॥

সেইত সাগর আমি হই নাব পার।
জিজ্ঞাসে রাবণ রাজা কি বলিবে আর॥
শুনিয়াছ খর দূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার॥
যে সে প্রকারে আজি পোহাউক রাতি
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি
দিয়া রাজ প্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
নাগাইতে নারে চর নাহি রাজে পাশ।
ঊর্দ্ধ মুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক ভিতরে।
গেলে মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজ গুণে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে॥
রামের যেমন ধনু শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কায একা রামে নারি॥
ভুবন সহায় যদি অষ্টলোক পাল।
তবু না জিনিবে রামে বিক্রমে বিশাল॥
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন দশ বৃক্ষেতে পাথরে॥
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রাম সৈন্য যুঝিবার মনে॥
কালো কালো কপিগণ পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া ডরাই যেন মহা অন্ধকার॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ কেহ বরণ উজ্জ্বল॥
উচ্চে পরিমাণ দেখি পর্ব্বত প্রমাণ।
রণে প্রবেশিতে চাহি কিন্তু কাঁপে প্রাণ॥
এক চাপে কপি সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাহি পাই যত দেখি এক দৃষ্টে॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা॥
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানী।
তথাপি বানর সৈন্য নিশ্চয় না জানি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি॥
হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশানন বিদ্যমান॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয়॥

অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয়॥
চতুর্দ্দিক জল স্থল ব্যাপিত বানরে।
দেখিয়া রাবণ রাজা সভয় অন্তরে॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করে নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর॥
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ॥
বানর সহস্র কোটি যাহার সংহতি।
ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি॥
নীল সেনাপতি যে হেলায় যদি লড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্য আছে যোড়ে॥
বানর সত্তরি কোটি যার পাছু লাগে।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে॥
বিশ কোটি কপি সহ ঐ যে গবাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে॥
হিঙ্গুলি পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন রঙ্গ।
পঞ্চাশত কোটি কপি সঙ্গে অঙ্গদ॥
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণ যেন গিরি।
সহিত সত্তরি কোটি দেখহ কেশরী॥
শরভের বানর সহস্র কোটি সহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ॥
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি লড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আছে যোড়ে॥
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী।
যাহার চলনেতে গগনে উড়ে ধূলি॥
দেখ ধূম্র ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শ্যালা।
বানর কটক মধ্যে যেন মেঘমালা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ নন্দন।
আশী কোটি বীর দুই তাদের ভিড়ন॥
অর্দ্ধেক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশীকোটি বানরেতে দেখ হনূমান॥
দেখ নর গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশত কোটি দুই তাদের ভিড়ন॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ ঐ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি কুম্ভ বীর যাহার প্রচুর॥
দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি॥

বলিলে যে কথা তুমি জান ভাল মন্দ।
তারি ভাই সুগ্রীব সভাতে উপগত ॥
নল বীর জেন বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে বান্ধিল পাথারের শতেক যোজন॥
গাছ পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু॥
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার।
কুড়ি লক্ষপতি তার নিজ পরিবার॥
রামের বানর সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শত কোটি বান্দরেতে এক বৃন্দ গণি॥
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শত কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয়॥
শত কোটি অর্ব্বুদে এক মহার্ব্বুদ লেখা।
শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব লিখা॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।
শত কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ যে নিশ্চয়॥
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্মবর।
শত কোটি মহাপদ্ম বলেতে সাগর॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর॥
হোথা বিভীষণ বসে শ্রীরাম গোচর।
হের দেখ দশানন প্রাচীর উপর॥
শীঘ্র বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ জুড়াক অন্তর॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান।
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন॥
শুক সারণ বলে ছাড় জীবনের আশ।
কটকের ঠাট দেখি লাগেত তরাস॥
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ রামেরে বারণ এইক্ষণে॥
সীতা দিয়া রামেরে না যদি কর প্রীত।
শ্রীরামের হস্তে রাজা মরিবা নিশ্চিত॥
গরুড় পাইলে সর্পে গিলে ততক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে॥
শুক আর সারণ কহিল এইরূপ।
কোপে দুষ্ট চরে ভর্ৎসে দশানন ভূপ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া শ্রীচরণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

শুক সারণের প্রতি রাবণের ভর্ৎসনা।

ত্রিপদী।

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, দুজনার নাহিক ড
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর, ডরে কাঁপে চরা
সদা খাটে আমার দুয়ারে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন, দেবতা গন্ধর্ব্বগ
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় বানর না
কি বলিস ভীত বুদ্ধি চর॥
কপি দেখি লক্ষ লক্ষ, রাক্ষস জাতির ভ
তবে ভয় কর কি কারণে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌঁহে, বনে সম তুল্য না
ইঙ্গিতে বধিব এক বাণে॥
কুপিলে কুমার ভাগে, দেবকে দুনিবে আ
ভয় কর মানুষ বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধাগ্নি
বারে বারে ভর্ৎসে দুই চরে॥

শ্রীরামের কটক চর্চ্চিতে শার্দ্দূলের গমন।

পর সৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে
পরের বড়াই করিস আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইলে বৈরি তার গুণ বন্দে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপ এড়াইলা সেই সে কারণে।
দূর বেটা চর আর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রাণ॥
এত বলি দশানন বলিলেক রোষে।
প্রাণ লৈয়া পলায় সারণ শুক ত্রাসে॥
যোড় হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছু পাঠাও হেন চর॥
কহিতে না জানে কথা সভা বিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল রাক্ষসে।
পঞ্চ জন সঙ্গে সে আইল তার পাশে॥
পঞ্চ জন মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়া পান॥

কোন থানে রাম সৈন্য পোহায় রজনী।
কোন পথে কোপিগণ কহিল উঠানি॥
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জানে।
চরের প্রসাদে রাজা চরচক্র জানে॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রামে জান ভাল মতে।
পাকচক্র জানিয়া আইসহ ত্বরিতে॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
গত মাত্রে ঠেকিলেক বিভীষণ হাতে॥
বিভীষণ বলে কোথা গেল রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর॥
সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে।
চারিদিগে বেড়িয়া তাহারে কীল মারে॥
মরের সেবক বলি না করিল খুন।
বানর হাতাইয়া দিল কষ্ট পুনঃ পুনঃ॥
আপন প্রভায় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চচর লইয়া গেল রামের গোচরে॥
দাণ্ডাইতে নারে চর আহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস॥
চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে॥
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিও মোর কথা দুই চারি॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে॥
আপনি দেখিবা এই কটক দুর্ব্বার।
কি মতে রাবণ তুমি পাইবা নিস্তার॥
মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণোপরে ধরাইব ছত্রদণ্ড॥
আমার বিক্রম ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে॥
প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল॥
দাণ্ডাইতে নারে চর পড়ে আশপাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
গতমাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥
রক্তে গঙ্গা বয়ে গেনু রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণ দান দিলেন আমারে॥
কহিল সারণ শুক সৈন্য যতোধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক॥
কি কব রামের রূপ, অতি সে সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম॥
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সদৃশ শরীর॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগম্ভীর॥
উন্নত নাসিকা তাঁর শ্রীখণ্ড কপাল।
ফল ফুল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু সুপীত বসন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দ্বিতীয় মদন॥
আকার প্রকার তাঁর দেখি বড় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণে অনুপম।
বিপক্ষ নাশিতে যেন কালান্তক যম॥
না মারেন রাম তারে যার অন্তর্বাণী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি॥
আছুক অন্যের কায দেবে নারে তারে।
রাক্ষস রাজার বল একা রাম মারে॥
পাত্র মিত্র সুধায় না লয় তব চিত্ত।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীত॥
সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায়।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায়॥

শয়ন স্বপন রাবণ ধ্যান রাবণ মরণ রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম

রাম নাম জপ ভাই অন্য ধর্ম্ম মিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রাম নাম বিনা মিছে॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গোতমললনা॥
পাপীজন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে॥
রাম নাম হইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বান্ধে জলে ভাসে শিলা॥
রাম জন্ম পূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
সেইকালে পুরাণ রচিল মুনিবর॥
রাম নাম স্মরণে যমের নাহি ডরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম পদতরি॥
চণ্ডালে যাহার দয়া বন্ধু সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ॥
শ্রীরাম নামের গুণ কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা॥

রাম নাম লইতে ভাই না করিহ হেলা ।
সংসারে তরিতে রাম নামের বান্ধ ভেলা ॥
শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায় ।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
এই রাম নাম-ব্রহ্ম ভাই বার বার ।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে ।
অশ্বমেধ ফল হয় রামায়ণ শুনে ॥
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে ।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেলে দূরে ॥
যার সঙ্গে কড়ি ছিল গেল পার হৈয়ে ।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নারে ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান ।
তারে যদি কর পার তবে জানি রাম ॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেবা জন জানে ।
তুমি কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে ॥
আমার সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কি ।
কর না কর পার কূলে বসে আছি ॥
দেবের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে ।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তোমার কায ।
কারো মুণ্ডে ছত্রদণ্ড কারো মুণ্ডে বাজ ॥
একাদশ পুত্র কারো অক্ষয় করে দেও ।
একটি পুত্র দিয়ে প্রভু তাও হরে লও ॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড় ।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি রোজা হৈয়া ঝাড় ॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার ।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবা ।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবা ॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে ।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তারে ॥
অহল্যা পাষাণী হৈয়েছিল দৈবদোষে ।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি ।
তারিবারে দুটিপদ করেছ তরণী ॥
যদি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব ।
বাজন নূপুর হৈয়া চরণে বাজিব ॥
রামনন্দী বলিয়া যায় দেখহ নয়নে ।
উহার পিতা মাম কর কূলে বসি কেনে ॥
দেখেরে পাতক লোক পার হবে যদি ।
জয়রাম ভরি পার কর বয়ে যায় নদী ॥

মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে ।
সেই স্বর্গে যায় যম দাণ্ডাইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥

মায়ামুণ্ড দর্শনে সীতার বিলাপ ।

শার্দ্দূল বলিছে রাজা কর অবধান ।
রামের বিক্রম কথা শুন বিদ্যমান ॥
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিন জন ।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের নিধন ॥
একে একে সংহারিল একা রঘুনাথ ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ ॥
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি ।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম লঙ্কা অধিকারী ॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত ।
অপমান করিলে তাদের সমুচিত ॥
আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত ।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত ॥
শার্দ্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে ।
রাজারে প্রসাদ দের যত মনে আইসে ॥
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন ।
পঞ্চ শঙ্খ বাদ্য দিল রাজার বাজন ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ূর ।
নানা রত্ন মণি দিল চরণে নূপুর ॥
চরের বচন যদি হৈল অবসান ।
অন্তরে হইল চিন্তা উড়িল পরাণ ॥
দশানন পাত্র মিত্রে দিলেন মেলানি ।
বিদ্যুৎ জিহ্বা নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা মায়ার সাগর ।
তুমিত অলভ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর ॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ আশে ।
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে ॥
এত দিনে সীতা না হইল অনুগতা ।
নিকটে আগত স্বামী দেখি হরষিতা ॥
পাত্র কার্য্য কর মোর পুরাও আরতি ।
রামের ধনুক মুণ্ড করহ সংপ্রতি ॥
ধনু মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস ।
স্বামী দেবরের তরে হউক নৈরাশ ॥
এত যদি বিদ্যুৎজিহ্বা রাজ আজ্ঞা পায় ।
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥
বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা করিয়া ধেয়ান ।
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

হাসিল বিদ্যুৎজিহ্বা বাণ নাহি ছুটে।
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণে।
কুণ্ডল নির্ম্মিত রত্ন শোভে দুই কাণে॥
মুকুতা জিনিয়া দুই দশনের জ্যোতি।
বিম্বফল অবিকল ওষ্ঠাধর দ্যুতি॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাধিলেক চূড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া॥
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিলেক নির্ম্মাণ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান॥
রামের সমান ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে নিয়া করিল যোগান॥
শ্রীরামের মুণ্ড দেখি দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদে দেয় যত মনে আইসে॥
বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোক বনান্তরে॥
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন॥
মোর বাক্য নাহি শুন বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল॥
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে॥
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণ কথা মন দিয়া শুন॥
রহিল পাথর গাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন॥
নিদ্রায় বানরগণ যায় গড়াগড়ি।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি করে জড়াজড়ি॥
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চর মুখে।
রাত্রি যোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে॥
বানর উপরে আগে করি হানাহানি।
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুই খানি॥
বানরের মধ্যে রাম হইল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুই খান॥
পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর॥
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
হয়েছে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক যোড়া।
কাটিলাম দুই পা তাহারা হৈল খোড়া॥
বানরের মধ্যে যার করিস বাখান।
হাত পা কাটিয়া যে পাড়িনু হনুমান॥
এই মত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ জানকী রামের কাটামুণ্ড॥
কোথা গেল বিদ্যুৎজিহ্বা নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর॥
দেখিয়া রামের মুণ্ড জানকী দুঃখিতা।
বিলাপ করেন হয়ে ধরণী পতিতা॥
আবার পোহালো প্রভু আজি কাল রাত্রি।
অভাগিনী হারাইলাম তোমা হেন পতি॥
আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানর সৈন্য লয়ে দেশে নড়ে॥
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারাইলে জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি॥
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী তোমার মরণ।
প্রভু তব শোকেতে ত্যজিবেন জীবন॥
জনকের গৃহে ছিলাম অভাগিনী সীতা।
জনম দুঃখিনী আমি নাহি মাতা পিতা॥
তোমার চরণ সেবি আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে হে এক্ষণে॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেও কমললোচন॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক রাবণে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে॥
সর্ব্বলোক বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈল কেমন দেবতা॥
অকারণে আছয়ে রাবণ মোর পাশে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভুর পাশে॥
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান।
সেই খাণ্ডা কাটি মোর বাউক পরাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান॥

ত্রিপদী।

এমন বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি, মুনি যজ্ঞ রক্ষা করি,
গেলা প্রভু জনক ভবনে॥
শিবের ধনুক ভাঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে,
করেছিলে এ পাণি গ্রহণ।
পরশুরামে জিনিলে, গেলে প্রভু অযোধ্যাতে,
জয় জয় সকল ভুবন॥

আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেমপতি,
কান্দে সীতা মায়ামুগু লয়ে।
দৈব ঘটনা কারণে, আইলে প্রভু তপোবনে,
কোথা গেলে আমারে ত্যজিয়া॥
পরে দিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে আমার দৈবের লিখন।
দারুণ কেকয়ী তাতে, বাম সাধে বিধিমতে,
আমিহ হারাই রামধন॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, প্রবেশিলা বনবাস,
পঞ্চবটী এলেম তিন জন।
সূর্পণখা নাক কাণ, কাটি কৈলা অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ তেকারণ॥
করিয়া বিষম রণ, মারিলে খর দূষণ,
চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষস মারি, পাঠাইলা যমপুরী,
হেন প্রভু লোটাও ধরণী॥
বালী বানরেরে মারি, সুগ্রীবেরে মৈত্র করি,
সাগর শুষিলা এক বাণে।
করিলা বিষম রণ, বধে কত শত জন,
কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥
শুনিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগয়ে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুঃখ।
ধন জন সম্পদ, কিছু নহে চিরপদ,
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম।
কৃত্তিবাসের এই বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী,
পাইবা আপন প্রভু রাম॥

রাবণের প্রতি নিকষার উপদেশ।

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥
করিতে পরের মন্দ অযশ প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ॥
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্র মিত্রগণে॥
কান্দেন অশোক বনে শ্রীরাম প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী॥
সীতা বলিলেন আইস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী॥
বিষপানে মরি কিম্বা অনল প্রবেশে।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমার আশ্বাসে॥
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা॥
জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা॥
সীতা বাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দ্দিকে দেখি॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রিগণ কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার॥
মন্ত্রী বলে সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়ে রামের লহ প্রাণ॥
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি॥
আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রীগণে॥
সকল হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে সীতাত মানুষী।
কত বড় দেখিয়াছ তাহার রূপসী॥
রাক্ষস হইয়া কেন মানুষেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে॥
যে রাম কৃতান্ত দণ্ড তুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি শ্রীরামের নারী॥
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর॥
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি।
নতুবা তোমার আমি দেখি অব্যহতি॥
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা বলে কোপে॥
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সই।
অন্য জন হইলে তাহার প্রাণ লই॥
কুটি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়ী ভর করি বুড়ী উঠে দিল রড়॥
বুড়ী যদি পলাইল হয়ে অপমান।
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান॥
এত দিনে মাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি॥
যত যত রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
কোন রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে॥

সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রাম ঘটাইল একি অসম্ভব॥
এত দিন শুনেছেত রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান্ রহিল হইয়া ভীত মন॥
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে॥
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
একলক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিত যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বত প্রমাণ॥
পূর্ব্বদ্বারে রাখিলা প্রহস্ত সেনাপতি।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি॥
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ।
তিন দ্বারে যত তার ত্রিগুণ ভিড়ন॥
তাহার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
রহিল উত্তর দ্বারে রাবণ সংহতি॥
অক্ষৌহিণী সত্তরি সহিত যে রাবণ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সব পুর জন॥
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর॥
রাবণ কহিল মিথ্যা না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বদা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম॥
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কতমত বুঝাইল রামে ভজিবারে॥
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে।
সেইমত তাড়াইল বৃদ্ধ মাল্যবানে॥
কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তোমার নাহিক উদ্ধার॥
বহু কষ্টে গেল সীতা অল্প মাত্র আছে।
দেখিবা রামের মুখ সুখ হবে পিছে॥
ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে পাইও প্রভুর স্থান॥
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরাম পাদপদ্ম অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে রামায়ণ গায় কৃত্তিবাস॥

———

বানরগণ কর্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষা করণের নির্ণয়।

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেইমত উচ্চগিরি শোভা পায় আগে॥
গড়ের বাহিরে গিরি ত্রিশ যোজন।
গুহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন॥
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ॥
পর্ব্বত উপরে রাম করেন ধেয়ান।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
স্বর্ণ রৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপস।
চালের উপরে শোভে কনক কলস॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিকে।
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভিছে অধিকে॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান॥
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ।
তবে শোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ॥
রঘুবংশে তবে আমি রামনাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রি শেষে॥
পর্ব্বত উপরে রাম রহিল কত রাতি।
নামিলেন সত্বরে সহিত সেনাপতি॥
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি॥
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিলেন বানর সেনাপতি॥
নীল সেনাপতি বলি সম সম ডাকে।
একেরে ডাকিতে অন্য ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
সুগ্রীব বলেন নীল তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি॥
বাছিয়া বানর লক্ষ রণেতে প্রধান।
তাসবাকে রাখিবা যে পূর্ব্বদ্বারে থান॥
নীল বীর পূর্ব্ব দ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত॥
সুগ্রীব বলেন কে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানর সমাজ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারৎসার।
তাসবাকে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার॥

চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাড়ে বাড় ।
এক হাতে পর্ব্বত দ্বিতীয় হাতে গাছ ॥
ধুলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার ।
মার মার শব্দে যায় দক্ষিণের দ্বার ॥
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরষিত ।
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন শুন বীর হনুমান ।
সদা হৈতে সাধি আমি তোমার সম্মান ॥
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর ।
সাহস করিয়া লাফে ডিঙ্গালে সাগর ॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান ।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥
যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাই ॥
যায় হনুমানের কটক মহাবল ।
কিল কিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্থল ॥
ধুলা উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার ।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥
পূর্ব্বে নীল বীরে দিয়া না হয় প্রত্যয় ।
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায় ॥
সুগ্রীব বলেন হে কুমুদ সেনাপতি ।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥
সে সব বানর লয়ে পূর্ব্ব দ্বারে চল ।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমাসঙ্গে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে ।
তার ভাল মন্দ যে তোমার আগে লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন জন ।
নীলের পাছেতে কৈল কুমুদ গমন ॥
দক্ষিণের অঙ্গদে দিয়া প্রত্যয় না যায় ।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায় ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণ নন্দন ।
আশী কোটি কপি দুই ভায়ের ভিড়ন ॥
সে সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল ।
অঙ্গদ কটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমা বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে ।
অপ্রাভব তাহার তোমার প্রতি লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবারে কোনজনা ।
অঙ্গদ পশ্চাৎ গেল মহেন্দ্রের থানা ॥
পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয় প্রতীত ।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন শুন সুষেণ সুহৃৎ ।
তিন কোটি বৃদ্ধ কপি তোমার সহিত ॥
সে সব লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার ।
বায়ু তনয়ের কর সাহায্য এবার ॥
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে ।
অপযশ তোমারি সে লোক ধর্ম্মে রটে ॥
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর ।
হনুর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির ॥
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত ।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত ॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর ।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর ॥
বহু কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র লয়ে ।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে ॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান ।
মন্ত্রণা কর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণে ।
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘনে ॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীন বল ।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল ॥
চারিদ্বারে সুগ্রীব দিতেছেন আশ্বাস ।
চারি দ্বারে প্রাচীর রচিল কৃত্তিবাস ॥

দেবগণের আগমন ও হর পার্ব্বতীর কোন্দল ।

সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা ।
অন্তরীক্ষে অমরগণের হয় থানা ॥
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর চারণ ।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ ॥
ঐরাবত আরোহণে আইল পুরন্দর ।
মকর বাহনে আইল জলের ঈশ্বর ॥
বৃষভ বাহনে আইলেন পশুপতি ।
কেশরী বাহনেতে আইলেন পার্ব্বতী ॥
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি ।
গন্ধর্ব্বেরা গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী ॥
দৃষ্টি দিয়া পার্ব্বতী বসেন এক দিকে ।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে ॥
তুমিত ভাঙ্গড় সদা বেড়াও শ্মশানে ।
কোন গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণ ॥
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী ।
কেমনে আছহ স্থির বুঝিতে না পারি ॥
আপনার মাথা কাটে আপনার করে ।
দুঃখ নাহি হয় হেন সেবকের তরে ॥

আর কোন দেবক লইবে তব ছায়া।
রাবণ সেবকে তব নাহি কিছু দয়া॥
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কোপিল পশুপতি॥
বাধা জাতী তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
তপস্যা করিল দশহাজার বৎসর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর॥
এখন মরণপথ চিহ্নিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে সেই জন॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ ঘরে।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলঙ্ঘ্যা সাগরে॥
দ্বারে রাম রাবণের জীবন সংশয়।
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয়॥
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ॥
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে॥
শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল॥
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজি কালি রাবণের হইবে মরণ॥
রাবণ মারিবে সর্ব্ব দেবতার আশ।
দেব দেবীর কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস॥

অঙ্গদ রায়বার।

পঞ্চ দিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারো নাহি করে দ্বেষ॥
শ্রীরাম বলেন জান দেখি বিভীষণ।
কি কারণ নাহি রণ করে দশানন॥
বিভীষণ বলে প্রভু কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি॥
দুঁহে বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা॥
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার॥
আইস বাছা হনুমান পবননন্দন।
লঙ্কায় জানিয়া আইস কি করে রাবণ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়াছিল বীর হনুমান॥
যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়া কোপিবে লঙ্কেশ্বর॥
মনেতে করিবে এই আইসে বারেবার।
ইহা বিনা রাম সৈন্যে বীর নাহি আর॥
দক্ষিণ বাহেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত পাঠাও এক জনা॥
হনূমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড়॥
রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা মোড়াইয়া কহে অঙ্গদ গোচর॥
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর সমাজ॥
অঙ্গদ বলেন আমি যাব কি একাকী।
কিম্বা থানা শুদ্ধ যাব তুমি বল দেখি॥
থানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রযোজন।
একা গিয়া কর তুমি রাম সম্ভাষণ॥
দূত বাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ॥
রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি নিকটে॥
শ্রীরাম বলেন শুন অঙ্গদ যে বলি।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া আইস গালি॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাহি হয়।
বালি পুত্র আমি যে আমাতে কি প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন সত্য হেতু বাদী বটে।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশ মাথা॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে॥
পাশির রাক্ষস মধ্যে করিব ঠাঁটালি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি॥
সুগ্রীব বলেন বাছা প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের সোসর॥
এতকাল পালিলাম যে বাছির তোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে॥
লঙ্কা মধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে॥
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম কান্দর্প।
খণ্ড খণ্ড করিবেন রাখে কোন জন॥
অঙ্গদ করিল যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ॥

কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে॥
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন॥
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাম।
তার মন্ত্র বলে তিনি হউক মহারাজ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও এ সব কথা বালির নন্দন॥
আর বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে জৎ দিতে যায় বালির নন্দন॥
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোদর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর॥
করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকাবুকা।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
লঙ্কাপুর গেল বীর ত্বরিত গমন।
পাত্র মিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোপার্শ্ব দুর্জ্জয় শরীর॥
হস্তী পৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্রলোচন॥
রথ সাজাইয়া দিল মণি মুক্তা হীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা॥
আইল নিষট বট যেন যমদূত।
অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত॥
কুম্ভকর্ণ সুত কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
আর বজ্রদন্ত মাথা বোড়ার তখন॥
আইল খরের পুত্র সত্বরে সভায়।
তপন স্বপনে আর বীর মহাকায়॥
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয়ত কম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজীত॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানাবর্ণ।
সবে মাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে॥
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
কপি সব আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
শিশু রাম শিশু কপি না জানে আমায়।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়॥
বাটা ভরি গুয়া দিল আড়ম্বে আড়ম;
যেইজন মারিবেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি॥
নর পশু আসিয়াছে তার ভয় কিসে।
আপনা আপনি খাদ্য ঘরেতে প্রবেশে॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেক লক্ষ লক্ষ বানর বসিয়া॥
ইন্দ্রজিত আছে এক মহাধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর॥
আগু গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস।
হাড়ের রক্ত খাইব কামড়ে খাব মাস॥
মনুষ্য দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাই মাংসের অবসাদ॥
জাঠি বাকড়া শেল আর মুষল মুদ্গর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর॥
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি॥
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত মনে।
আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
ত্রিভুবন সহায় করে যদি রাম আসে।
সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে॥
বানরে করো না ভয় সে গুলা বনের পশু।
দুর্দ্দ্ধর্ষকে মেরে দিব ঘরপোড়া না আসু॥
সেই বেটা প্রধান তার কটকের সার।
সে থাকিতে মহারাজ রক্ষা নাহি কার॥
লঙ্কা দগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
সেই ভয় করি পুনঃ আইসে কি বাগড়ে॥
সেই এসে দেখে গেল অশোকবনে সীতা।
সেই করালে রামের সঙ্গে সুগ্রীবের মিতা॥
সেই ভুলালে বিভীষণে নানা কথা কয়ে।
সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ পাথর বয়ে॥
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি।
সে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামের নারী
রাবণ বলে যা বলিলে মোর মনে তাই নিলে
জন্মিয়া দেখুঁথ বাপাই ঘরপোড়া তা দিলে
ধরত মোর পুত্র কোন কালকে আর।
রাম লক্ষ্মণ থাক আগে ঘরপোড়াকে মার॥
এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল বসে।
এমত কালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে॥
প্রকাণ্ড শরীর বীরের মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন আইল দিনপতি॥

আকাশে দেওটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে বীরের গগণমণ্ডলে॥
রাবণের সেনাপতি ছিল দ্বারে যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক॥
দুয়ারে দুয়ারি ছিল উঠে দিল রড়।
লাথির চোটে দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়॥
যেখানে রাবণ রাজা বসেছে সেখানে।
লম্ফ দিয়া গিয়া বৈসে তার মধ্যখানে॥
বসেছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে॥
কুণ্ডলি করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার দিল যেন ঐরাবতে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে বাপ এটা এলো কেহ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করি আছে॥
অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥
সভায় রাবণ ভেদ নাহি এক জনে।
অঙ্গদ বলে কথা কব কোন রাবণের সনে॥
সবে মাত্র ইন্দ্রজিতা ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতার মূর্ত্তি ধরিবে কোন লাজে॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞ শেষ ফোটা॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে করেন সংবাদ॥
অঙ্গদ বলে সত্য করে কহরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসেছে সবাই কি তোর পিতা॥
তারি জন্যে এত তেজ গুরু লঘু না মানিশ।
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্র বেধে আনিস॥
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥
কোন বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিন লোকে।
কোন বাপ তোর কোথা গিয়াছিল পরিচয় দে মোকে॥
কোন বাপ তোর ছেড়াইল্ধাইল পাতালে।
কোন বাপ তোর গিয়াছিল অর্জ্জুনের অপমানে॥
কোন বাপ তোর বর জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ।
কোন বাপ তোর মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ॥
কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে গিয়াছিল মিথিলা।
কোন বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছি লা।
কোন বাপ তোর বধূর প্রেমে হয়েছিল আসক্ত।
তোর কোন বাপের ভগ্নী হরে নিল মধু দৈত্য॥
কোন বাপ তোর অপ হল বানরদ্বির ভেঙ্গে।
মোর বাপ তোর কোন বাপকে বেধে ছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ইহা সভারে কাম নাই তোর বোলৗ বাপটি কোথা॥
সূর্পণখা রাতি যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডককাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্তবস্ত্র পরে।
ডম্বুর বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই।
এ সভারে কাম নাই তোর সেই বাপটি চাই॥
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পায়ে রাবণ তবে হেট করে মাথা॥
দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ।
দুই জনে লেগে গেল বাক্যের তরঙ্গ॥
রাবণ বলে শুন ওরে বানরা তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে আলি॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে॥
কি নাম কাহার বেটা কোন দেশে বসিস।
ভয় কি নাহিক নাই সত্য করে কহিস॥
অঙ্গদ বলে তোর ডরে থরথরায়ে কাপি।
এখন এমন ধর্ম্ম কথা কয় কে বেটা পাপি॥
তুই কোন ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি।
আমি কে জানিস নাই শুন পরিচয় দি॥

বালী আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
যাহা জিতে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া ছিলে একবার॥
পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন॥
সেই বালির পুত্র আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি শ্রীরামের কিঙ্কর॥
রাম কে জানিস নাই আনিলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন করে॥
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন এসে।
বেহায়া রাবণ কেন কোনে রইলি বসে॥
অরুণ অগ্নি বরুণ যম রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ থাকেবেক না করিহ সাধ॥
রাবণ বলে কি বল্লি লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি না রামের ডরে রৈতে নারি দেশে॥
এই কি ভেবেছে গুহক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা॥
রামের যোগ্যতা যত সব দেখিতে পাই।
নইলে কেন দেশে থেকে দূর করে দেয় ভাই॥
নারী সঙ্গে লইয়া সে বন কৈল প্রবেশ।
ভাইকে মেরে রাজ্য লয়ে রয়না কেন দেশে॥
রাম যা পারে করুক তোর সনে মোর কি।
সূর্পণখার নাক কাটে বৃথা আমি কী॥
এনেছি রামের সীতা বদলে তার তরে।
করুক এসে রাম তপস্বী প্রাণে যত পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥
গরুড়ের বল যদি হরে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে॥
খদ্যোৎ উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত।
রাবণ জিনে সীতা নিতে নারিবে রঘুনাথ॥
বল গিয়া বানরারে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দেক্ আপনার হাতে॥
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেই থানে থোবে।
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনর্ব্বার তা রোবে॥
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে।
ঘরপোড়াকে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে॥
দ্বিতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরি মোর কেহ নাহি জাগে॥
লঙ্কাময় করে যেন রাত্রি এসে পড়ে।
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলে রাম খত দেক নাকে।
সর্ব্ব দোষ মার্জ্জনা করে কৃপা করি তাকে॥

অঙ্গদ বলে রাবণ আমরা তাই চাই।
কচকচিতে কায কি মোরা দেশে চলে যাই
রাবকে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥
যা বলিলে তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল থোব তার কাছে॥
বিভীষণকে বেন্ধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে পড়ে শাস্তি কর মনে যত আছে॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কান কেমনে যাবে যোড়া।
অক্ষয়কুমারে যে মেরেছে রামের চরে।
তার স্ত্রী বিধবা হইয়া আছে মোর ঘরে॥
যে তোর দারুণ পণ এমন করে কে।
তারে বল্‌বি আমার বধূর স্বামী এনে দে॥
এক জনকে এনে দিলে তার মনে না লবে
মনের মত না হইলে তাহাও ফিরে দিবে
ঘরপোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়।
সেই দিন তারে দূর কারছেন খুড়া মহাশয়
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ রাজা হাসে।
ঘর পোড়াকে দূর করিস তার কোন দো
অঙ্গদ বলে হনূ যখন আসিতে ছিল হেথা
বলেছিলেন খুড়া তারে গোটাচেরেক কথা
যাও লঙ্কায় হনুমান পবনকুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥
কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে॥
অশোকবন সহিতে সীতা আনিবে মাথায়
বামহস্তে আনিবি রাবণের জটে ধরে॥
পাঠায়ে ছিলেন তারে চারি কার্য্যের তরে
চারি কার্য্যের এক [illegible] যা কিছুই না করে॥
কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতে ছিল তা
আমারা সকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পা
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলেন না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা।
দূর কারে দিল তার মুড়াইয়া মাথা॥
কোন দেশে পলাইল বাঁচে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব করে মোরা ফিরি ঠাঞি ঠাঞি॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়॥
সে করে নাই চারি কর্ম্ম এই বা করে যায়
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এসব কিছুই নয়।
রঘুনাথের হস্তে তোর মরণ নিশ্চয়॥

যে দাকে বানরা তোর এই বোলা তা কয় ।
রাজ আক্রমণ করে তুই সর্ব্বাঙ্গেতে পায় ॥
তুই মরিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে ।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন ব্রাহ্মণকে দে ॥
হস্তী হয় রথ আদি যহিব যোজন ।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ ॥
স্বপ্নবৎ লোক যেন নিধি পায় রাতে ।
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী প্রভাতে ॥
এসব সম্পদ তোর দেখি সেই মত ।
চৈতন্য থাকিতে কর আপনার পথ ॥
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা ।
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা ॥
আপনি কুঠার মারিলি আপনার পায় ।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায় ॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা ।
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধবি তাগা ॥
বিভীষণের কথা তুমি না শুনিলে কাণে ।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ ।
বল্লে কথা বুঝিস নাক এত বড় দুঃখ ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি ।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনি ॥
উন্মত্ত নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ ।
মজিবি সবংশে তার উঠেছে লক্ষণ ॥
রাম বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী না জানিলি মনে ।
দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে ॥
মত্ত হয়ে মরিলি বেটা জানকীর কেশে ।
সেই অপরাধে তুই মজিবি সবংশে ॥
বিধাতা বৈমুখ তোরে শুনরে অভাগে ।
আনিলি রামের সীতা মরিবার লেগে ॥
দশ হাজার দেবকন্যা ভজিস রাত্রি দিনে ।
রহিতে নারিস বেটা পরদার বিনে ॥
কাম রসে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাঁদে ।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥
সূর্য্যবংশ চূড়ামণি দশরথ রাজা ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করে যার পূজা ॥
তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপন ।
এতদিনে নির্ব্বংশ হলি রে দশানন ॥
কামরসে মজেছিলি বিষম আস্বাদে ।
তক্ষকে দংশিল তোরে কি করে ঔষধে ॥
যে রাম তাড়কা বধে পঞ্চবর্ষ কালে ।
হরের ধনুক রাম ভাঙ্গিল অবহেলে ॥
তাঁহার বণিতা সীতা আনিলি বেটা হরে ।
কালকূট বিষ খালি জানি হাতে করে ॥
অহল্যা পাষাণী হয়েছিল দৈবদোষে ।
মুক্ত হলে সেই রামের চরণ পরশে ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চূর্ণ করেছিল দাঁতে ।
তার দর্প চূর্ণ হলো পরশুরামের হাতে ॥
পরশুরাম পরাভব যে রামের ঠাঁই ।
তাঁর সঙ্গে তোর যুদ্ধ আর রক্ষা নাই ॥
মজিতে রাবণ তুই পেলি এতদিনে ।
উপায় না দেখি তোর যাবনার দিনে ॥
যদি দিতে বাসনা থাকে গলবস্ত্র হয়ে ।
কাছে যোড় করে সীতা যায়ে দিয়ে আয়ে ॥
তবে যদি জানকীনাথ তোরে করে বোধ ।
শ্রীচরণে ধরে আমরা মাগে সব দোষ ॥
রাবণ বলে বান্দরা তোর মুখে পড়ুক ছাই ।
আমার জন্যে দুঃখ পেয়ে মরিবি কেন ভাই ।
আমার ডরে তোরা কেন মরিবি রামের পায় ।
যুদ্ধ করে মরিব তোর বাপের কি দায় ॥
অঙ্গদ বলে যত বুঝাই তোর মনে না লয় ।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
হিতোপদেশ কি বুঝিবি শুনরে বেটা গরু ।
তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্ত্তি কল্পতরু ।
নইলে তোরে বেঁচে থাকিতে সাধকরে বলি
লোকে বলিবে এইবেটাকে মেরেছিল বালী ।
ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময় ।
অতএব বলি দিন কতক বাঁচিলে ভাল হয় ॥
রাবণ বলে শুন বানরা ধিক জীবনে তোর ।
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর ॥
পুত্র হয়ে পরশুরাম সাধিল পিতার ধার ।
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সাতবার ॥
পুত্র হয়ে তুই তার কোন কর্ম্ম কৈলি ।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে তোর মা বাপ কুলটা ।
বারে বারে কহিস কথা মর বানরা বেটা ॥
অঙ্গদ বলে হয়তো মা মোর কুলটা ।
স্মরণ করে বল দেখি আপনি কার বেটা ॥
জন্ম তোর ব্রহ্ম বংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি ।
বিশ্বশ্রবার বেটা হেতু পৌলস্ত্যের নাতি ॥
বিশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশ ।
তুই যদি তার বেটা তবে কেন রাক্ষস ॥
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা ।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব দুহিতা ॥

কুম্ভীনসী ভগ্নি তোর দৈত্যে নিল হরে।
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে করে॥
রত্নাবতী সতী যে শ্বশুর বলে তোরে।
বলাৎকার কৈলি তারে পর্ব্বতের ঘোরে॥
আপু ছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোটা।
বারে২ কহিস কথা মররে অধম বেটা॥
তার আগে বড়াই কর যেবা তোরে জানে।
দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে॥
অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ উঠে জ্বলে।
জলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে॥
দশানন বলেন কহিস কি রে দূত।
পলাকে বানর বেটা বড়তো মোর পুত॥
অঙ্গদ বীর বড় স্থির দর্প করে কয়।
আর কে ধরিবে আপনি আইল মর॥
কোপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে॥
অঙ্গদ বলিল মর পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস এখন॥
তার আগে দর্প কর যে জন না জানে।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে॥
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে কেলি করে জলে।
তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে॥
এইমত বীর দর্প করিলি সেই স্থলে।
লুকায়ে রাখিল তোরে বাম কক্ষস্থলে॥
চক্ষে নীর বহে তোর মুখে ঘন শ্বাস।
তার ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ॥
আসিয়া পৌলস্ত মুনি করি স্তবস্তুতি।
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি॥
তার ঠাঁঞি হয়েছিল সংশয় জীবন।
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ॥
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বড় তুই বেটা উঠ॥
সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ॥
সন্ধ্যাসাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে॥
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খায়ে রাবণ রে হইলি কাঁফর॥
আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জলমধ্যে পিতার সহিত উঠিলি আকাশ॥
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়।
তবে সে পিতার ঠাঁই পাইলি বিদায়॥
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যার ঘোষে।
বান্ধিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে॥
বহু দিন গিয়াছে না জানে কোন জন।
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ॥
মনে কর রাবণ যে হারায় অর্জ্জুন।
বলিদ্বারে চেড়ির এটো খেয়ে হলি খুন॥
অন্যকে আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে।
পরিচয় দেহ কিবা আছ এর মাঝে॥
যদ্যপি রাবণ নাহি দিলি পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই বুঝিনু নিশ্চয়॥
সেই সব কাল গেল হাস্য পরিহাসে।
এ সব সময় আইল ধন প্রাণ নাশে॥
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারি ভুরি।
রামে ঘাটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি যেন জ্বলে॥
দূতেরে কাটিতে নাহি রাজ ব্যবহার।
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনারণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর॥
বালী অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য পরাণে॥
অঙ্গদ বলিছে মর পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ॥
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
কাটা নাক কাণ দেখ ঘরে সূর্পণখা॥
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমানে দেখহ রামের বাণ চিহ্ন॥
রামের বাণের সনে [illegible] দর্শন।
এককালে সবংশে [illegible] মরিবি রাবণ॥
যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম॥
অমর্থ সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরসান।
গ্রহপতি নক্ষত্র পবন রুদ্রবাণ॥
সূচীমুখ শিলামুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত শূকদন্ত বাণ বিরোচন॥
কালদণ্ড ঐষিক দেখহ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র পুরণা আশুগ ক্ষুরধার॥

পাশুপশী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান ॥
যমক দুর্জ্জয় বাণ ভল্ল যে বিভল্ল।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্ক ॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ ॥
বিষ্ণুচক্র ষটচক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন ॥
গজাঙ্ক সন্ধান বাণ চারি দিকে আঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল তার চারি দিকে কাঁটা ॥
এতবাণে রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যার এক বাণে বালী ত্যজিলেন প্রাণ ॥
যে বালীর নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালীকে মারিলেন রাম মহাশয় ॥
বাল্যক্রীড়া যাহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তার সনে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে।
তাঁর তুল্য বীর কেবা আছে চরাচরে ॥
কি হেতু দেখিস রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি ॥
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া টেলতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ॥
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ ॥
অপমানে রাবণ করিল হেটমাথা।
পাত্র মিত্র সহিতে না কহে কোন কথা ॥
রাবণ অঙ্গদে বলে গর্জ্জিল বিস্তর।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল রে অবগত কর ॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয়কুমারে মারিল বলে ধরি ॥
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে কহ কত জন ॥
অঙ্গদ বলিছে তারে ভৎসিয়া বচনে।
তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে ॥
সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহরে নিশ্চয় ॥
তার ছোট বীর নাই বানর কটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ॥
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে।
তেঁই পাঠাইয়াছিলাম লঙ্কার ভিতরে ॥
বীর মধ্যে তাহারে না গণে কোন জন।
মরের সেবক বেটা পবননন্দন ॥
হনুমানে বান্ধিয়া বাড়িছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমদ্বার ॥
লইয়া যাইব তোর গলে দিয়া দড়ি।
দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেকের বাড়ি ॥
তোর সর্ব্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার।
নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার ॥
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী।
কোথায় আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী ॥
এত দূর আসি রাম বান্ধিল সাগর।
সে রামের সনে দুষ্ট তোর পাঠান্তর ॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতা জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ ॥
বংশে কেহ রহিবেক না করিহ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ ॥
খাটে পাটে শুইয়া থাক দিন দুই চারি।
হাস্য পরিহাস্য কর লয়ে দিব্য নারী ॥
পরিবার গণে দেখ দিনে দুই বারি।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখহ ঘর দ্বার ॥
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ এ ঘর নির্ম্মাণ।
অঙ্গদ বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান ॥

ত্রিপদী।

তুই ছার দুরাচারি, হরিলি পরের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয় ॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পবান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালীরাজা,
তার সনে তোর পাঠান্তর ॥
সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত,
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি, কাঁপাইব লঙ্কাপুরী,
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত ॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর,
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার ॥
রাজা হয়ে পরদার, করিলি যে দুরাচার,
বোধ মাত্র নাই তোর ঘটে।

কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলি যে পুরন্দরে,
রামনামে তোর বল টুটে॥
রাখরে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান,
ভজ গিয়া রামের চরণ।
যাচিমাগ তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তোর রহিবে জীবন॥
তোরা অতি নিশাচর, না চিনিস আত্মপর,
তোর ভাই রামে কৈল হিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এই বার,
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥
শুনিয়া অঙ্গদ বাণী, সবে করে কানাকানি,
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার॥
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর ধর,
দেখিব অঙ্গদের অহঙ্কার॥
দেখি যত সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি,
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রাম পদ কর আশ, সরস্বতী পরকাশ,
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার॥

অঙ্গদ কর্ত্তৃক রাবণের মুকুট গ্রহণ ও
তাহা শ্রীরামের প্রতি অর্পণ।

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
ক্রোধিয়া অঙ্গদ বীর কহিছে উত্তর॥
আর কপি নহি আমি বালির তনয়॥
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা হয়॥
রাবণ বড়াই না করিস মোর আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে॥
রাম সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায় বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ॥
কোন বেটা ধরিবে আস্কুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী॥
ক্রোধাকুলে চারিদিকে চায় দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারি জন॥
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার॥
অঙ্গদ সে চারি জনে ধরিল সাপটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গে প্রাচীর।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার।
কোন দ্রব্য লইয়া যাব শ্রীরাম গোচর॥
হনুমান আসেছিল লঙ্কার ভিতর।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর॥
মণি পায়ে হনুমনি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে।
রত্নের মুকুট আছে রাবণের শিরে॥
এ মুকুট লয়ে যাব রাম সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপর॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করে পড়ে ভূমির উপরে॥
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে।
ইন্দ্র গরুড়ের যুদ্ধ গগণ উপরে॥
দুই সিংহে যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালীর নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগণ॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি।
এতবীর থাকিতে তাহার এদুর্গতি॥
রাবণ বলিছে সব আছ কোন কাযে।
বানর মুকুট লয় সভাকার মাঝে॥
বীরগণ বলে শুন লঙ্কার অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি॥
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোরা বলি পাছে লয় সভার জীবন॥
চারি বীর তারে ধরে ছিল সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সতে প্রাণে॥
পাত্র মিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
দৈবে কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন॥
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর।
শ্রীরামেরে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর॥
শত্রুর মুকুট দিল রাম বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সভা করিছে ব্যাখ্যান॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য বদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি॥

রাম বলেন বীর কহত কুশল।
মস্তে ভেটিলা গিয়া সেই মহাবল॥
পতি অনুমতি করিল তৎপর।
দ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর॥

ত্রিপদী।

রামে নোঙায় মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা,
হরষিত সকল বানর।
মণি হরষিত, সুগ্রীব সুআনন্দিত,
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর॥
তোমার আরতি পায়ে, লঙ্কার গেলাম বায়ে,
প্রবেশিলাম গড়ের ভিতর।
বর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র পরকাশ,
তথি শোভে প্রবাল পাথর॥
বিশ্বকর্ম্মাকৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর,
চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল।
শ্বেতরক্ত নীলপীত, প্রস্তরেতে সুললিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল॥
গেলাম কাছে রাজার, দেখি সৈন্য বহুতর,
থাওা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোণার পাটের গড়, নানা বর্ণে দেখি ঘোড়া,
হস্তি সব পর্ব্বত প্রমাণ॥
দেখিলাম সরোবরে, হংস হংসী কেলি করে,
ঘাট সব বিচিত্র নির্ম্মাণ।
কমল কুমুদোপরে, কেলি করে মধুকরে,
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান॥
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাত মালা হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে
যেন চন্দ্র গগণ মণ্ডলে॥
বীণা বাঁশী বাজে তার, কেহবা সঙ্গিত গায়,
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
রূপে যেন দেব অবতার॥
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর ময়ূরীগণ,
ক্রীড়া করে মুগ্ধ ক.মরসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর ভ্রমরী রসে ভাসে॥
গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দ্দিগে মহোল্লাস,
রাবণেরে ভৎসিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি,
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর ধরে চারি নিশাচর,
লাফ দিনু প্রাচীরউপর।
চারিজনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া,
শূন্য পথে আইনু সত্বর॥
শুনিয়া অঙ্গদ বাণী, হরষিত রঘুমণি,
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী পরকাশ, বিরচিল কৃত্তিবাস,
বানরের জয় জয় নাদ॥
শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে চল অ:ঙ্গদ আমার থানা।
তব কোপে দশানন পা: ব দের হানা॥
বিদায় হইয়া যায় দক্ষি: ণ র দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার॥

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণের
নাগপাশে বন্ধন।

অঙ্গদের ভৎ সনে ক্রোধিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সন্নিধান॥
সপ্তস্বর্গ জিনিলাম লঙ্ক যে পাতাল।
মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল॥
ইন্দ্র যম সূর্য্য যম ডরে নাহি আঁটে।
এতদূর আসিয়া বানর বেটা ঠাটে॥
ইন্দ্রজিত বলে তোরে লঙ্কার প্রধান।
রাম লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার॥
সাবধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদের শেষে অন্য জন॥
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখা জোখা নাই সঙ্গে কত সেনাপতি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।
মনোমত রথ খান করিল সাজন॥
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥

পর্ব্বতীয় ঘোড়ার মুখে উহার বিহুকি।
ক্ষণে রথখান দেখি ক্ষণে হয় লুকি॥
স্বর্ণ রৌপ্যে সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট যুঝার শাম্বুকি॥
দশ কোটি হস্তী চলে বিশ কোটি ঘোড়া।
পঁচাশী কোটি চলে শেল আর ঝকড়া॥
নানা মত রথ লয়ে যোগায় সারথি।
নানা অস্ত্র লয়ে চলে সব যোদ্ধাপতি॥
পিতা প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকেতে বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
সহস্র দগড় বাজে অযুত কাহাল।
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরি ঝাঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংশ করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া॥
ঘন ঘন বাজে তার শত কোটি দামা।
দণ্ডি মহরি বাজে নাহি তার সীমা॥
সহস্র তোরঙ্গ বাজে ঢাক কোটি কোটি।
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি॥
বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান।
শত কোটি বাজে সিন্ধু আর নিশান॥
বিরানব্বই কোটি বাজে খুমরি মহরি।
ত্রিশ কোটি শানাই বাজে ঝাঝরি মহরি॥
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
বিশ কোটি বাজিছে পাখওয়াজ উরমার॥
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর॥
বাজে সরমণ্ডল সাতাইস লক্ষ কাঁসি।
মৃদুস্বরে বাজিছে আটাইস লক্ষ বাঁশী॥
বাদ্য শব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে কর্ত্রক পিনাশ॥
ডম্বর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল॥
রাক্ষস কটক ভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতী ঘোড়া রথ লড়ে হইয়া একচাপ॥
কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিয়া গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার॥
এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ॥
রাক্ষস বানরেতে হইল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি॥
বাণ যুড়ে রাক্ষসে ধনুকে দিয়া চড়া।
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া॥
বানর পাথর গাছ করে বরিষণ।
কোটি কোটি রাক্ষস রণে ত্যজিছে জীবন
চাপড় মুকটি বানরের মাত্র তাড়া।
মুকুটিয়া যার কার মাথা হইল গুঁড়া॥
রামের যেমন রূপ বানরের রঙ্গ।
মরণের ডর নাহি রণে নাহি ভঙ্গ॥
উভয় কটকে যুঝে রক্তে হইল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা॥
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্ত জলে ভাসে
হরিষে বানর সৈন্য মনে মনে হাসে॥
জাল তুলা ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি॥
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
অসময়ে জান হয় প্রলয় উদয়॥
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিত॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিত হাসে।
গালাগালি দেয় তখন যত মনে আইসে
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আর তোর কোন বাপে আজি রক্ষা কে
বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিলে আ
ধিকরে বানরা তোর লাজ নাই মনে॥
যার শরে মরে তোর পিতা বালীরাজ।
ধিক তোরে অধম করিস তার কায॥
খাইয়া বাপের র[illegible] কামড়াব মাস।
মোর হাতে আ[illegible] তোর অবশ্য বিনাশ
দেশেতে জী[illegible] যাবি না করিস সাধ।
আমি অন্য নহি আমি বীর মেঘনাদ॥
অঙ্গদ বলিছে রে গর্জ্জিস অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর।
সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষস উপর॥
কিষ্কিন্ধ্যার তোর বাপ সীতাদেবী হরে
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ
তোর বাপ নারীচোরা তোর রথ চুরি।
আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যম পুরী।
চোর পুত্র তুই চোর চুরি কর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর লইব জীবন॥

ত শুনি ইন্দ্রজিত পূরিল সন্ধান।
াটি কোটি বানরের লইল পরাণ॥
ভয়ে এড়িয়া সবে পলায় বানর।
ণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর॥
হাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থর থর।
ন্দ্রজিতোপরে ফেলে পর্ব্বত পাথর॥
ুপিয়া অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি।
াথির চোটে চূর্ণ করে রথ আর সারথি॥
অঙ্গদ বিক্রমে ইন্দ্রজিত কাঁপে ত্রাসে।
াফ দিয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে॥
আকাশে উঠিয়া দেখে কটকের রণ।
াক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস আইল হয়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ॥
বাণ খায়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নাম অশ্বকর্ণ॥
অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক॥
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার॥
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়া॥
চারি বীরে লেজে বেঁধে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণহলো হাড়॥
তপন নামে নিশাচর আইল গজস্কন্ধে।
সন্ধান করিয়া বাণ নীল বীরে বিন্ধে॥
বাণ খাইয়া নীল বীর উঠে দিল রড়।
চড়িয়া হাতির স্কন্ধে তারে মারে চড়॥
চড় চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে॥
রথে চড়ে আইল বিদ্যুৎমালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম॥
হেনকালে হনূমান দেখিল সম্মুখে।
তিন শত বাণ মারে হনূমানের বুকে॥
বাণ খায়ে হনূমান চিন্তিত মনে চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুৎমালীর রথে॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
চাপড়ের মারে তার মাথা ছিঁড়ি ফেলে॥
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একেবারে মন্দ খায় সাতাইস কলস॥
সোণার পবিত্র পরে সোনার উপর সোণা।
বানর কটকেতে আসিয়া দিল হানা॥

খাণ্ডা ধরে কখন কখন ধনুর্ব্বাণ।
বানর কটক কেটে কৈল খান খান॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানর কটক সব মরে দলে দলে॥
রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি॥
কুপিয়া যে নীল বীর চারি দিকে চায়।
বিদ্যুৎমালীর রথচক্র এক পায়॥
উপাড়িয়া চাকা গোটা তুলি নিল হাতে।
দানবে কম্পিত যেন দেব জগন্নাথে॥
এড়িলেক চাকা গোটা তুলে বাহুবলে।
অন্তরীক্ষে ফেলে চাকা গগন মণ্ডলে॥
বায়ুবেগে আইসে কি কহিব কথা।
চাকার ঘায়ে কেটে পাড়ে সুবর্ণের মাথা॥
সুষেণ বানর রাজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্র লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়েস তরঙ্গ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল গোলে।
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে॥
বুড়ার চাপড় চড়ে কর্ণে লাগে তালি।
নিমিষে রাক্ষস পড়ে নাম বিদ্যুৎমালী॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন।
অবসান নাহি বীরের প্রথম যৌবন॥
রঘুবংশে উত্তম লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শরীরে জ্যোতি॥
উদয় অস্ত যুঝে বীর নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের ধন্য ধন্য ধনুর্ব্বাণ॥
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে।
কোটি সহস্র রাক্ষস মারে বেলা অবশেষে॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্দ।
তিন লক্ষ বানরের কাটি পাড়ে স্কন্ধ॥
রক্তে নদী বহে ঘাট রক্তে উঠে ফেণা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা॥
বাদাভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিত দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে॥
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িলাম ঠাট যাইব কি মতে॥
অগ্নিকেতু জয়কেতু বিক্রম বিশাল।
বজ্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল॥
পড়ে ঘট নিঘট সাক্ষাৎ যমদূত।
অজর রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত॥

অগ্নিবৃষ্টি পড়ে যেন মেঘে কাড়ে আনি।
পবন রাক্ষস পড়ে আর বিদ্যুন্মালী॥
হাতী ঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যখণ্ড।
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড॥
দেবযুদ্ধি পড়িল সকল সেনাপতি।
তিন লক্ষ পড়ে রাজার সেনাপতি॥
হস্তী পৃষ্ঠে পড়ে ঢাঁসা দেউকের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বতীয়া ঘোড়া॥
রাজ্যের মহাপাত্র পড়ে রাজ্যশূন্য করি।
কোন মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী॥
আদর করিয়া পিতা দিল গুয়াপান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান॥
কটকের আজ নষ্ট মোর সব লাগে।
কোন লাজে গিয়া দাণ্ডাইব পিতৃ আগে॥
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইয়ে যুদ্ধ করিবারে পারি॥
মহাযুদ্ধ করিব রাম্রাকে করি ভয়।
মেঘের আড়ে থেকে মারি নর আর বানর॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইবে, দেশে না করিহ সাধ॥
নির্ব্বিক রাক্ষস মারি হরিষ অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিলচড়া।
দেউল দেহারে যেন ভাজি পড়ে চূড়া॥
সোণার ধনুকে বীর যোড়ে তীক্ষ্ণশর।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী কাঁপিছে থর থর॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোকে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ থরথরি কাঁপে॥
রাম লক্ষ্মণ বলি বীর ঘন ডাক ছাড়ে।
সম্বর আমার বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে॥
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ সুস্বর সত্বর॥
এত বলি করে বীর বরিষণ বাণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা।
রাম লক্ষ্মণের কাটি পড়িল মেখলা॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে।
দুই ভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে॥
হেথা ইন্দ্রজিত বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
উত্তর দ্বারে বার্ত্তা পাইল সুগ্রীব রাজন॥
উত্তর দ্বারে তখন নাহিক হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি॥
পশ্চিম দ্বারে মায়াযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিত।
চলিল সুগ্রীব রাজা বাচাইতে মিত॥
ধাইল সুগ্রীব রাজা অতি শীঘ্রগতি।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি তাহার সংহতি॥
পূর্ব্বদ্বারে থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি॥
নীল কুমুদ ধায় লয়ে কটক দুর্ব্বার।
থানা ভাজি গেল সবে পশ্চিম দুয়ার॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তথা আছে দুই জনা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ।
আশীকোটি বানর আছে তাহার তিডন।
থাওয়াধাই বাজা তারা করে জনে জন।
সত্তে রাজ না জানে রাক্ষস বিভীষণ॥
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জানে।
এই হেতু সংবাদ না পাইল বিভীষণে॥
চারিদ্বারের কটক হইল এক ঠাঁই।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিতা বিন্ধে দুই ভাই
লাফ দিয়া বানর কটক উঠেত আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলেন হৈলাম নৈরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিত করে উপহাস।
সহস্র লোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে কি দেখিবি নর আর বানর॥
রাম আর লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি
মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বি[illegible] শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কোথা থেকে [illegible] বেটা দেখিতে না পা
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই॥
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ বাণ যুড়ে ধনুকের গুণে॥
নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হয়ে বাণ আকাশে ধরে ফণা।
সাপের মুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা।
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি
আছুক অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকী॥
চলিল যে বাণ কোটী দুর্জ্জয় প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ॥

বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে ।
হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
কাল সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায় ।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্বগায় ॥
হাত পা নাড়িতে নারে গলায় লাগে ফাঁস ।
দুয়ের জোসর হৈল বন্ধ নাগপাশ ॥
নাগের বিষের জ্বালায় অধৈর্য্য শরীর ।
উত্তর শিয়রে ঢলে পড়েন দুই বীর ॥
লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি ।
চন্দ্র সূর্য্য খসে যেন পড়িল অবনী ॥
লোটায় কমল অঙ্গ আলুথালু বেশ ।
লোটায় মস্তক ভূম আলুয়িত কেশ ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিত ছাড়ে সিংহনাদ ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ ॥
বানরের শুন এখন ক্রন্দনের রোল ।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল ॥
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া ।
তাহার উপরে পাতে মেঘের পাছড়া ॥
এতেক প্রাণ পাতে পুষ্প পারিজাত ।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত ॥
পিতৃ আগে দাণ্ডাইল করি যোড়কর ।
তিনবার মাথা নোয়ায় রাজ ব্যবহার ॥
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ ।
যোড়হস্তে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর ।
সভার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর ॥
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর সংহতি ।
চূর্ণ হৈল রথ ছত্র মারিল সারথি ॥
আপনা রাখিতে আমি হইলাম কাতর ।
প্রাণভয়ে পলাইলাম আকাশ উপর ॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস দুর্গতি ।
এক দণ্ডে পড়িল রাক্ষস সেনাপতি ॥
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান ।
রাম লক্ষ্মণ বিন্ধির[illegible] হনু খান খান ॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম [illegible] বীর চৌপর ।
রক্ত মাত্র না রাখি[illegible]র শরীর ভিতর ॥
বাণে বিন্ধে দুই [illegible]য়ে করিলাম জর্জ্জর ।
পড়িল অনেক [illegible]টি অসংখ্য বানর ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
সাপ হয়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণা ।
হাতে পায়ে গলায় বান্ধিল দুইজনা ॥

ত্রিভুবন জিনে যদি করে আকিঞ্চন ।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন ॥
হস্তী ঘোড়া অস্ত্র দিল ভাণ্ডার প্রচুর ।
অমূল্য রতন হার দিলেক কেয়ূর ॥
নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি ।
স্বর্ণ বিদ্যাধরী দিল সহস্র রমণী ॥
যত প্রসাদ দিলেক রাজা করে দণ্ড ।
সবে মাত্র নাহি দিল রাজছত্রদণ্ড ॥
বাপের স্থানে বিদায় হয়ে গেল ইন্দ্রজিত ।
ত্রিজটা রাক্ষসী রাবণ ডাকিল ত্বরিত ॥
রাবণ বলে ত্রিজটা গো যাহ একবার ।
চূর্ণ করে আইসহ সীতার অহঙ্কার ॥
পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া ।
ক্ষণেক আইসহ তুমি আকাশ ভ্রমিয়া ॥
রাম লক্ষ্মণ পড়েছেন বন্ধন নাগপাশে ।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে ॥
রাম লক্ষ্মণ মলে সীতা হইবে নিরাশ ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পাইবে ত্রাস ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল ।
রাম লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল ॥
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতার বাণে ।
স্বামী দেবর দেখ যদি আইস মোর সনে ॥
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটা সংহতি ।
রথে চড়ি দুই জন যায় শীঘ্রগতি ॥
রাম লক্ষ্মণ পড়ে নাগপাশের বন্ধন ।
মাথায় হাত সীতাদেবী করিছে রোদন ॥
মোর পোড়াইল বুঝি আজি কালরাত্রি ।
অভাগিনী হারাইলাম তোমা হেন পতি ॥
শিশুকালে ছিলাম যখন জনকের ঘরে ।
অবিধবা হবে লোক কহিত আমারে ॥
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত ।
ধূলাতে পড়িয়া প্রভু রহে আচম্বিত ॥

সীতার বিলাপ ।

বধিয়া তাড়কাসুর, তুষ্ট হৈলা ত্রিদশপুর,
জনকের পণ পূর্ণ করি ।
হরের ধনুকখান, ভাঙ্গি হৈলে খান খান,
ধন্যা হৈলা জনকের পুত্রী ॥
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি,
কান্দে সীতা না হয় নিবারণ ।
কৈকেয়ী সভাই দোষে, আসিয়া কাননবাসে
বিপাকেতে হারালে জীবন ॥

ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি,
বনে আইলে সত্যে করি ভর।
রঘুবংশ সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ,
কোমল দু পদে ভূমণ্ডল।
অযোধ্যার ঈশ্বর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার।
আমি কি অভাগ্যবতী, হারাইলাম রামপতি,
তব মুখ না দেখিব আর॥
আজ্ঞা অন্বেষণ করি, আইলা প্রভু লঙ্কাপুরী
দুঃখ মোর না হৈল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিত, হৈল যুদ্ধ বিপরীত,
অনাথ প্রভু হারালে জীবন॥
ত্রিজটার হাত ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
বলিছেন করুণা বচন।
তোমার সবার গুণে, যাব আমি স্বামী সনে,
পথ রাখ না কর রন্ধন॥
সীতার ক্রন্দন শুনি, হইল আকাশ বাণী,
কভু রামের নাহিক বিনাশ।
তোমারে উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী,
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কাতরা হইয়া কান্দে সীতা রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী॥
পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব অবতার।
কখন না সহে এই অশুচির ভার॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাতেন জীবন।
অচল হইত রথ না যায় গগন॥
না কর রোদন সীতা না কর রোদন।
প্রাণ নাহি ত্যজিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বহুকাল গেল দুঃখে অল্প দিন আছে।
ভাবিয়া কপেক মনে সীতা থাকে পাছে॥
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণবেত হাতে চেড়ীগণ বেড়ে চৌদিকে॥
রণপাশে বদ্ধ আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যত বানরগণ॥
লক্ষ লক্ষ বানর কান্দে বলে হায় হায়।
নীল সেনাপতি কান্দে গড়াগড়ি যায়॥
অনেক কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতা পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আগে।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে॥
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যা নগরে॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যপাট সকল পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া॥
সুগ্রীব বলেন সবে এক ঐক্য করি।
যাব দুই ভায়ে লয়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যদি পার বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে॥
বাঁচাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুইজনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে॥
সবংশে মারিব সবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা আমার স্বদেশ গমন॥
দূরে হৈতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন॥
কোন বীর লইয়া পড়েছে অত্যাচার।
মাথায় হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর॥
কান্দিতেছে সুগ্রীব অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে ছোট নহে কাজ॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখে পলায় যতেক বানর॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিত অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখে বলে আইল ইন্দ্রজিতে॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে॥
অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখে পলায় যত সেনাপতি॥
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
কারে দেখে পলাও যুঝিতে পড়ুক বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিত গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখে কেন পলাইছ ডরে॥
দেশে পলাইয়া যাবে পুরুষ নারা আগে।
এক গাছে মারিবে সুগ্রীব রাজা দেশে॥
যদি দেশে যাবে মনে [illegible] বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥
অঙ্গদের দেখিয়া মনের কড়াকড়ি।
আপন থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
জীয়ন্তে মরিলাম আমি তোমার কারণ॥
পলাইতে ঠাঁই নাহি যাব কোন দেশ।
বিদেশ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ॥

ধিক ধিক রাজ্য ভোগ ধিক ধিক সুখ।
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণের বাণী।
ধিরে ধিরে কহিছেন রাম রঘুমণি॥
সব ছাড়ি বিভীষণ আমা হৈলে সার।
শুধিতে নারিলাম মিতা বিভীষণের ধার॥
নাগপাশ বন্ধে মৃত্যু ঘটিল আমারে।
মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে॥
শুনহ হে সুগ্রীব মিতা কহি তব স্থানে।
সৈন্য লয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে॥
আমা স্থানে মিত্র তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে দৈব লিখন আমার॥
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা বিনা লণ্ডভণ্ড হবে রাজপুরী॥
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্য।
আমার নিকটে আর আছে কোন কার্য্য॥
নাগপাশ অস্ত্র আইল আমা দোঁহা ভক্ষে।
ভাগ্যেতে না ছিল হলো তুমি যাহ ঘরে॥
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি এ গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কম্পন॥
শরভঙ্গ বানর কুমুদ ও সম্পাতি।
দেশের তরে যাহ সবে করিয়া পিরীতি॥
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও না বলো মন্দ বোল॥
অযোধ্যা নগরে তুমি যাহ হনুমান।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান॥
জানাইহ ভরতেরে আমার সংবাদ।
কারো সঙ্গে নাহি যেন করে বিসম্বাদ॥
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্ম্মপথ।
এই রূপে রাজ্য যেন করেন ভরত॥
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কেকয়ী মাতাকে এই কহিও সমাচার॥
প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ॥
জানকী রহিল বন্দি অশোকের বনে।
নাগপাশে বন্দি রাম লক্ষ্মণ দুজনে॥
সুমিত্রা মাতায় আমার বলো নমস্কার।
যথা যোগ্য সবারে জানায়ো সমাচার॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল রাজপুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী॥
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি।
হেনভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি॥
নাগপাশে কাতর হইল সুগ্রীব।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইল অস্থির॥
ইন্দ্র আদি বসিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন॥
ইন্দ্র বলেন সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বান্ধা আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে।
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে॥
আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবনের অধিপতি।
রাবণের বেটা আমার করিল দুর্গতি॥
লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত।
আমারে জিনিল যেই তার ইন্দ্রজিত॥
বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বল বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর॥
রঘুনাথের কাছে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে মুক্ত হবেন গরুড় স্মরণে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিষ্ণুর ধরে বল।
নাগপাশ ঘুচাইবে সেই মহাবল॥
ইন্দ্রের বচনে যান দেবতা পবন।
কহিল রামের কর্ণে গরুড়ে স্মরণ॥
পবন শ্রীরামে যদি হৈল কানাকানি।
গরুড়ে স্মরণ করেন রাম রঘুমণি॥
গরুড়ে স্মরেন রাম বিষ্ণু অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টিকার॥
সমীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে।
গিলেছিল অজাগর উগারিয়া ফেলে॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উড়ে।
পাকসাটে পর্ব্বত সকল যায় উড়ে॥
দিক দিগন্তরে গাছ আনে পাকে টেনে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে॥
সাগরের জল জন্তু লুকাইল তলে।
ভয় পায়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে॥
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
দশ যোজন থাকিতে ভুজঙ্গ পলায় ত্রাসে॥
দূরে হতে গরুড়ের নাগিল নিশ্বাস।
রাম লক্ষ্মণের খসে পড়ে নাগপাশ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন।
অচৈতন্য হয়ে উঠেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

গরুড় পক্ষিরে কহ আপন বচন।
প্রাণ দান দিলে তুমি দিলে হে আপনি ॥
গরুড় বলেন শুন কহিলেন যেই।
চরণের কৃপা আমি কথা বোঝা নই ॥
তুমি বিষ্ণু অবতার জগতের পতি।
পতিতপাবন পাশে আছে আপনা বিস্মৃতি ॥
আমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা প্রভু কেন হও বিস্মরণ ॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষী হৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষীবর ইচ্ছা যা তোমার ॥
গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে।
ত্রিভুবন মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ গলে বনমালা।
শিখীপুচ্ছে বন্ধ চূড়া কভু বামে হেলা ॥
অলকা আবৃত শশি শ্রীমুখ মণ্ডল।
শ্রুতিমূলে মনোহর মকর কুণ্ডল ॥
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সে রূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধরিতে বারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥
গরুড় বলেন কি জানিবে কপিগণে।
করিব পাখার ঘর রাখিব গোপনে ॥
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভক্তবৎসল রাম তাহার ভিতর।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে সব ভাবিতেছে দূরে ॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভুর হিত।
পক্ষির সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত ॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক ঘুচিয়া বাঁশী দিলে আরবার ॥
যদি তুমি হই মম থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে ॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিনতানন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সম্বরণ ॥
রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইলেন রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠে অনুজ লক্ষ্মণ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন যত কপিগণ ॥
গরুড়ের পাখা শব্দ যত দূর যায়।
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত বানরগণ ॥
একেবারে যত বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
বানরের শব্দে নিশি তৃতীয় প্রহরে।
শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছেন রাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
বলে রাবণ রাজা বন্ধন নাগপাশ।
ইহাতে যে মুক্ত হৈল লঙ্কার বিনাশ ॥
মারিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ রাবণ দেখিয়ে বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক ॥
আজ্ঞা মাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজার চরণে আসি লোটাইল শির ॥
রাবণ বলে তুমি হে প্রধান সেনাপতি
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
রাজব্যবহারে তার বাড়ায় সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া পাণ ॥
রাজ আজ্ঞা মাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলে যুড়ে যুড়ে
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখি বাট ॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষ বীর পরম সজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥
আউদড় চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী
রথধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনি গৃধিনী ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখেছে অপার।
কিছুই না মানে বীর করে মার মার।

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন।

দুইদলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র রাঙ্গ পাথর করে বরিষণ ॥
কহিয়া ধূম্রাক্ষ বলে কোথায় তপস্বী।
উৎপাড়িয়া মারে কেন এত দূরে আসি।

বাড়িল সীতার আশা কিসে বাহু বলে ।
মনুষ্য হইয়া কেবা লঙ্কার ভিতরে ॥
বানরগণ রণে হৈলা চক্ষু থেকে অন্ধ ।
মনুষ্য কি সাগর বন্ধিতে পারে বন্ধ ।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেন সেতু ।
অবতার রাক্ষসের বংশনাশ হেতু ॥
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশমুণ্ড ।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
কোপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি ।
মুষল এক লইয়া বানরগণে হানি ॥
মুষলের ঘায়ে কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি ।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী ॥
খাণ্ডাখান কাহার মস্তকে তুলে হানে ।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ॥
হনুমান দেখিল বানরগণ ভাগে ।
দাণ্ডাইল হনুমান ধূম্রাক্ষের আগে ॥
হনুমান বলে বেটা কি সাধ তোমার ।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥
রাক্ষস বলিল সাধ তোরে আমি পাই ।
অন্যেরে কি প্রয়োজন তোর রক্ত খাই ॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
দুই বীরে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী ॥
হনুমান আনেন পাথর দুইখান ।
রথের উপরে ফেলি ডাকে হান হান ॥
রথ ঘোড়া সারথি করিল চুরমার ।
অন্য রথে ধূম্রাক্ষ চাইল আরবার ॥
রাক্ষসের হাতে ছিল এক মহাগদা ।
তার আশে পাশে বাজে অষ্টঘণ্টা সদা ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বগণের ভয় লাগে ।
হাতে গদা করি গেল হনুমানে আগে ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে ।
হনুমানের বুক যেন বজ্র হেন দেখে ॥
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান ।
কোপ করি শাপয়ে আপনা হনুমান ॥
হনুমান বলে গদা গেল রসাতল ।
এখন জানিসহ আমি বুঝি তোর বল ॥
এক বজ্র চাপড় মারিল তার শিরে ।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমের উপরে ॥
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর ।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের মাথা কৈল চুর ॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয় ।
সকল বানরে ডাকি করে জয় জয় ॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী ।
পলাইল রড়ে লৈয়া নিজ প্রাণী ॥
ভয় পাইয়া কহে গিয়া রাবণ গোচর ।
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥

অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন ।

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা পাইল রাবণ ।
অকম্পনে বলে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন ॥
আজ্ঞামাত্র উপনিত অকম্পন বীর ।
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির ॥
রাবণ বলে শুন অকম্পন সেনাপতি ।
আজিকার যুদ্ধে তুমি পূরাবে আরতি ॥
বীরের মধ্যে বীর তুমি সকলেতে জানে ।
ত্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার একদিনে ॥
তোমার সম্মুখে যুঝে আছে কোন জন ।
হাতে ধরে বেন্ধে আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে ।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥
সারথি যোগায় রথ বিচিত্র গঠন ।
সসৈন্য সাজিয়া চলে বীর অকম্পন ॥
আচম্বিতে পৃথিবী পড়িল রথরথে ।
উথাড়িয়া পড়ে ঘোড়া রথ দণ্ড ভেঙ্গে ॥
অকম্পন বাম তার কম্পোয় নয়ন ।
যাত্রাকালে বজ্র পড় কম্পে পুনঃ পুনঃ ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার ।
যায় বীর পথে গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
দুই সৈন্য মিশামিশি যুদ্ধ বাজে রণ ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
দুই কটকে মহাযুদ্ধ হইল অপার ।
রথের ধূলাতে দশদিক অন্ধকার ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্ম পর ।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে বানরে বানর ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধূলা নাহি উড়ে ।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কুমুদ সেনাপতি ।
রণ দেখি তিন বীর আইল শীঘ্রগতি ॥
তিন বীর করে আসি গাছ বরিষণ ।
সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে কোন জন ॥
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে ।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া অকম্পন হাসে ॥
নীলবীর বড় বীর সকলে বাখানে ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইলা অকম্পন রণে ॥

একা নীলবীর করেছিল সেতুবন্ধ।
অকম্পনের বাণে তার অঙ্গ হৈল অন্ধ॥
শরভ বড় বীর সর্ব্বলোকে জানে।
অকম্পনের বাণাঘাতে ভঙ্গ দিল রণে॥
শরভ পলাইল পাইয়া অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান॥
হনুমান বলে বেটা পলাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায়॥
পাইলা মারিয়া বেটা জিনে যাও রণ।
পড়েছ আমার হাতে অবশ্য মরণ॥
এত বলি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
আশী কোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন॥
সম্বিত পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিতে একটান॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পনের বাণে গাছ হৈল দুইখান॥
জিনিতে না পারে হনু ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর রথের উপরে॥
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হৈল হাড়॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানরে বলে রাম জয় জয়॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর॥

প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন।

পয়ার।

অকম্পন পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
বলিয়া প্রহস্ত মামা ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিন কোটি রুদ্র ঠাট তোমার প্রচুর॥
তুমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত।
এই কয় জন আছি সমরে পণ্ডিত॥
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্ধি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আন হাতে গলে বন্ধি॥
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস।
রাম লক্ষ্মণ রণে আজি করিব বিনাশ॥
আমি আছি রণে কেন পাঠাও অন্য জনে।
এখনি মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আগে আমি তোমাকে বলেছি যুক্তি সার।
সীতা নাহি দিব যুদ্ধ করিব অপার॥
অবহেলা অরাম করিব হতাশ।
দশানন বলে মামা আজি তব বল॥
অষ্ট অঙ্গে পর মামা রত্ন অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার॥
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্য প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে॥
চারি বীর আগে যায় হাতে ধরে ধনু।
যজ্ঞধুম মহানাদ কোপন মহাহনু॥
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর যায় সংগ্রামের সাধে॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস॥
রাম লক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ।
শকুনী গৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগণ॥
প্রহস্তের সৈন্য দশদিক অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্বদ্বার॥
দুই সৈন্য মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ॥
প্রহস্তের সেনাপতি প্রধান চারিজন।
হাতে ধনু আইল সে করিবারে রণ॥
যুঝিবার কাম থাকুক দেখে চারি বীর।
ভঙ্গ দিল বানর সংগ্রামে নহে স্থির॥
পূর্ব্বদ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল॥
তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সে অঙ্গদ হনুমান॥
পূর্ব্বদ্বারে চারি বীর আইল শীঘ্রগতি।
নীলের সাপক্ষা হৈল চারি সেনাপতি॥
চারি বীর আসি করে গাছ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ॥
প্রহস্তের চারি বীর দেখে দূরে হতে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সে অঙ্গদ হনূমান।
চারি বীরের ধনু কাড়ি কৈল চারিখান॥
হাঁটুর চাপন দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া গেল চারি বীর আগে॥
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
লাথির চোটে মারিল রাক্ষস মহানাদ॥

হনুমান মহাবাহু যুঝে বাজে রণ।
হোকনু তেপে ধরে পবননন্দন॥
কহিয়া পাথরিকোরা মারে যেন তুর ॥
কপটে কহিছে বহু বচন মধুর ॥
তোর নাম মহাবাহু আমি হনুমান।
মিতালি করিব আজি মিলিব সমান ॥
দুই মিত্র ছোট বড় যে হয় যেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দুজন ॥
শুনিয়াত মহাবাহু বলয়ে তখনে।
মৈত্র সনে যুদ্ধ করা যুক্ত না আইসে ॥
হনুমান বলে কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাহি করিব বিনাশ ॥
রাক্ষসের সনে মোর কিসের মিতালি।
বজ্র মুষ্টি মারিয়া ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥
একবলি হনুমান করে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাবাহু করে ধড়ফড় ॥
মহাবাহু পড়িল শুনিল বজ্রধূম।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম ॥
কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণ নন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন ॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়ে হুহুঙ্কার।
রথসহ বজ্রধূম হৈল চুরমার ॥
বজ্রধূম পড়ে রণে কহিল কোপন।
কহিল কোপন বীরে সুষেণ নন্দন ॥
যুঝিল কোপন বীর তিন শত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জ্জর ॥
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরে করে টানাটানি ॥
দুই হাতে উপাড়িল গাছ আর পাথর।
গাছ পাথর লৈয়া বীর ধাইল সত্বর ॥
ঝঞ্ঝনা পড়ে যেন গাছ পাথর হানে।
পড়িল রাক্ষস বীর দুর্জ্জয় চাপনে ॥
চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পুরিয়া আইল চারি বীর আগে ॥
প্রহস্তের রণে দেবগণে কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান ॥
পূর্ব্বদ্বার থান দেখে নীলবীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব নীল তাহা দেখে ॥
নীল বলে প্রহস্ত তোর কি বেড়েছে আশ।
অবশ্য তোমারে আমি করিব বিনাশ ॥
কহিয়া প্রহস্ত বলে ওরে রে নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল ॥

এত বলি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
তিন শত বাণ বীর পুরিল ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে নীল বীরের বুকে ॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরে করে টানাটানি ॥
দশ যোজন আনে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথে মেরে মাথা হৈল গুঁড়া ॥
প্রহস্ত পড়িল রণে কাঁপে চরাচর।
ভগ্নপাইক রাবণে জানায় সমাচার ॥
প্রহস্ত পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণ বলে কাল হৈল সব আর বাকী ॥
রাবণ বলে যে যে বীর মম বর্গে আছে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥

রাবণের প্রথম যুদ্ধ।

ছত্রিশ কোটি রাক্ষসের প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ সংহতি ॥
ভাই ভাইপো আদি করে কুমার নড়ে।
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে যুড়ে যুড়ে ॥
যুঝিবার তরে যায় রাজা রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ আভরণ ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলার উজ্জ্বলী।
মৃগমদে লেপিলেক সুগন্ধি কস্তুরী ॥
দশভালে দশমণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল ॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্নমণি মুক্তা নির্ম্মাইল ভাতি ॥
কনকে রচিত রথ মাণিকের চাকা।
রত্নের কলসে সাজে দেবের পতাকা ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
থাণ্ডা টাঙ্গি শেল শূল মুষল মুদ্গার।
নানা জাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
গদা শাবল লয় কার কাছে কামান।
বিচিত্র নির্ম্মাণ করে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক চলে যুড়ে যুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আগে যোড়ে ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্য ভাণ্ড বাজে অক্ষৌহিণী ॥

এক লক্ষ দগড় দুই লক্ষ করতাল।
দুই সহস্র ঘণ্টা বাজে দুন্দুভি বিশাল ॥
ঢেউরী ঝাঝরী বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক দুই লক্ষ পড়া ॥
বাজিল চৌষট্টী লক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিন লক্ষ জাঙ্গা বাজে বাবাবার সনে ॥
তেমচা বেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল।
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
পাখওয়াজ তবল বাজে ত্রিভুবন কম্প ॥
বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডম্বুর শিঙ্গা সংখ্যা করা তার ॥
খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
তুরি ভেরী রণশিঙ্গা বাজে লক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কাঁসী ॥
টীকারা টিকারা আর চৌতারা মোচক।
বাদ্যশব্দে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥
তিন কোটি তুরঙ্গ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥
রত্নময় শকটে পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী ॥
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন ॥
রবি হৈল মন্দ তেজঃ ঢাকিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত সকল স্বর্গের দেবগণ ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর ॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দুয়ারে বার করে মার মার ॥
মণিময় মুকুটেতে শোভা করে মাথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী সে ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
রাবণ দেখয়ে রাম সৈন্য বাম রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞা করিল রঘুনাথে ॥
শতকোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন জন ॥
বিভীষণ বলে রণে আইল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন ॥
ব্রহ্মার নির্ম্মাণ রথ বহু রূপ ধরে।
ছুটে রথ দেবগণ জিনেন রণেপারে ॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেন রাবণ।
আজিকারে সেইরথে করি আরোহণ ॥
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য ধরয়ে।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রাম রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর

ত্রিপদী।

কহিছেন বিভীষণ, রথে দেখ যাঁহার
ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।
কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত যেন দিনমণি
ঐ রাজা লঙ্কার রাবণ ॥
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন
যোদ্ধা বটে লঙ্কা অধিকারী।
দুর্ব্বুদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্যা কেন আনে
পরনারী কেন করে চুরি ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, জাব হরে মহেশ
দেবতারা না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম
মম হাতে সবংশে মরণ।
কহে সুমিত্রানন্দন, এই কি রাজা রাবণ
আর কেবা ইহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত, ঐ পুত্র ইন্দ্রজিত
সঙ্কেতে উহার সেনাপতি ॥
কুম্ভ নিকুম্ভ দুই জন, কুম্ভকর্ণের নন্দন
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
শারদা চরণ সেবি, বাল্মীক মহাকবি
কৃত্তিবাস করিল প্রচার ॥

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে বিভীষণ শুন অগ্রসার ॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেন তুলে ডানি হাত ॥
রাবণের ধনু ঐ রতন রচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিত ॥
দেখ সব অঙ্গ তাম্রবর্ণ বিলোচন।
নাগপাশে বেঁধে ছিল তোমা দুই জন ॥
সুরেশ্বর দেবেশ্বর আদি রণে পরাজয়।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥
এমন ঐশ্বর্য্য কেন হারায় রাবণ।
আমার সংগ্রামে বাঁচিবে কোন জন ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
কহিছে সুগ্রীবরাজা যায় বীর দাপে ॥

কাপিয়া সুগ্রীব যে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান॥
হার পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর পর্ব্বত উদ্দেশে॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীব রাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে॥
তিন শত বাণ রাবণ যুড়িল ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে॥
বাণ খায়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিলেন রঘুবর॥
সন্ধান পুরিয়া রাম করিবারে রণ॥
হেনকালে যোড়হাতে কহেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু তুমি থাক বসে।
আমি মারি দশাননে চক্ষুর নিমিষে॥
রাম কহেন কত সহ্নি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস॥
তথাপি লক্ষ্মণ যায় পুরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কহে হনুমান॥
হনুমান কহে তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুকে দেখহ আমি মারিব রাবণ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবেত লক্ষ্মণ তোমার যুঝিবার ভার॥
লক্ষ্মণের পদধূলী হনু লয়ে মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
সম্মুখে দাড়ায় বীর পরম সন্ধানি।
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনি॥
দেব দানব জিনে বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন॥
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের হস্ত দেখ মোর পর্ব্বতের সার।
হাতের অঙ্গুলি দেখ সর্পের আকার॥
হের নখ দেখ মোর বজ্রের দোসর।
এক চড়ে তোমারে পাঠাব যমঘর॥
রাবণ বলে তোরে পেলে অন্যে নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে আজি যাবে কোথা॥
হনু কহে তোরে কি আর মারিব একক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ মনে॥
অক্ষয়কুমারে মেরে পোড়াইনু লোকে।
সে শোক রাবণ তোর বিন্ধিয়াছে বুকে॥
আপনা আপনি কোপে বীর হনুমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া রাবণ হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে কহিছে উত্তর॥
রাবণ বলে বানরা তো তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর॥
আপনা পাসরে কোপে রাক্ষস রাবণ।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্র চাপড়।
রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড় ফড়॥
ভূমে পড়ে হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমান ছাড়ি দিল্ল সেনাপতি নীলে॥
সম্বিত হইয়া উঠে বীর হনুমান।
ডাক দিয়া কহে রাবণ হও সাবধান॥
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপনা।
আমার সনে যুদ্ধ করে আসো দিল হানা॥
হনুমান যত কহে রাবণ না শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর॥
আপনার রক্তে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রাবণ করেন যুকতি॥
দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল।
মায়া করি নীলবীর হইল দেউল॥
দেউল প্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি হইলা ফাঁফর॥
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ যোড়ে।
লাফ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে॥
মাথা তুলি রাবণ রাজা উপরে নেহালে।
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের ছলে॥
নীলবীর ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল॥
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ॥

রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট উপরে বেড়ায় ফিরি ঘুরি ঘুরি॥
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
দশ শাখে ফিরে যেন নাচনিয়া পাখী॥
কুড়ি চক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ।
দেখে পুনঃ নাহি পুনঃ পায় দরশন॥
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে।
ধরি ধরি করে করে স্থানান্তরে এসে॥
মায়া মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
দেউল প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান॥
কুপিয়া যে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর॥
ভাগ্যফলে রাবণের রহে দশ মাথা।
নানা মতে রাবণের করিল অবস্থা॥
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব॥
রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে।
মুখ বয়ে পড়ে মূত্র সর্ব্ব অঙ্গ তিতে॥
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে॥
দেখিয়াত দেবগণ দেয় টিটকারি।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কা অধিকারী॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছেত সন্ধানে।
দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমনে॥
একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে॥
মুকুট ছেড়ে রথে যেতে দেখিলেক ছায়া।
সন্ধান পুরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া॥
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক॥
লক্ষ্মণ বলেন তোর বুঝি বীরগণ।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ॥
লক্ষ্মণের কথা শুনে রাবণ রাজা হাসে।
পলাবে তপস্বি বেটা প্রাণ লয়ে দেশে॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া ফেলে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ।
তিন শত বাণ মারে যুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে॥
বুকে ফুটে বাণের বিন্ধিয়া রহে ফলা।
লক্ষ্মণের দেহে যেন রক্তপদ্ম মালা॥
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসে পড়ে লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি॥
সম্বরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির হৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক॥
কাটা গেল ধনুক বানরগণ হাসে।
আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমিষে॥
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ।
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল যে গগণ॥
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চাড়া।
কাটিলেন রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া॥
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
পড়িল সারথি অশ্ব দেবগণ হাসে।
আর রথ যোগাইল চক্ষুর নিমিষে॥
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিন কোটি বাণ তবে একবারে যোড়ে॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ হৈল নিবারণ॥
লক্ষ্মণ রাবণ করে বাণ বরিষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥
দুই জনে বাণ বর্ষে নাহি লেখা জোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা॥
অমর্থ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
চারি দিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরসান।
সূচীমুখ শিলিমুখ বাণ বিরোচন॥
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর দরশন।
অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান॥
কালদন্ত ঐষিক আর দীর্ঘ কর্ণিকার।
ক্ষুরপার্শ্ব বেদান্তক অতি তীক্ষ্ণ ধার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রবাণ যমের দোসর॥
এত বাণ দুই জনে করে অবতার।
দশদিক জল স্থল হৈল অন্ধকার॥
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে॥
আর যে পঞ্চাশ বাণ পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥

হইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে ।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে ॥
মন্ত্র পড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে ।
রামের যোজন শেল বাণেতে উথড়ে ॥
শেল পাট এড়িলেক দিয়ে হুহুঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে ।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
রাখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে ।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ উপরে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে ।
পুনরায় গেল শেল রাবণের হাতে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন ।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ ॥
রথে তুলে লঙ্কার ভিতরে লইতে চায় ।
শত মেরু ভার হৈল লক্ষ্মণের কায় ॥
কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি ।
নাড়িতে লক্ষ্মণ বীরে না হৈল শকতি ॥
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন ।
জটিল তপস্বী বেটা ভারি কি এমন ॥
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দর ।
তা হৈতে অধিক কি মনুষ্য বেটা ভার ॥
কৈলাস পর্ব্বত তুলিলাম বাম হাতে ।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে ॥
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান ।
দূরে হতে দেখে তাহা বীর হনূমান ॥
রাবণের গালেতে মারিল এক চড় ।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড় ॥
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে ।
ঘুরিতেং রাবণ চড়ে গিয়া রথে ॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনূমানে ।
করিয়া পাথলিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে ॥
বৈরী স্পর্শে হয়েছিলেন পর্ব্বতের ভার ।
সেবকের হাতে হৈলা তুলার আকার ॥
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে রঘুনাথের পাশে ।
সেখানে শ্রীরাম যান চক্ষুর নিমিষে ॥
রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে ।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুঃশর হাতে ॥
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান ।
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনূমান ॥
রথে চড়ে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে ।
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে ॥

মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ ।
আপনার পৃষ্ঠেতে চড় যাউক রাবণ ॥
হনূমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুনাথ ।
ঐরাবতে যাবৎ যেন বিলা পুরন্দর ॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ ।
যত দুঃখ দিলি আজি সব তার শোধ ॥
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে ।
দশ মুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বড় দেখ আর ।
পড়েছ আমার হাতে রাখে সাধ্য কার ॥
রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর ।
হনূমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর ॥
অক্ষয় কুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী ।
বদ্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি ॥
বদ্ধি হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম ।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম ॥
নিজ বুদ্ধে জালা পেতে আপনা আপনি ।
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি ॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোক চোক শর ।
বাণে বিদ্ধি হনূমানে করিল জর্জ্জর ॥
যুঝিতে না পায় হনূ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম ।
বাণ ফুটে হনূর ছুটিল কালঘাম ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনূর বুকেতে ।
ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে ॥
দশ যোজন দেহ হৈল আড়ে পরিসর ।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর ॥
লেজ হৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ ।
হনূমানের লেজ গিয়া উঠিল আকাশ ॥
হনূমানের লেজ দেখে রাবণের ভয় ।
বালি রাজার মত পাছে লেজে বান্ধি লয় ॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি ।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানি ॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়িল ধনুকে ।
সন্ধান পূরিয়া মারেন রাবণের বুকে ॥
বাণ খায়ে দশানন হৈল অচেতন ।
ক্ষণেকে সম্বিত পায় রাজাত রাবণ ॥
ডাক দিয়া রাম বলে শুনরে রাবণ ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হৈলি অচেতন ॥
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি বেশ ।
সৌকর্ত্তা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ ॥
রঘুবংশে জন্ম আমার রাম নাম ধরি ।
এক দিনের রণে আমি বৈরি নাহি মারি ॥

আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে ॥
এক লক্ষ পুত্র তোর পণ্ডা লক্ষ নাতি।
একজনে না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥
সেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ড ভণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
সভাখণ্ড সহিতে রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম করয়ে সন্ধানে ॥
বাণে দশদিক আলো অগ্নি যেন ছুটে।
দশ মাথার মুকুট একই বাণে কাটে ॥
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল রাবণ রাজা না পাইল লাগ ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজাত রাবণ।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন ॥
রাবণের আজ্ঞা পায়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি ॥
কাটা গেল মুকুট পালায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত বানরগণ ॥
কৃত্তিবাস কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ ॥

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন।

ভঙ্গ দিয়া গেল রাজা পাইয়ে অপমান।
পাত্র মিত্র লয়ে বৈসে করিয়া দেওয়ান ॥
ত্রিংশকোটি সেনাপতি চৌদিগে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ ॥
রাবণ বলে না বুঝিলাম দেবতার ফন্দি।
এত দিনে গোড়াইল যা বলিল নন্দী ॥
কুবের জিনিয়া আসি কৈলাস শিখরে।
নন্দী দাড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে ॥
শিবদুর্গা দরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর কহিলাম নন্দী না ছাড়িল দ্বার ॥
বিকৃতি বানর মুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখ পানে চাহি তারে দিলাম টিটকারী ॥
নন্দী কোপ করি মোরে দিলা অভিশাপ।
সেই শাপে পাই এত মনের সন্তাপ ॥
নন্দী কহিলেন আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর ॥
বানর মুখ দেখে তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ ॥
ফলিল নন্দীর শাপ এত দিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে ॥
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয় ॥
সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর।
সবে মাত্র বাকি ছিল নর আর বানর ॥
ভেবেছিলাম ভক্ষ্য মধ্যে এরা দুই জন।
কে জানে বানর নর দুর্জ্জয় এমন ॥
পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা আমুকূল্য হয়ে।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে।
দেব দানব গন্ধর্ব্বেতে তোর নাহি ভয়।
সবংশে মারিবে তোরে নর আর বানর ॥
ব্রহ্মার বচন মোরে কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান ॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন জনে ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে ॥
যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় একদিন যাগে ॥
পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা জিনিলে সে কি করিবে পাছে।
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণ সঙ্গে যায় যেন হয় সচেতন ॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণের ঘর ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
গন্ধ চুয়া চন্দন [illegible] আনে ভারে ভার ॥
পালে পালে হরিণ মহিষ আনে কত।
ছাগল গাড়ল আদি হয় পরিমিত ॥
সোণার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর ॥
সারি সারি সোণার কলস সব সাজে।
মেঘের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্টা বাজে ॥
ত্রিশ যোজন ঘরখান দীর্ঘে নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন ॥
চারি ক্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়
দীঘেতে যোজন অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয় ॥
চারি দিগে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিত সারি সারি

ঘুরঘাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে॥
টানিয়া নিশ্বাস যখন তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢো'কে নাকের ভিতর॥
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ॥
মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ॥
অঙ্গতাজে অলসে যখন তোলে হাই।
মুখের গভীর যেন দেখি গড়খাই॥
কি রূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ॥
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারি দিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দেয় নাকে।
সুগন্ধ শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আর নাসিকার ডাক॥
শাঁক নাক গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
লঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ॥
পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥
তিন অর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে যাইতে না পারে।
নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ দিগান্তরে॥
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচর গণে।
ব্রহ্মার বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে॥
রাবণ গোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞায় রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজার ভাই বলে কেহ না করিল ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ আর পাথর॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে।
সাঁড়াশিতে মাংস টানে শেল শূল কোড়ে॥
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরে টানে।
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে॥
মারি খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে কৈল কুম্ভকর্ণ॥
মহোদর বলে এক যুক্তি মনে গণি।
লঙ্কার ভিতর হৈতে আনহ কামিনী॥
শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ পাশে।
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে॥
এত বলি সব বীর যাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী ভুজঙ্গী নারী আনিল বিস্তর॥
তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ করিল তারা লেপন চন্দনে॥
তার পরে কন্যা সব করে আলিঙ্গন।
অতি সুশীতল অঙ্গ কুচ পরশন।
একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া।
পাশ ফিরে শোয় বীর অঙ্গমোড়া দিয়া॥
নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বহে ঝড়।
ভয় পায়ে কন্যা সব উঠে দিল রড়॥
মহোদর বলে এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা মাংসের দেহ খসাহে ঢাকনী॥
জাগাইতে না পারিবে এমত প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্য মাংস গন্ধে॥
নিদ্রাভঙ্গ হবে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে।
ঘূর্ণিত লোচনে বীর উঠে বৈসে খাটে॥
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিলি অকালে॥
অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ।
কোন বেটা জিনিল রাবণ মহারাজ॥
ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন শুন লঙ্কেশ্বর॥
ভাইকে দেখিতে রাবণের হৈল সাধ।
কুম্ভকর্ণে জাগাইল রাবণ সম্বাদ॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল ধরে ধরে আনি॥
মদ্যপান করিলেন সাত শত কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
হরিণ মহিষ বরা লাপটিয়া ধরে।
বারো তেরো শত পশু খায় একবারে॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগাও মোরে যাবার কারণে॥
কোন কাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় মর ভাবে আপনা॥
ইন্দ্রের আছুক কায যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
যোড়হাতে কহে কুম্ভকর্ণ বিদ্যমান॥
দেবে কোপ না কর নির্দ্দোষী পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর আর বানর॥

সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী বনে ।
অগ্রে তার নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণে ॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে ।
সাগর ডিঙ্গায়ে হনূ লঙ্কাপুরে আসে ॥
লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনূমান ।
তুমি থাকিতে লঙ্কার এত অপমান ॥
প্রমাদ করেছে নর বানর আসিয়ে ।
রাজা একা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনে আসি রণ ।
তবে ত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণমুখে ।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে যেতে দাদা ।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না করে মন্ত্রণা ॥
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায় ।
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায় ॥
বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি ।
মদ খেয়ে উজাড়িল সাত শত হাঁড়ি ॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান ।
পাঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥
মহারক্ত খাইল কত সংখ্যা নাহি হয় ।
পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি চয় ॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর ।
মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর ।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
চলে যায় পথে যেন সুমেরু সমান ।
দেখিয়াত বানরের উড়িল পরাণ ॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণ আশ্বাসে রহিল কপিগণে ।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥
এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর ।
ত্রিভুবন জিনিয়াত দুর্জ্জয় শরীর ॥
না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার ।
ইহার সংগ্রামে কাক নাহিক নিস্তার ॥
বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর ।
কুম্ভকর্ণ নামেতে দশাস্য সহোদর ॥
ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে ।
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে ॥
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ ।
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥

কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে ।
সূতিকার ঘরে ধাত্রী ধরে ধরে গেলে ॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী ।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনি ঋষি ॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র অস্ত্র হানে ।
বজ্র অস্ত্র গিয়েছিল অমরের রণে ॥
ঐরাবতের দন্ত উপাড়িল একটানে ।
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচনে ॥
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী উপর ।
অমর কারণেতে বাঁচিল পুরন্দর ॥
কুম্ভকর্ণের কথা শুন রাজীবলোচন ।
গোকর্ণ পুরেতে তপ করি তিন জন ॥
ব্রহ্মা বর দিল তবে ভাই তিন জনে ।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে ॥
ব্রহ্মা বলেন ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ ।
নর বানরের হাতে সবংশে নিধন ॥
তুষ্ট হয়ে বিধাতা আমারে দিল বর ।
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর ॥
বর দিতে গেলেন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণ স্থান ।
ইন্দ্র আদি দেবতার উড়িল পরাণ ॥
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ডর ।
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পাইলে বর ॥
যতেক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি ।
যুক্তি করে পাঠাইল দুষ্টা সরস্বতী ॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর ।
ব্রহ্মা বলে কুম্ভকর্ণ চাহ কোন বর ॥
কুম্ভকর্ণ বলে ব্রহ্মা নাহি চাহি আন ।
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে দিলাম বর চাহিলে যেমন ।
দিবা নিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ॥
বর শুনে শোকাকুল হইল রাবণ ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ ॥
রাবণ বলে তুমি সৃষ্টি সৃজিলে আপনি ।
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি ॥
তোমার বচন কভু না হইবে আন ।
নিদ্রা জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুনহ রাবণ ।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ॥
অভুক্ত ধরিবে বল অভুক্ত আহার ।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে দিন সংহার ॥
এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥

যুদ্ধে করে বিবাদে আসিল দুই ভাই ।
কুম্ভকর্ণের কথা এই শুনহ গোসাঞি ॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি করেছে উহার ।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার ॥
শুনে হরষিত হৈলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ ॥
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া রাবণ কুতূহলি ।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকোলি ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন সিংহাসন ॥
কুম্ভকর্ণ বলে তব কারে এত ভয় ।
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমালয় ॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ভয় ।
কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর ॥
সাগর শুষিব আজি খাইব আগুণি ।
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী ।
চন্দ্র সূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে ।
পৃথিবী উপাড়িয়া ফেলাব খরস্রোতে ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড ।
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন ।
নর বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ ॥
রাবণ বলে নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ।
কি রূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ॥
তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা ।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা ॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী কাঁদিল বিস্তর ।
মনে মনে বাসনা থাকিতে সতন্তর ॥
শিবের সাধনা হেতু রবে স্থানান্তরে ।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে ॥
সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর আর দূষণ ।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার তিভন ॥
এই রূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কি কব তোমাকে ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যার ধাম ।
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ॥
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল রামেরে ।
দুর্ভাগা পুত্র বলে তারে দিল দূর করে ॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী ।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্য্যা যে রূপসী ॥
কুড়ে বেঁধেছিল বেটা পঞ্চবটী বনে ।
সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প অন্বেষণে ॥
সূর্পণখার নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর আর দূষণ ॥
রাম তপস্বী যুদ্ধ করে মারে সর্ব্বজন ॥
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥
সূর্পণখার পরিতাপ সহিতে না পারি ।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী ॥
বুঝিতে না পারি বেটা কেরে কত রঙ্গ ।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥
বালির ভাই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে ।
কটক সকল দৈল সেবা করে তাকে ॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে ।
বুড়া এক ভল্লুক দিয়েছে তার সনে ॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর ।
বৃক্ষ পাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥
সেই বাঁধ বয়ে বানর এসেছে এপার ।
ঘেরেছে কনক লঙ্কা চারিটা দুয়ার ॥
বসেছে পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
বড় বড় নিশাচর করিল নিধন ॥
বড়ই দুরন্ত এই বানরের গণ ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন ॥

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু ।

কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন ।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন ॥
রাম লক্ষ্মণ যদি গো সামান্য দৈত্য নয় ।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥
বনের বানর বন্দি যে রামের গুণে ।
সামান্য মনুষ্য রাম না ভাবিহ মনে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে মম লয় মোর মন ।
মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ ॥
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হইবে সন্ন্যাসী ।
রাবণ বলে কেন বা না হয় তীর্থবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে রাজার বেটা ।
রাবণ বলে কেন সে মাথায় ধরে জটা ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হৈতে পারে ।
রাবণ বলে তবে কেন যজ্ঞসূত্র ধরে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী ।
রাবণ বলে তবে তার সঙ্গে কেন নারী ॥
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী ।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী ॥

দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী মূলে।
সেখানে পাকালে জটা আঠা বেধে চুলে॥
ইন্দ্র চন্দ্র সুবের বরুণ পুরন্দর।
শঙ্কাতে আসিতে নারে সভার ভিতর॥
মনুষ্য হইয়া যেটার বড় অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার॥
বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা।
ত্রিভুবনের কামনা লয়ে রাজের মন্ত্রণা॥
আছিল মানুষ যেই অসাধ শরীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥
রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
যোড়হস্ত করিয়া রতন দিল বেগে॥
এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষ পাথরেতে বান্ধে সমুদ্র বানরে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে তাহারে নাহি ধরে।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম অধিকার।
তারা সনে দ্বন্দ্ব করে গেল রামের স্থান॥
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তে জাতি হিংসা করে॥
অরুণ বরুণ যমে শঙ্কা নাহি করি।
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী॥
অন্যে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর।
সেই খেটা রহিবেক হীন লঙ্কেশ্বর॥
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে॥
লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত॥
কুম্ভকর্ণ বলে কিবা করেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী একজনা॥
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ বসে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের বানরে॥
বালী হৈতে সুগ্রীব যে নহে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অনেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমন্ত সুগ্রীব বানরা॥

এতবলি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জলে॥
ঘুরি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলাম ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না যায় খণ্ডন॥
কনিষ্ঠ হইয়া যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিল সভার ভিতর॥
কহিলে যে ভাল মন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরি আগে জিনি॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই না হও নিষ্ঠুর।
বিপদ সময়ে যুক্তি কহে সহোদর॥
আমি হেন ভাই তুমি কারে কর শঙ্কা।
বৈরি মারি রাখিব কনক পুরী লঙ্কা॥
রামের মাথা কাটিয়া তোমারে দিব ডালি
সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি॥
আগে লঙ্কা ভরামা আর অবাসরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যম পুরী॥
বধিব কমুদ আর যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরি ভাই বিভীষণ॥
হনূমানে মারি আজি লঙ্কাপুরী বৈরি।
মারিব তাহার পিতা বানর কেশরী॥
চলিল যে কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
তাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥
মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন।
বহু দিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥
কুম্ভকর্ণ কহে কি কহিস মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ দল যমের দোসর॥
চারি দ্বারে যেয়ে আগে জিনে আসি রণ
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥
মহোদর কুম্ভকর্ণ কথা দুই জনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে॥
সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি
মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি॥
কুম্ভকর্ণ সাজিছে রাবণ পুলকিত।
চারি দিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত॥
কুমারের চাক যেন হাতে অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গুলে পরায় যত্ন করি॥
কত মত যতনে পরায় তোড়তাড়।
মাথায় মুকুট যেন মৈনাক পাহাড়॥

স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার॥
রত্নের নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবি শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল॥
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে যোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নব জলধর॥
আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী॥
আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে॥
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর॥
বড় বড় কপিগণ বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া সবার হৈল কম্প॥
ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর॥
চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড়।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড়॥
বানরের ভঙ্গ রবে কর্ণে লাগে তালি।
শত কোটি বানরে পলায় শতবলী॥
জিভ নিয়া বানর ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ।
আশি কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ॥
নব্বই পর্ব্বতের বানর বর্ণ যেন গেরি।
ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী॥
গয় গবাক্ষ পলাইল তাই দুইজন।
বানর পঞ্চাশ কোটি দোঁহার ভিতর॥
ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশি কোটি বানরে পলায় হনুমান॥
পলায় সুষেণবৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর॥
পলায় বানর ঠাট কেহ নাহি তিষ্ঠে।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিল এক দৃষ্টে॥
অঙ্গদ বলে বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন॥
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করে মরিলে ভুবন ভরে যশে॥
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি॥
দেবতার পুত্র তোরা দেব অবতার।
রাক্ষসের রণে কেন হারাবি সংসার॥
এত শুনি মনে মনে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন॥
লাফ দিয়া কপি তবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে॥
কোপিল যে কুম্ভকর্ণ হাতে ধরে শূল।
বানর কটক বিন্ধে করিতে নির্ম্মূল॥
বড় বড় বীরগণে শূলে বিন্ধে পাড়ে।
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ে পোড়ে॥
পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানর কটকে।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন তৃণ যেন ঠেকে॥
কোপিল যে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর॥
তবু 'মর' শব্দে পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ রণ কেহ সহিতে না পারে॥
কোপিল যে নীলবীর কটকে প্রধান।
শালগাছ আনিল দিয়া এক টান॥
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতে চূড়া।
কুম্ভকর্ণ গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া॥
রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম ভিতরে॥
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি।
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি॥
শরভঙ্গ কুমুদ নল গন্ধমাদন।
নীলের সংহতি মিলে হলো পঞ্চজন॥
পাঁচ বীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি।
কুম্ভকর্ণ বুকে মারে ঝুকাড়িয়া বাড়ি॥
বানরের গাছ পাথর কিছুই না গণে।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চজনে॥
রহ রহ বলে বীর বানরের বলে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরে কোলে ফেলে॥
কোলের চাপনে বীর হলো অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
চাপড়ের ঘায়ে মূর্চ্ছা নীল সেনাপতি।
লাথির ঘায়ে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধাপতি॥
শরভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুই জন।
পঞ্চ জন ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন॥
প্রথম সমরে যদি পঞ্চ জন পড়ে।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে॥
কেহ স্কন্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চেপে পড়ে।
মার মার শব্দে বানর ধায় উভরড়ে॥
কেহ পৃষ্ঠে উঠে কেহ কীল মারে ঘাড়ে।
কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণমধ্যে পাড়ে॥

ভয় না মানিবে বেটা পড়িবে চাপনে ।
ভূমেতে পড়িয়া বীর পাপীষ্ঠ দুর্জ্জনে ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর ।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥
কুম্ভকর্ণের স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে ।
বাদুড় ঝুলিল যেন তেঁতুলের গাছে ॥
শরভ গবাক্ষ গয় যে গন্ধমাদন ।
সুষেণ বেগেতে আসি উঠে দুইজন ॥
সপ্ত জন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে ।
কেশে ধরি টানে কেহ হাতে নখ বিন্ধে ॥
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে ।
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে ॥
আছাড়ে [illegible] সহিত ।
ভূমেতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত ॥
গয় গবাক্ষ শরভ আর গন্ধমাদন ।
আছাড়ের ঘায়ে সবে হৈল অচেতন ॥
দেখিয়া অঙ্গদ হনূমানে লাগে ডর ।
উঠিতে উঠিতে পড়ে উঠে দিল রড ॥
কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নারিল কোন জনে ।
আর বার রাম অস্ত্র যুড়িলেন গুণে ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র ছাড়িলেন পুরিয়া সন্ধান ।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানি হাত খান ॥
হাত খান পড়ে যেন পর্ব্বত শিখর ।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর ॥
বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে ।
হাতে গাছ করি গেল রামের সদনে ॥
ঐষিক বাণেতে রাম পুরিয়া সন্ধান ।
এক বাণে কাটিলেন বামহস্ত খান ॥
ইন্দ্রঅস্ত্র রঘুনাথ করিল সন্ধান ।
একবাণে কাটিলেন পদ দুই খান ॥
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে ।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে ॥
দন্তে ধরে তুলে নিল লোহার মুষল ।
মুষলের ঘায়ে মারে বানর মণ্ডল ॥
মুষল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ ।
নয় বাণে মুষল করিল খান খান ॥
কাটা গেল মুষল সমতা নাই তাতে ।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে ॥
যেমন আইসে রাহু চন্দ্র গিলিবারে ।
কুম্ভকর্ণ তেমতি শ্রীরাম গিলিবারে ॥
কুম্ভকর্ণ মুখদেশে পড়িছে শোণিত ।
বাণে মুখ ঢাকিলে দেখায় বিপরীত ॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে ।
আরবার ব্রহ্মঅস্ত্র মারিলেন তারে ॥
যমদণ্ড হেন বাণ রত্নের উজ্জ্বল ।
ছুটিল বাণের খাপ দশ দিক আলো ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা ।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥
কাটামুণ্ড হনূমান সাপটিয়া তুলে ।
টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে ॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড় ।
মধ্য সাগরেতে যেন হইল পাহাড় ॥
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে ।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ॥
দেবগণ সুখি হৈল রামের বিক্রমে ।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে ॥
কপিগণ সনে রাম করিলা বিস্তার ।
আর যত বীর আছে যোসবার তার ॥
না দেখি এমন বীর এতিন ভুবনে ।
শুনিবার কাজ থাকুক ভঙ্গ দরশনে ॥
রাবণ শুনিল কুম্ভকর্ণের বিনাশ ।
কুম্ভকর্ণ পড়িল গাইল কৃত্তিবাস ॥

অতিকায়ের যুদ্ধে যাত্রা ।

পয়ার ।

ভগ্নপাইক কহে কুম্ভকর্ণের মরণ ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা হয় অচেতন ।
চেতন পাইয়া পুনঃ করয়ে রোদন ॥
ভাই বলি আমি [illegible] চণ্ডাল সহোদর ।
কাঁচা নিদ্রা [illegible]রে পাঠাই যমঘর ॥
আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চউরি
বীর শূন্য হৈল কনক লঙ্কাপুরী ॥
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিকল
কুম্ভকর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর ।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে ঘুচে গেল ডর ॥
কোথা গেলে ভাই মোর আইসহ সত্ব
দুই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর ॥
ডানিহস্ত গেল মোর এত দিন পরে
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়ে গেল শাপ
ধার্ম্মিকের শাপে এত হয় মনস্তাপ ॥

পিতাকে কাতর দেখি পুত্রে ভাবে দুঃখ ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ সম্মুখ ॥
করিলা তপস্যা পিতা হইতে অমর ।
অমর হৈতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥
অমর হইল বিভীষণ নিজ গুণে ।
ব্রহ্মার কৃপায় সেই সর্ব্বশাস্ত্র জানে ॥
শাস্ত্র অনুরূপ যুক্তি কহিলেন হিত ।
ধার্ম্মিক চরিত্র সেই বিচারে পণ্ডিত ॥
ত্রিভুবন মধ্যে পিতা তোমার বাখান ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি নাহি ধরে টান ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার ধনের অধিকারী ।
তারে জিনি পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী ॥
ময়দানব মহারাজ সর্ব্বলোক মাঝে ।
কন্যাদান দিয়া যে তোমারে সদা পূজে ॥
বাসুকির বিষদাতে ত্রিভুবন পুড়ে ।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে ॥
ইন্দ্র যম বরুণের করিলে বিতথা ।
মনুষ্য বেটারে জিনা কত বড় কথা ॥
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার ।
আজিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার ॥
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাজা হরষিত ।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর ।
সংগ্রামে যাইতে চাহে নাহি হয় স্থির ॥
চারিজন মহাবল চিরকাল জানে ।
চারি জনে একা হৈলে ত্রিভুবন জিনে ॥
রাজার প্রসাদ যাহা পাইল চারি জন ।
কুসুম কুঙ্কুম মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
বীরধটি পরে কেহ নাসে গঙ্গাজল ।
রত্নেতে নির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল ॥
পরিল সোণার পাগা রত্নের টোপর ।
মাণিকের হার সাজে গলার উপর ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পরিল শরীরে ।
কনক কঙ্কণ বালা পরে দুই করে ॥
চারি বেটা পরিলেন চারি রাজার ধন ।
রাবণের চারি বেটা কামিনী মোহন ॥
মহাপার্শ্ব বীর আর ভাই মহোদর ।
ছয় জন যাত্রা করে সংগ্রাম ভিতর ॥
ছয় বীর যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ ।
বিদায় হইল করে রাজ প্রদক্ষিণ ॥

নীলবর্ণ হস্তী আইল নীল মেঘজ্যোতি ।
ঐরাবত বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি ॥
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী ।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি ।
সেই অশ্বে চড়ে [illegible] ॥
আর অশ্ব যুদ্ধে [illegible] কি না পড়ে ।
হাতে শেল দেবান্তক সেই অশ্বে চড়ে ॥
সারাথেক রথ যেন রবির প্রকাশ ।
হাতে শেল রথে চড়ে বীর মহাপার্শ্ব ॥
আর রথ সাজায় মাণিকা মণি হীরা ।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা ॥
সুবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি ।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি ॥
পুত্র সব যাত্রা করে শুনে এ বচন ।
সবার জননী আসি করিছে রোদন ॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর পড়ে গেল রণে ।
যাইওনাকো বাপা দিয়া জননীর প্রাণে ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা প্রাণ বড় ধন ।
কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন ॥
দিয়া দৈবা কত দেব দানব নন্দিনী ।
কোথা যাহ সবাকারে করে অনাথিনী ॥
সংপ্রতি করিলে পিতা নহে সহবাস ।
অগ্নি দিয়া পোড়াব লঙ্কার গৃহবাস ॥
চারি ভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি ।
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে সীতার সুন্দরী ॥
হেন কর্ম্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে ।
পলাইয়া যাব গিয়া পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ সহোদর ।
সেবে তাকে পুত্র সব থাক তার ঘর ॥
মাতাগণ বচনেতে পুত্র সব কোপে ।
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে ॥
পুত্রগণ কোপে বলে পিতার প্রতিকূল ।
জননী বলিয়া এত সহি যে সকল ॥
জগতের কর্ত্তা মোরা বীরবংশে জন্ম ।
মানুষের ডরে রব করে সেবা কর্ম্ম ॥
আসিল পুষ্পক রথ পিতা যারে জিনে ।
কোন লাজে শরণ লব তাহার চরণে ॥
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে ।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে ॥
বিপক্ষ সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি ।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী ॥

আপন মজিতে বাহ না কর বিবাদ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বেড়ে ঘুচাব বিষাদ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভয় হয় সাপ।
ত্রাসিত বানর সেনা দেখিয়া প্রতাপ॥
সবারে প্রবোধ করে ছয় জন সাজে।
যোধিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
ছয় সেনাপতির ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী॥
ধূলায় দিবসে রাত হৈল অন্ধকার।
ছয় বীর উত্তরিল করে মার মার॥
দুই সৈন্য মিশামিশি বাজে মহারণ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ॥
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ।
বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ॥
রাক্ষসেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা।
বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা॥
বাণের আগুনি যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ॥
চড় চাপড় মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
কতশত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
অনেক রাক্ষস পড়ে অত্যল্প বানর।
কুপিল যে নরান্তক রাবণকুমার॥
চতুর্দ্দিক চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে যোড়া যোড়া॥
বানরেরে মারে বীর মহাশেল পাট।
বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট॥
নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে॥
ডাকিয়ে সুগ্রীব কহে অঙ্গদের আগে।
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাগে॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ।
নরান্তক মেরে তোষ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধ মুখে।
দূর হতে বালীসুত নরান্তকে ডাকে॥
দুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর॥
দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত।
তুমি অস্ত্র এড়িলে না হব এত ভীত॥
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ।
তোমাতে আমাতে বুঝি জিনে কোন জন॥
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক।
অঙ্গদের বিক্রমেতে সুগ্রীব কৌতুক॥
কোপে নরান্তক বীরের অধর ওষ্ঠ কাঁপে।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে॥
এড়িলেক শেল পাট দিয়ে হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান॥
অঙ্গদ বলে তোর অস্ত্র গেল রসাতল।
আমার যা সহর বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চুর।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া ঊর্দ্ধ চারি খুর॥
দুই চক্ষু ঠিকরিল জিহ্বা বাহিরায়।
নরান্তক কোপিয়া অঙ্গদ পানে চায়॥
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে ঝলকে॥
শরীর ব্যথিত তবু নহেত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর॥
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে॥
নরান্তক পড়িল দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারি দিকে॥
হস্তির উপরে চাপি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করি অঙ্গদ উপর॥
অনুপম ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুই জন॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে ঝলকে॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ আর পাথর॥
মনেতে অঙ্গদ চারি দিকে নিশাচর।
দেখে হনুমান বীর যাইল সত্বর॥
মহারণে মিশামিশি হৈল দুই জন।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি।
হনুমানের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
কুপিল যে হনুমান সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চুর॥

হস্তীর উপরে চড়ে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধে করিল জর্জ্জর॥
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত এক খানি॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা শব্দ যেন দূর।
হস্তীসহ মহোদরে করিলেক চূর॥
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রাম মাঝে যায়॥
হনুমান মহাবীরে দেখিয়া সম্মুখে।
চুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে॥
প্রহারেতে হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরার করে খান খান॥
ভাই ভাইপো রণে পড়ে দেখে মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ॥
নীলবর্ণ গদাখান রত্ন চারি ভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে॥
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারি পাশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে কাঁপে ত্রাসে॥
মহাপাশের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে॥
মেষকুট কপি আইল পবননন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোর দরশন॥
এড়িল পর্ব্বত খান অতি ক্রোধ মনে।
মহাপাশ বীর পড়ে পর্ব্বত চাপনে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

অতিকায়ের যুদ্ধে প্রবেশ ও
পতন।

পড়ে বীর পঞ্চজন দেখিবারে পায়।
তাতে মনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায়॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন॥
রাবণ সন্তান বলে দয়া না করিবে।
দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥
খুড়া দুই জন পড়ে মহোদর আর।
কহিলা যে অতিকায় রাবণ কুমার॥
হীরা মণি বান্ধিয়েছে রথের সাজন।
এক শত অশ্বের রথের যোগান॥
মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুণ্ডল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি বাড়িয়াছে বল॥
অতিকায় নাম মোর রাবণ নন্দন।
অগ্রসর হয়ে আইল দেখা দিতে রণ॥
আমা দেখি যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় যেই জন।
তাহার সহিতে আমি নাহি করি রণ॥
এতেক কহিল যদি রাবণ কুমার।
ভয়ে কোন বানর না হয় আগুসার॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণে।
ভয়েতে না চায় কেহ অতিকায় পানে॥
নাহি যুঝে অতিকায় করে অহঙ্কার।
বড় বড় বীর সব পলায় অপার॥
ত্রিভুবনে নাহি সহে অতিকায় রণ।
প্রাণভয়ে পলাইল যত কপিগণ॥
কুম্ভকর্ণ সহ রণে হইয়াছে পার।
পলায় যে সব বীর নহে আগুসার॥
পলাইয়া গেল সব রাঘব গোচর।
কোন বীর আসিয়াছে দেখে লাগে ডর॥
রাম বলেন বিভীষণ হও আগুসার।
কোন বীর আসিয়াছে দেখ একবার॥
চিত্র বিচিত্র রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
এক শত অশ্ব যার রথের যোগান॥
খাণ্ডাখান দেখি অতিশয় পরিসর।
রণমাঝে রয়েছে বিক্রমে করি ডর॥
বিভীষণ বলে শুন শুন নারায়ণ।
অতিকা উহার নাম রাবণ নন্দন॥
অতিকায় ভয়ে নিদ্রা যায় দেবগণ।
লঙ্কাপুরে যোদ্ধাপতি নাহিক এমন॥
হস্তী ঘোড়া বিমানে লঙ্কার মধ্যে শিক্ষে।
অতিকা সমান বীর নাহিক ত্রৈলোক্যে॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক অতি রণে মহাবীর।
দেব দ্বিজ গুরুভক্তি নিষ্পাপ শরীর॥
কনক রচিত রথ দেখ বিদ্যমানে।
এই রথ পাইল ব্রহ্মার আরাধনে॥
ভুবন জিনিতে পারে এই রথের তেজে।
অষ্টলোক পাল পারে জিনিতে সহজে॥
বজ্র অস্ত্র ঐন্দ্র ধরে বরুণের পাশ।
অতিকায় বাণে হয় সবার বিনাশ॥
আমরেতে অতিকায় নাহি যাইব পাশ।
কুমার ভাবেতে নাহি এমন প্রতাপ॥
এত যদি বলিল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
রথ চালাইয়া দিল রাবণ নন্দন॥

অতিকায় বলে খুড়া শুনহ উত্তর।
রাত্রি দিন সেব তুমি কেন রঘুবর ॥
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ কহ কোন জন।
তোমা প্রতি বড় প্রীত দেব নারায়ণ ॥
অতএব খুড়া আমি নিবেদি তোমারে।
আমারে করুণ দয়া দেব গদাধরে ॥
এত বলি অতিকায় কহে বিভীষণে।
চাপাইয়া দিল রথ রাম বিদ্যমানে ॥
অতিকায় বলে শুন জগৎ-গোসাঞি।
মম প্রতি এবে কেন দয়া হয় নাই ॥
অতিকায় বলে শুন দেব নারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥
স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে কন গদাধর।
পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥
তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুই জনে রাজ্য নিব মারিয়া রাবণ ॥
অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করে কলেবর করিব পতন ॥
এখন ও পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোনজন ॥
বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ।
পশুজাতি কি জানে যুদ্ধের বিবরণ ॥
বানরের সম্ভাবনা বৃক্ষ আর পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥
সুগ্রীব রাজাকে দেখি খর্কের সমান।
লক্ষ্মণ বালক রণে কি জানে সন্ধান ॥
যোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণ নন্দন ॥
কত যুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥
ইন্দ্র কুবের দেখি আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুক টঙ্কার।
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার ॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুই জাতি নিশাচর।
ভাল মন্দ না জানিস করিস উত্তর ॥
কে কোথা দেখেছে হেন শুনেছে শ্রবণে।
বয়েস অধিক হইলে সেই রণ জিনে ॥
আমারে ছাওয়াল বল প্রবীণ আপনি।
প্রাণে প্রাণে বাঁচিতে পার তবে বীর জানি ॥
অতিকায় যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবে ত লক্ষ্মণ নাম বৃথা আমি ধরি ॥
এত বলি দুই জনে বচনে হৈল কক্ষা।
দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দুজন ॥
সংগ্রামের দোষ গুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়া বিভীষণ ॥
মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুণ বিচার।
জয় পরাজয় রণে কি হয় কাহার ॥
অতিকায় বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়।
মহাযুদ্ধ বাজিল লক্ষ্মণ অতিকায় ॥
অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণবাণে করিল সংহার ॥
দুই শতবাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে ॥
হস্তীবাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহবাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল ॥
মারিল পর্ব্বত বাণ অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবন বাণে উড়ায় বাতাসে ॥
আমর্ষ সামর্থ বাণ বিকটদশন।
ইন্দ্রজাল বিদ্যুজ্জাল ঘোর দরশন ॥
এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার।
দশদিক জল স্থল বাণে অন্ধকার ॥
দুই জনে বাণ মারে অতি পরিপাটি।
অন্তরীক্ষে দুই বাণে করে কাটাকাটি ॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ দিয়ে বাহু নাড়া।
অতিকায় রথের কাটেন দশ ঘোড়া ॥
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোগায় সারথি ॥
রথ পাইয়ে অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
তিন কোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে ॥
সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে ॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ বায়ুবেগে অক্ষয়।
পাশাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয় ॥
পাশায় ঠেকিয়া বাণ না হয় প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কাণে কাণে কহে উপদেশ ॥

অক্ষয় কবচ অঙ্গে আছয়ে উহার।
অন্যে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার॥
সহজেতে না মরিবে রাবণ কুমার।
ব্রহ্মঅস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার॥
উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে।
মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণ বীর ব্রহ্মঅস্ত্র যোড়ে॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পুরিয়া সন্ধান।
বাণ দেখে অতিকায় উড়িল পরাণ॥
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায় তবু উহা ফিরাইতে নারে॥
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
মাথা কাটি অতিকায় কৈল দুইখান॥
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ॥
সমুকুটে মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায় মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে॥
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচর কুলে।
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে॥
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোনকালে।
কাটা মুণ্ড এইরূপ রাম রাম বলে॥
বানরেতে রামজয় শব্দ করে সুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে॥
অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম ভিতরে।
দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে॥
কহে ভগ্নপাইক শুনহ লঙ্কেশ্বর।
অতিকায় পড়িল আজি সংগ্রাম ভিতর॥
বড় বড় বীরগণ সঙ্গে যত ছিল।
সংগ্রামে পড়িল সবে কেহ না ফিরিল॥
শূর বীর অতিকায় শুনিয়া মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
কোথা গেল মহোদর ভাই মহাপার্শ্ব।
কোথা গেল ছাড়ি পুত্র করিয়া উদাস॥
পিতৃশ্রাদ্ধ পুত্রে করে সর্ব্বকালে শুনি।
পুত্রশ্রাদ্ধ পিতা করে এই মনে গণি॥
কান্দিতে কান্দিতে রাবণ হইল মূর্চ্ছিত।
যোড়হাতে বাপের আগে বলে ইন্দ্রজিত॥
আমি বিদ্যমানে পাঠাও অন্যজন।
আজ্ঞা কর যেয়ে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রাম সৈন্য মারিবারে এই আমি চলি॥
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনুমান।
বড় বড় বানরের লইব পরাণ॥
নল নীল সুষেণ মারিব অবহেলে।
জাম্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের শ্বশুর বানর বেটা বুড়া।
গদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া॥
কেশরী বানর বেটা বহপোড়ার বাপ।
যমালয় পাঠাইব করে বীরদাপ॥
মারিব শরভ আদি যত কপিগণ।
বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়া বিভীষণ॥
যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ।
বাছড়িয়া এক জনা না যাইবে দেশ॥
মেঘনাদের কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করে মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত॥
লঙ্কার অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
মারিয়া ঘুচাও সব বানর প্রমাদ॥
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হয়েছ এখন॥
বাপের দুলাল তুমি পুত্র মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পর রাজার প্রসাদ॥
পিতৃ আজ্ঞা পায়ে মেঘনাদ তদন্তর।
মনোনীত সজ্জা করে হইয়া সত্বর॥
অঙ্গদে অঙ্গুরী পরে বাজুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ আভরণ॥
বীর পরিধানে পরে মেঘের যে কালি।
তিন পাক ফের দিয়া বান্ধিল কাঁকালি॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলার উপরে তুলে দিল রত্নহার॥
স্বর্ণ নবগুণ পায় পরে স্বর্ণপাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালেতে ফোঁটা॥
সোণার দাপনি লয়ে সব অঙ্গ বহি।
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি॥

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদ্যোগ।

অতিকায় পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
যোড়হাতে বাপের আগে কহে ইন্দ্রজিত॥
লঙ্কার অধিপতি তুমি ত্রিভুবনের রাজা।
ইন্দ্র আদি দেবতা তোমার করে পূজা॥
কিসের সংগ্রাম নর বানরের সনে।
এখনি বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥

এতেক কহিল যদি রাবণনন্দন।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দিলেক রাবণ॥
রাজ আভরণ দিল দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত॥
পরে বহু আভরণ নীলকান্ত মণি।
শীঘ্র কর রণসজ্জা ডাকিছে আপনি॥
সারথি আনিছে রথ সংগ্রামে গমন।
মনোহর বেশে রথ করিছে সাজন॥
করিলেক রণসজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্য প্রবাল কত নির্ম্মাইল তথি॥
কনক রচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে।
চারিদিকে স্বর্ণবৃক্ষ ফুল ফল ধরে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন॥
পক্ষিতীয়া ঘোড়ার গলে রত্নের বিশ্বকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের নিজ-বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী॥
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।
তুরি ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা॥
কাঁশী বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটি।
দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি॥
ভেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল।
ঠমক থমক তাসা শুনিতে রসাল॥
বাজে শিঙ্গা ডমরু তাম্বুরী জয়ঢাক।
সানাই যোচঙ্গ বাজে মধুর পিণাক॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিঙ্গা খঞ্জনীআর গভীর ভোরঙ্গ॥
অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডম্ফ॥
বাদ্যভাণ্ড ঘোর শব্দ ত্রিভুবনে কম্প॥
তিনকোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
গর্জ্জিয়া পবন যেন যুড়িল বাদল॥
কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে॥
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্ন জল তাজিবেন মাতা মন্দোদরী॥
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ আজ্ঞা লয়ে॥
সৈন্য সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥
সুবর্ণের খাট পাট স্বর্ণময় পুরী।
দশ হাজার সঙ্গিনী বেষ্টিতা মন্দোদরী॥
নারায়ণ তৈলে জলে তিন লক্ষ বাতী।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ পার্ব্বতী॥
ঝিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী।
দশ হাজার সতীনে বেষ্টিতা মন্দোদরী॥
দশ হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী॥
আর যত রমণী লঙ্কায় একত্তর।
শিব দুর্গা পূজে মাগে রণজয়ী বর॥
হেনকালে ইন্দ্রজিত হৈল উপনীত।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন আদিত্য উদিত॥
কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলোকিত চায়ে পুত্র পানে।
আস্তে ব্যস্তে উঠে রাণী ধরে দুইহাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাথে॥
মন্দোদরী বলে আমি পূজে গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে।
তোমা পুত্র গর্ব্বে ধরে হইনু পাটরাণী।
চেড়ী হয়ে থাটে দশ হাজার সতিনী॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায়॥
পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ॥
রামের সীতা রামে দেহ করহ পিরীতি
মজিল কনক লঙ্কা নাহি অব্যাহতি॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার॥
বিভীষণ খুড়া তোমার গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে [illegible] রাজা সভার ভিতর
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
এখন রণেতে কেন পাঠায় অন্যজন॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে
নর বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে॥
সীতা ফিরে দেকু রাজা শুনুক মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই যুদ্ধ হৈল মানা
মন্দোদরীর কথা শুনে মেঘনাদ হাসে
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে,
জগতের কর্ত্তা ধাতা হয় মোর বাপ।
অষ্টলোকপাল জিনি দুর্জ্জয় প্রতাপ
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ সমাজে॥

বামাজাতি হও তুমি যেমতি বচন ।
আমি নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী ।
শচী জিনে শতগুণে তুমি ঠাকুরাণী ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ ।
পরদার নাহি করে কোন মহাজন ॥
ইন্দ্র সুরপতি দেখ দেবতার সার ।
গুরুপত্নী হরণে কি হৈল জ্ঞান তার ॥
গৌতমের শিষ্য হয়ে ইন্দ্র দেবরাজ ।
করিল কুৎসিত কর্ম্ম না ভাবিল লাজ ॥
সবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম ।
যাহার কারণে নারী ত্যজিল গৌতম ॥
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি ।
চন্দ্র কেন হরিলেন গুরুর রমণী ॥
পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আলয় ।
তথা হরে গুরুপত্নী মিথ্যা তাহা নয় ॥
তবু চন্দ্র রূপেতে জগত আলো করে ।
পুরুষে এমন পাপ কেবা নাহি করে ॥
জগতের প্রধান এক দেবতা পবন ।
সেহ করেছিল দেখ বানরী গমন ॥
কোন জন নাহি করে হেন কদাচার ।
মিছা কেন দোষ দেহ পিতাকে আমার ॥
রাম যে মনুষ্য জাতি সর্ব্বদা গর্ব্বিত ।
আনিল তাহার নারী কোন অনুচিত ॥
খর দূষণ মারিয়া হয়েছে রাম বৈরি ।
ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী ॥
এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান ।
দুই লক্ষ রাণী তবে দিলেক যোগান ॥
কহিছে সকল রাণী করি যোড়হাত ।
নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ ॥
যুদ্ধ করে মৈল আমাদের স্বামীগণে ।
শোকেতে আকুল প্রাণ তাহার কারণে ॥
গগণে যখন হয় দুই প্রহর বেলা ।
পড়ে যায় রাণীদের ভোজনের মেলা ॥
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে ক্রন্দনে ভিরড়ি ।
কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাঁড়ি ॥
নয় হাজার নারী তোমার পরম সুন্দরী ।
করুক তোমার সেবা যত বহুনারি ॥
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে ।
নর বানর জিনে আইস পরম কুশলে ॥
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয় ।
সংসারেতে কেহ যেন রাণী নাহি হয় ॥
রাণীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে ।
আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে ॥
বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের গতি ।
এক রাঁড় মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
সূর্পণখা রাণী দেখ হয় তোরণপসী ।
রাক্ষস হইয়া সে মানুষে অভিলাষী ॥
বয়েসের সংখ্যা নাহি পাকাইল কেশ ।
রামেরে ভুলাতে হলো মনোহর বেশ ॥
রাণীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক সংসারে ।
সংগ্রামেতে যাহ বাছা শুভযাত্রা করে ॥
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর ।
বন্ধু বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর ॥
হর পার্ব্বতীর প্রিয় ভক্ত দশানন ।
কেন এসে রক্ষা নাহি করে দুই জন ॥
উপকার কি করিল শঙ্কর পার্ব্বতী ।
সূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী ।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি ॥
রাণীর রোদন ইন্দ্রজিতার বিষাদ ।
সবারে প্রবোধ বাক্য কহে মেঘনাদ ॥
না কান্দ না কান্দ সবে পরিহর শোক ।
স্বর্গেতে গিয়াছে তোমাদের পতিলোক ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রণে মারিব এখনি ।
নিবাইব সকলের মনের আগুনি ॥
এত যদি সকলেরে দিল পাতিয়ান ।
মন্দোদরী কহে তবে পুত্র বিদ্যমান ॥
রূপে গুণে বীর তুমি পরম সুন্দর ।
দেবদানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥
নয় হাজার নারী তব পরম সুন্দরী ।
আজি সেবা করুক যতেক বহুনারী ॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি ।
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি ॥
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ ভাষে ।
বদনে ঝাপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিত হাসে ॥
যুঝিবারে পিতা মম দিলেন আরতি ।
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি ॥
সৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে ।
কোন লাজে গৃহ মাঝে থাকিব এক্ষণে ॥
করি যে কঠিন যজ্ঞ মাঝে নিকুম্ভিলা ।
পরদের অর্চ্চনে হইল এত বেলা ॥
যজ্ঞেতে আহুতি দিয়া দিব যে এখনি ।
তোমার আজ্ঞক কার্য্য না হেরি রমণী ॥

যাত্রাকালে ছুইলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥
ভক্তিভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যুদ্ধিবারে ইন্দ্রজিত চলিল সাজিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ।

নৈবেদ্যে গিয়া ইন্দ্রজিত যজ্ঞ করিবারে।
যোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে ॥
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সরক্ত চন্দন ॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পাল বহিছে রাক্ষস ॥
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ে যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি।
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটি ॥
আতব তণ্ডুল সব পাটি পাটি আনে।
হবিতে মিলিত করে দিতেছে আগুনে ॥
রক্তবস্ত্র মালা দেয় জোবড়ায়ে ঘৃতে।
দশহাজার ব্রাহ্মণ বসেছে চারি ভিতে ॥
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন ॥
তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা ॥
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
জবা ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান ॥
যে বর চাহিল ইন্দ্রজিত পাইল সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে ॥
রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত মার মার করে ॥
পূর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল সেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা ॥
উঠে পড়ে পলায় সাহসে করে ভর।
মেঘনাদ হাসে বসে রথের উপর ॥
বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর কোপে।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে ॥
নীল বীর বলে ওরে বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে না করিহ সাধ ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে মারিয়া রাজ্য দিবে বিভীষণে ॥
অঙ্গদ সুগ্রীব রাজা অতুলনা বল।
গাছ পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল ॥
দুকূল সমুদ্র বেঁধে কৈল এক কূল।
রাক্ষস কটক মেরে করিল নির্ম্মূল ॥
জীবনের বাঞ্ছা যদি চাহ ইন্দ্রজিত।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত ॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয় সুগ্রীব বানর ॥
ইন্দ্রজিত বলে বেটা ভ্রমিতেছিস বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥
না জান ধরিতে অস্ত্র কথায় আঁটনি।
এক বাণে যমালয় পাঠাব এখনি ॥
সুগ্রীব বানরা তার কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ ॥
গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম ॥
সেই দিন মরে বেটা বেন্ধো নাগপাশে।
ভাগ্য হতে বেচে গেল গরুড় নিশ্বাসে ॥
পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণ দান।
কি করে বানরা তার করিস বাখান ॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল বানরের বুকে লাগে যেন কাঁটা ॥
কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না মরে মরে তোর খুড়া কুম্ভকর্ণ ॥
আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর।
তুই থাকতে মরে কেন তোর সহদর ॥
যতেক রাক্ষসগণ আইলা নিকটে।
না জানি ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি আটে
নাচিক আমার নিদ্রা জাগি সারা রাতি
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পি
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ডছাতা ॥
কুপিল যে ইন্দ্রজিত নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আইসে
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন।
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষণ ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়ে থেকে যুঝে মেঘনাদ বা
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ॥

খাণ্ডা ডাবুস টাঙ্গি ছুরি এক ধারা।
চারি ভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র বানরের পৃষ্ঠে করে পার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার॥
হস্ত পদ কাটে বানর পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায়ে মাটী॥
পলাইয়া যায় কেহ দেখিয়া দুরন্ত।
ছুতা করে পড়ে কেহ সিটকিয়া দন্ত॥
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে গায়ে মাথে বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি॥
ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর।
আপনার পুত্র সম পালিত বানর॥
বালিরাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল।
এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল॥
আড়াই দিনের মধ্যে পায়ে ছত্রদণ্ড।
লঙ্কাতে বানর এসে কৈল লণ্ডভণ্ড॥
রাম সুগ্রীবের আর কিসের উপরোধ।
ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিত হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুণের কণা।
পড়িল যে নীল বীর সহ নীল সেনা॥
রক্তে নদী বহিল দেখিয়া ভয় করে।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বারে॥
পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বানর কোন বীর জাগে।
পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ আমার আগে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইলি বেটা নিশাচার জাতি॥
নাহিক আহার নিদ্রা নাহি সুখ আশ।
যাবৎ রাবণ বংশ না হয় বিনাশ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা॥
ছার খার করিয়া লুটিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণের কোলে দিব রাণী মন্দোদরী॥
কোপে ইন্দ্রজিত শত্রুর বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আইসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া রহে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া নিল যত কপিগণ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পায়ে বর।
বাণফুটে মূর্চ্ছা গেল অসংখ্য বানর॥
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালির নন্দন॥
আশী কোটি বানর পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে॥
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
উত্তর দ্বারেতে কোন কোন বেটা জাগে।
পরিচয় দেহত রাবণ নিশাচারে॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥
অসংখ্য বানর তোর আছে পথচারে।
আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে॥
অন্ন জল না খাই না নিদ্রা যাই রেতে।
যাবৎ রাক্ষস বংশ না পারি মারিতে॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ডছাতা॥
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিত বানর বচনে।
গালিপাড়ে মেঘনাদ যত আইসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বানর কটক বিন্ধে সন্ধান পুরিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
যারে কাটে ইন্দ্রজিত কেহ নাহি দেখে।
উত্তর দ্বারেতে বানর পড়ে লাখে লাখে॥
বানর কটক পড়ে বীর চূড়ামণি।
থাকুক অন্যের কায সুগ্রীব আপনি॥
রক্তে নদী বহে বানর পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব বানর॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ॥
পশ্চিম দুয়ারে কোন কোন বীর জাগে।
মরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাচারে॥
হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বত প্রমাণ॥

বুদ্ধিমন্ত হনূমান বিচারে পণ্ডিত।
সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বন্দে মহামন্ত্রী জাম্বুবান॥
তার বাক্য মিথ্যা নহিবেক কোনকালে।
পর্ব্বত চাতুরী করে ঔষধ লুকালে॥
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর।
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তের কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যার কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥

ত্রিপদী।

হনূমান যোড় করে, পর্ব্বতেরে স্তব করে,
বলে শুন শুন গিরিবর।
পাব বলে মহৌষধি, লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নদী,
দুঃখ পাইয়া এসেছি বিস্তর॥
দেবগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে,
তুমি দেব সুমেরু সমান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ রণে, পড়েছেন দুইজনে,
অপারে ঔষধ কর দান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল,
পড়ে আছে মৃত দেহ-প্রায়।
তুমি হয়ে দয়াবান, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়॥
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
যেতে হবে সাগরের পার।
শুন দেব গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি,
করহ রামের উপকার॥
এরূপ অঞ্জনা সুত, স্তব করে শত শত,
পর্ব্বত না করে উপরোধ।
রাম পদ অভিলাষে, বিরচিল কৃত্তিবাসে,
হনূমানে উপজিল ক্রোধ॥

হনূমান ঔষধ আনিয়া শ্রীরাম
লক্ষ্মণের ও বানরগণের
প্রাণদান দেন।

এত পরিশ্রমে হনূ ঔষধ না পায়।
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায়॥
হনূমান বলে আমি শ্রীরামের দাস।
না দিল ঔষধ বেটা করে উপহাস॥
মূর্খ তুই প্রস্তর পর্ব্বত কেটা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে॥
এত বলি ধরে টানে পবননন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বনজন্তু যায় উভরড়ে॥
কত শত মুনি ঋষির হৈল তপ ভঙ্গ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ॥
শার্দ্দূল উপরে পড়ে কুক্কুর শৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল॥
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান॥
প্রলয় পড়িল পলাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত॥
ঋষি রূপে আসি হনূমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিল হনূমানে মধুর বাক্যেতে॥
কে তুমি কোথায় থাক বীর চূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি॥
হনূমান বলে আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দূত॥
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন॥
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিতার বাণে॥
রঘুনাথ মূর্চ্ছাগত ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আর যত কপিগণ॥
অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে।
জাম্বুবান পাঠাইল ঔষধের তরে॥
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত উপরে।
না দিল ঔষধ দেব কোন অহঙ্কারে॥
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার॥
ঋষি বলে শান্ত হও পবননন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন॥
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে॥
চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান্।
উভলেজ করিয়া নাড়িল দুই কাণ॥
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরী উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥

বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর মৃত্যুসঞ্জীবনী॥
এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান।
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূর যায়।
বানর কটক সবে উঠিয়া দাণ্ডায়॥
নিদ্রা ভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেই রূপ উঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি॥
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় আর গবাক্ষ উঠে কটক সমাজ॥
যার নাকে যায় অস্থিসঞ্চারিণী গুঁড়া।
কটকের হাত পা আসিয়া লাগে যোড়া॥
অস্থিসঞ্চারিণী গন্ধ পরশিলে নাকে।
চারি দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে॥
সুবর্ণকরণী গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হয় পূর্ব্বের আকৃতি॥
সকল বানর উঠে অঙ্গ দিয়ে ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে হৈলে প্রাণ পাই॥
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিত।
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ডে গীত॥

লঙ্কার দ্বার বন্ধ ও শ্রীরামের মন্ত্রণা এবং লঙ্কাদগ্ধের অনুমতি দেওন।

রাম বলেন হনুমান যে গুণ তোমার।
শতযুগে শোধিতে নারিব তব ধার॥
কি দিব প্রসাদ বল আছে কিবা ধন।
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম বলেন হনুমান তুমি ভক্ত বীর।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর॥
সর্ব্বজনে করে হনুমানের বাখান।
হনুমান হৈতে সবে পাইল প্রাণদান॥
রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
রাবণ বলে দৈবগতি কে পারে খণ্ডিতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর বানরেতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥
মোর সেনা মরিলে না জীয়ে একজন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব বানর॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি।
বীর শূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
হেন চার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ যত ক্ষণ॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহত কপাট॥
রাজার আদেশ পায়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক দ্বারে দ্বারে॥
সোণার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্র সূর্য্য পবনের গতি॥
পাঁচদিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীব রাজা সবাকারে বলে॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছি রণ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি॥
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে॥
হনুমান জাম্বুবান আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন॥
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন।
সম্মুখে বন্দিল আসি রামের চরণ॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেক শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥
কি মন্ত্রণা করিয়াছে লঙ্কা অধিকারী।
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥
পাঁচদিন হৈল কেন নাহি দেয় রণ।
কহনা সুগ্রীব মিত্র ইহার কারণ॥
সুগ্রীব বলেন প্রভু না জানি সন্ধান।
করেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান॥
জাম্বুবান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীব রাজন।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়ে অসংখ্য বানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥

একে লঙ্কাপুরী তাহে বানরের জাতি।
আঁচড় কামড় মারে বসিয়া যুবতী ॥
অন্তঃপুরে নারী দেখে বানরের রঙ্গ।
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ ॥
অঞ্চল ধরিয়া টানে খিলাইয়া উঠে।
বস্ত্র কেড়ে যুবতী পলায় সব ছুটে ॥
কিচমিচ করে বক্ষ খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী ॥
কারে মারে লাথি কীল কারে মারে চড়।
নারায়ণ তৈলের কলসী লয়ে দড় ॥
বাড়ির আওয়াসে দিতে গেল সমাচার ॥
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার ॥
নারায়ণ তৈল ঘৃত কলসী কলসী।
আনে বস্ত্র পর্ব্বত প্রমাণ রাশি রাশি ॥
এইরূপে কুঞ্জর বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি ॥
একে চায় তাহে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর ॥
এক এক বানর লয় দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর ॥
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে ॥
অনেক পুড়িয়া মরে আগুনের জ্বালে।
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে ॥
লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইল জলে।
সরোবর শোভে যেন শত শতদলে ॥
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবলী।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি ॥
জলেতে ডুবাইয়া অঙ্গ জাগাইছে মুখ।
মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখয়ে কৌতুক ॥
ডুব দিয়া থাকে ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে ডুবে জলে পেট ফুলে মরে ॥
ত্রিশকোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন।
লাফ দিয়া উঠে চালে পবননন্দন ॥
আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি।
বালক যুবক পোড়ে কত বুড়াবুড়ী ॥
সৈন্য সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্র মিত্রগণের পুড়িল কত পুরী ॥
স্বর্ণময় নির্ম্মিত সুন্দর সব ঘর।
লেখা জোখা নাহি যত পুড়িল বিস্তর ॥
খাট পাট পালঙ্ক পুড়িল স্বর্ণময়।
স্বর্ণময় নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ ॥
বহু দূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বাবুই কটক যেন দিতেছে আগুনি ॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণীয়া পাখী ॥
শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানা জাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥
হাতী ঘোড়া মেষ পোড়া কত লাখে লাখ
পলাতে না পারে ছাড়ে বিপরীত ডাক
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুক্কুট আকৃতি হৈল পোড়া গেল পাখ ॥
নানাজাতি পোষাজন্তু পালে২ পোড়ে।
প্রাণ ভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥
বানরেতে পর্ব্বত ধরিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হলো আগুনের ডাকে ॥
চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার।
অঙ্গদ বলেন শুন পবনকুমার ॥
বসে থাক চারি দ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইসে যেই মুখ পোড়াইয়া ॥
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যাইতে চায়।
পলাইতে নারে মুখ বানরে পোড়ায় ॥
রাক্ষসের অবস্থা দেখে বানরের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধ।

রাবণ বলে অপমান নাহি সহে প্রা
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥
কপাট দিলে পোড়ার ঘর যুদ্ধ হৈল সা
যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥
কুম্ভ আর নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন ॥
দুই ভাই আসি রাজারে নোয়ায় মাথা।
রাবণ বলে দেখ বাপু লঙ্কার বিতথা ॥
বিক্রমেতে অতুল তুলনা দুটি ভাই।
ত্রিভুবন পরাভব তোমা দোঁহার ঠাঁই ॥
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণ শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে।
কুম্ভকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার।
নর বানরের হাতে না দেখি নিস্তার ॥

দৈবে এ যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে।
তোমরা রাক্ষস মর বানরের হাতে ॥
যেই পুত্র অন্তরে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা।
পিতৃ শত্রু মারিয়া শোধয়ে পিতার ধার ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক সঙ্গে যুড়ে যুড়ে ॥
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
দুই ভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী ॥
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥
দুর্জ্জয় শরীর সেই পর্ব্বত আকার।
পশ্চিম দুয়ারে গেল করে মার মার ॥
রাক্ষস বানরে ঠাট হৈল মিশামিশি।
গাছ পাথর লয়ে বানর যুঝিবারে আসি ॥
রাক্ষসের বাণ যেন আগুনের শিখা।
পড়িছে বানরগণ নাহি লেখা জোখা ॥
গাছ পাথর লইয়া বানর সব যুঝে।
অসংখ্য রাক্ষস পড়ে সংগ্রামের মাঝে ॥
বাত্রে যেন ঝম্পে যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই রণে নাই ভঙ্গ ॥
চড় চাপড় লাথি কীল বানরের তাড়া।
মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া ॥
বানরে দেখিয়া পলায় নিশাচরগণ।
কুম্ভবীর দেখে কুম্ভকর্ণের নন্দন ॥
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন ॥
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
গাছ পাথর লয়ে গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
গাছ পাথর কাটি পাড়ে চোক চোক শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে ॥
মহেন্দ্র কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এক আনিল ত্বরিত ॥
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এড়িল দিয়ে টান।
কুম্ভ বীরের বাণেতে হইল খান খান ॥
বাণেতে পর্ব্বত কেটে খান খান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র বানরে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হৈল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত আনে বালির নন্দন ॥
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে ॥
বাণেতে অঙ্গদ বীর তাকে পড়িলাই।
সকল বানর গেল রঘুনাথের ঠাঁই ॥
তিন বীর অচেতন শুনে এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা ॥
শরভ কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি।
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ বরিষণ ॥
কোপিল যে কুম্ভ বীর পূরিয়া সন্ধান।
তিন বীরের গাছ পাথর করে খান খান ॥
জর্জ্জর হইল তারা কুম্ভবীরের বাণে।
ভয় পাইয়া তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে ॥
তিন বীর পলাইল সুগ্রীবেরে কয়।
রোষিল সুগ্রীব রাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
কোপিয়া সুগ্রীব বীর এক লম্ফে যায়।
পাকল করিয়া আঁখি কুম্ভবীরে চায় ॥
কুম্ভ বলে বানরা বেড়াস ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোন কালে ॥
সুগ্রীব বলিছে দ্বন্দ্ব নাহি কার সনে।
না জান বিক্রম মোর এই সে কারণে ॥
তোর সনে রণে মোর বিক্রমে পরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষা ॥
যমরাজা দেশে বসে আছে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি মারি যম ঘরে ॥
তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখাইব ক্রম ॥
কোপিয়া সে কুম্ভ বীর তীক্ষ্ণবাণ যোড়ে।
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে ॥
বাণ খায়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে ॥
ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে তারে।
রথ হৈতে কুম্ভবীর ফেলে সুগ্রীবেরে ॥
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ ॥
তোমার বাপের আঁঠা নিলাম এক হাতে।
তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে ॥
বাপের সমান দুই বীর চূড়ামণি।
ইন্দ্রজিতার সম তোর ধনুক বাখানি ॥
কুম্ভ বীর বলে ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্তহস্তে আইস দুইজনে যুদ্ধ করি ॥
অস্ত্র ফেলি দুই জনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিলে লাগিল জড়াজড়ি ॥

কুম্ভ বীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে॥
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গম্ভীর।
মৎস্য চড়া পড়িয়া হইল অল্প নীর॥
মাটীতে আছাড়ে ফেলে আইল এক লাফে।
কুম্ভবীরের বিক্রমে সুগ্রীব রাজা কাঁপে॥
পুনঃ কোপে কুম্ভবীর মুষ্ট্যাঘাত মারে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা দুর্জ্জয় প্রহারে॥
চৈতন্য হরিয়া মুখে রক্ত উঠে ফেণা।
সুমেরু পর্ব্বতে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
সম্বিত পাইয়া উঠে বানরের নাথ।
কুম্ভবীর উপরে করিল পদাঘাত॥
মহাকোপে কুম্ভ বীর ধরে সুগ্রীবেরে।
দুই জন মল্লযুদ্ধ কেহ নাহি হারে॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ নাহি অবসাদ॥
লাফেতে সুগ্রীব তার স্কন্ধোপরে চড়ে।
দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উপাড়ে॥
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভ বীরে হানি।
দন্তাঘাতে কুম্ভের জর্জ্জর হৈল প্রাণী॥
উদ্ধেতে কুম্ভেরে তুলে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হলো হাড়॥
দেখিয়া নিকুম্ভ বীর ভায়ের মরণ।
সুগ্রীবে কাঁপিয়া ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
নিকুম্ভের মুষল সে পর্ব্বত সোসর।
মুষল মারিতে ধায় সুগ্রীব উপর॥
লম্ফ করে মুষলেতে ঘন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুমারের চাক॥
বিক্রম করিয়া দুটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুণ যেন ঘৃত পাইলে জ্বলে॥
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব বানর॥
ভঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা নহে আগুয়ান।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখে রোষে হনুমান॥
সেবক থাকিতে তোর রাজা সঙ্গে রণ।
তোতে মোতে যুঝি দেখি হারে কোনজন॥
নিকুম্ভ কহিছে বেটা ঘর পোড়া শুন।
তোরে পাইলে আর নাহি চাহি অন্য জন॥
এত বলি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
জুড়িয়া মারিল বীর হনুমানের মাথে॥
হনুমানের মাথা যেন বজ্রের সমান।
মাথার মুষল গোটা হৈল খান খান॥
হনুমান বলে তোর মুষল গেল ভঙ্গ।
মোর ঘা সহরে বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরহরি।
তবু না [illegible] রণে বিক্রমে কেশরী॥
হনুমানের পানে বীর চায় এক দৃষ্টি।
কোপে হনুমানের বুকে মারে বজ্র মুষ্টি॥
মুষ্ট্যাঘাতে হনুমান হৈল অচেতন।
হনু কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ॥
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ভর।
দ্বিতীয় বৃহন্দে তবে বলে নিশাচর॥
উঠে পড়ে ধায় পথে পরম হরিষে।
হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে॥
নিকুম্ভেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে।
ভাল হৈল ঘরপোড়ায় মারিয়া আনিলে।
সুগ্রীবেরে বন্ধি করে ছিল তোর বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্ধি তোমার প্রতাপে॥
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে দক্ষ।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া এসে দুর্জ্জয় এমন॥
নিকুম্ভের কোলে হনু পাইল চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে হনু ভাবিছে তখন॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিদারিল আঁচড় কামড়ে।
দুই কাণ ছিড়ে নিল হাতের মোচড়ে॥
পরিত্রাহি ডাকে বীর ছাড় ছাড় বলে।
ভয় পাইয়া তুলে ফেলে গগণমণ্ডলে॥
অন্তরীক্ষে লাফ দিল হাতে দুই কাণ।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান॥
হাতে [illegible] জড়ায়ে মস্তক ছিড়ে ফেলি।
মুণ্ড [illegible] যায় হনুমান মহাবলী॥
সিংহনাদ শব্দে চলে পবনের বেগে।
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে॥
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখে রঘুনাথের হাস।
নিকুম্ভের নিধন গাইল কৃত্তিবাস॥

[illegible]রাক্ষের যুদ্ধ।

ভগ্নপাইক [illegible] দিয়া রাবণ গোচর।
পড়িল নিকুম্ভ কুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুম্ভ নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হয়ে অচেতন॥

দেব দানব গন্ধর্ব্ব করিত যারে শঙ্কা।
কুম্ভ আর নিকুম্ভ পড়ে শূন্য হৈল লঙ্কা॥
কুড়ি চক্ষে পড়ে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর।
মকরাক্ষ মহাবীরে আনিল সত্বর॥
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়।
কুড়ি হস্ত রাবণ তার অঙ্গেতে বুলায়॥
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
খর দানব বেটে রাখ লঙ্কায় বসতি॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু বধ করে শোধে পিতৃধার॥
রাত্রি দিবা কান্দে শোকে তোমার জননী।
সে রাগে রামের সীতা আনি হরে আনি॥
তাহার কারণ হৈল এত বিসম্বাদ।
রাম লক্ষ্মণেরে বেটে ঘুচাও বিবাদ॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাবণ।
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীত পাইলাম শুনি তব বাক্য॥
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে।
রণ সজ্জা করে বীর আপনার হাতে॥
মস্তকে মুকুট দিল অঙ্গে দিল সোণা।
কাড়াপাড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা॥
মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা রাক্ষস।
নর বানর সংগ্রামে এড়াবে কোন জন॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ॥
এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস।
সবে বলে মকরাক্ষের বড়ই সাহস॥
মন্ত্রণাতে জয়ন্ত্রী বলেতে বলবান।
লঙ্কাপুরে বীর নাহি তোমার সমান॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ।
শ্রীরামের সঙ্গে রণ ছেড়ে প্রাণ আশ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করিবে গরুর উপর॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি করে ধেনু বৎস আনয়ে বিস্তর॥
নব নব বৎস সব রথে লয়ে তুলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে॥
মনোহর হয় হস্তী দূর করে সব।
রথের যোগান দিল চারিটা বৃষভ॥
গোচর্ম্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা দিল যোদ্ধাবের সাণা॥
গোচর্ম্মের খাপা ঢাকে সারথির অঙ্গে।
ঢাক ঢোল দামামা রণশিঙ্গা বাজে রঙ্গে॥
পাখোয়াজ সেতারা বাঁশী বাজে অগণ্য।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প॥
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ চড়ে রথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে॥
এই রূপে যতেক প্রধান সেনাপতি।
সারিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি॥
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে॥
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশ করে বার বার॥
মকরাক্ষ আইল রণে পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া জয় সাড়া॥
রামজয় শব্দ করে বাইল বানর।
বানর দেখিয়া ক্রোধে মত্ত নিশাচর॥
কেহ বলে কাট কাট কেহ বলে মার।
কবিয়া আইল রণে খরের কুমার॥
মকরাক্ষ সম্মুখে দাণ্ডায় হনুমান।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদ্যমান॥
ধেনু বৎস্য পালে পালে রোধ হৈল পথ।
ভাবে মনে কি হবে রুষেতে টানে রথ॥
রাক্ষসের প্রহারেতে ধেনু বৎস মরে।
গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে॥
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম ভিতর॥
বানর কটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস মার করে বার বার॥
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় হাতে রণস্থল॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান।
হাতে হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্ব্বত পাষাণ॥
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়।
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উভরায়॥
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে।
চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে॥

সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে ॥
দণ্ডক বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি আমার হাতে তাহার প্রতাপ ॥
পিতৃশত্রু পাইলাম কতদিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥
পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি তীক্ষ্ণ শরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল কুক্কুরে ॥
এত বলি ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণশর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এই ভয়।
মকরাক্ষে মারিতে গোহত্যা পাছে হয় ॥
যত যত বীর সনে করিলাম সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগু হৈল রাম ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভয় পাইয়া মনে।
হইল ত্রিপাদ ভঙ্গ মকরাক্ষ রণে ॥
তিন পদ পশ্চাৎ হইল রঘুবর।
মকরাক্ষের বাণে রাম হইল কাতর ॥
কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে।
যুড়িলেন পবনবাণ ধনুকের গুণে ॥
পবন বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বত কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে ॥
ব্রহ্মরূপী বাণেতে পবন আবির্ভূত।
উড়াইল ধেনু বৎস বৃষভাদি যত ॥
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে ॥
রামজয় শব্দ করে যতেক বানর।
অন্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ আর পাথর ॥
মকরাক্ষ মহাবীর পূরিল সন্ধান।
গাছ পাথর কাটিয়ে করিল খান খান ॥
গাছ পাথর কাটিতে এড়িল শত শর।
দশবাণে নীল বীরে করিল জর্জ্জর ॥
সুগ্রীব সুষেণ আদি বড় বড় বীর।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর ॥
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদ বীর রণে দিয়া ভঙ্গ ॥
ধেনু বৎস বৃষ যত উড়িল ঝড়েতে।
চারি অশ্বর আনি যুড়িলেক রথে ॥
দেবাংশী রথের তেজ চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আইসে শ্রীরামের আগে ॥
গালিপাড়ে রঘুনাথ যত আইসে মনে।
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ॥

রাম বলেন মকরাক্ষ না কর বিলাপ।
আজি ঘুচাইব তোমার মনের সন্তাপ ॥
এখনি পাঠাব তোমায় যমের সদন।
চিরদিন পিতা পুত্রে হবে দরশন ॥
এত বলি পূর্ণশার্দ্ধ বাণে দিল টান।
মকরাক্ষ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান ॥
আকাশে উঠিল দিব্য ভুজঙ্গার বাণ।
শ্রীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান ॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের ললাটে ॥
ললাটে বাজিয়া বাণ বিন্ধে রহে কলা।
রামের শরীরে যেন রক্ত পদ্মমালা ॥
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি।
খসিয়ে পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি ॥
আপনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈল বুক।
কাটিলেক মকরাক্ষের হাতের ধনুক ॥
আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগণ ॥
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইল কাতর ॥
রামের কাতর দেখে দুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর ॥
কত বাণ মারে তার নাহি অবকাশ।
রামেরে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস ॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
রাম বলেন এবেটা বাপের হতে বীর ॥
খরেরে মারিয়াছিলাম এক দণ্ড রণে।
দুই প্রহর হৈল বেটা যুঝে মোর সনে ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহেন চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে ॥
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু অবতার।
চিকুর বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥
এড়েন ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে ॥
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥
জাঠা যদি কাটা গেল শেল মারে তাড়া।
এড়িলেন শেলখান অঙ্গ দিয়া নাড়া ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন আইসে শেলবাণ।
ঐষিক বাণেতে রাম কৈল খান খান ॥

সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ ক্রোধে।
রথে যুড়ি বান্ধিতে পবনবেগে আইসে॥
দেখিয়াত রঘুনাথ যুড়িল সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে রথ যুড়ি যান॥
রথ কাটা গেল বেটা হল পদাতিক।
ধাইয়া রামেরে মার মারিতে কামড়ে॥
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে।
অগ্নি অস্ত্র রঘুনাথ বসাইল চাপে॥
অগ্নিবাণ যুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ॥
তিন প্রহর যুদ্ধ হৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন॥

তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন।

পয়ার।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
পাত্র মিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর॥
মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরি।
বীর শূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নর বানরের যুদ্ধে হইল পতন॥
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
রাম লক্ষ্মণেরে মারে সুগ্রীব বানরে॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা বলে মন্ত্রীগণ।
তরণীসেনেরে তখন হইল স্মরণ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল সম্ভ্রমে লোটায়ে ধরণী॥
আলিঙ্গন করে রাজা বাড়ায় সম্মান।
বসিতে আরতি কৈল দিয়া গুবাক পান॥
রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত উপদেশ তাই বুঝালে বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি হত হয়ে মতি।
বিনা অপরাধে তারে মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
বিরাইয়াছে কহিয়াছে রামের সদন॥
হিত উপদেশ কথা সেই সে কহিল।
শ্রীরাম আপন বলে কালমনি হবে॥
শত্রুর সাপক্ষ হইয়াছে তব পিতে।
মজিল কনক লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে॥
তুমি তার পুত্র বট নহে তার মত।
চিরদিন অবধি তুমি মম অনুগত॥
রাজ্য ধন জন বান্ধু কনক লঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল উদ্ধারিয়া বৈরি॥
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত।
ত্রৈলোক্য বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ॥
মহারাজ পিতা খ্যাত সর্ব্বলোকে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়॥
দশানন বলে তুমি কুলের প্রধান।
নর বানরের হাতে কর পরিত্রাণ॥
সংগ্রাম জিনিতে তুমি যেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি যুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এত শুনি বলে বিভীষণের কুমার।
যথা শক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥
কুলক্ষয় করিবার মূলাধার পিতে।
উপরোধ না করিব উপস্থিত মতে॥
নানাজাতি পুরাণ শাস্ত্রেতে এই কয়।
শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়॥
বড় প্রীতি পাইল রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেন কোলে॥
রত্নময় হার আর বলয় কঙ্কণ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ॥
রণসাজ সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত রত্ন শোভে চারি পাশে॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেত নীল লোহিত পতাকা সারি সারি॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তূণে পূর্ণ বাণ।
কাঠাকাঠি গেল শূল খাণ্ডা খরশান॥
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী॥
শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইয়া প্রণাম করিল করপুটে॥

তরণী বলেন মাতা নিবেদি চরণে।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা রাম আসি রণে ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রাম দরশনে ॥
নিরখিব অনন্তের চরণ কমল।
সেই অনুমতি মাতা যাব রণস্থল ॥
সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনে এ বচন।
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন ॥
কি কথা কহিলে পুত্র প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব আর বানরের রণে ॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তরে।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ধার্ম্মিক তোমার পিতা জানে সর্ব্বজন।
পাপসঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলোকের পতি ॥
দুরাত্মা রাক্ষস কুল করিতে সংহার।
দশরথের ঘরে বিষ্ণু রাম অবতার ॥
এক লক্ষ পুত্র রাজার সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
বিষম বুঝিয়া তোমার পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া লইল গিয়া রামের শরণ ॥
তুমিত সুবুদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ।
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু অবতার রাম আমি ভাল জানি ॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্ব্বাস।
মরিলে রামের হাতে গোলোকেতে বাস ॥
শুনিয়াছি সর্ব্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ ॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু ॥
কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয় ॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তত্ত্ব।
অনিত্য শরীর এই মিছা মায়াযন্ত্র ॥
দাসের সন্তান বলে না মারেন রাম।
আসিয়া করিব পুনঃ ও পদে প্রণাম ॥
কালের নির্ব্বন্ধ কাল পূর্ণ হৈলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥
মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি ॥

চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী।
সাজ সাজ বলি ডাক ডাকিছে তরণী ॥
সাজ সাজ বলে সৈন্য পড়ে গেল সাড়া।
শানাই অসংখ্য বাজে দুই লক্ষ কাড়া ॥
করতাল খঞ্জনী কাঁশি ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি ॥
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তনারা ভেউরি ভোরঙ্গ ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
ঢেমচা থেমচা বাজে পাখোয়াজ পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক ॥
উরমাল টীকারা বাজে কোটিং ডম্ফ।
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প ॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লেখে রাম নাম ॥
অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর ॥
কেহ ধরে শেল শূল কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কার হাতে জাঠা জাঠি খাণ্ডা খরশান ॥
আকাশেতে তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা ॥
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগণ আদি আচ্ছাদিল পথ ॥
লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গামৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজ পতাকাতে ॥
হাতে ধনু রথে উঠে বীর অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে করে মার ॥
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা।
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা ॥
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর।
বানর যাইল লয়ে বৃক্ষ আর পাথর ॥
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানর কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা ॥
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হৈল ঘোর [illegible]
সহিতে না পারে বানর [illegible] অপার ॥
শ্রীরাম বলেন শুন [illegible]।
দেখ দেখি সংগ্রা[illegible]ন জন ॥
বিভীষণ বলে শুন [illegible]।
রাবণের অগ্রেতে [illegible]।
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পু[illegible]তি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক [illegible]পতি ॥

প্রকারেতে দিলেন প্রকৃতি পরিচয়।
তরণী ডাকিছে কোথা রাম রঘুবর॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অনেক বানর॥
চারিদিক নেহালিয়ে দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাব রাম গুণমণি॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
তবে সকল হবে যুড়াবে জীবন॥
মনে ভাবে কতদূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ পূরিত পবন॥
রঘুনাথের পানে বলি চালাইল রথ।
ঘেরে গিয়া নীলবীর আগুলিল পথ॥
নীলবীর বলে বেটা আর যাবি কোথা।
এক চড়ে রাক্ষস ছিঁড়িব তোর মাথা॥
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
নীল বলে প্রাণ লব পর্ব্বত চাপনে।
কেমনে দেখিবে বেটা শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
অঙ্গে লেখা রামনাম রথ চারি পাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্ম্মিক বকা আসিয়াছে রণে॥
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জীতে এসেছিল রথে বেন্ধে গরু॥
রথেতে টানে রথ গোচর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে বেটা হলো বোকা॥
খোরৎস্য গোচর্ম্ম ধেনু বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ সে রাক্ষসার মুণ্ড আছে পড়ে॥
তুমি বেটা মহাদুষ্ট তা হতে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তোর ভুলে কোন কপি॥
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর॥
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
কাটিয়া তরণীসেন ধরে বামহাতে॥
বৃক্ষ বলি ব্যর্থ গেল নীলবীর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে॥
হানিল পর্ব্বত মোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকে হৈল চুরমার॥
পর্ব্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
অর্দ্ধচন্দ্র হানিল বাণ নীলের উপরে॥
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীলবীরে ভঙ্গ দেখি ক্রোধে হনুমান॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের প্রবোধ নিল কেড়ে॥
কহিলা তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়ফড়॥
সম্বিত পাইয়া হনু করে মহামার।
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণীসেন হনুমানে ধরে॥
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপর।
পাছু হৈল হনুমান পাইয়াত ডর॥
হনুমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয়।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয়॥
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনুমানে।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে॥
হানিল পর্ব্বত এক তরণী উপর।
দেখিয়া তরণীসেন হইল কাতর॥
তরেতে তরণী এড়ে চোক চোক বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান॥
কাটা গেল পর্ব্বত অঙ্গদে লাগে ভয়।
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥
সারথি তৎপর বড় ত্বরান্বিত হয়ে।
পুনঃ অশ্ব যুড়ে রথ দিল চালাইয়ে॥
কহিল তরণী দেখে অঙ্গদের বল।
অঙ্গদের বুকে মারে লোহার মুষল॥
মুষল আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়া গর্জ্জন॥
আর যত বানর মিলিল একবারে।
বরিষে পর্ব্বত বৃক্ষ তরণী উপরে॥
শিরে যেন ঝিঁঝিঁপোকা মাথা পাতি ধরে।
তেমতি তরণী বীর সংগ্রাম ভিতরে॥
মাথা পিছা আছে বীর পরম সন্ন্যাসী।
ক্ষণেকে পর্ব্বত বৃক্ষ কাটিল তরণী॥
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ॥
চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাতে বানরের তাড়া।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
বানর রাক্ষসে মারে রাক্ষসে বানর।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর॥
স্থানে স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ সারি সারি।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্ত নদী॥
বানরের ঘোর নাদ গজের গর্জ্জন।
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে ভীষণ॥

জাঠা জাঠি গদা শেল শব্দ ঠন ঠন ।
কেহবা পলায়ে যায় লইয়া জীবন ॥
কার গেল রক্তধারা কার চক্ষু কর্ণ ।
মুষল আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ ॥
দুজনা নাহিক জিতে যুদ্ধ হৈল বড় ।
চারি ঘোড়ার মাথায় পড়িল হাতে জড় ।
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ ।
কহিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান ॥
সুষেণের প্রতাপে ত্রৈলোক্যজন কাঁপে ।
তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে ॥
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে ।
বিদরিল সর্ব্ব অঙ্গ আছাড় কামড়ে ।
তরণীর অঙ্গ আসে রক্তে ধারা বয় ।
গদাঘাতে মারিল রথের চারি হয় ।
সারথির মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীরদাপ ।
আপন কটকে পড়ে দিয়ে এক লাফ ॥
তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে ।
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে ॥
করিছে তরণীসেন বাণ অবতার ।
সম্মুখ সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার ॥
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে ।
চোক চোক বাণে বিন্ধে সুগ্রীব বানরে ॥
বাণাঘাতে সুগ্রীব যে মহাকোপে জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহুবলে ॥
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পবান ।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হয়ে শতখান ॥
হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে ।
পড়িল সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে ॥
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্রীব রাজন ।
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ ॥
পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায় ।
ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায় ॥
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর ।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির ॥
মহে দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ ।
রহিলেন হনুমান সুষেণ অঙ্গদ ॥
সুগ্রীবেরে চেতন করায় তিনজন ।
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন ॥
হাতে ধনু দাণ্ডাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান বামে বিভীষণ ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ ॥
সকেতে প্রণাম করে পিতার চরণে ।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
বিভীষণ বলে রাম দেখহ সত্বর ।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ ॥
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে ।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে ॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি না জান কারণ ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত এক জন ॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে ।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে ।
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয় ।
আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥
লক্ষ্মণ কহেন কি কহিছে মহাশয় ।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয় ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ ।
ভক্তের বিফল বাঞ্ছা নহে কদাচন ॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি ।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী ॥
গভীর গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ ।
দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে ।
শমন সমান বাণ বসাইল চাপে ॥
প্রহারিল তরণীকে পঞ্চশত বাণ ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান ॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল কহিল লক্ষ্মণ ।
তরণী উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিল তরণীকে ।
শ্রীরাম স্মরণে বীর কাটে একে একে
আমর্ষ সামর্থ বাণ বাণ বর্ণলেখা ।
দুই জনে মারে বাণ যার যত শিক্ষা ॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি অবতার ।
তরণী বরুণ বাণে করিল সংহার ।
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ ॥
হানিল পর্ব্বত বাণ অতি ভয়ঙ্কর ।
পবন বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥
সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
লক্ষ লক্ষ অজাগরে ছাইল গগণ ॥
বিকট দশন মুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ।
গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর

জুড় বাণে লক্ষ্মণ করিল জুড়ার ।
দশদিক অন্ধকার বৃষ্টি নাহি রয় ॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর ।
জাগাল আপুনি আটাকোটি বানর ॥
তরণীর সৈন্যেতে হইল হাহাকার ।
চিকুর বাণেতে নিবাইল অন্ধকার ॥
কোপেতে গন্ধর্ব বাণ এড়িল লক্ষ্মণ ।
তিনকোটি গন্ধর্ব জন্মিল ততক্ষণ ॥
গন্ধর্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর ।
তরণীর সৈন্য সব হইল জর্জ্জর ॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন ।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন ॥
কোপেতে তরণীসেন ঝাঁটা নিল হাতে ।
গর্জ্জিয়া মারিল ঝাটা লক্ষ্মণের মাথে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান ।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান ॥
ডাকিছে তরণীসেন নির্ভয়া সংগ্রাম ।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম ॥
রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর ।
এখনি পাঠাব তোকে যমের দুয়ার ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথ ।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে ॥
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী সম্মুখে ।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া দেখে ॥
বিশ্বরূপ রামেরে দেখিল নিশাচর ।
ব্রহ্মাণ্ড একেক লোমকূপের ভিতর ॥
পর্ব্বত কন্দর দেখে কত নদ নদী ।
জনলোক তপলোক ব্রহ্মলোক আদি ॥
মায়াতে মনুষ্য লীলা গোলকের পতি ।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর লাখে লাখে ।
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল ।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে স্তব করিতে লাগিল ॥
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত ।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি ।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥
তুমি শক্তি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয় ।
সত্ত্ব রজ তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপধারী ।
হিরণ্যকশিপু রিপু গোলোক বিহারী ॥
বলিরে ছলিলা বীর বিক্রম বামন ।
অতিরে আশ্রয় দেহ এ পীতাম্বর ॥
বিকার বিহীন দীন দয়াময় নাম ।
রঘুকুলোদ্ভব নব দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
কি জানি ভকতি স্তুতি জানি অতি মূঢ় ।
চিনিতে না পারে তোমা ব্রহ্ম রুদ্র ॥
রক্ষঃ হই পুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু ।
তরেছে অনেক আমি নিশাচর বপু ॥
বহু যুগ যুগান্তরে করিলা অবতার ।
জন্মেছি রাক্ষস কুলে হয়ে অহঙ্কার ॥
কি ছার নিদ্রার গর্ব্ব স্বর্গ নাহি চাহি ।
মুণ্ড কাটি শ্রীচরণে দণ্ডবতে রহি ॥
পদ্মহস্তে যেন মুণ্ড কাট মোর দেহ ।
পুনঃ যে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ ॥
তরণী করিল স্তব শুনে রঘুবর ।
অশ্রুজলে ভাসিল কমল কলেবর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত আছিল এখন ॥
কেমনে মারিব অস্ত্র উহার উপর ।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর ॥
রাম কন বিভীষণ বলি হে তোমারে ।
কেমনে বধিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥
অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন ।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন ॥
যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার ।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥
কার্য্য নাই সীতা আমি যাইব অযোধ্যাতে ।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে ।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥
ভক্ত মম মাতা পিতা ভক্ত মম প্রাণ ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হয়ে অবসাদ ।
বসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ ॥
সদয় হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে ।
তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর ।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥
কেমনে রাক্ষস দেহ হইবে উদ্ধার ।
যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর ॥

এতেক ভাবিয়া যুড়ে দিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিছে কর্কশ বাক্য পূরিয়া সন্ধান ॥
তরণী কহিছে রাম শুন বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য তুষিবার তরে ॥
কেমনে তুষিবে আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে।
ভরত কহিল তাহা দূত করে তোরে ॥
তোরে মারি লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতারে বসাব লয়ে রাবণের বামে ॥
এত বলি কহিল তরণী মহাবীর।
কোপে লক্ষ্মণের হৈল কম্পিত শরীর ॥
লক্ষ্মণ বলেন দুষ্ট নিশাচর জাতি।
প্রাণের তরেতে বেটা করিলি মিনতি ॥
কোথাকার তস্কর বেটা পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ ॥
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা মম শ্রীরামের হাতে ॥
এতেক ভাবিয়া হৈল বিরস বদন।
তরণীর অভিলাষ জানে বিভীষণ ॥
যোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে ॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হন রণে।
আরবার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে ॥
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক ধরিল রঘুবর ॥
চোক চোক বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে তরণী করিল খান খান ॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে সকল বাণ কাটিল তরণী ॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দুজনে সমান।
কোপে রাম যুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ॥
বাণ দেখে তরণীর মনে হৈল ভয়।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয় ॥
অশ্ব কাটা গেল রথ হইল অচল।
লম্ফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল ॥
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া মারে শ্রীরামের বুকে ॥
অহঙ্কার করি ফেলে বৃক্ষ ও পাথর।
প্রহারেতে কাতর হইল রঘুবর ॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু ॥
অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী ॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
মায়া মুণ্ড দিয়া মায়া সকলি অলীক ॥
যুগে যুগে কামনা করিয়া রঘুবর।
পায়েছি পরম বিন্দু পরম ঈশ্বর ॥
রাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই ॥
এত বলি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিছেন শ্রীরামের কাণে ॥
শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন।
ব্রহ্মঅস্ত্রে হইবেক উহার মরণ ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্মঅস্ত্র যুড়িল তখন ॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণ রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান ॥
বাণের গর্জ্জন যেন গভীর গরজে।
বিমানেতে আসে দান করতালী বাজে ॥
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধ্বনি।
যোড়হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণী ॥
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে প্রভু শ্রীচরণে দিও স্থান ॥
এতেক ভাবিতে বাণ আসে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কাটি ভূতলে পড়ে ॥
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে ॥
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে নয়নের জলে।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম লৈল কোলে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হৈলে করিয়া রোদন ॥
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন ॥
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না কহিলা

তোমার নন্দন বধি করিতে পারেছে।
তবে বুঝ কে জীবিত অবনী মণ্ডলে ॥
শোকাকুল হয়ে তবে কান্দে দুইজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি তোমার মন কঠিন কেমন ॥
ত্রস জন্তু মারিতে যন্ত্রণা জিনে প্রাণে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে ॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে ॥
শোক পরিহর মিত্র স্থির কর মন।
অবিরত রোদন আর কর কি কারণ ॥
বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি তেঁই না কহিব মনে ॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হাতে পাইল নির্ব্বাণ ॥
কিবা সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলোকে।
ত্যজিল রাক্ষস দেহ মুক্ত হৈলা তাকে ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় আর যত বীর।
পুলকে গোলকে গেল ত্যজিয়া শরীর ॥
শত্রুভাব করি সবে হইল উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা করে কি লাভ আমার ॥
যদি পারিতাম সেহ করিতে পতন।
বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন ॥
মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী ভিতর ॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ।
শ্রীরাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ ॥
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
যত দিন রবে তুমি অবনী ভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচরে ॥
দূত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে ॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্র মিত্রগণ ॥
মুণ্ডকাটে বলে তারে রাজা অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণ নারী ॥
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
ভূমিতে আছাড়ি দেহ দিতে নিল ক্ষমা ॥
অতঃপরে জননীর ক্রন্দনের তালে।
জানকী প্রবোধ দেন অশেষ বিশেষে ॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে মহাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন জানকী মিলন ॥

বীরবাহু ও কম্পনোদরের যুদ্ধে গমন ও পতন।

কে বীরে পাঠাই মম বানরের রণে।
সবে মরে ফিরে না আইসে কোনজনে ॥
দিনে দিনে টুটে মম বংশে নাহি আশা।
কপি নর মারি কেবা রাখে পুরীলঙ্কা ॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে প্রধান ॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পরম সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী ॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে ॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম বীরবাহু নাম।
সেই শুদ্ধ ভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥
করিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর।
কত দিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিল বর ॥
ব্রহ্মা বলেন বীরবাহু যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান ॥
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তীর পতনে হবে তোমার পতন ॥
বিষ্ণু ভক্ত হবে তুমি বিষ্ণু পরায়ণ।
বিষ্ণু সেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমারে সন্তুষ্ট আমি যাহ তুমি ঘরে
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
ধর্ম্মশীল হবে সর্ব্বশাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত ॥
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন জন।
কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন ॥
বীরবাহু বলে পিতা হৈলে বিস্মরণ।
চিত্রাঙ্গদা গর্ব্ভে জন্ম তোমার নন্দন ॥

তপে তুষ্টি হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ।
পাইয়াছি বড়ী [illegible] ॥
হস্তী আরোহণে আমি যুদ্ধ করি রণে ।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি এক দিনের রণে ॥
এত শুনি দশানন পুত্রে দিল কোল ।
শিরে চুম্ব দিয়া [illegible] ॥
রাবণ বলে বীরবাহু থাক এইখানে ।
লঙ্কাবাসী লোক সব [illegible] ॥
বীরবাহু বলে পিতা কহি বিশেষ ।
মাতামহ [illegible] ॥
তব প্রয়োজন কালে আসিব হেথায় ।
এত বলি বীরবাহু করিল বিদায় ॥
মাতামহ [illegible] লোকেতে ।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে ॥
মনে ভাবে [illegible] রাবণ ।
সকল হইবে [illegible] ॥
উদ্দেশে তুষারে পদে নমস্কার করি ।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী ॥
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্য নাহি মনে ।
পরম ধার্ম্মিক বীর ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্ন ভিন্ন সব ।
নাহি সেই নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড রব ॥
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর ।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥
মৃত দেহ রাশি রাশি রাক্ষস বানরে ।
সমুদ্র দিয়াছে বাঁধা বৃক্ষ ও পাথরে ॥
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর ।
দেখিয়া সে বীরবাহু [illegible] ॥
কুম্ভকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড ।
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে আর ঠাঁই মুণ্ড ॥
শকুনী গৃধিনী আর কুক্কুর শৃগাল ।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল ॥
লক্ষ লক্ষ [illegible] যোজনের পথ ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দেখে ভয়ে হৈল স্তব্ধ ॥
অন্তরীক্ষে থাকে বীর হস্তীর উপরে ।
তিন বারে ফিরে গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥
দেখিল বসিয়া আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
যোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥
অঙ্গদ [illegible] বীর ।
তাহা দেখে বীরবাহু কম্পিত শরীর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখে [illegible] ।
উদ্দেশেতে বন্দিলেন দোঁহার চরণ ॥
বিভীষণ খুড়া তারে প্রণমিয়ে একা মনে ।
[illegible] কপিগণে ॥
বিষ্ণু অবতার রাম দেখিল নয়নে ।
আসিল রাক্ষসবংশ [illegible] ॥
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর ।
সিংহাসন ত্যজি দূরে বসে লঙ্কেশ্বর ॥
কান্দিলেন তরুণী শোকে হইয়া কাতর ।
কুণ্ডি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর ॥
দাণ্ডায়েছে পাত্রমিত্র চতুর্দ্দিকে বেড়ে ।
রাবণ বসিয়াছে যুদ্ধে পাঠাইবে কারে ॥
বীর নাহি লঙ্কাতে তাহারে নাহি জন ।
কুম্ভকর্ণ মরিল [illegible] বিভীষণ ॥
মারিল আপন পুত্রে আপন লঙ্কাতে ।
[illegible] ॥
জিনিবে বানর নরে কে আছে এমন ।
লঙ্কাতে [illegible] রাম হইয়া শমন ॥
কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন ।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন ।
আলিঙ্গন করে দিল রত্ন সিংহাসন ॥
রাজা বলে বীরবাহু কর অবগতি ।
দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন ।
নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
বীরবাহু বলে পিতা কহত সংবাদ ।
নর বানরের সনে কিসের বিবাদ ॥
দশানন বলে পুত্র কহি যে তোমারে ।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যানগরে ॥
তার বেটা রাম লোক মুখে শুনে পাই
রাজ্য কেড়ে লয়ে [illegible] করে দিল তাই ॥
দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী ।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে জটাধারী ॥
শূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প অন্বেষণে ।
নাক কাণ কাটে তার অদ্ভুত লক্ষ্মণে ॥
আমি হরে আনিলাম তাহার সুন্দরী ।
বানর লইয়া রাম এলো লঙ্কাপুরী ॥
কুম্ভকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে ।
কে আর যুঝিবে নর বানরের সনে ॥
বীরবাহু বলে পিতা না করিহ ভয় ।
ইন্দিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মন ।
বিষ্ণু হস্তে মলে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

বীরবাহু বলে পিতা তুমি ভাব কারে।
ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে।
বিদায় করহ যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর।
মাতা রত্ন যায় [illegible] নিকেতে তাহারে।
অঙ্গের ভূষণ দিল বস্ত্র অলঙ্কারে।
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর।
পিতার আজ্ঞায় সাজি চলে মহাবীর।
হেনকালে তার মাতা দুঃখ মুখে কহে।
[illegible] পুত্র [illegible]
কার বাক্যে যাও পুত্র করিবারে রণ।
বড় বড় বীর যার হইল নিধন।
বীর শূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি।
কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে।
অতিকায়ে মারিয়াছে মনুষ্য বানরে।
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুর বচন বলি জননীরে তোষে।
চরণের ধূলী লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে কহে মায়েরে উত্তর।
অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য।
মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর এক চিত্তে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে।
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন।
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন।
মায়েরে প্রবোধ করি [illegible] চলে।
বিদায় হইয়া বীর পুরীতে বাহিরে॥
বীরবাহু রণে চলে সঙ্গে সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া রথ ঠাট চলিল সংহতি।
চলিল ধূম্রাক্ষ বীর রথেতে চড়িয়ে।
মার মার শব্দে যায় নানা অস্ত্র লয়ে।
সবার পশ্চাতে রথে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথখান সজ্জা মনো রয়।
যার মুখ দেখে সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহার মুখ নাহি নিরীক্ষয়।
হেন মহাবীর চলে রণ করিবারে।
সম্মুখ সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে।
তাহার সহিত এলো কত শত বীর।
কপিপরে বীরবাহু [illegible] গভীর।
[illegible] মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রামের দর্শন।
প্রবেশিতে [illegible]
মার মার শব্দ করি ধাইল বানরে।
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন।
যুঝিতে [illegible] রাবণ নন্দন।
বীরবাহু আজ্ঞা দিল নিদেশ তাহারে।
চলিল ভস্মাক্ষ [illegible] বীরের সম্মুখে।
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ [illegible]।
রামের আগে সেই ভস্মাক্ষ মহাবলী।
যেখানেতে [illegible]
সেইখানে [illegible]
ঘোড় [illegible]
প্রমাদ গণিল আমি [illegible]
দেখহ [illegible]
[illegible]
চর্ম্মে আচ্ছাদিত [illegible]
উহার ভিতরে আছে [illegible]
ভস্মাক্ষ উহার [illegible]
করিল [illegible]
তপোবলে ব্রহ্মা বর দিলে একেশ্বরে।
রাক্ষস হইল [illegible]
ব্রহ্মা বলে অন্যায় চাও নিশাচর।
শক্তিমান হবে তুমি হইবে অমর।
নিশাচর বলে [illegible]
সেই হবে ভস্ম যার দেখিব বদন।
ব্রহ্মা বলে [illegible] না বলিলে শুন।
ঘরে গিয়া [illegible]
বর পায়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সভা [illegible] হইব [illegible]
সংহতি রাক্ষস ছিল [illegible]
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন।
বর পায়ে নিশাচর হইল অস্থির।
স্ত্রী পুত্র [illegible] কেহ পাপিষ্ঠ লোক॥
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুসার।
উহার সংগ্রামে প্রভু হও সাবধান।
বিভীষণ বচনে বিস্ময় রাম বলে।
পুনরপি জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে।
রণে ভস্ম আমি কিবা যুঝিব আপনি।
আমি ভস্ম হই কিবা এই [illegible]।
বিভীষণ বলে প্রভু না করিহ ভয়।
করহ উপায় চিন্তা বলিবে নিশ্চয়।
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ করিয়া দর্পণ।

যখন আছিলে বেটা বৃক্ষ [illegible] ।
দর্পণে আপন মুখ দেখে [illegible] ॥
দর্পণে আপন মুখ [illegible] ।
আপনি হইল [illegible] ॥
যেন উপদেশ [illegible] ।
বৈদ্য বৈদ্য [illegible] আনিলেক ॥
শ্রীরাম [illegible] এক পাল ।
যাবৎ রাক্ষস তুমি না হও নির্বাণ ॥
শ্রীরাম দর্পণ অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
ছুটিল রামের বাণ ঘুরিল সম্মুখে ॥
সম্মুখেতে আছিল যত রাম সৈন্যগণ ।
বাণেতে সবার মুখে হইল দর্পণ ॥
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল ।
রাম অস্ত্রে দুই চক্ষের ঠুলি খুলে দিল ॥
দর্পণ অস্ত্রে রঘুনাথ কৈল আচ্ছাদন ।
যত বানরের মুখে হইল দর্পণ ॥
দেখিল ভস্মাক্ষ বীর বানর বদন ।
মুখ নাহি দেখা যায় দেখিল দর্পণ ॥
মুখ নাহি দেখিয়া ঘুরিল নিশাচর ।
শ্রীরামে ডাকিয়া কহে বলিছে সত্বর ॥
রাক্ষস বলিছে তুমি প্রাণেতে কাতর ।
ভয় যদি কর পলাইয়া যাহ ঘর ॥
রাম বলেন রাক্ষসা কি ইচ্ছিলি মরণ ।
এখনি পাঠাব তোরে শমন ভবন ॥
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর ।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর ॥
রাম দেখিবারে বীর মেলিল নয়ন ।
রাক্ষস সম্মুখে রাম ধরিল দর্পণ ॥
দর্পণ ভিতরে দেখে আপনার আস্য ।
আপনা আপনি বেটা হয়ে গেল ভস্ম ॥
ভস্ম হয়ে পড়ে বেটা রথের উপরে ।
ভস্মাক্ষের মরণে রাক্ষস কাঁপে ডরে ॥
ভস্মাক্ষ পড়িল বলি রাক্ষসের ভয় ।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের জয় ॥
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায় ।
দূরে হতে বীরবাহু দেখিবারে পায় ॥
ক্রোধিত হইয়া বীর চাহে যেন যম ।
হাতে ধনু কহিতেছে রাবণ নন্দন ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিত ।
হস্তোপরে বীরবাহু চলিল ত্বরিত ॥
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ব্বত প্রমাণ ।
দুর্জ্জয় দশন ঐরাবতের সমান ॥
হস্তী পৃষ্ঠে শোভা করে [illegible] ।
[illegible] যেন [illegible] ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি [illegible] ।
[illegible] ॥
না পলাহ রাক্ষসগণ [illegible] ।
এখনি মারিব রণে [illegible] ॥
বীরবাহু [illegible] ।
পুনরপি রণে এলো করিয়া গর্জ্জন ॥
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু বলে ।
হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে ॥
বীরবাহু বলে কপি [illegible] থাক ।
বানর কটক রণে দেখিয়ে বিপাক ॥
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম ভিতর ।
দেখিয়া কহিল ভয়ে যতেক বানর ॥
কোপেতে অঙ্গদ বীর বাহিরে সমর ।
সিংহনাদ শব্দ করে করিছে গর্জ্জন ॥
কহিল রাজার বেটা কার সাধ্য থাকে ।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে ॥
নল নীল কুমুদ সম্পাতি আদি করি ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী ॥
গয় গবাক্ষ শরভ বিবিধ বানর ।
দীর্ঘাকার পর্ব্বত প্রমাণ কলেবর ॥
সুগ্রীব কটক বড় দেখিতে অপার ।
বিংশতি বানর অঙ্গদের আগুসার ॥
আগুসারে অঙ্গদের হৈল আগমন ।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ ॥
দশ যোজন পর্ব্বত যে নিলেক উপাড়ি ।
রাক্ষস উপরে মারে ঘুরাইয়া বাড়ি ॥
সন্ধান পূরিয়া বীরবাহু যোড়ে বাণ ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে শত খান ॥
পঞ্চবাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে ।
পড়িল অঙ্গদ বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হনুমান ।
শালবৃক্ষ উপাড়িল দিয়ে এক টান ॥
হস্তীর মাথাতে মারে ঘুরাইয়া বাড়ি ।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি ॥
বৃক্ষখোটা ব্যর্থ গেল কোপে হনুমান ।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া একটান ॥
আর এক বৃক্ষ আছে পঞ্চাশ যোজন ।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ ॥
এড়িলেক বৃক্ষগোটা ধরে বাহুবলে ।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষগোটা ফেলে ॥

হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হয়ে যায়।
সংগ্রামে রাক্ষস হস্তী কোপেতে বাড়ায়॥
ক্রোধেতে বীরবাহু এড়ে ধনুর্ব্বাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান॥
শরাঘাতে হনুমান অচেতন হৈল।
নল নীল কুমুদ সবাকে বাণে বিন্ধিল॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
সব বীর যুঝিবারে হৈল আগুসারি॥
নয় বীর মারি বীর এড়ে দশ বাণ।
বিন্ধিয়া বানরগণে করে খান খান॥
দশ দশ বাণে এক বানরেরে বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি সে গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন॥
বাণেতে কটক বিন্ধি করে খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ॥
ধাইয়া বানর কহে রঘুনাথের ঠাঁই।
বীরবাহু বাণে প্রভু কারো রক্ষা নাই॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিগণ॥
কুম্ভকর্ণ হাতে সবে পেয়েছি নিস্তার।
আজিকার রণে হয় সকল সংহার॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি।
চলিলেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সংহতি॥
রাম পাছে চলিল সুগ্রীব বিভীষণ।
শিলা বৃক্ষ হাতে করি ধায় কপিগণ॥
হস্তীর স্কন্ধেতে চড়ি করিছে সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কোন বীর আসিয়াছে হস্তী আরোহণ॥
ঐরাবত সম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর॥
প্রচণ্ড ধনুক বাণ খরতর আঁটা।
পুরন্দর সম গজস্কন্ধে আইল কেটা॥
বিভীষণ বলে রাম কর অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণ সন্তান॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্ব কুমারী।
যুদ্ধে জিনি রাবণ আনিল তারে হরি॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম সুন্দর সুঠাম।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত বীরবাহু নাম॥
চিত্রাঙ্গদা মাতা ও দশানন বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর।
তপের প্রভাবে ব্রহ্মা দিলেন আসি বর॥
ব্রহ্মা বলে হবে তুমি সংগ্রামে নির্ভয়।
দিল এক হস্তী ঐরাবতের তনয়॥
ধনুর্ব্বাণ দিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন।
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন॥
অবধ্য হইবি কারো সমরে যে আছে।
যুদ্ধ করে যদি কেহ মারিবারে পাছে॥
ব্রহ্মা বলে গজপতি হবে অধিকার।
ইচ্ছা হলে আগে যেই করিবে গমন॥
সেই বরে বীরবাহু দুর্জ্জয় শরীর।
বীরবাহু যেবা রণে কেবা হবে স্থির॥
বীরবাহু নিবিয়েছে রাবণ রাজা জিনি।
সমুদ্র শুষিতে যেন লোকনাথের পাণী॥
বীরবাহু ইন্দ্রজিত বীর নাহি আর।
ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সকলি সংহার॥
রাম বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণ নন্দন॥
বীরবাহু বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন জন॥
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
বানর কটক সব হও এক ভিত।
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন উচিত॥
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর॥
গজস্কন্ধে দেখে বীর যেখানে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্য বেশ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
চাচর চিকুর মাথে চৌরস কপাল।
প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥
হস্তে বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥
রামের অঙ্গেতে শঙ্খ বিচিত্র গঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥
নারায়ণ রূপ দেখে রাবণ কুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু অবতার॥
হাতের ধনুক বাণ ফেলেছে কোথায়।
গজ হৈতে নামি করে করিয়া বিনয়॥
ধরণী লোটায়ে বলে যুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে দয়া কর রাম রঘুবর॥

প্রণবহ রাবণজ সংহারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু অবতার॥
তুমি হে আদি অনাদি পুরুষ প্রধান।
নাশিতে অজ্ঞান অরি শারদ সমান॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি চরাচর।
তোমার এক অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর॥
অনাথের নাথ তুমি সংসার কারণ।
সুরাসুর তুমি সৃষ্টি সংহার কারণ॥
বহু স্তুতি করে বলে রাবণনন্দন।
অনুক্ষণ ধ্যানে যারে দেব ত্রিলোচন॥
সাথ এক বন্ধু ও অধর্ম্ম তোমা হতে।
অসীম মহিমা গুণ নারী সীমা দিতে॥
হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে॥
তব পাদপদ্ম সেবা আছি মাগে বর।
তুণার অধম তার অবনী ভিতর॥
আপনি করেছ আজ্ঞা না যাবে খণ্ডন।
ও পদ স্মরণে হয় পাপ বিমোচন॥
এ ভব সংসারে দেখি অকূল পাথার।
রামনাম তরণী করিয়ে হব পার॥
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্ম সনাতন।
রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি অচিন্ত্য মন।
তোমারে চিনিতে প্রভু পারে কোন জন॥
অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ দুঃখে তরিতে প্রভু তুমি মহাইষ্ট॥
চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে আমার করহে সংহার॥
এতেক বলিল যদি রাবণ নন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিল তখন॥
রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা বধ করা নহে উচিত আমার॥
যাউক জানকী মম রাজ্য যাউক বয়ে।
পুনঃ যাই মম আমি তোমার লঙ্কা দিয়ে॥
বীরবাহু বলে হে গোলোকাদ্রি পরিহর।
তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা কোন ছার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোকাদ্রি তোমার শরীরে।
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দিয়ে ভুলাবে আমারে॥
লঙ্কা দিয়ে রঘুনাথ ভাণ্ডাবে আমারে।
না পারিবে ভাণ্ডাইতে এই দুরাচারে॥
এতেক বলিল যদি রাবণ নন্দন।
মনে মনে ভাবে তখন আপন মরণ॥

তুমি না মারিলে আমার না হবে উদ্ধার।
দয়া করি করহ আমার প্রতিকার॥
রণ করে পড়ি যদি প্রভু তব বাণে।
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে।
যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে॥
অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি।
বিনা জাতি ব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি॥
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণ কুমার।
এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার॥
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ় মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিন্ধে রঘুবীরে॥
হেদেরে তপস্বি বেটা ভণ্ড ব্রহ্মচারী।
মরণ এড়াতে চাহ করে আমি তুমি॥
কালসর্প সম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
সব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা॥
মম ইষ্টদেবে আমি করিনু স্তবন।
তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ॥
বীরবাহু কৈল যদি দুষ্কর বাণী।
ক্রোধেতে হইল রাম জ্বলন্ত আগুনি॥
সত্যগুণে তমগুণ বড়ই বিষম।
ক্রোধেতে হইল রাম কালান্তক যম॥
মার মার করি রাম যুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণ সন্তান॥
দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ ঠনঠনি॥
বাণে বাণে কাটা কাটি উঠিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা [illegible] পে অসম্ভব গণি॥
দূরে থেকে দে[illegible] কপি দুজনার রণ।
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগণ॥
দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে।
দুই জন উপরেতে দুই জন হানে॥
অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
বজ্র সম আইসে বাণ রামের সম্মুখে॥
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি অবতার।
বরুণ বাণেতে রাম করিল সংহার॥
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশবাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান॥
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রঘুনাথ।
ভূমিতে পড়িল যেন দূর্ব্বা হয়ে পাত॥
পড়িল যে রামচন্দ্র সর্ব্বজন দেখে
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে॥

ব্যথা সম্বরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ।
বীরবাহুর কাটিতে চাহেন ধনুখান॥
তীক্ষ্ণ বাণ মারেন রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে এক ভিতে॥
বীরবাহু বলে অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত॥
ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ।
বীরবাহু কহিতেছে করি যোড়হাত॥
অক্ষয় ধনুক আমি ধরিয়াছি হাতে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে পারে কাটিতে॥
ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম যুড়েন ত্বরিত॥
এড়িলেন বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
বাণে বীরবাহুর ধনুক বাণ কাটে॥
ধনুর্ব্বাণ গেল বীরবাহু উদাসিত।
এতদিনে বুঝি বা পুরিল মনোনীত॥
মনে জানিলাম আমি নাহি অব্যাহতি।
শ্রীরামের বাণে পড়ে পাইব নিষ্কৃতি॥
এক মনে বীরবাহু করিছে স্তবন।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল অবশ্য মরণ॥
ধনু কাটা গেল বীর আর ধনু লয়।
শরজাল বাণ এড়ে রাবণ তনয়॥
বাণ আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর।
বাণ দেখে রঘুনাথ হইল কাতর॥
মনে মনে রঘুনাথ করে অনুমান।
ঐষিক বাণেতে রাম পূরেন সন্ধান॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ বসাইল চাপে।
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে॥
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে।
দাণ্ডায়ে বানরগণ দূরে হতে দেখে॥
রাম বলে বীরবাহু তুমি বড় বীর।
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুস্থির॥
বীরবাহু বলে রাম ক্ষণেক থাকহ।
যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ॥
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিল লক্ষ্মণ।
রাক্ষস উপরে করে বাণ বরিষণ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে বীরবাহু সক্রোধিত।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত॥
চলিল লক্ষ্মণের বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে॥
পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ যে যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহুর বুকে॥

বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত।
লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত॥
অষ্টবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে॥
বীরবাহুর বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বুকে।
ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে॥
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন।
পুনরপি দুজনে হইল মহারণ॥
লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহু মনে চিন্তি।
বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীঘ্রগতি॥
আইসে দুর্জ্জয় হস্তী দলিত সকল।
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণনন্দন॥
অতিবেগে এড়ে জাঠা চলে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈল দাশরথী॥
জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ।
তিন বাণে জাঠারে করিল খান খান॥
জাঠারে কাটিলা রাম জানিল লক্ষ্মণ।
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণনন্দন॥
সাক্ষী হও আপনার সুগ্রীব বিভীষণ।
সাক্ষী হও কপিগণ পবননন্দন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সনে যুদ্ধ করে মরে সেইজন॥
আমি জাঠা এড়াইলাম লক্ষ্মণ উপরে।
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে॥
একের সঙ্কেতে যুদ্ধ অন্যে দেয় বাধা।
ধর্ম্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপণা॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাবণনন্দন।
লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোনজন॥
বীরবাহু বলে রাম আমি তাহা জানি।
রক্ষাতে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন প্রাণী॥
বীরবাহুর বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম।
পুনরপি দুইজনে বাজিল সংগ্রাম॥
গগন ছাইয়া দোঁহে বাণ বরিষণ।
শরে শরে কাটাকাটি উঠিছে আগুন॥
দশবাণ রঘুনাথ যুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম বাজে বাণ বীরবাহুর বুকে॥
বুকে বাণ বাজে রক্ত উঠে অনিবার।
অচেতনা হয়ে পড়ে রাবণ কুমার॥
রক্তধারে বীরবাহু ভাসে কলেবর।
গড়াগড়ি যুলে বীর গজের উপর॥
বীরবাহু লয়ে গজ উঠিল গগণ।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন তখন॥

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
ব্রহ্মঅস্ত্র মেরে উহার বধহ জীবন॥
রাম বলেন এ বেটা ধার্ম্মিক মহাবীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় ধনুর্দ্ধর বীর॥
কহিয়া অকার্য্য যুদ্ধ অন্যায় উহারে।
মারিব ধর্ম্মযুদ্ধে বীরবাহু বীরেরে॥
কতক্ষণে রাক্ষস হইল মহাক্রোধ।
বলিব হইয়া বীর বলিছে লক্ষ্মণ॥
আরবার কহিল দেখি যুদ্ধের ভিতর।
জানিলাম বীর বট তুমি ধনুর্দ্ধর॥
এত বলি ধনুক ধরিল বাহুবলে।
দেখিয়া কহিল তবে সুগ্রীব রাজরে॥
সুগ্রীব বলেন শুন ওহে গোসাঞি।
শুনিয়াছি হস্তী মধ্যে উহার বড়াই॥
হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয়।
হস্তীরে মারিলে রাক্ষসেরে কর ক্ষয়॥
এত বলি সুগ্রীব পবন গতি ধায়।
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায়॥
দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে।
দানবে কবিলা যেন দৈব অপরাধে॥
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর।
দন্তে নিবারিল পাথর হস্তিবর॥
থান থান করিলেক দন্তের তাড়নে।
শালবৃক্ষ সুগ্রীব উপাড়ে এক টানে॥
দুর্জ্জয় সে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্য্যের কিরণ॥
পাথর অব্যর্থ গেল সুগ্রীব লজ্জিত।
হানিলেক শালবৃক্ষ হইয়া কুপিত॥
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ হয়ে গেল গুঁড়ি॥
শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে।
আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড়॥
মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে।
সুগ্রীব মরিল বলি কপিগণ দেখে॥
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন।
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণনন্দন॥
কুম্ভকর্ণ উপরেতে দুইজন রোষে।
লঙ্কা নিরবধি সহে তাহে মরে নিজদোষে॥
না পারিবে যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা।
এতেক বলিল বা কেন মারো দিল হানা॥
মনে মনে ভাবে ভ

বনজন্তু দুষ্ট কিছু আরো দেখি বাড়া।
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া॥
বীরবাহু বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর।
ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর॥
বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পণখা রতি চেয়ে যায় বাঞ্ছা করি॥
সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
বিবাহের ধর্ম্ম তার করিল পালন॥
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দহাজার রাণী তার বিভা কৈল কা
পরম পাতকী বেটা লঙ্কা অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি করে আনে পরনারী॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি॥
ব্রহ্ম অংশে জন্ম সেই যত নিশাচর।
খাইয়া মনুষ্য গরু পূরয়ে উদর॥
এতদিনে লঙ্কাপুর পাপে হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে হবে দর্প চূর্ণ॥
এতেক বলিয়া রাম পূরিল সন্ধান।
মারিল রাক্ষসগণে শত শত বাণ॥
সারিয়া রামের বাণ বীরবাহু বীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর॥
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুই জন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণনন্দন॥
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত প্রমাণ।
বীরবাহু বাণে রাম হইল অজ্ঞান॥
বিমুখ যুদ্ধেতে রাম হইল মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানরগণ হইল চিন্তিত॥
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ ধরে করে রণ॥
পঞ্চবাণ বিভী... যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহুর বুকে॥
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
কাতর হইল রণে রাবণনন্দন॥
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম মূর্চ্ছা কেবা বাণ মারে চারিভিতে॥
হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ।
বীরবাহু বলে খুড়া সার্থক জীবন॥
বংশ চূড়ামণি তুমি আছ একজন।
সেব নিজ গুরুভক্ত যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
কুলে একজন হৈলে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি॥

পরম পুরুষ তার ব্রহ্ম সনাতন ।
সকল জানিলা তুমি রাক্ষস কারণ ।
তোমার শরে মুক্ত হৈল রাক্ষস ।
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু পুরুক মনোরথ ।
বিভীষণ বলে বাছা তুমি ভাগ্যবান ।
তোমার চরিত্র বাছা না হয় বাখান ।
এই রূপে দুই জনে কথোপকথন ।
হেন কালে রঘুনাথ পাইল চেতন ।
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুই জনে ।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ।
দুই জনে মারে বাণ যার যত শিক্ষা ।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখা যোখা ।
আবর্ত্ত সাবার্ত্ত বাণ বলে মহাবল ।
বিদ্যুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল ।
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান ।
গ্রহাদি নক্ষত্র আর জ্যোতির্ম্ময় বাণ ।
শিলামুখ সূচীমুখ ঘোর দরশন ।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ।
ত্রিপুরঘ্না বিশ্বহন্তা বিপক্ষ সংহার ।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার ।
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ সওধার ।
গরুড় অগ্নিমুখ হংসমুখ বাণ ।
ধূর্ম্মমুখ কূর্ম্মমুখ পবন সমান ।
নীল হরিতাল বাণ বিকট দশন ।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপদ্মপণ ।
ভয়ঙ্কর শুভঙ্কর কামিনী মনোহর ।
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর ।
কুবের পবনাস্ত্র অতি খরশান ।
সমঘন উল্কাবাণ কে করে বাখান ।
শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ ।
বিকট শকট বাণ সার্থক পথিক ।
নানাবাণ হীরাবস্তু শারদ ঐষিক ।
গদাঙ্কুশ শীলাচূর্ণ গম্ভীর গর্জ্জে ।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে ।
এতবাণ দুইজনে করে অবতার ।
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার ।
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন ।
দুই জনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন ।
ব্রহ্মার নিকটে পায়েছিল পূর্ব্বে বাণ ।
সেই বাণ বীরবাহু পুরিল সন্ধান ।
মন্ত্রেতে হইল বাণ অগ্নি অবতার ।
মহাতেজে যাইতে বাণ রামের উপর ।
বিপরীত ব্রহ্মঅস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে ।
রৌদ্রঅস্ত্র সন্ধান যুড়িল ধনুকে ।
শ্রীরামের বাণে অর্দ্ধ কাটিল সত্বরে ।
তা দেখিয়া রঘুনাথ ভাবিল অন্তরে ।
রাক্ষসের বাণেতে মূর্চ্ছিত হইলে ।
দেখিয়াছ পুরাতন পরাক্রম রণে ।
শরভঙ্গ মুনি স্থানে পাইলা যে শর ।
সেই বাণ রাক্ষসেরে মারহ সত্বর ।
এত যদি পুরন্দর কহেন পবনেরে ।
পবন গোপনে দিলা রাম রঘুবরে ।
সেই বাণ পাইয়া রাম আনন্দ হৃদয়ে ।
বীরবাহুর ব্রহ্মঅস্ত্র কাটি পাড় রণে ।
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে ।
সেই বাণ তখন রামের হস্তে পড়ে ।
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র করে শীঘ্রগতি ।
মন্ত্রপড়ি ধনুকে জুড়িল রঘুপতি ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ ছাড়িল ধনুকে ।
ব্রহ্মঅগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে ।
কোপে রঘুনাথ বাণ ছাড়ে আচম্বিত ।
বাণের প্রতাপে মহাকাঁপে বসুমতী ।
শ্রীরাম এড়িল বাণ বায়ুবেগে চলে ।
রাক্ষসের ব্রহ্মঅস্ত্র কাটে অবহেলে ।
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জ্জিয়া উঠিল ।
কাটিয়া গজেন্দ্র মুণ্ড ভূতলে পাড়িল ।
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী উপর ।
এক ঠাঁই পড়ে গজ মুণ্ড আর দিকে ।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমেতে ॥
কোপ মনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চ বাণ ।
বীরবাহু ধনুক করেন খান খান ।
ব্রহ্মঅস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ ।
কহিছে বীরবাহু করি যোড়হাত ।
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার ।
জগতের গতি তুমি সংসারের সার ।
শ্রীচরণে অধমের এই নিবেদন ।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন ।
বীরবাহু বলিলেক করুণা বচন ।
মনে বিষাদিত হৈল কমললোচন ।
বীরবাহু না মরিলে না মরে রাবণ ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিরস বদন ।

দুর্জ্জয় বৈষ্ণব অস্ত্র এড়ে কেহ যুড়ি ।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ প্রাণ যেন ছাড়ি ॥
মহাবেগে যায় অস্ত্র [illegible] বিস্তারিয়া ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব লোকে লাগে ভয় ॥
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র [illegible] ।
রামের বাণেতে [illegible] কাটিল [illegible] ॥
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা ।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা ॥
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে ।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রাম পদতলে ॥
বিষ্ণু অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয় ।
রামের চরণে লাগে এক জ্যোতির্ম্ময় ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনূমান বিভীষণ ।
চারি জন দেখয়ে না দেখে কোন জন ॥
রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোলাকুলি ।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে বানর জয়জয় বলি ॥
বানর কটক বলে করিলা নিস্তার ।
আর যত বীর আছে কোনবার তার ॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণের পানে ।
এই মত বীর আর আছে কত জনে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর ।
রাবণ আর ইন্দ্রজিত রাবণ কুমার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী ।
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি ॥

ইন্দ্রজিতার তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতা বধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন ।

পয়ার ।

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর ।
বীরবাহু পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর ।
লঙ্কাতে হইল কাল নর আর বানর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর ।
নর বানরের রণে ত্যজিল শরীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন ।
নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
একে একে পাঠাইলাম যত বড় বীরে ।
সংগ্রামেতে গেল আর না আইল ফিরে ॥
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন ।
মহোদর মহাপার্শ্ব যত যত জন ॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে ।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর ।
আশঙ্কাতে না আসিত সম্মুখে আমার ॥
এখন বানর করে দর্প করে চূর্ণ ।
কোথা মহোদর কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত ।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
পিতার অবস্থা দেখে হইল অস্থির ।
নয়ান বহিয়ে পড়ে নয়নের নীর ॥
মেঘনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে ।
নিস্তার না দেখি সব রাক্ষসের রণে ॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুণ দেয় ঘরে ।
যদি বাঁচি রাঘবক দেখিব যুদ্ধ করে ॥
রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত ।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিত ॥
বড় বড় বীর পাঠাই বড় ভাবি মনে ।
ফিরিয়া না আইসে কেহ রাম দরশনে ॥
যত বার তুমি যাও যুঝিবার তরে ।
সংগ্রাম করিয়া জয় আইস বারে বারে ॥
রাম লক্ষ্মণেরে বেন্ধে ছিলে নাগপাশে ।
মরিয়া জীয়ন্ত হৈল গরুড় নিশ্বাসে ॥
দশদিগ চাপি ঢেকেলে বাণ বরিষণ ।
বানর কটক মরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার বানর হনূমান ।
ঔষধ আনিয়া সবার দিল প্রাণদান ॥
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ।
এবারে মরিলে কে বাঁচাবে তারে আর ॥
আরবার গিয়া আর রণে দেহ হানা ।
বাহুড়িয়া যেন [illegible] ফিরে একজনা ॥
পিতার বচনে মেঘনাদ সচিন্তিত ।
যোড়হাত করিয়া কহিছে ইন্দ্রজিত ॥
বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥
মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার ।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥
ইন্দ্রজিত কথা শুনি কহিছে রাবণ ।
আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন ॥
সেই বেটা দেয় সবাকার প্রাণদান ।
আর কে বাঁচাবে বল বৈল হনূমান ॥
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন ।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন জন ॥

পিতৃ আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে ।
কটক লইয়া ভস্ম মতে যুঝিবারে ॥
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত ।
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত ॥
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে ।
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ ।
দুর্ব্বারে যাব আমি পিতৃ অনুরোধ ॥
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে ।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে ॥
উদ্দেশে মায়ের পদে করে নমস্কার ।
ফিরে যদি আসি দেখা হইবে আবার ॥
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিত ।
যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত ॥
রক্তপাট তারে তারে রক্ত চন্দন ।
রক্তের কুসুম মালা রক্তের বসন ॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস ।
কালো ছাগল পাশে পাশে বসিছে রাক্ষস ॥
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছুনি ।
মন্ত্রপড়ি যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি ॥
খরশাণ খড়্গে ছাগ কাটে শীঘ্রগতি ।
অগ্নি সন্তর্পণ করি দিতেছে আহুতি ॥
আতব তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে ।
ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে ॥
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা ডুবাইয়া ঘৃতে ।
দশহাজার দ্বিজ হোম করে চারিভিতে ॥
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন ।
সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন ॥
দক্ষিণ দিকেতে গেল আগুনের শিখা ।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি দিল আসি দেখা ॥
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান ।
কষ্ট হয়ে আগুণ না লয় তার দান ॥
অগ্নি বলে নিত্য পূজা করিস কি কারণে ।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রি দিনে ॥
ইন্দ্রজিত বলে মোরে দেহ এই বর ।
রাম সৈন্য মারিয়া পাঠাব যমঘর ॥
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ ।
কেমনে মারিবে তাঁরে তিনি নারায়ণ ॥
স্বয়ং রাম জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার ।
রাবণের সবংশেতে করিতে সংহার ॥
…নুষ নহেন রাম স্বয়ং নারায়ণ ।
…ক্ষণ চাহি আমি তাঁহার চরণ ॥

রাবণেরে মারিতে যে কেবা পারে জিতে ।
আর যত্নে আমারে না পাইবে দেখিতে ॥
যখন মারিল তাঁরে বাঁচেন তখন ।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন ॥
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস ।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ ॥
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ ।
ইন্দ্রজিত রণে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
রথ সঙ্কোচরা যায় উপর বাতাসে ।
পশ্চিম বায়েতে যথা তারার প্রকাশ ॥
একেবারে যুড়িল সাতাশি লক্ষ শর ।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর ॥
কতুমায় পবনৎ বাণ শক্তি শূলি ।
ইন্দ্রজিত বলি সবে করে কানাকানি ॥
বানর কটক বলে শুন রঘুনাথ ।
এতাম না বাঁচে আজি ইন্দ্রজিত হাত ॥
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র ছাড়ি কর রাক্ষস সংহার ।
পৃথিবীতে বাড়ি থাকে রাক্ষস সঞ্চার ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ ।
কোন অপরাধে যদি সবার জীবন ॥
কোন দোষ করিল লঙ্কার যত নারী ।
অপরাধে একের অন্যেরে কেন মারি ॥
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ ।
মারিব রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুত ঝলকে ।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে ॥
লক্ষ্মণ বলেন দেখে যুঝে ইন্দ্রজিত ।
মেঘনাদ বেটারে নিশ্চয় অলক্ষিত ॥
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ ।
কি জানি সংহারি যদি দেবের জীবন ॥
ইন্দ্রের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে ।
লঙ্কামধ্যে যজ্ঞস্থানে প্রবেশিল ত্রাসে ॥
বসিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার ।
বিদ্যুৎজিহ্বা বিনাচয় করে বার বার ॥
শুন বলি বিদ্যুৎজিহ্বা নানা বাহাবাহি ।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী ॥
জনক নন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে ।
সেইরূপ সীতা নির্ম্মাইয়া দেহ মোরে ॥
মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর ।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর ॥

অন্তরীক্ষে রহিবেক রাক্ষস সকল।
রাক্ষসে সহিতে যুঝিবেক বনচরগণ ॥
পলাইবে সুগ্রীব ভঙ্গ গণিয়া প্রমাদ।
বিনা যুদ্ধে রাম যাবে ঘুচিবে বিবাদ ॥
অনুজ্ঞা পাইল তার প্রকৃত তনয়।
মায়াসীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয় ॥
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার।
বিদ্যুৎজিহ্বা সেইমত রচিল তাহার ॥
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্রপড়ি করে তার জীবন সঞ্চার ॥
বিদ্যুৎজিহ্বা সে সীতারে পড়ায় তখন।
শ্রীরাম তোমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণ ॥
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ।
রাবণ আনিল তোমায় পেয়ে বড় তাপ ॥
ইন্দ্রজিত রথে তোমায় তুলিবে যখন।
রাম রাম শব্দে তুমি করিবে রোদন ॥
মায়াসীতা করে ইন্দ্রজিতের গোচর।
শিরোপা বিদ্যুৎজিহ্বা পাইল বিস্তর ॥
তাড় বালা পাইল কত মাণিক্য রতন।
পঞ্চশত দাস্য পাইল অনেক বাহন ॥
মায়াসীতা তুলিলা রথের একভিতে।
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ॥
অস্ত্র বাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥
রাম রাম বলি সীতা কান্দে উচ্চরোলে।
হাতে খাণ্ডা ইন্দ্রজিত সীতার ধরে চুলে ॥
দেখে হনুমান বীর ধায় উভরড়ে।
দুই চক্ষে বাকভির বারি ধারা পড়ে ॥
ইন্দ্রজিতার রথে সীতা হনুমান দেখে।
বৃক্ষ হাতে রহে হনু বাক্য নাহি মুখে ॥
এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ আর পাথর।
আর হাতে আঁখি জল মুছয়ে বানর ॥
ডাক দিয়া কহে হনু মেঘনাদের তরে।
পাপেতে ডুবিলি বেটা নরক ভিতরে ॥
স্ত্রীবধ তুল্য বড় পরম পাতক।
অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক ॥
অঙ্গে মাংস নাহি সীতা অস্থি চর্ম্ম সার।
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রজিত বলে, তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের বিচার ॥
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরি।
শাস্ত্র মতে হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি ॥
আগে সীতা কাটি পাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ ॥
ইন্দ্রজিতে বেড়িতে যাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিত বাণে।
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কেড়ে লৈতে চাহে।
যম সম নিশাচর সাবধান রহে ॥
আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন।
মায়াকরি মায়াসীতা জুড়িল ক্রন্দন ॥
হাহা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন ॥
রঙ্গের সঙ্গিনী আমি রামের বনিতে।
বিপাকে হারালেম প্রাণ রাক্ষসের হাতে ॥
কোথায় জনকঋষি জনক ও মায়।
বিপাকে মরিলাম আসি সমুদ্রের পার ॥
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিলাম তাঁর সেবা আসিবার কালে।
সেই অপরাধে বুঝি হলো এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ রাখ রঘুপতি ॥
রক্ষা কর হনুমান পবননন্দন।
এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্দন ॥
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিতা খড়্গ লয় হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়াসীতার অঙ্গেতে ॥
ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা।
সেই ভাগ করিয়া কাটিল মায়াসীতা ॥
দুইখান হয়ে সীতা পড়ে ভূমিতলে।
পলায় বানরগণ আউদর চুলে ॥
হনুমান বলে বানর রণে হও স্থির।
ভূমেতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিতার শির।
সীতারে কাটিয়া বেটা ইন্দ্রজিত নাচে।
ইন্দ্রজিত মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে ॥
হনুমান বাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গা
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছের বাছ ॥
বানরের যুদ্ধে ত্রাণ পেয়ে ইন্দ্রজিত।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উত্তরে ত্বরিত ॥
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল যুঝিবার তরে ॥
শ্রীরামের স্থানে গিয়া কহি মোরা সবে।
রামের যেমত আজ্ঞা সেই মত হবে ॥
শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
[illegible] কহিছেন রাজীবলোচন ॥

যুদ্ধ করে হনুমান মহাশক্তি ধরি।
রণে তার বল কিবা কিছুই না জানি॥
যদি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে।
হনুমানের সৈন্যে থাক অনুসর হয়ে॥
তব বিনাশরে যদি হনুর সৈন্য ভাগে।
তার জানবল যার তোমারে সে জানে॥
আজ্ঞামাত্র জাম্বুবান চলে ততক্ষণ।
পথে হনুমান সঙ্গে হৈল দরশন॥
হনুমান বলে কেন যুদ্ধেতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল কি করিবে রণ॥
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর॥
সৈন্যসহ দুই জনা গেল রামের স্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনুমান॥
হনুমান বলে প্রভু শুন অবধান।
ইন্দ্রজিত কাটে সীতা সভা বিদ্যমান॥
শুনিয়াত রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত॥
নির্ম্মল উৎপল জল গন্ধে সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত॥
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন আর কান্দেন লক্ষ্মণ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্ম নিকেতন।
ধর্ম্ম লাগি রাজ্য ত্যাগি বাকল বসন॥
ফল মূলাহারি শিরে জটাজুট ধারী।
স্ত্রী কাটিলে দুঃখ পায় যেমন সংসারি॥
রাজভোগে থাকিতে যে দিব্য সিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে॥
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্ম মত হারাইলা সীতা হেন নারী॥
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলিক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক॥
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথের পরিচয়॥
সংসার অসার তাই কটকের মেলা।
সূত্র সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুত্তলা॥
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানি লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ॥
স্ত্রী লাগি প্রভু কেন হইয়াছ কাতর।
মহাজন সবরে সে বিপদ সাগর॥
তোমার কিসের স্ত্রী কেবা বাপ ভাই।
তোমার দ্বিতীয় নাই জগতে গোসাঞি॥
সকলের প্রাণ তুমি সব তত্ত্ব জ্ঞাত।
তোমা ছাড়া কেহ নহে সব তত্ত্ব জানি॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া আজন্মকাল দহে রাজকার॥
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুল পুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেলেন তিনি শরীর সহিত॥
স্বর্গে গিয়া উহার যে কান্না পুত্রশোকে।
স্বর্গ ভ্রষ্ট হইল আইল মর্ত্যলোকে॥
তপস্যা করিয়া উচ্চ হইল দেবতা।
শোকেতে কাতর হও কিছু নাহি কাজ॥
শ্রীরাম বলেন কি বুঝাও হে লক্ষ্মণ।
ভার্য্যাশোকে দহে তাই কভু বিস্মরণ॥
স্ত্রী পুরুষ দোঁহে জন্মে এ মাত্র সংসার।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবার॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব যতেক যত লোক।
সবা হৈতে অধিক ভার্য্যার বড় শোক॥
দেশে দেশে পাই তাই কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ॥
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রীশোকে এড়ায় যে সেই পরম জ্ঞানী॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইয়া নারী।
সে সব পাসরি নারী পাসরিতে নারি॥
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে কথা দিন কিসে দিতে॥
হইলেন কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি আইল বিভীষণ॥
সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনুমান॥
কেন রামের কোমল অঙ্গ ধুলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্দন॥
যত পরিশ্রম সব হৈল অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগর বন্ধন॥
বিধাতা হইয়া বৈরী পাঠাইল বনে।
হারাইলাম প্রাণের জানকী একদিনে॥
কাননে চলিতে যেত জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম ফিলে শতবার॥
ননীর পুত্তলী সীতা আতপে মিলায়।
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পাছে পায়॥
চম্পকবরণী সীতা রাজার দুহিতে।
স্বামী হৈয়া সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে॥

মায়ামৃগ কেন না বধিতে পৈঞ্চবটী বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু সীতা কোন বনে॥
দুষ্ট ইন্দ্রজিত যখন কাটিল জানকী।
না জানি কান্দিল কত সীতা শশিমুখী॥
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যাতে ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ বলে রাম না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোনজন॥
রাম বলেন দেখিয়াছে পবননন্দন।
বিভীষণ বলে হনু পণ্ডিতে গণন॥
বনজন্তু বানর সে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা জানকী কার সাধ্য কাটে॥
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি।
পরম সুন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী॥
মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে॥
সীতাকে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে।
সাধ্য কি যে ইন্দ্রজিত সীতাদেবী আনে॥
দশচাঙ্গীর কিঙ্করী সীতারে আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে॥
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিত হেন সীতা পাইবে কেমনে॥
মায়াসীতা কাটি বেটা দিল দুইখান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনুমান গিয়া দেখে আসুক সীতায়॥
এতেক শুনিয়া তবে হৈল হরষিত।
অশোকের বনে হনুমান উপনীত॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনু দিল আসি॥
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিতা মায়াসীতা কাটিলেক এনে॥
বিভীষণে কোল দিলেন রাম রঘুবর।
রামজয় মঙ্গলধ্বনি করিল বানর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কি রূপেতে ইন্দ্রজিতার হইবে পতন॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিত না হবে পতন॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিরন্তর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিতে যজ্ঞভঙ্গ করিবে যে জন॥
ইন্দ্রজিতা সংগ্রামে মরিবে তাঁর হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সহিতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাজ।
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ॥
রাম বলেন বিভীষণ ধর্ম্মে তব মতি।
কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি॥
বুঝাইয়া কহ দেখি মিত্র বিভীষণ।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন॥
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন।
তিন জন ছিলাম না ছিল অন্যজন॥
ব্রহ্মা বলিলেন মেঘনাদ মাগ বর।
মেঘনাদ বলে চাহি হইতে অমর॥
বিধি কন মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছাধিক অন্য বর চাহ মেঘনাদ॥
মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয়।
মনোগত বর তবে দেহ মহাশয়॥
যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে।
হইব সংসার জয়ী তোমার বরেতে॥
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘের আড়ে থেকে।
আমি যারে মারি সে আমায় নাহি দেখে॥
ব্রহ্মা বলেন যা চাহিলে দিলাম সেই বর।
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর॥
যজ্ঞ করে যে দিন যাইবে যুঝিবারে।
সে দিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোমার করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে না যায় খণ্ডন॥
মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥
মায়াসীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞপূর্ণ দিতে গেল লঙ্কার ভিতর॥
বানর কটক লয়ে যজ্ঞ ভঙ্গ কর।
এখনি মারিব গিয়া রাবণকুমার॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিত॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ॥
একে ইন্দ্রজিত সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে জীর্ণ কলেবর॥

কষ্ট পাবে রঘুবীর ভাবি তাই মনে।
কি রূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিতার সনে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি ভাব কি কারণ।
শত ইন্দ্রজিত বধ ধরেন লক্ষ্মণ॥
তাহাতে সাপক্ষ আছে যত কপিগণ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিত হইবে নিধন॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে॥
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি॥
মরেছে সকল বীর ঐ বেটা আছে।
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাবণ মারি পিছে॥
একজনে দুই জনে মারা হবে ভার।
ক্রমে ক্রমে যায় এই যুক্তি সার॥
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
চারি বানর সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
গয় আর গবাক্ষ আদি গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি।
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি॥
গড় মধ্যে পাঠাইতে সন্ধা হয় মনে।
বিভীষণ হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই নাওও মম আগে।
বিভীষণের ভাল মন্দ তোমায় যে লাগে॥
রামের চরণ বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সহকারে চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে বন্দুকে দিয়া চড়া।
হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া॥
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসের ভয় পড়ে।
খাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া কাতর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ॥
বানরের তাড়নে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিত আগে॥
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনু কোপে জ্বলে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পাড়ে॥
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পবন নন্দনি।
রক্তবাড়ি মাটি দিতাম যজ্ঞের আগুণি॥
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
কল কুল শব্দে ভাসিয়া যায় স্রোতে॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে॥
মেঘবর্ণ অঙ্গ তার বর্ণ বিলোচন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
আঠি রকড়া শেল ফেলে মহাকোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে॥
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখাদেখি আজি তোরে দিব যমপুরী॥
না জানি বধিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
এ কারণে এত দিন তোর অব্যাহতি॥
মল্লযুদ্ধ কর বেটা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ঐ দেখ ইন্দ্রজিত বিন্ধে হনুমানে॥
মেঘবর্ণ রথে আছে বটবৃক্ষ তলে।
যজ্ঞ করে মেঘনাদ নামে নিকুম্ভিলে॥
যজ্ঞ সাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর।
আছুক অন্যের কায জিনে পুরন্দর॥
রয়েছে আশ্রয় করে বটবৃক্ষ তলা।
যজ্ঞ সহ উহারে মারহ এই বেলা॥
মেঘনাদ লক্ষ্মণে দুজনে দরশন।
সন্ধান পুরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিত।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত॥
লক্ষ্মণের বাক্য মেঘনাদ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তখন বলে বিভীষণে॥
এক গোষ্ঠী জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমায় সর্ব্বলোকে বলে॥
পিতার সমান তুমি পিতৃ সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াছ কাজ নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান করে আমার মরণে॥

থাইবে রাক্ষস কুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর॥
নিগুর্ণ সগুণ হয় তবু বলে জাতি।
জাতি বন্ধু বিনে লোক করয়ে বসতি॥
পরলোকে যেতে খুড়া পরম দুর্গতি।
আপনার জাতের নাই বড়ত্ব যদি॥
এক ভ্রাতুষ্পুত্র বাকি কেহ নাই তাতে।
কোন লাজে আনিয়াছ অন্যরে মারিতে॥
বানর কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি বেগে লই বর॥
এত বলি মেঘনাদ করিছে আকুতি।
আজি তোমার কেটে খুড়া ঘুচাইব গ্লানি॥
বিভীষণ বলে বেটা বলিস বিপরীত।
ভাল মতে জানে সবে আমার যে রীত॥
রাক্ষস কুলেতে জন্ম নাহি অনাচার।
পর দ্রব্য না লই না করি পরদার॥
চৌদ্দহাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥
হরে আনে পরনারী তপের তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী॥
কত শত মুনি ঋষি দেয়ে কৈল শাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবন সঙ্গে তোর পিতার বিবাদ।
কতকাল সবে পাপ পড়িল প্রমাদ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ফল যে ফলিল এত কালে॥
নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিত।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাই এক ভিত॥
অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস বারেবার।
অগ্নির নিকটে বর পাবেনাক আর॥
যজ্ঞপূর্ণ দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা॥
এত বলি দুজনে হইল গালাগালি।
ধনুর্ব্বাণ হাতে আইল লক্ষ্মণ মহাবলী॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা দুষ্ট নিশাচর।
দেখ দেখি এখনি পাঠাব যমঘর॥
তোমারে মারিতে এলেম লঙ্কার ভিতরে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে কাটিয়া আজি তোরে॥
পিতৃ আগে কহ গিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা॥
এত বলি লক্ষ্মণ তর্জ্জন করে বলে।
শুনিল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন জ্বলে॥
অষ্ট বীর বানর উঠিল তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব কাঁপিল গর্জ্জিতে॥
সারথি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিত পড়ে ভূমিতলে॥
বিরথী হইল যদি রাবণনন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ যুড়েন লক্ষ্মণ॥
দুজনার উপরে দুজনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সমান॥
ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিত ভাবে মনে মন।
আপনি কটক বীর ডাকিল তখন॥
ইন্দ্রজিত বলে শুন যত নিশাচর।
রণসজ্জা করে আমি আসিব সত্বর॥
আজি নর বানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিহ ভয়॥
এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যোদ্দেশে কি জানিয়ে না জানে বিভীষণ
মায়াতে যে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
গায়েতে বিচিত্র সোণা মাথায় টোপর।
হস্তে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর॥
লক্ষ্মণ ভাবেন বেটা মায়ার নিদান।
দেখেছিলাম এক মূর্ত্তি এবে দেখি আন।
মেঘনাদের মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ॥
বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিত॥
মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে॥
ইন্দ্রজিত বেঁধে ছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া নিলেন পুরন্দরে॥
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিত।
মারিব উহারে বন্দি করে চারি ভিত॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ॥
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
পুষ্পরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা করে॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
জুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে॥
গগণে পর্ব্বত হাতে রহে হনুমান।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পুরিল সন্ধান॥

বিভীষণের হাঁকে না বুঝিল ইন্দ্রজিত।
মেঘনাদ দেখি বানর বাণে কাটি ভিড়।
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ দিয়া ছাইল গগণ।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিত পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে।
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবন বেগেতে যথ চোদার বন্দিনে।
লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে।
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজা ফেলে চারিভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে।
শূন্যে যায় মেঘনাদ দেখে হনুমান।
দুই পায়ে ধরে তার দিল একটান।
অন্তরীক্ষে দুই জনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি।
হেটে ইন্দ্রজিত পড়ে হনুমান উপরে।
বুকে আটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে।
শীঘ্র আইস কপিগণ ডাকে হনুমান।
সবে মেলি ইন্দ্রজিতের বধহ পরাণ।
হনুমান বাক্যে বানর যায় তাড়াতাড়ি।
সাত লক্ষ বানর আইল রড়ারড়ি।
কোপিল যে ইন্দ্রজিত বলে মহাবলী।
বানর গণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি।
বানর উপরে করে বাণ বরিষণ।
কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ।
ইন্দ্রজিত পলায়ে লঙ্কায় যাইতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে।
বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবি কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা।
শীঘ্র আইস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ
ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন।
বিভীষণ বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিতার কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান।
দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুই জনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে।
চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখা জোখা।
দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা।
আবর্ত সাম্বর্ত বাণ বাণ পশুপাশ।
বিদ্যুজ্জাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন।
উল্কাবাণ বরুণবাণ বিদ্যুৎ গর্জন।
চন্দ্র নক্ষত্র ঘোর জ্যোতির্ম্ময় বাণ।
সূচীমুখ শিলিমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিলক্ষণ।
শত ঐষিকাদি বাণ আর অর্দ্ধচন্দ্র।
চক্রমুখ পূর্ণমুখ বাণ মহাবাণ।
নীল হরিতাল বাণ বিকট দশন।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপার্শ্ব বাণ মনোহর।
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশ দিক লঙ্কাপুরী বাণে অন্ধকার।
দুজনে মারিলে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের ভুরকে নাহি জানি রাত্রি দিন।
লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলেন পুরন্দর কহ উপায়।
ব্রহ্মঅস্ত্র পুরন্দর কহিলেন যায়।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্মঅস্ত্র পূরিল সন্ধান।
বাণেরে বুঝাতে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্মা ভাবি ব্রহ্মা তোমার করিল সৃজন।
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতার করিবে সংহার।
ইন্দ্রজিতার মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাউক দেবতা সকলে।
এতবলি ব্রহ্মঅস্ত্রে পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতার উড়িল পরাণ।
আঠা আঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার শাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরে।
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতার মাথা কাটি করে দুই খান।
পড়িল যে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম ভিতরে।
যাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে।
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলে বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতার মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল।
ইন্দ্রজিতার কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন বানর লাথি মারে কেহ মারে বাড়ি।
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে বানর মড়ার উপর খাঁড়া।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিত বধ গীত গান রামায়ণ।

ইন্দ্রজিতার পতনে দেবলোকের মহানন্দ।

ত্রিপদী।

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র যারা কম্পমান,
বীরদাপে বসুমতি ফাটে।

ত্রিভুবনে যত বীর, যার নামে নাহি স্থির,
বক্ষ রক্ষ আসোয়ারি বিকল ।
হেন বীর দৈবক্ষয়ে, ভয় নাই ত্রিভুবনে,
মুনিগণ করে কোলাহল ।
পুলকিত চন্দ্রানন, আনন্দিত দেবগণ,
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি ।
রণে দৈব ইন্দ্রজিত, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
সুরাসুর যবি আদি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ।
ইন্দ্রজিতার মরণে, হরষিত দেবগণে,
বাজা বৃদ্ধ সবে আনন্দিত মন ।
করেন লক্ষ্মণ প্রতি, মারিলে হে অত্যাহিত,
ত্রিভুবনে ঘুচাইলে চিন্তা ।
হইল অপার সুখ, খণ্ডিল মনের দুঃখ,
নির্ভয়েতে সকলে কুতূহলে ।
যত স্বর্গ বিদ্যাধরি, পাত্র অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গলে ।
যতেক অপ্সরাবতী নাচিলা নৃত্যের রীতি,
কুসুম রচিতা করে পুরপতি ।
যেন পড়ে বৃক্ষপতি, সকলের অত্যাহিত,
মারে যেন হরষিত ধরি ।
ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে ।
রথখান সুশোভন, নিশাকে যেন শমন,
ডরে কেহ না যায় সম্মুখে ।
হয়ে রথ আরোহণ, আইলেন দেবগণ,
লক্ষ্মণেরে করে যোড়হাত ।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর, ঘুচাও মনের ডর,
উদ্ধার করহ রঘুনাথ ।
যাউক রাবণ ক্ষয়, রামের হউক জয়,
পুরে যাউক দেবের তরাস ।
দীন হীনে কর দয়া, দেহ রাম পদছায়া,
মাগিছে গাইল কৃত্তিবাস ।

পয়ার ।

বাণে বাণে হইলেন লক্ষ্মণ পীড়িত ।
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত ॥
দুই হাত তুলি দিয়া দুজনার স্কন্ধে ।
বহির্গত হইলেন মহার দুঃখে ।
পাঠাইলা লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত ।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিত ।
মায়াবীর মেঘনাদ জ্ঞাতার নিকাশ ।
কি জানি সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ ।
এত ভাবি পদ্মপলাশ চক্ষে লক্ষণে ।
হেনকালে উপস্থিত লক্ষ্মণ সে স্থানে ॥
বহিছে শোণিত ধারা লক্ষ্মণের গায় ।
দেখিয়া শ্রীরাম মনে বিস্ময় তায় ॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন ।
আইলেন ইন্দ্রজিতে মারিয়া লক্ষ্মণ ॥

ইন্দ্রজিতের পতনে শ্রীরামচন্দ্রের
সৈন্যে মহানন্দ ।

ত্রিপদী ।

জিনিয়া ... রিপু, লক্ষ্মণ সমক্ষ
... রামের গোচর ।
রাম করে ... দর্শন, ... ভয়ঙ্কর যে
... লক্ষ্মণেরে এক শর ।
রিপু জয় করি রণে, সংগ্রামের বেশ
আইল লক্ষ্মণ মহাবীর ।
আনন্দে প্রফুল্লকায়, রক্তধারা বহে
রক্তপ্রবাহে হইল অস্থির ।
শুনিয়া সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম আনন্দ
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা ।
সাগর তরিনু হেলে, আর কি গোষ্পদ
রাবণ বধিলে পাব সীতা ।
যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্রীব নাচেন
সঙ্গেতে সকল অধিকারী ।
নল নীল জাম্বুবান, সকলে আনন্দ
কপিগণ নাচে সারি সারি ।
বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম ।
লক্ষ্মণ লোটায় মাথা, কহেন সকল
শুনিয়া কৌতুক অতি রাম ।
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই ।
লইয়া মস্তকাঘ্রাণ, চুম্বিল মস্তক
তোমা বই নাহি আর ভাই ।
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিভুবনের
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু অবতার ।
যারে তব আশীর্বাদ, জিনে কোটি দে
তারে জিনে হেন সাধ্য কার ।

পশুপতি ত্রিপুরারি, [illegible] শচীপতি সিদ্ধ ঋষি,
তাঁহার আছিল বরদান।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, [illegible] জানকীর অনুগতি,
[illegible] রচিল কৃত্তিবাস॥

পয়ার।

শ্রীরাম বলেন হে সুষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের শক্তিশেল শর॥
বাণকলা রহিয়াছে শরীর ভিতরে।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবরে॥
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে বাণ রয়েছে ফুটিয়া।
মহৌষধি দেহ সব বাণ উপাড়িয়া॥
একে একে বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর॥
অঙ্গেতে প্রবেশ করে ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্বের সমান॥
বিশল্যে বাণের চিহ্ন হইল পূরণ।
পূর্ববত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর॥
আনন্দে অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত॥
রাম বলেন সুষেণেরে কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার॥
বন্দিল সুষেণবৈদ্য রামের চরণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণ ও মন্দোদরীর বিলাপ।

পয়ার।

ইন্দ্রজিত পড়ে রণে প্রভাত সময়।
ভয়ে রাবণের অগ্রে কেহ নাহি কয়॥
সগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ অগ্রে না করে সাহস॥
পাত্র মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নপাইক একজনে দিল পাঠাইয়া॥
রাবণ সম্মুখে কহে করি যোড় হাত।
[illegible]ত সমাচার শুন রাক্ষসের নাথ॥
লঙ্কাপুরী বীর শূন্য হৈল এত দিনে।
ইন্দ্রজিত পড়িল আজি লক্ষ্মণের বাণে॥
দূত মুখে শুনে ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
ধরিয়া তুলিল তারে পাত্র মিত্র আসি।
দশ মুখে কান্দে [illegible]॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে রোদন॥
রাক্ষস কুলের চূড়ামণি ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলা বাপ লক্ষ্মণের হাতে॥
আমার সর্বস্ব তুমি লঙ্কা অধিকারী।
কিরূপে সহিব তব মাতা মন্দোদরী॥
পর্বত সমান কাঁপে দেখে তোর বাণ।
এক বাণে ইন্দ্র বেটা না সহিল টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাই তোমার সমান।
মনুষ্যের হাতে [illegible] হারাইল প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণ ভাতের [illegible] রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কার রাবণ [illegible] তোমা পুত্রশোকে॥
ভাই মহে পা[illegible] কুপুত্র বিভীষণ।
অন্তর্জ্জ করে [illegible] তোমার বধিল জীবন॥
যদি প্রাণ [illegible] রাম তপস্বীর সনে।
আগে [illegible] কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে॥
বাছা পুত্র [illegible] দেখি কোনখানে।
সম্মুখ স[illegible] প্রাণে আমি পাঠাইব কারে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায়॥
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি করয়ে রোদন॥
তুমি হলে বাছিয়া লঙ্কার অধিকারী।
ইন্দ্রজিত পড়িল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে চৌদ্দ হাজার সতিনী॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়ে চেড়ে॥
নাসিকার তুলা দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই॥
এলোথেলো কবরী কঙ্কণ কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস॥
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের বিহিত॥

ত্রিপদী

আমি রাখা উদরেতে, পুষিলাম যতনেতে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুঃখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥
কি মোর বসতি বাস, কি ছার জীবনে আশ,
কি করিবে ছত্র দণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, ঐরাবত আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি ঘ মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচী সহ শচীপতি, সুখেতে করুণ স্থিতি,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
লঙ্কার দেখিয়া এ দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর॥
যারা রূপে গুণে ধন্যা, যক্ষ বিদ্যাধরী কন্যা,
বিবাহ দিলাম তোমা সহ।
তারা না পাইল সুখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুঃখ,
কত সবে পতির বিরহ॥
অযোনি সম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে॥
যজ্ঞ যবে পুত্র করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
কোন লোক না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার,
হায় পুত্র কি মোর জীবনে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি,
করিতে রাক্ষস কুল নাশ।
নর নর সীতাপতি, হেন নয় মোর মতি,
পাঁচালী রচিল কৃত্তিবাস।

রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষ্মণের
শক্তিশেলে পতন।

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরী রোদনেতে কহিল রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনক-লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥
মায়াসীতা কেটেছিল কুমার ইন্দ্রজিত।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত॥
হাতে করি লয় রাবণ খড়্গ এক ধারা।
দুটি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের রবি জলের কিরণ।
কালান্তক যম যেন কহিল রাবণ॥
সীতারে কাটিতে যায় পবনের বেগে।
রাবণের পাত্র মিত্র পিছে পিছে লাগে॥
খড়্গ হাতে যায় রাবণ অশোকের বনে
কার সাধ্য প্রবোধিবে নিবারিবে রাবণে॥
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন রোদন॥
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী।
সর্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী॥
তাহাতে রাবণ কেনে স্ত্রীবধ করিবে।
রমণী বধের পাপে পরকাল যাবে॥
এত ভাবি মন্দোদরী সঘনে ক্রন্দন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন॥
পাগলিনী প্রায় রাণী ছোটে ঊর্দ্ধমুখে
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে॥
একেত রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পবান।
রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ন॥
আতঙ্কে অস্থির সীতা দেখিয়া রাবণে
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিতে ছেদন
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ॥
অভাগীরে দেখা দেহ অশোকের বনে
রামের মহিষী আজি কাটিল রাবণে॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী
ছিছি মহারাজ বধ করো নাক নারী॥
রাবণ বলে মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে
মরে পুত্র ইন্দ্রজিত সীতার জন্যেতে॥
সীতা আসি সর্বনাশ হৈল লঙ্কাপুরে
ঘুচাইব সকল শোক কাটিয়া সীতারে॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি যোড়হাত।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ॥
বিশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত।
তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত॥

একে সেথ হয়েছে কনক লঙ্কাপুরী।
পাশেতে রত্না তাহে ধব করে নারী ॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ভয়েতে ঈষৎ চান রাবণের পানে ॥
রাবণে দেখিয়া সীতা ফিরাইল আঁখি।
রাবণ বলে সীতা আমায় দিলেন কটাক্ষী ॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমের উপরে ॥
ভরে অভিমানেতে লঙ্কার অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণের নারী ॥
শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিয়ে শোয়াস্তি নাই করয়ে শয়ন ॥
ইন্দ্রজিতার শোক তবু সহে পাশরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘরে।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজ আভরণ ॥
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরি।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তুরি ॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সম জুড়ি কর্ণে জুড়িটা কুণ্ডল ॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেক মনোহর বেশে।
চৌদ্দহাজার নারী আসি ধরে আশেপাশে ॥
ইন্দ্রজিতার শোকে রাজা হয়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর ॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাজা যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাৎ নিরোধে ॥
আপনার দোষে রাজা হৈল সর্ব্বনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ থাকুক পুরবাস ॥
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥
নিকট মরণ আর কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী চক্ষে জল করে ছল ছল ॥
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশহাজার সতিনী ধরে নিল অন্তঃপুর ॥
বুহন্দের বাহির হৈল রাজাত রাবণ।
রথ লয়ে সারথি যোগায় তত্ক্ষণ ॥
…নক রচিত রথ মাণিকের চাকা।
…র উপরে শোভে মেঘের পতাকা।

বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ হাজহংস বহে।
রথের উপরে উঠে দশানন কহে ॥
ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর আছে।
ছোট বড় সাজিয়া চলুক মম সনে ॥
ইন্দ্রজিত পড়িল বীরের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর ॥
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালাইয়া দিল ঘোড়া ॥
সিংহদ্বার ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল তারে মারি পঞ্চবাণ ॥
নীলবীরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
তিন বাণ বিন্ধিলেক নীলবীরের বুকে ॥
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্বুবানের শরীর ॥
গয় গবাক্ষে বিন্ধিলেক দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণেতে বিন্ধিল হনুমানে ॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল ॥
বানর কটক পড়ে নাহি লেখা জোখা।
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন ॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া বানর মারি পিছে ॥
রাবণের আজ্ঞা পারে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর ॥
রথখান আইসে যেন বিজুলি চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে ॥
রথখান শব্দে কপি পলায় লাখে লাখে।
পর্ব্বতীর পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
হাতে ধনু গেল রাবণ রামের সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম দশানন দেখে ॥
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু অবতার রাম দ্বিবাহু প্রচণ্ড ॥
সুন্দর নাসিকা রামের চৌরস কপাল।
জল পূর্ণ শ্যাম তনু বিক্রমে বিশাল ॥

সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন।
রামের শরীরে রাবণ দেখে ত্রিভুবন ॥
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নেহালিয়া দেখে।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে ॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
একান্ত জানিল রাম দেব নারায়ণ ॥
যদি এ রামের হাতে হয়ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব না যায় খণ্ডন ॥
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক ॥
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ ॥
সাতবাণ যোড়ে রাবণ ধনুকের গুণে।
কাটিল বিংশতি বাণে রাজীবলোচনে ॥
বাছিয়া বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
রাম পাছু করি আগু হইল লক্ষ্মণ ॥
রাবণ উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
লক্ষ্মণের বাণেতে রথ হৈল গুড়া।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া ॥
কোপে দশানন বিভীষণপানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল দেখে লাগে ভয় ॥
বংশনাশ করিলি পাপীষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন জন ॥
রথ না সম্বরে রাবণ গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিতে শেল তুলে লয় হাতে ॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়ে হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
শেলপাট দেখে চমকিত বিভীষণ।
ডেকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারিখান ॥
শেল কাটা গেল বানর দিল টিটকারী।
কোপিল রাবণ রাজা লঙ্কা অধিকারী ॥
কুড়ি চক্ষু ঘোরে রাবণ দেখে ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥
মজ্র সব শেলপাট দেখে লাগে ভয়।
যারে মারে শেল তার জীবন সংশয় ॥
এনেছিল শেল রাবণ সাধিয়া যমে ॥
কোপ করে সেই শেল হানে বিভীষণে ॥
বিভীষণ কাতর হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকী ॥
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে ॥
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল।
দেখিব মানুষ বেটা কত ধরে বল ॥
বিভীষণে বাঁচাইলি করে বীরপনা।
মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা ॥
তোর বাণে বিভীষণ পাইল প্রতিকার।
মারি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার
এখনি মরিবি তুও লক্ষ্মণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥
মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন।
বৈমেলকারো সঙ্গে আর নাহি দরশন ॥
রাম সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।
দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কানাকানি ॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবগণের শক্তিশেল দেখে ॥
যক্ষ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কাঁপে অষ্টলোকপাল দেব পুরন্দর ॥
শমনের জিহ্বা শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেইজন মরে ॥
এক জনে মারিলে না মরে অন্যজন।
যারে মারে শেল তার অবশ্য মরণ ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়াত রঘুনাথ না পান উপায় ॥
চিন্তা করেন রঘুনাথ ভায়ের কুশল।
শেলেরে করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল।
দেব মূর্ত্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান।
এবারে লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভাইদান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে
আপনি শমন মূর্ত্তিমান শেলমুখে।
লক্ষ্মণ ছাড়িয়া শেল পড় মম বুকে ॥
আপনি মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া রামের তরে করিছে উত্তর ॥
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িতে নাহি পারি অন্যজন।
থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী
যার কাছে থাকি আমি তার হিতকারী

শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে।
শূন্যবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ চূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥
ভুমেতে পড়িত বীর নাহি জানে পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের মন বহে শ্বাস॥
লক্ষ্মণে এড়িয়ে সব পলায় বানর।
দেখিয়াত রঘুনাথ হইল কাতর॥
লক্ষ্মণে রাখিবে কি রাখিবে আপনা।
তিন ঠাঁই রঘুনাথের পড়িল ভাবনা॥
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে॥
সুগ্রীব টানিছে শেল কপিগণ চাহে।
এত টান দেয় শেল কেহবার নহে॥
শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর।
শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির॥
বানরের মধ্যে হনুমানেরে বাখানি।
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি॥
সাহস করিয়া কেহ নাহি দেয় টান।
টানে পাছে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ॥
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন তারি অপযশ॥
দিলেন ধনুক বাণ শ্রীরামের হাতে।
শেল ধরি টানিলেন প্রভু রঘুনাথে॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে শেলে দিল টান।
উপাড়িয়া শেলপাট হৈল খান খান॥
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির॥
লক্ষ্মণ জিনিছু বলে না ভাবিস মনে।
মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে॥
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে॥
যার লাগি তো সবায় দিনু দুঃখভরা।
মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী চোরা॥
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব দুঃখ আজিকার রণে॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে দেখ সব সুখে।
মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাখে॥
রঘুনাথ বাক্যে করে সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥
ভাইশোকে দুঃখে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম এড়াবেন বাণ।
রাক্ষস কটক কেটে হৈল খান খান॥
রঘুনাথের বাণে রাবণ করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারে রাবণ উঠে দিল রড়॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাও রথ পুরিত পবন॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর ধর॥
রঘুনাথ বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই দিন মারিতেন রাবণ রাজায়॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে।
রণ ছাড়ি আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে॥
রণ জিনি রঘুনাথ পাছে অনশন।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি ক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী।
হৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী॥
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ হৈল চুরি॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্যভার পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগর পারে বাম হৈল বিধি॥
মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা লয়ে বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে।
তোমায় লইয়া আমি যাইব বনেতে॥
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্ষে দুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলা প্রাণ।
তুমি রে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥

কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোনজন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর॥
এমন লক্ষ্মণ আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে॥
বাপের আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যখণ্ড।
কৈকেয়ী বিমাতা তাহে পাড়িল পাষণ্ড॥
পিতার সত্যপালিতে আমি হৈনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দহ রামচন্দ্র পাইবে লক্ষ্মণ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥

হনূমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনয়নে গমন।

পয়ার।

রামেরে সুষেণ কয় যোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি॥
সত্য বল ওহে রঘুবীর নন্দন।
যদি লক্ষ্মণ বাঁচে তবে রাখিব জীবন॥
সুষেণ বলে কাতর হৈলে হৈবে কি হানি।
কাতর হৈলে কে আনাবে ঔষধ ও পানী॥
প্রসন্ন হস্ত পদ বীরের প্রসন্ন বদন।
হৃদয় সুস্থির বীর নির্ম্মল লোচন॥
হেন বীর না মরিবে মোর মনে লয়।
ঔষধ আনিতে পাঠাও পবন তনয়॥
রাম বলেন লক্ষ্মণের শোকে প্রাণ নাশে।
আপনি পাঠায়ে দেহ ঔষধ উদ্দেশে॥
বলেন সুষেণবৈদ্য বীর হনুমানে।
গন্ধমাদনেতে যাও ঔষধ কারণে॥
গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী॥
নয় শৃঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদেবের স্থান॥
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিনকোটি গন্ধর্ব্বের ঘর॥
আর শৃঙ্গে আছে শাল আর পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চরে পালে পাল॥
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতর নদী।
নদীর দুকূলে আছে মৃত্যুর ঔষধি॥
নীলবর্ণ ফুল ফল পিঙ্গলবর্ণ শাখা।
রাঙ্গাবর্ণ ডাটা তার স্বর্ণবর্ণ পাতা॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রের ভিতরে আন যাবৎ আছে প্রাণী॥
রাত্রেতে ঔষধ আন বাঁচাব লক্ষণে।
রাত্রি পোহাইলে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে।
বিলম্ব না কর বীর যাও ততক্ষণে।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণে॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব পায়ার মিলাব।
সমরেতে হনুমান হইও সাবধান॥
ত্রিশকোটি গন্ধর্ব্ব যে তাহা রক্ষে আছে।
বাম বিষধ্বাম তার সঙ্গে কর পাছে॥
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর॥
এত দূর পথ যাবে আসিবেক রাতি।
লক্ষ্মণ পুন এবার নাহিক অব্যাহতি॥
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
আজি লক্ষ্মণ মরিলে কি করিবে ঔষধে॥
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ॥
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়॥
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি॥
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ আর পাথর॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর॥
লেজ হৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবা মাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ॥
মহাশব্দ করি যায় শুনিতে গভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীত পায় রঘুবীর॥
দুর্জ্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে॥
বিস্ময় হইয়া রাবণ ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে॥
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনুমান॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোন মতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে॥

এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমী নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ॥
রাবণ বলে শুনহ মাতুল কালনেমী।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি যাবা তুমি কিছু কর উপকার॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বি বেটা রাত্রি পোহাইলে॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যে মতে বান্দরা বেটা ঔষধ না পায়॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর॥
মায়ার প্রবন্ধে আইস হনুমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
কালনেমী বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বান্দরা কি জানি কি হয়॥
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে আমার বধিবে পরাণ॥
বানরে প্রধান বেটা যুদ্ধে বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট॥
দশানন বলে এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি করে যাহ যাতে চিনিতে না পারে॥
কালনেমী বলে বাপু যত বল মিছে।
কোন যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে॥
রাবণ বলে কালনেমী না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত॥
গন্ধমাদনেতে সব সন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালি নামে এক আছে কুম্ভিরিণী॥
সরোবরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে॥
সুরাসুরে শঙ্কা করে দেখে কুম্ভিরিণী।
সেই ভয়ে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানী॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তার পেটে॥
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান।
গন্ধমাদনের এক না জানে সন্ধান॥
উহার আগে যাও তুমি তপস্বির বেশে।
[illegible]দর গৌরব করি তুষিবে হরিষে॥
[illegible]াতে আশ্রয় করি রেখ ফুল ফল।
[illegible] পুরিয়া রেখ সুবাসিত জল॥
মায়াযত্নে হনুমানে করিবে আদর।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর॥
অল্প বুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুম্ভিরিণী॥
কুম্ভিরিণী ধরে খাবে পবননন্দন।
হনু বিনে ঔষধ আনিবে কোনজন॥
রাম তবে মরিবেন লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে॥
মস্যাতে বধিয়া তারে আইল যম আগে।
লঙ্কাপুরী সব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে॥
কালনেমী বলে একি বলিলি রাবণ।
ঘরপোড়ার কাছে গেলে হারাব জীবন॥
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথে হৈতে পড়িয়া করিলি ধড়ফড়॥
সেই দিন আমি হৈনে বেতাল থরথর।
ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলে লঙ্কার ভিতর॥
হনুমানের ঠাঁই কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি আমায় করিবে সংহার॥
প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধ ভাগে॥
এত যদি কালনেমী রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
কালনেমী বলে রাগ সম্বর রাবণ।
তুমি যার সেই মারুক অবশ্য মরণ॥
কালনেমী নিশাচর ঘোর দরশন।
অষ্টবাহু চারি মুণ্ড অষ্ট যে লোচন॥
চলিল যে কালনেমী রাবণ আদেশে।
গন্ধমাদনেতে গেল তপস্বীর বেশে॥
পবন গমনে চলে বীর হনুমান।
কালনেমী উপনীত তার আগুয়ান॥
মায়াশ্রম সৃজিল মধুর ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল॥
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।
হাতে করি জপমালা করিতেছে ধ্যান॥
হেনকালে উপনীত পবননন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ বন্দন॥
অঙ্গে বাক সাজিয়াছে দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
হনুমানে দেখিয়া নিলেক জলপাড়ি॥
এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি আইস কিছু খাও ফুল ফল॥
হনুমান বলে তোমাকে না জান কারণ।
কোন মুখে খাব আমি নাহি লয় মন॥

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্য পালি দুই পুত্রে দিল বনবাসে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন॥
সোদর লক্ষ্মণ বীর সীতাও সুন্দরী।
শূন্যঘর পায়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি॥
বানর সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর।
কটক সমেত গেলেন লঙ্কার ভিতর॥
সীতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ।
রাবণের শেলে পড়িয়াছেন লক্ষ্মণ॥
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে॥
ফুল ফল শিরে রাখি কহ আপনি।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী॥
তপস্বী বলেন তোমার হাওয়ালিয়া মতি।
তোকে শোকে কেমনেতে ভুলাবে আরতি॥
মম স্থানে অতিথি যদি থাকে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হবে কিসের তপস্বী॥
যার বাড়ি অতিথি আসি থাকে উপবাস।
অতিথির উপবাসে হয় সর্ব্বনাশ॥
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদ।
উলিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদ॥
পান যদি কর উহার একাঞ্জলি পানী।
এক বর্ষ ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই না জানি॥
রাক্ষসের মায়াতে পাশুত জল ভুলে।
স্নান হেতু হনুমান চলিলেন জলে॥
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি।
হনুমান শব্দ পায়ে ধায় কুম্ভিরিণী॥
কুম্ভিরিণী শব্দ পায়ে পলায় যত মাছ।
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ॥
হস্ত পদে নখ যেন চোক চোক ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি॥
জল মধ্যে কুম্ভিরিণী হনু নাহি দেখে।
হাত পা পশারি আসি ধরে হাতে নখে॥
কি কি বলি হনুমান ধরিলেক তারে।
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে॥
কুম্ভিরিণী তুলিলেক পবননন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন॥
ফেলিলেক কুম্ভিরিণী পর্ব্বত প্রমাণ।
নখে চিরি হনুমান কৈল খান খান॥
দেবকন্যা কুম্ভিরিণী উঠিয়া আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে॥
দেবকন্যা ছিনু আমি নাম গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ি বাড়ি করি নৃত্য কেলি॥
কুবের নিবাসে যাই নৃত্য গীত রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষমুনির অঙ্গে॥
পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য॥
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুম্ভিরিণী॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী খেয়ে বাড়িবেক পাপ।
হনুমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ॥
হইবেন নারায়ণ রাম অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার॥
চিরজীবী হয়ে সাধ শ্রীরামের কায।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ॥
আর এক কথা বলি শুন হনুমান।
ভণ্ড তপস্বীর ঠাঁই হইও সাবধান॥
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিজুলি॥
পথ পানে তপস্বী চাহেন ঘনে ঘন।
হনুর বিলম্ব দেখি হরষিত মন॥
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমানে।
কুম্ভিরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমানে॥
অতঃপর যাই আমি রাবণ গোচর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর॥
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে।
পূর্ব্বদিক লব আমি না যাব পশ্চিমে॥
পশ্চিমে না লব [illegible] বাঁধ ভেঙ্গে যায়
পশ্চিম রাবণে [illegible] ভাগ যত হয়॥
অশ্ব হস্তী সৈন্য লব তাহাদের দম।
সকল অর্দ্ধেক বুঝি লইব এখন॥
রাণীগণ আছে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী।
তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।
মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ বিদ্যাধরী
তার সহ ক্রীড়া করি দিবা বিভাবরী
স্নান করি হনু গেল তপস্বী গোচর।
হনুমান দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর॥
হাতে ফুল ফলের ডালি দিয়েছ নাগে
খাও খাও বলি হনুমানের তরে এড়ে
এক দৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনু না জানি কি বা

হনূমান বলে তুই ভণ্ড যে তপস্বী ।
স্বরূপে তপস্বী হৈলে অতি বিবেক হিংসনি ॥
রাবণের কার্য্যে আর তপস্বীর বেশে ।
মম হাতে পড়ি আজি যাবে যম পাশে ॥
তোর জপ তপ যেটা হৈবে তেক দূর ।
আমার ঠাঁই আজি সেটা যাবা হবে চূর ॥
তপস্বী ভাবিল বাক্য হইল বিদিত ।
ধরিল রাক্ষস মূর্ত্তি অতি বিপরীত ॥
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড অষ্টটা লোচন ।
হনূমান বলে তোর বধিব জীবন ॥
প্রথমে যোঝয় দ্বিতীয়েতে গালাগালি ।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি চতুর্থে চুলাচুলি ॥
দুই জনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর ।
দুই জনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত উপর ॥
ক্ষণে হেটে হনূমান ক্ষণেক উপরে ।
টলমল করে গিরি দুজনার ভরে ॥
লাফ দিয়া হনূমান কালনেমী ধরে ।
বুকে আঁটু দিয়া হনূ কালনেমী মারে ॥
লেজে জড়াইয়া পাকে ঘুরায় আকাশে ।
লঙ্কাতে ফেলাইয়ে দিল রাবণের পাশে ॥
গন্ধমাদন লঙ্কা পথ আঠারো বৎসর ।
এত দূরে ফেলে টেনে রাবণ গোচর ॥
বসেছে রাবণ রাজা পাত্র মিত্র সনে ।
অন্ধকারে কালনেমী পড়ে মধ্যস্থানে ॥
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে ।
নেড়েচেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে ॥
কালনেমী দেখে রাবণের উড়ে প্রাণ ।
সর্ব্ব মায়া চূর্ণ কৈল বীর হনূমান ॥
লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ ॥
আপনি আইল ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে ।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃষ হবে ॥
ইন্দ্র যম কুবের আদি আইল পবন ।
চন্দ্র সূর্য্য দুজনে আইল ততক্ষণ ॥
রাবণ বলে শুন বলি যত দেবগণ ।
মহাদেবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ ॥
আমার বচন শুন বলি হে ভাস্কর ।
উদয় করহ গিয়া গিরির উপর ॥
তোমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণ মরণে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
[তু]মি উদয় হও চন্দ্র থাকুক এক ঠাঁই ।
[তো]মার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ॥

এ বোল শুনিয়া তবে বলে দিবাকর ।
তোমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে ।
এখন উদয় মম হইবে কেমনে ॥
রাবণ বলে জানো রাত্রি কি করি তোমার ।
মনে বুঝি অনুমান নিকট আমার ॥
রাবণের কথা শুনি দিবাকরের ত্রাস ।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ ॥
সপ্ত ঘোড়া যোগান সূর্য্যের রথ বহে ।
কনকে রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর ।
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর ॥
দিবাকর পূর্ব্বদিকে প্রকাশ করিল ।
তাহা দেখি হনূমান ত্রাস পাইল ॥
নেউটি উদয় গিরি করিল গমন ।
দিবাকর সন্নিকটে দিল দরশন ॥
পথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর ।
অচল হইল রথ সারথি কাতর ॥
পূর্ব্বদিক আগুলিল হনূমান বীরে ।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥
ঘোড়ারে প্রবোধ বাড়ি মারয়ে সঘনে ।
পশ্চিমে চলিল রথ পবন গমনে ॥
কুপিল যে হনূমান অতি ভয়ঙ্কর ।
লাফ দিয়া অশ্বরথে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধরি হনূমান মন দেয় পাক ।
বায়ুভরে ঘোরে রথ কুম্ভকার চাক ॥
ছাড় ছাড় বলে সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে ।
সূর্য্য যদি কোপ করে ত্রিভুবন পোড়ে ॥
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময় ।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয় ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর ।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
পর্ব্বত প্রমাণ অঙ্গ বিকৃতি আকার ।
অচল হইল রথ নাহি চলে আর ॥
সূর্য্য বলে রথ রাখ গগন মণ্ডলে ।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥
এত শুনি দাণ্ডাইল পবননন্দন ।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন ॥
কোন মহাশয় তুমি কহ মায়াধর ।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥
সূর্য্য কহে আমি সূর্য্য ছেড়ে দেহ পথ ।
উদয় হইতে যাব উদয় পর্ব্বত ॥

যত দেবগণ রাবণের দ্বারে থাকি।
পুরাণ পড়েন ব্রহ্মা আর মুনি কোটি॥
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল বাণে॥
রজনী প্রভাত হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদয় হৈতে তোরে পাঠায় রাবণ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে নাই থাকিতে শর্ব্বরী॥
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবন কুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে॥
হনূমান বলে দেব কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি নাম হনূমান॥
ঔষধ আনিতে আমি ফিরিনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবৎ উদয় গিরি না কর গমন॥
সূর্য্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন॥
হনূমান বলে তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ॥
রাবণের অনুরোধে যাবে তুমি চলে।
রথ সহ ডুবাইব সাগরের জলে॥
হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হনূমান।
যত দেবগণে করি রামের কল্যাণ॥
সাধেতে কি উদয় গিরি যাব উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে॥
কি জানি কি করে রাবণ এই ভাবি ভয়।
ভয়েতে নিশিতে এলেম হইতে উদয়॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ॥
অনুনাথ অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল কিসে রক্ষা পাই॥
হনূমান বলে আছে উপায় ইহার।
নিকটেতে আইস বলি কর্ণেতে তোমার॥
তব নাম ভানু মম নাম হনূমান।
নামে নাম মিলিয়াছে দুজনে সমান॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে॥
দুই দিক রক্ষা পাবে মন্ত্রণা বলি।
হনূ ভানু দুইজনে করিব মিতালি॥

এত শুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনূর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনূ করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পুরিল কক্ষতলি॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইল বন্দি লক্ষ্মণের তরে॥
হনূ ভানু ভক্তি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

পুনঃ হনূমান যায় সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া বুলে পবননন্দন॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্য গীত স্ত্রী আর পুরুষে॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরম রূপসী।
কেহ দেয় করতালি কেহ বাজায় বাঁশী॥
গীত বাদ্য রঙ্গরসে আছে আনন্দিত।
হেনকালে পবননন্দন উপস্থিত॥
হনূমানে দেখে সবে চমকিত মন।
করযোড়ে কহে কথা পবননন্দন॥
কে তোমরা গান বাদ্য কর নিশাকালে।
[illegible] কিছু শুনহ সকলে॥
[illegible] হতে শ্রীরাম আইলা বন
[illegible] তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ॥
রা[illegible]লঙ্কা অধিকারী।
দণ্ড[illegible]র সীতা কৈল চুরি।
রঘু[illegible] সাগর বন্ধনে।
হতে[illegible]যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে॥
শক্তি[illegible]ন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি[illegible]নিতে অন্বেষণ॥
থিতে[illegible] থাকিতে রজনী
ঔষধ [illegible] বিশল্যকরণী॥
কুপিল [illegible]লে বানর।
কাহার [illegible]হার কিঙ্কর॥
হাহা হত [illegible] মাত্র জানি।
কোথাকা[illegible]থেম না চিনি
আসিয়া বা[illegible]ন কার্য্যে গি
চুলেতে ধরি[illegible]কিল মারে
হত তুমি হ[illegible]ণ সাক্ষী।
মারিব গন্ধর্ব্ব[illegible]ণ রাখি॥
কোপে হনূমা[illegible] আকার
চড় চাপড়েতে [illegible]বার॥

নাকে নাকে বাড়ে মরে আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সব যায় গড়াগড়ি॥
হাহা হুহু রাজা আইল চড়ি দিব্যরথে।
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারি ভিতে॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হুহু নাম।
হনুমান কাছে আইল করিতে সংগ্রাম॥
নাক দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান।
দুজনার ধনুক ধরিয়া দিল টান॥
দুজনার ধনুক করিল খান খান॥
কোপে হনুমান হৈল শমন সমান।
আঠুর উপরে রেখে দুই ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া দাণ্ডাইল সবা আগে॥
কোপিল যে হনুমান সংগ্রামের শূর।
কীল মারি গন্ধর্ব্বের মাথা কৈল চূর॥
হনুমান একেলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনুমান অঙ্গে সব মারয়ে মুটকি॥
…সুর না পারে হনু ভাবে মনে মন।
…রে শিখরে জ্বলে পবননন্দন॥
…বিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর।
…লে দুলে লয়ে যায় পর্ব্বত শিখর॥
…ষট্টি যোজন সেই গিরিবর খান।
এক টানে উপাড়িল বীর হনুমান॥
দুই হাতে ধরে পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া॥
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিঁড়িল লতা পাতা।
কোথাকার বৃক্ষ শাখা পড়ে গিয়া কোথা॥
নানা জাতি সর্প পলায় শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে॥
মাথার পর্ব্বত তুলে নিল হনুমান।
তুলে দিতে পারি বুঝি আর একখান॥
পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে॥
মারিলাম কালনেমী মায়ার পুত্তলী।
কুম্ভিরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বেরে মারিনু সকল।
রামের ভাই ভরতের বুঝা যাবে বল॥
এতেক ভাবিয়া হনুমান হরষিত।
নন্দীগ্রামে হনুমান হৈল উপনীত॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়॥
…া দেখে চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে।
…পেতে এড়াইল পর্ব্বত কৈলাসে॥

বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর॥
রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে॥
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর ভিতর॥
সুমন্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
সিংহাসন উপরে পাদুকা বেড়া দেছে।
শ্বেতচামর ব্যজন করিছে চারি ভিতে॥
সোণার সিংহাসন যেন শশধর জ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ড ছাতি॥
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত চামর ঢুলায়॥
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধ্যানাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে॥
পর্ব্বত লইয়া যায় পবনকুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার॥
পর্ব্বত ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকার ময়।
রামের পাদুকা লয়ে নাহি করে ভয়॥
ভরত বলে এত রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লয়ে এত অহঙ্কার॥
মহাবুদ্ধিমান ভরত বিক্রমে সুস্থির।
এক দৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর॥
শত্রুঘ্ন কোপ করি ঊর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কে… যায় আকাশপথে না হয় সন্ধান॥
শিশুকালে শত্রুঘ্ন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি॥
লোহার নির্ম্মিত বাঁটুল আশী লক্ষ তোল।
ভরতের হাতে তুলি দিল শত্রুঘ্ন॥
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কেবা যায় শূন্যপথে॥
শত্রুঘ্ন কহেন ভাই পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম আইল কোন পাখী॥
ভরত বলেন ভাই এত কেন ভয়।
পক্ষ যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর যদি হয়॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা বেদী লঙ্ঘে তারে মারি॥
এই রূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষ বটে বলে ভরত পূরিল সন্ধান॥

আশীলক্ষ যোজন বাঁটুল ধনুর্গুণে যুড়ি।
জয়রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান।
হনূরে বাজিল যেন বজ্রের সমান॥
পদের অঙ্গুলী অগ্রে বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইল বীর বুদ্ধি হৈল ভুল॥
নিস্তেজ হইল হনূ শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে ঘুরে পবনকুমার॥
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনূ চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবননন্দন।
নাহি ছাড়ে পূর্ব্ব আর সে গন্ধমাদন॥
ভূমে পড়ে ক'রে হনূ শ্রীরাম স্মরণ।
পর্ব্বত মস্তকে আছে ঘূর্ণিত নয়ন॥
রাম নাম শুনি আইল ভরত শত্রুঘ্ন।
হনূর নিকটে আইল ভাই দুইজন॥
ভরত বলেন বানর থাক কোন স্থান।
রাম যে স্মরিলে রামের কি জান সন্ধান॥
কোথা হৈতে আইলা হে কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম সীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
সেথা কি হয়েছে তোমার রাম সীতা সনে॥
বাক্য নাহি সরে হনূ ব্যথায় আকুল।
বজ্র সম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল॥
সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্থানে।
হনূরে সবল কৈল মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে॥
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ গোচর।
মুনি জানে যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর॥
লোকাচারে প্রকাশ না কৈল মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥
মুনি বলেন ভরত এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন কৈলে মারি হনূমানে॥
পরম ধার্ম্মিক দেখি বানর প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন সন্তান॥
বশিষ্ঠের মন্ত্রে হনূর দূর হয় ব্যথা।
ভরত সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা॥
অবধান ঠাকুর ভরত শত্রুঘ্ন।
রাম লক্ষ্মণ সীতার শুনহ বিবরণ॥
বাসা করে ছিলেন রাম পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখার নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণে॥
রাবণের ভগ্নি সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দহাজার নিশাচর আসি॥
সকলে মারেন রাম খর আর দূষণ।
যোগীবেশে সীতা হরে নিলেক রাবণ॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিল মিত্রতা।
বালী মারি সুগ্রীবেরে দিল রাজছাতা॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর।
মিলিল অসংখ্য বানর অতি ভয়ঙ্কর॥
বাইশ অক্ষেত্তে এক মহা অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥
রাক্ষস বানর যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।
তিন মাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহাবার॥
কভু হারে কভু জিনে তিন মাস যুঝে।
রাক্ষসের মায়া যে কাহার সাধ্য বুঝে॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বান্ধি বৈরিগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে॥
মুক্ত যদি কৈল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিল লক্ষ্মণ॥
কোপিয়া রাবণ রাজা প্রবেশিল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ কারণ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে
উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্ব্বত সমেতে॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞা[illegible]
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার
তুমি রাজ্য [illegible] সে রাবণে দিল মা[illegible]
লক্ষ্মণ ত্যজি[illegible] প্রাণ পোহালে সর্ব্ব[illegible]
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই
দিবা নিশি সুবজল ভাবেন দোঁহার
রাম সঙ্গে বৈরি ভাব দেখি যে তোমা[illegible]
আমারে মারিয়া তব এই হৈল লাভ
প্রকাশ হইল রাম সঙ্গে বৈরিভাব॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার চাহিয়া আছে পথ
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমা[illegible]
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার।
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বনে
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর দুই জনে

এতেক বলিল যদি পবননন্দন ।
রোদনে শোকাবেশে ভরত শত্রুঘ্ন ॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে পড়ে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে ॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি ।
কটাক্ষে নাশিতে পারি লঙ্কা অধিপতি ॥
ভরত বলেন শুন বীর হনুমান ।
ত্বরিত পর্ব্বত লয়ে করহ পয়াণ ॥
আমিহ তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে ।
শত্রুঘ্ন ভাই থাকুক অযোধ্যানগরে ॥
হনুমান বলে তুমি যাইবে কি মতে ।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে ॥
ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি ।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
হনুমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি ।
বলহীন হইয়াছি বলনা কি করি ॥
যোজনকর্ত্তা কেহ যদি পার তুলে দিতে ।
শত শত প্রহরি এ পর্ব্বত লয়ে যেতে ॥
উদয় পর্ব্বতেন হনুমান আগে ।
পোহাইল নিশি দিতে কোন ভার লাগে ॥
কপিগণ কাটা দিলেন ধনুকখান ।
ত্রিভুবনে নাড়ে যুড়িল তাহে বাণ ॥
শ্রীরাম বলে বাছা পবনকুমার ।
তোমার প্রসঙ্গ উঠ বাণেতে আমার ॥
তোমারে প্রা বাণ এড়িল ভরত ।
হনু চাহ আশূন্যে উঠিল পর্ব্বত ॥
শতেক কহিয়া রবিহ তুলে দিল বাণে ।
ভরতের বিক্রম বাখানে—ক্ষণ ॥
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান ।
আমা সহ বাণেতে তুলেন গিরিখান ॥
হইয়া সাগর পার চলে বায়ুবেগে ।
রাখিল পর্ব্বত লয়ে সবাকার আগে ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময় ।
প্রণাম করিয়া বীর রঘুনাথে কয় ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে ।
এ কারণে আনিলাম পর্ব্বত সমেতে ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবনকুমার ।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥
রাম বলেন হনু দিল পর্ব্বত আনিয়া ।
আপনি সুষেণ লহ ঔষধ চিনিয়া ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ বৈদ্য যায় ।
সকল পর্ব্বত ভ্রমি খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
সব শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুত নির্ম্মাণ ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে মহাদেবের স্থান ॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর ।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে শবভর নদী ।
নদীর কূলেতে দেখে বিস্তর ঔষধি ॥
দেবগণ আছি কেলী করেন আনন্দে ।
মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে ॥
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত ।
এইজন্য নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি ।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী ॥
ঔষধ লইয়া বৃক্ষ নাসে ভূমিতলে ॥
তখনি ঔষধ বাঁটে প্রস্তর শিলে ॥
স্মরণ করিল মনে পিতা বসুমতী ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পদে নমস্কার করি ॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে ।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে ॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ উদরে ।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধি সঞ্চারে ॥
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিল যে যোড়া ।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের আনা গেল সাড়া ॥
অন্তরে প্রবেশ করে ঔষধের ঘ্রাণ ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম পানে চান ।
লক্ষ্মণে দেখিয়া রামের স্থির হৈল প্রাণ ॥
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকোলি ॥
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি ॥
ভাই ভাই বলে রাম হল উতরোল ।
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে ।
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তাধারা পড়ে ॥
শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন ।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে ।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে ॥
লম্ফে ঝম্পে পর্ব্বতের শাখা বৃক্ষ ভাঙ্গে ।
ফুল ফল খাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥
বহুদিন উপবাসি ক্ষুধিয়ে বিকল ।
উদর পুরিয়া খায় যত ফুল ফল ॥
ফুল ফল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা ।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥

ফুল ফল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট।
লড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেঁট॥
জাম্বুবান কহিছে শ্রীরাম বিদ্যমান।
কার্য্য সিদ্ধি হইল লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ॥
পর্ব্বত রাখিতে যাক্ বীর হনুমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্বুবানের বচনে॥
রাম সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি॥
পর্ব্বত লইয়া মাথে যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে॥
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া পান॥
মস্তকে পর্ব্বত হনু পড়িবে বিপাকে।
এই বেলা বেড়ি গিয়া মার চারিদিকে॥
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ডলোচন।
তালজঙ্ঘ সিংহমুখ ঘোর দরশন॥
উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পায়ে সাতবীর চলিল সত্বর॥
যেন গিরি এক এক জনের শরীর।
শূন্যপথে হনুরে বলিছে সাত বীর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি মানে কোনজনা।
আজি বেটা বানরা বুঝিব বীরপনা॥
ফিরিয়া যাইবে বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয় পাঠাইব আজিকার রণে॥
হনু বলে তোদের মত লক্ষ যদি এসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে॥
চারি দিকে ঘেরে সবে যুঝে একবারে।
মাথার পর্ব্বত বীর চাহে ক্রোধভরে॥
হাত নাহি নাড়ে বীর পর্ব্বত না ছাড়ে।
পা ক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
তালজঙ্ঘ নিশাচর বড়ই সেয়ান।
দুই হাতে লেজ ধরে ছেটে দিল টান॥
মাথা গলাইয়া বেটা পড়ে গেল সরে।
পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চায় ফিরে॥
লঙ্কার ভিতরে গেল পলাইয়া ত্রাসে।
রাবণেরে বার্ত্তা দিল ঘন বহে শ্বাসে॥
অবধান শুন রাজা লঙ্কা অধিপতি।
ঘরপোড়ার হাতে কারো নাহি অব্যাহতি॥
মারিবারে পাঠাইলে সাত জন বলে।
মস্তকে পর্ব্বত হনু জড়ালে লাঙ্গুলে॥
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল সাতজনে॥
আছাড়েতে চূর্ণ হৈল ছয় জনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড়
লাঙ্গুল ছাড়াব বলে ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক কাণ।
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃপুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে॥
রাক্ষস বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ।
শমন সমান বৈরি বীর হনুমান॥
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনুমানে বাখানে বিস্তর।
অন্তরীক্ষ পথে চলে বীর হনুমান।
যথা স্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন॥
হনুমান বলে আমি পবননন্দন।
অনেক গন্ধর্ব্ব গণে করিছি নিধন॥
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন্দ্র উঠ… ন।
সে ঔষধে সবাকার বাঁচামি প… ক্ষণ॥
দুই হাতে কচালে ঔষধ কহিছে … রণে।
জলে স্থলে গন্ধর্ব্ব উপরে তুলিয় …॥
উঠিয়া গন্ধর্ব্ব সব চাহি… …ন্দন।
খেদাড়িয়া হনুমানে মা… য়া ভর … হণ॥
লাফ দিয়া হনুমান উঠি … বসেন … মতে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত … সাহিত্য … মতে॥

…র্ণ পুরিয় প্রাণ
স … হু জ্ঞান

দূর্ব্বাদেবের মুনি…
…ন পাঠাইল তাহা…
…দা।

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী॥
কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আইল হনুমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান॥
বসেছেন বানর বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনুমান করি যোড়হাত॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবনকুমারে॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবননন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ॥
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধ গেলাম রাতারাতি॥
ঔষধ খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্ব দিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই॥

পর্ব্বত হইতে যেন্থ ভাস্করের ঠাঁই।
যোড়হাত করি স্তব করিনু গোসাঞি॥
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কল্যাণ পুত্র করহ বিশ্রাম॥
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পায় জীবন।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য নাহি শুনে দিনপতি।
মরিয়া এসেছি তেঁই না পোহায় রাতি॥
শ্রীরাম বলেন বাপু একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী না ঘুচে অন্ধকার॥
সূর্য্যের উদয় জন্য সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্কর উনি উঠুন আকাশে॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবননন্দন।
যতেক বানর করে চরণ বন্দন॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥
উদয় পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন॥
কপিগণ কহে ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান॥
শ্রীরাম বলেন ধন্য বাছা হনুমান।
তোমার প্রসাদে ভায়া পাইলেন প্রাণ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
যদি চাহ লহ করি আত্ম সমার্পণ॥
এমত কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানর বংশ মানে কপিগণ॥
বারমাসী ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল যত মনে আইসে॥
দিলেন দাড়িম্ব পক্ক বিদারিয়া সন্ধি।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্দি॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর।
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খর্জ্জুর॥
বড় আম্র জাল দিল খাইতে রসাল।
বিষত প্রমাণ কোষ দিলেন কাঁঠাল॥
নানা বর্ণ কল দিল শ্বেত কালো রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বহু ভোঙ্গা॥
ফুল ফল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে ফুল ফলের বোঝা॥
রাজপ্রসাদ বহু ফল পাইয়া হনুমান।
প্রাচীন বানরগণে কত দিল দান॥
বানর বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

মহীরাবণের পালা।

রাবণ গর্জ্জিবে কবে ভাবে কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
কহিবার শক্তি নাই কব ফিরে ফিরে।
এখন রাবণ আছে জীবিত শরীরে॥
রাবণ মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে॥
কোলাহল শুনে তবে রাজা দশানন।
মরিয়া মনুষ্য বেটা পাইল জীবন॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন দৈবি।
আনিলাম মজিল কনক লঙ্কাপুরী॥
মরিল সকল বীর শূন্য হৈল লঙ্কা।
আপনি বুঝিব আজি মরণের শঙ্কা॥
বন্ধু বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর।
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার॥
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া।
কারে পাঠাইব যুদ্ধে না পাই ভাবিয়া॥
ইন্দ্রজিত নাহি রণে যাবে কোনজনে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে॥
অতিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
এত দিনে পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে॥
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ গোচরে॥
সন্তানের স্নেহ বশে দুঃখিত অন্তরে।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে॥
তখন বলিনু বাপু না শুনিলি কাণে।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে॥
বিভীষণ ভাই তব ধর্ম্মশীল অতি।
এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে॥
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন॥
এক যুক্তি আছে বাপু কহি যে তোমারে।
দিগ্বিজয়ে গেলে যখন পাতাল ভিতরে॥

ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন।
মহীতে অর্জ্জিল নাম সে মহীরাবণ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্ব গুণধাম।
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান॥
বিষাদ হরিষ হৈল চিন্তার যোগে।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে॥
পাতালেতে আছে পুত্র মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন বৈরি॥
কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান।
অবাহত যারা জানে সর্ব্ব ঠাঁই যান॥
আছয়ে দুর্জ্জয় পুত্র পাতাল ভিতরে।
মারিতে দুর্জ্জয় বৈরি সেই জন পারে॥
পূর্ব্ব কথা আছে তাহা হইল স্মরণ।
বিপত্তে স্মরণ করো আসিব তখন॥
একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার কপাল উপর॥
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥
সকল পাতাল পুরী চিন্তে একে একে।
আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে॥
পৃথিবী গণিয়ে স্থির নাহি হয় চিত্তে।
কোন জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে॥
সাগরের উপরে কনক লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা লঙ্কা অধিকারী॥
অসময় পিতার জানিল সে কারণ।
তথির কারণে পিতা করিল স্মরণ॥
এতেক বলিয়া তবে স্থির করে মন।
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন॥
শনিবারের শব যেন সঙ্গে সজ্জি চায়।
ইন্দ্রজিতার মোসর হইতে মহী যায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মারিতে যম আনে দেখ ঘরে॥
যাত্রা সিদ্ধি করে মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
ঊর্দ্ধমুখে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহী দেখি মহারাজ ত্যজি সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণ বন্দন॥
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে।
যোড় কর করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥
কোন কার্য্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন প্রয়োজন॥
কান্দিয়া রাবণ কহে চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিল সকল॥
রাবণ বলে শুন বাপু দুঃখের কাহিনী।
সূর্পণখা তব পিসি আমার ভগিনী॥
মানুষ বেটা তাহার কাটিল নাক কাণ।
কেমনে সহিবে প্রাণে এত অপমান॥
মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাক কাণ কাটে কি কারণ॥
রাবণ বলে সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
হইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য সুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে বনচারী॥
চৌদ্দহাজার নিশাচর খর সে দূষণ।
দিয়াছিনু সূর্পণখার রক্ষার কারণ॥
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে।
গিয়াছিল সূর্পণখা পুষ্প অন্বেষণে॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে পাঠায় বনবাসে॥
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী।
সূর্পণখা সঙ্গে কহে বাক্য দুই চারি॥
পুষ্প লাগি রসাভাস নারী দুইজন।
কোপ করি নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ॥
এই অপমান কহে সে খর দূষণে।
সৈন্য লৈয়া যুদ্ধ গিয়া করিল দুজনে॥
করিয়া তুমুল দ্বন্দ্ব [illegible] সনে।
চৌদ্দহাজার রা[illegible] পড়ে শ্রীরামের বাণে
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুঃখে
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥
জিজ্ঞাসিলাম এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সূর্পণখা বলে রাজা নর এক বেটা॥
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে।
পরম সুন্দরী এক নারী তার সনে॥
সূর্পণখ মুখে শুনে এসকল কথা।
কোপে চরে আনিয়াছি রামের বনিতা॥
বনের বানর সব সহায় করিয়া।
সাগর বান্ধিল রাম রাম পাথর দিয়া॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিত বীরবাহু সবে রণে পড়ে॥

হৈল সামন্ত মেরে বর্ণ হৈল চূর্ণ ।
হৈল রণে মরেছেন ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ রাম জিনিতে না পারি ।
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু তোমারে স্মরি ॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী ।
সে মহীরাবণ কহে যোড় করে পাণি ॥
স্বর্ণপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে ।
পশ্চাতে ডাকিলে সব করিলা বিনাশে ॥
সাগরের পারে যখন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ ॥
মম ডরে দেব দানব সবে করে শঙ্কা ।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
আমার বাপের ঠাম না সহে সংসারে ।
নর বানরেতে এত অপমান করে ॥
মম ডরে দেবগণ যায় স্বর্গ ছাড়ি ।
বেঁধে আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি ॥
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি ।
মারে খাই সেই মারে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ ।
হেন মায়া করিব না জানে কোন জন ॥
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে ।
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে ॥
নর বানর ভুলাইব কত বড় কায ।
আর দুঃখ না ভাবিহ শুন মহারাজ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তব বৈরি দুই জনে ।
নরবলি দিব লয়ে পাতাল ভবনে ॥
রাম লক্ষ্মণেরে আর নাহি তব শঙ্কা ।
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
মহী যদি কহিলেক এতেক আশ্বাস ।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
রাবণ বলে পুত্র তুমি প্রাণের সমান ।
তোমা হৈতে হইবে আমার পরিত্রাণ ॥
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরি হবে ক্ষয় ।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্ব ত্রেতে জয় ॥
মহী বলে শুন পিতা লঙ্কার অধিকারী ।
স্থির হয়ে বৈস তুমি আমি মারি বৈরি ॥
দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে ।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে ॥
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ ।
নিশ্চিন্ত হইয়া কেন রয়েছে রাবণ ॥
ইন্দ্রজিত পড়িয়াছে বীর নাহি আর ।
কি মন্ত্রণা করে রাবণ দেখি একবার ।
প্রণমিয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ জাম্বুবানে ॥
পক্ষরূপ হইয়া চলিল বিভীষণে ॥
রাবণের অন্তঃপুরে গেল আনিমিষে ।
রাবণ সহিতে মহীরাবণেরে দেখে ॥
পিতা পুত্রে দুই জনে বসি একাসনে ।
যুক্তি করে দুই জনে হরষিত মনে ॥
মহীরাবণ দেখিয়ে চিন্তিত বিভীষণ ।
রামের নিকটে আইল [illegible] গমন ॥
বিভীষণ কহে আসি করে যোড়হাত ।
আর্দ্ধি বড় সঙ্কট দেখি হে রঘুনাথ ॥
রাবণের পুত্র এক মহীরাবণ ।
মায়াসাগর বেটা যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
মন্দোদরী গর্ভে সেই জন্মিল তনয় ।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয় ॥
পাতাল পুরেতে থাকে বাপের আদেশে ।
মহাবল পরাক্রম সব তার বাসে ॥
তাহার সংগ্রামে প্রভু কার নাহি রক্ষা ।
ত্রিভুবন বিজয়ী নকুল যার শিক্ষা ॥
মহাশক্তি ডাকিনী ছাওয়াল যেন হরে ।
সেইমত মহীমায়া করি চুরি করে ॥
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে লক্ষি ।
মহামায়া তার ঘরে সদা আছেন রক্ষি ॥
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে ।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে ॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে ।
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সত্বরে ॥
বুঝিয়া যুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান ।
মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ ॥
জাম্বুবান কহে শুন বীর হনুমান ।
বিপদে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥
বিভীষণের বচন কহহ অবগতি ।
কি রূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি ॥
হনুমান বলে শুন যত বীর জনে ।
চোরা বেটার বিনাশিব সারারাত্রি জেগে ।
মরিল সকল বীর মহী বেটা আছে ।
মহীরাবণ বলিয়া রাবণ রাখি দিছে ॥
এখন রাবণ বেটা জীতে সাধ করে ।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি ।
যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি ।
লেজের কুণ্ডলী গড় করিয়া নির্ম্মাণ ।
সকলে জাগিয়া থাক হয়ে সাবধান ।

রহিছ সকল কপি গড় আগুলিয়ে।
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়ে॥
বিভীষণ বলে শুন পবনতনয়।
প্রতীত তোমার বাক্যে করে সর্ব্বজন॥
যাবৎ এ কামরূপী প্রতীত না হয়।
তাবৎ আমার মনে না হয় প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার।
আজি রাত্রে উহারিতে ভরসা তোমার॥
হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্বুবান।
হনুমান বীর বড় কহিলে প্রমাণ॥
দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হানা।
তবেত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা॥
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি করে।
দেখিতে না পাইলে হনু কি করিবে তারে॥
অলক্ষিতে আসিবেক চুরি বিদ্যা জানে।
একত্তরে সবাই থাকহ জাগরণে॥
জাম্বুবান বলে তব অতুল বিক্রম।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম॥
এই বেলা হৈল সবে যুক্তি দৃঢ় করি।
বেলা অবসান হৈল আইল শর্ব্বরী॥
জাম্বুবানের কথা যদি হইল অবসান।
হেনকালে কর যুড়ি বলে হনুমান॥
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে।
সাবধানে থাকে যেন না পায় সন্ধানে॥
শ্রীরামেরে কহিলেন পবননন্দন।
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন॥
চক্র আচ্ছাদন যদি রহিল গগণে।
শূন্যেতে আসিতে পারে কাহার পরাণে॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল যাবার নিদান।
পাতালে রহুক গিয়ে হয়ে সাবধান॥
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে হব দ্বারী॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গড়িল বিচিত্র গড় পবননন্দন॥
প্রাচীর চৌতারা হইল অতি মনোহর।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর॥
সুগ্রীবের কোলে রাম কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে বসে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ।
তাহাতে সসৈন্য রাম করেন প্রবেশ॥
অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্ম্মাণ যে করি
বিভীষণ ভ্রমিছেন হইয়ে প্রহরি॥
সকল কটক মাঝে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছ পাথর হাতে বানর করে জাগরণ॥
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফিরে ঘনেঘন।
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগণ॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে।

মহীরাবণ কর্ত্তৃক মায়াযুদ্ধ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ হরণ।

পয়ার।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা।
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ॥
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন॥
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাট কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণ নন্দন।
মায়াতে ছলিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বিভীষণে দেখি তথা গড়ের বাহিরে।
কি রূপে যাইব আমি উহার গোচরে॥
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন।
মায়াতে হইল অজ রাজার নন্দন॥
দশরথ রূপে আসি [illegible] দরশন।
দশরথ বলে শুন [illegible] বনন্দন॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে করি দরশন॥
হনুমান বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ॥
হেনকালে বিভীষণ দিল দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ॥
হনু বলে শুনিলে ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ রাজা এসে ছিলেন এখন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা॥
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়।

ভক্ত হইয়া আইল হনুমান কাছে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী কহ কে বলে আটা।
দশরথ রাজার বাছা জানি বেটা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা কহি বচন।
এত শুনি কহিলেন পবন নন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর আছুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাটে সে মহীরাবণ॥
ভক্তরূপে লইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভক্ত আইল এইক্ষণ॥
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আইসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবন কুমার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মোরে দেখাও সত্বর॥
হনুমান বলে তোমা কহি বিবরণ।
ক্ষণেক থাকহ আগে আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া মহী ফিরেক না থাকে।
বিভীষণ যাইয়া আইল দূরে দেখে॥
বিভীষণে দেখে বুড়ী যায় গুঁড়ি গুঁড়ি।
তাহা দেখি হনু করে বড় কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
হইয়া জনক মহী দিল দরশন॥
জনক বলেন শুন পবননন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামতা হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গত নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি আমি বলে হনুমান।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হনুমানের বোল।
হনুমান সঙ্গেতে করিল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার।
পলায় জনক রাজা দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আইসে তব পিতা।
গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥
হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণ।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে॥
মহীরাবণ বলে শুন পবননন্দন।
তোমা সবা কত আরে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক হনু আসিবার দিশি।
রাম লক্ষ্মণের কাছে একবার যাবে আমি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম লক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কোলে আছেন দুই ভাই।
নারায়ণে নিদ্রাতে গেল কোন ঠাঁই॥
মহামায়া আরি ধুলা দিল উড়াইয়া।
রাম লক্ষ্মণে নিদ্রা যান অচেতন হৈয়া॥
অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
বৃক্ষ হৈতে খসে পড়ে বৃক্ষ আর পাথর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে নিদ্রায় অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় পাতাল ভুবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতরে লয়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে পিশাচ দানা অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ মনেতে॥
হোথায় গড়ের দ্বারে আইল বিভীষণ।
হনুমান জানে মাত্র পুছে মনে মন॥
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনুমান বলে তাকে গড়ের বাহিরে॥
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ।
এইমাত্র বাহিরেতে তুমি গেলে যে এখন॥
বাহির হইয়ে এলে কোন পথ দিয়ে।
তোমারে দেখিয়া সব স্থির নহে হিয়ে॥
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে।
রাবণের চর হয়ে আছ রাবণ স্থানে॥
রাবণের চর হয়ে আইস যাও নিতি।
কপট করিয়া রাম সঙ্গে কৈলে মিতি॥
মম ঠাঁই রাক্ষসা তোর নাহিক নিস্তার।
লোহার বাড়িতে সব যবের দুয়ার॥
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
মহার বসতি পাঠাইব যমপুরে॥
রাবণের দূত তুমি রামের নিকটে।
কি বলিস তোর বাক্য মোর বুক কাটে॥
বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে॥

গো-বধে আর ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয়॥
যত পাপ হয় ব্রহ্ম-বধ সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে॥
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধে গো-বধে রাক্ষসে কোথা ভয়॥
বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না করে কেন বল অনুচিত॥
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর॥
ইন্দ্রজিত যজ্ঞভঙ্গ সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে॥
কত রূপ ধরে আইল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পারে শেষে হৈল বিভীষণ॥
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ভয়।
মায়াতে কি নহি তোমা গড়ের ভিতর॥
লাজে হনুমান বীর করে হেটমাথা।
বিভীষণে ভৎর্সিলাম অনুচিত কথা॥
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি হৈনু বিপরীত।
বিভীষণে ভৎর্সিলাম নহেত উচিত॥
হনুমান বলে কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হনুমানের বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পড়িল মনে জানিল তখন॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন॥
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
দ্রুতগতি যায় দৌঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাকে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।
রাম লক্ষ্মণ না দেখিয়া আকুল পরাণ॥
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল উঠ বলে বিভীষণ॥
কটক ভিতরে শুনে হৈল মহাগোল।
বানর মণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা নাহিক সম্বিত।
কোথা গেল লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দিব তাহে ঝাঁপ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ॥
শিরে হাত কান্দে বালীসুত যুবরাজ।
বৃথায় শরীর আর জীবনে কি কাজ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল॥
জাম্বুবান বলে সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ শুন আমার বচন॥
ক্রন্দন সম্বর শুন বানরের রাজ।
যে মতে নিস্তার পাই চিন্ত সেই কাজ॥
অস্থির না হও কেহ বিপদ্ সময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার॥
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীব রাজন।
হনুমানে পাঠাও করিতে অন্বেষণ॥
হনুমান অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলেন যদি ব্রহ্মার কুমার।
কহিল সুগ্রীব রাজা এই যুক্তি সার॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণ করিতে হনুমানের পাতালপুরে গমন।

সুগ্রীব বলেন শুন পবনকুমার।
সীতার উদ্দেশ হৈলে সাগরের পার॥
তুমি রামের প্রিয়ভক্ত জানে সর্ব্বজন।
করে এসো শ্রীরাম লক্ষ্মণ অন্বেষণ॥
তোমারে ভুলায়ে [illegible] রাবণ কুমার।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিল তোমার॥
তব বুদ্ধি ভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে॥
সুগ্রীবের বাক্যে হনুমান মহাবল।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল॥
হনুমান বলে আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুজিব ত্রিভুবনে॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিব জলধি জলে এ দেহ পতন॥
এত বলি কান্দে হনু পবননন্দন।
কোথা পাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ অন্বেষণ॥
এই খানে থাক সবে একত্র হইয়া।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য ভ্রমিয়া

সুগ্রীব আবার কাছে হইয়া বিদায় ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায় ॥
যে পথে রাম লক্ষ্মণ হরেছে রাক্ষসে ।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ ।
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী যেমন কৈলাস ॥
প্রথমে দেখিলে বলি রাজার বসতি ।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী ॥
মহাতপোবন দেখে কত মুনি ঋষি ।
নাগিনী যক্ষিণী কত পরম রূপসী ॥
চতুর্ভুজ বিভুজ অশেষ রূপী লোক ।
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ শোক ॥
তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে ।
পরম সুন্দরী কত দেখে আশে পাশে ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থস্থান ।
সেথা রাম লক্ষ্মণের না পায় সন্ধান ॥
সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে ।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুজিল সব পুরি ।
রাক্ষসের পুরী যেন অমর নগরী ॥
ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতর ।
পাষাণে রচিত কত দীঘী সরোবর ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ।
অসংখ্য পুরুষ নারী পরম সুন্দর ॥
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বত প্রমাণ ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে চিন্তা করে পবন কুমার ।
এই পুরে আছে রাম লক্ষ্মণ আমার ॥
মরকট রূপে গেল বৃক্ষের উপর ।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘাট দীঘী সরোবর ॥
বহু লোক আসি তথা করে স্নানদান ।
বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহালিয়া দেখে ।
এমন বানর যে আইল কোথা থেকে ॥
এক জন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী ।
বানর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবি ॥
বৃদ্ধ বলে শুন সবে আমার বচন ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুন সর্ব্বজন ॥
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা ।
বিস্তর প্রকারে কৈল মহামায়ার পূজা ॥
বিস্তর করিল পূজা বহু উপবাস ।
অমর হইতে রাজার ছিল বড় আশ ॥

অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর ।
দেবী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর ॥
মহী বলে অন্য কিবা দেবতা গন্ধর্ব্ব ।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব ॥
সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ না হয় ।
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়া আশয় ॥
মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর ।
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর ॥
নর আর বানর এই দুই বাকী আছে ।
তপস্বীতে কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥
ভগবতী বলে ভয় কারে নাহি আর ।
নর বানরের হাতে সবংশে সংহার ॥
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ ।
নর বানর আইলে হবে রাজার মরণ ॥
বন্দি করি আনিয়াছে শিশু দুই নর ।
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥
এই কথা শুনে বৃদ্ধী কহে এক জনে ।
চারি দিকে চাহে পাছে অন্য কেহ শুনে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পবননন্দন ।
কোথা আছেন প্রভু হনু ভাবে মনে মন ॥
হেনকালে নারী সব নগর নিবাসী ।
জল লইবারে আসে কাকেতে কলসী ॥
এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরের দাসী ।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ড রোল ।
কেহ হাসে কেহ গায় মুখে কোলাহল ॥
মহানন্দে ভাসিতেছে দ্বিজগণ সব ।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব ॥
বৃদ্ধানারী বলে শুন যতেক রূপসী ।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি ॥
কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয় ।
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয় ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি ।
মহামায়ার কাছে আজি হবে নরবলি ॥
আনিয়াছে শিশু দুটি পরম সুন্দর ।
না দেখি এমন রূপ অবনি ভিতর ॥
কোন অভাগির পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ ।
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান ॥
বন্দি করে রাখিয়াছে সঙ্গোপন ঘরে ।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥
এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে ।
হনুমান শুনিলেন বৃক্ষপরে বৈসে ॥

মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি ।
এইখানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছে বন্দি ॥
মহীকে পুলক বীর পবন কুমার ।
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয় ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল পাতাল আড়াপুরে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা বন্দি আছে ঘরে ॥
দোহাকার চৌকিদার বড় ভিতর বাহিরে ।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে ॥
চারিদিকে নিশাচর জাগে অনুক্ষণ ।
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
মক্ষিরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে ।
শরীর ধারণ করে দোঁহে নমস্কারে ॥
আচম্বিতে হনুমান দিলা দোঁহায় বাথা ।
নিদ্রা ভাঙ্গি শ্রীরাম লক্ষ্মণ কন কথা ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবননন্দন ।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা কোথা বিভীষণ ॥
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিত্তে ।
মহীরাবণ হরিয়া এনেছে পাতালেতে ॥
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
প্রবোধ করিয়া বলে পবননন্দন ॥
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা ।
মহামায়া পূজা হবে বাজিল বাজনা ॥
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর ।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর ॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধে মনোহর ।
সাজাইয়া লয়ে যায় মহামায়ার ঘর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবননন্দন ।
বিপাকে পড়িছি হেথা হইবে কেমন ॥
নাহি সৈন্য সেনাপতি নাহি ধনুঃশর ।
কেমনে রাক্ষস হাতে পাইব নিস্তার ॥
যোড় হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে ।
রাক্ষস মারিতে প্রভু কোন দায় লাগে ॥
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত তব শ্রীচরণে দাস ।
বৃক্ষ পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ ॥
রাবণ রাক্ষস বংশ যেখানে যে থাকে ।
তোমার প্রসাদে মারিব একে একে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে বহু দেব ঋষি ।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস দুষ্ট হইবে সংহার ।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তুমি অবতার ॥
অলক্ষিত মায়া তব কোন জন জানে ।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে ॥
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা ।
প্রীতি বাক্যে কব গিয়া যুক্তিমত কথা ॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত ।
সাগরে ডুবায় লয়ে মন্দির সহিত ॥
মনোনীত বুঝে আসি মহেশ তাহায় ।
রাম বলে কতক্ষণে আসিবে আবার ॥
হনুমান বলে এক তিল ছাড়া নই ।
কি বলেন কাত্যায়নী কথা দুই কই ॥
এত বলি হনুমান হইল বিদায় ।
মহামায়া মন্দিরেতে অবিলম্বে যায় ॥
মক্ষিরূপে কহিলেন যোগমায়ার কানে ।
মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দুই পরে ।
আপনি কি আজ্ঞা এই করেছ মহীরে ।
সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে ।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে ॥
রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস ।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস ॥
মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে ।
পবিত্র হইল পুরী রাম আগমনে ॥
অশেষ পাপের পাপী সে মহীরাবণ ।
দেব দ্বিজ ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম অবতার ।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ॥
মহী বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান ।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান ॥
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম ।
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥
রাম কহিবেন শু[illegible]হে মহীরাবণ ।
দেখাইয়া দে[illegible]খি প্রণাম কেমন ॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে ।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে ॥
হেট মুণ্ড পড়ে মহী প্রণাম করিবে ।
তুমি লয়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে ।
দেবী বলিলেন বাছা এই যুক্তি সার ।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার ॥
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি
শিব রাম অভেদ কহেন শূলপাণি ॥
অনাথের নাথ রাম জগতের সার ।
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎ সংসার
যোগে যোগাধ্যায় রাম কাজে মহাকা
রাম আগমনে ধন্য হইল পাতাল ॥

মূঢ় বুদ্ধে মহী চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষ হবে যাহা জানি তা সকলি॥
দেবী প্রণাম করি হনুমান গেল।
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল॥
যেথানেতে বন্দি আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
কহিল দেবীর কথা দুজনার কাণে॥
উপায় কহিলা দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেবী আরাধনা॥
যখন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে॥
মক্ষিরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবেক মহীরাবণ দেবীরে পূজিতে॥
প্রণাম করিতে কবে সমাপিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা॥
কি রূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি॥
প্রণাম করিবে রাজা দেবী বিদ্যমান।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান॥
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব বেটার করিয়া সংগ্রাম॥
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলাব ছিড়িয়া।
বাহির মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া॥
হনুমান বচনে হাসিল দুই ভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই॥
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিলা গমন॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
দুইজনে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে॥
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে॥
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনু দেখে শুনে॥
নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণে॥

মহীরাবণ বধ

পয়ার।

করযোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রাম লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি॥
মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে দুই ভাই।
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা দেবের বচন।
হাসিয়া বলেন শুন শুন দেবগণ॥
শত্রুধনু নামে ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্য গান॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে।
তাহারে বড়ই তুষ্ট হৈল নারায়ণে॥
বিষ্ণু সন্নিধানে সেই নাচে অহর্নিশি।
ধীতাপূর্ণি দেখিয়া সকলে হৈল হাসি॥
মুনিগণ দেখিয়া সক্রোধে কহে তায়।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল জ্ঞান ভয়॥
মুনি কহে তোরে দেখি মন্দ উপাদান।
অধম শরীর তব হইবে নিদান॥
পাপী হয়ে জন্ম নিয়া রাক্ষসের কুলে।
থাকিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে॥
শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে নিরন্তর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর॥
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা পাদে চিনি।
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি॥
কৃপা কর যদি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু এ পাপীর শাপ বিমোচন॥
শত্রুধনু বচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন উত্তর॥
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষস প্রধান॥
তপ করে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে॥
দুরন্ত রাক্ষস বংশ করিতে সংহার।
মনুষ্য রূপেতে বিষ্ণু হবেন অবতার॥
সেই রাম লক্ষ্মণেরে লয়ে যাবে ঘরে।
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে॥
মুণ্ড কাটা যাবে তোমার হনুমান হাতে।
শাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে॥
হনুমান হাতে হবে শাপ বিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই হৈল মহীরাবণ পাতাল ভুবনে॥
মুনির বচন কভু নহেত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে যান মহীর মরণ॥
যতেক দেবতাগণ রহে শূন্যপথে।
মহামায়া পূজে বীর হরিষ মনেতে॥

রাশি রাশি উপকরণ দিয়ে রাজা পুজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানাবাদ্য বাজে॥
অর্চ্চনা করিল রাজা অষ্টাঙ্গ ধরণীম।
প্রণাম করিতে মহী কৈল অধিষ্ঠান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে দেখাহ আপনি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারী।
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি॥
দণ্ডবৎ পড়ে রাজা দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে॥
দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান।
লাফ দিয়া মহীকে করিল দুইখান॥
প্রতিমারূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে পলায় তরাসে॥
মুক্ত করিলেন হনূ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হনূর প্রতাপেতে হাসেন দুইজন॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনূমানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম অবতার।
সেবক হইতে রামের হইল নিস্তার॥
মুনিশাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্ব রূপেতে গেল অমর ভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

অহীরাবণ বধ।

মহীরাবণ মৈল বলি যত নিশাচর।
যাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর॥
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে।
কপালে যে লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে॥
আচম্বিতে রাজা লয়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ॥
রাজার মরণ শুনে রাণী জ্বলে কোপে।
আলু থালু বেশভূষা অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল আমার রাজা মহামায়া হতে॥
দেবীর সহায় হয় বানর আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর বানরের প্রাণ লব শেষকালে॥
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি॥
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য গণন।
হনূর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান॥
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি।
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহাভয়ঙ্করে॥
অষ্টগোটা বাহু তার চারি গোটা মুণ্ড।
বিকট মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড॥
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত বিক্রম।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনূমান সনে।
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হনূমানে॥
গর্ভের রুধির পঙ্ক ব্যাপিত শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান।
তাহার বিক্রম দেখি হাসে হনূমান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনূমান বলে বেটার বড়ই সাহস॥
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোররণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহীরাবণ॥
আথালি পাথালি হানে হনূমানের বুকে
কিছু নাহি বলে হনূ সম্বরিয়া থাকে॥
হনূমান বলে বেটার আস্পর্দ্ধা দেখি অতি
এখনি পাঠাব তোর বাপের সংহতি॥
মারিবারে হনূমান ধায় উভরড়ে।
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে
হেনকালে হনূমান চিন্তিল উপায়।
পবন স্মরণে রণে ঝড় বয়ে যায়॥
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায়।
সাপটিয়া ধরে হনূ আর কোথা যায়॥
দুই পদে ধরে তারে ফেলে লয়ে দূর।
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর॥
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবননন্দন॥
পাতালবাসী মুনি ঋষি হৈল আনন্দিত
ভয় দূরে গেল সবে হৈল হরষিত॥
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান।
হনূমানে সকলেতে করিয়া কল্যাণ॥

শঙ্করে বন্দিয়া যাত্রা কৈল তিন জন।
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলে সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর॥
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার॥
হইয়া হরিষযুক্ত চলে তিন জন।
আগে রাম পাছে হনূ মধ্যেতে লক্ষ্মণ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিয়া তিন জন।
আপন কটকে গিয়া দিল দরশন॥
রাম লক্ষ্মণ পাইয়া সুগ্রীব বিভীষণ।
জাম্বুবানে কোল দিল এই তিন জন॥
হনূর প্রশংসা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হনুমানে কোল দিল সুগ্রীব বিভীষণ॥
জাম্ববান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনূমান বলে যত কপিগণ॥
দুই প্রহর আকাশে যখন দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে তখন ভল্লুক বানর॥
চারি দ্বার চাপিয়া বানরে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনিল দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন॥
রামায়ণ গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সেই জন শুনে তার পূরে অভিলাষ॥

রাবণের তৃতীয় দিবস
যুদ্ধে গমন।
পয়ার।

স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমান শোকে মগ্ন রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ আভরণ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছল ছল।
কোপ মনে যুঝিতে চলিল রণস্থল॥
আপনি করিছে সাজ লঙ্কার অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে মদন উত্তরি॥
দশমুণ্ডে রতন মুকুট সারি সারি।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তুরী॥
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল॥
কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ চলে রণমুখে।
দশহাজার রাণী এসে ধরে চারিদিকে॥
কেহ ধরে আগে পাছে কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চায় লঙ্কেশ্বর॥
না থাকে রাবণ রাজা কার উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে॥
মন্দোদরী বলে শুন লঙ্কা অধিপতি।
বুদ্ধিমন্ত হয়ে কেন দুষ্ট কৈল মতি॥
পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর।
বিশ্রবা মুনির পুত্র পরম সুধীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পবান তোমারে দেখিলে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি লঙ্কার অধিকারী।
আমি কি বুঝাব তোমায় হীন বুদ্ধি নারী॥
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার।
স্থির হয়ে দাণ্ডাইয়ে শুন একবার॥
মুনিগণ কহে যেন শাস্ত্রের বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত॥
বিপত্তো সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম কুশলে॥
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন যুগে দেখিয়াছ এমন অদ্ভুত॥
কোন কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর॥
অপরূপ এমন দেখেছ কোন দেশে।
পাষাণ মানুষী হয় চরণ পরশে॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার।
সীতা দিয়ে কেন যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর॥
দশানন বলে সীতা দিতে পারি দিয়ে।
হাসিবেক বিভীষণ সবে দাণ্ডাইয়ে॥
হাসিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে ডরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ॥
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি।
মানুষ হইয়ে গৃহে বসাবে প্রেয়সী॥
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন॥
মন্দোদরী বলে আমি ত না বলে হীন।
বল বুদ্ধি পরাক্রমে পাসরে প্রবীণ॥
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ॥
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন॥
সদ্গুণে সেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন বধিতে তোমারে॥

লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোককাননে ॥
যে জন পালন কর্ত্তা সেই জন মারে।
অভাগা তোমার মত নাহিক সংসারে ॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা অধিকারী।
সামান্য যে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী ॥
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি ॥
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে।
বিনা আর্চ্চনাতে পড়ে আছেন দুয়ারে ॥
নীরাহারে অনাহারে জপে কত জন।
মৃত্যুকালে দেখা নাহি পায় সেই জন ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পায় মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি ॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্য যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য যাইতে কাছে ॥
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবন মরণে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি ॥
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে ॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিম্বা মারি।
ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাহ মন্দোদরী ॥
মরণ নিকট যার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরীর চক্ষে জল করে ছল ছল ॥
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর ॥
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ যোগায় তখন ॥
কনক রচিত রথ সুগঠন চাকা।
উপরেতে শোভা পায় ধ্বজের পতাকা ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর ॥
দশানন বলে অস্ত্রধারী যত জনে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে ॥
মহীরাবণ পড়িল বংশের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥

যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝি বারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥
হস্তে ধনু [illegible] ভ্রমিছেন রণস্থলে।
লঙ্ক [illegible]লপাড় বানরের কোলাহলে
কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে
ভুবন বিজয়ী ধনুর্ব্বাণ করি হাতে ॥
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে।
কনকে রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
হেন রথে উঠে যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
রথোপরে রাবণ যুঝে রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে ॥
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর ॥
স্বর্গ হৈতে আইল রথ পড়িছে বিদ্যু[illegible]
রথে হৈতে মাথা মোড়ায় সারথি মা[illegible]
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ টোপর ॥
রাবণ মারিয়া প্রভু দেবের কর হিত
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ রামায়ণ গীত ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত মন ॥
কোথাকার রথ খান কাহার মাতুলি
রাবণ প্রেরিত রথ মায়ার পুতলি ॥
রামেরে জিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ
রথে তুলি কোথা লবে করিয়া প্রবন্ধ
রথ দেখি রাম সৈন্য ভাবে মনেমন।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন ॥

শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধারম্ভ।

ইন্দ্ররথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে।
চিন্তিত রাবণ রাজা ঢুটে আইসে র[illegible]
রথের সারথি রাম কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ।
চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান
মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিত ভাই কুম্ভকর্ণ
এখনি দেবতা বেটার করিতাম চূর্ণ

এত দিন করে সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখে হৈল শত্রু অনুগত॥
বৈরিরে পাঠায় রথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপ দৃষ্টে চান স্বর্গপানে॥
কোপ মনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুবল যতেক অমর॥
এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচে এ জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥
কোপ সম্বরিয়া রাবণ বসি মনোদুঃখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার॥
সর্পবাণ দেখি রামের লাগিল তরাস।
আর বার এড়িল বন্ধন নাগপাশ॥
নাগপাশ নিবারণের জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে।
রাবণের সর্পবাণ ধরি ধরি গিলে॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল ঘূর্ণিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণ বরিষয়ে বিন্ধে ইন্দ্রের মাতুলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে লালি॥
কোপেতে রাবণ বজ্র জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে॥
জাঠা গাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়া রামের তরে করিছে উত্তর॥
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি রাম ধরে ধনুর্ব্বাণ॥
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠা গাছ এড়ে।
যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে॥
বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ সব জ্বলে।
আলো করে আইসে জাঠা গগনমণ্ডলে॥
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে॥
বাণ পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেগে।
মাতলি কহিছে তখন শ্রীরামের আগে॥
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার বিজয়।
সেই বাণ মার প্রভু জাঠা হবে ক্ষয়॥
এড়িলেন শেলপাট মাতলির বোলে।
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে॥
জাঠা গাছ কাটি গেল কম্পিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণে ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর॥
কাতর হইয়া রাম ধনুকে দিল টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈল খান খান॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ে রাবণের তরে॥
সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ।
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে [illegible]হি লাজ॥
সীতা যদি আনিতে আমা[illegible] বিদ্যমানে।
সেই দিন পাঠাইতাম যমের সদনে॥
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
দেখদেখি আজি পাঠাইব যমপুরী॥
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকী।
পড়িলি আমার হাতে কার সাধ্য রাখি॥
গালি দিয়া শ্রীরামের মন বেড়ে আইসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে॥
বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারি ভিতে।
চারিদিকে মারে রাবণ না পারে সহিতে॥
আয়ুশেষ হেরে রাবণ ছুটে আইসে বলে।
চারি দিকে রামরূপ রাবণ দেখালে॥
বজ্র অস্ত্র মারেন রাম রাবণ উপর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
হাত পা আছাড়ে রাবণ করে ধড়ফড়।
রথ লয়ে সারথি উঠিয়া দিল রড়॥
কত দূর গিয়ে রাবণ হইল চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিত নয়ন॥
বৈরি সনে রণ আমি করি রণস্থলে।
রথ লয়ে পলাইয়ে আইলি কার বোলে॥
রণে ত্রুটি দেখি বেটা হইলি কাতর।
অল্পজ্ঞান হৈলি বেটা বুকে নাহি ডর॥
রাম সনে যুদ্ধি করে আছ মম স্থানে।
ভঙ্গ দিয়া আইস বেটা ভয় নাহি মনে॥
ভয়েতে সারথি কহে যোড় করি হাত।
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব বিষম সংগ্রাম।
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কালঘাম॥
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি।
সারথির ধর্ম্ম এই শুন নরপতি॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইনু অন্তর।
অবিচারে কেন মোরে কহ কটুত্তর॥

হিত চিন্তা করিতে হইল বিপরীত।
আমারে দিতেছ দোষ নহেত উচিত॥
কোপ না করিহ রাজা না কহিও বাড়া।
এত বলি চালাইয়া দিল অষ্ট ঘোড়া॥
কোপমনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সমুখ॥
রাম বলেন মাতলি হে হও সাবধান।
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান॥
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার।
মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার॥
ইন্দ্রের সারথি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ।
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত গমন॥
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি।
দুই জনে বাণ বৃষ্টি প্রাণের শকতি॥
দুই রথে পতাকা হইল ঠেকাঠেকি।
অগ্নিময় বাণ মারে দুজন ধানুকী॥
অসুরে ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ।
রামের হউক জয় কহে দেবগণ॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিল সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ্ণবাণ॥
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি সে বাণ রাবণ অঙ্গে ফুটে॥
রক্তবর্ণ গদা রাবণ এড়ে পুনর্ব্বার।
পিশাচ অস্ত্রেতে রাম করিল সংহার॥
শিবমন্ত্র পড়ি রাবণ শিবশূল এড়ে।
শঙ্কর বাণেতে রাম শূল কাটি পাড়ে॥
ক্রোধে জ্বলে দুই আঁখি যেমন দেউটি।
রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি॥
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
সূর্য্যতেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে।
বিপরীত শব্দে আইসে রামের সম্মুখে॥
জাঠা গাছ দেখি রাম হইল বিস্ময়।
ধনুকে টঙ্কার দেন রাম মহাশয়॥
আগ্নেয়াস্ত্রে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে।
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হয়ে উড়ে॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আইসে।
ত্রাসেতে পর্ব্বত বাণ শ্রীরাম বরিষে॥
পবন বেগেতে জাঠা আইসে শীঘ্রগতি।
[illegible] ডাকে তবে মাতলি সারথি॥
ইন্দ্র পাঠায়েছেন দেখহ শেল পাটে।
ঝাট ছাড় সেই শেল জাঠা পাড় কেটে॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে।
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে॥
জাঠা গাছ কাটা গেল রাবণের ত্রাস।
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ॥
জাঠা ব্যর্থ দেখে রাবণ যুড়ে নাগপাশ।
সহস্র সহস্র ফণি দেখে লাগে ত্রাস॥
পূর্ব্বে রাম পড়িয়া ছিলেন নাগপাশে।
সেই বাণ দেখি রাম কাঁপিলেন ত্রাসে॥
শ্রীরাম গরুড় অস্ত্র এড়ে বাহুবলে।
রাবণের নাগগণে ধরে ধরে গিলে॥
ব্যর্থ গেল নাগপাশ দেখে দশানন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সপ্তধারে বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটি।
অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটি॥
ক্রোধে করে দুজনাতে বাণ বরিষণ।
লেখা জোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন॥
চক্ষু মুদি ধনুক টঙ্কারে দুই জনে।
অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে॥
সূর্য্য আদি [illegible] কাঁপে রসাতল।
শূন্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল॥
ঘন ঘন উল্কাপাত তারাগণ খসে।
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে॥
শ্রীচরণ ভরে লঙ্কা করে টলমল।
সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে [illegible] মনে গণি
ধনুকের টঙ্কার [illegible] ধ্বনি॥
বোধ হইল [illegible] সূর্য্য [illegible] আগমন।
দিবা রাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ।
সপ্ত দিন নাহি দেখি [illegible] আছে কোথ
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায়॥
নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া [illegible]॥
শরভঙ্গ দ্বিবিধ পলায় উত্তরা[illegible]
পনস কেশরী ছোটে ফিরি[illegible] চা
আপন কটকে কপি পলায় [illegible]
দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার
আছাড়ে ফেলিল হাতে ছিল [illegible]
ঊর্দ্ধমুখে সসৈন্যেতে পলায় গবাক্ষ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ক্রোধে শমন সমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে যেন ঝম ঝম বাণ

হতে নিশাচর পলায় ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
আশীকোটি জম্বুকে পলায় জাম্বুবান॥
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি লেখা জোখা।
দোঁহার অঙ্গের মাংস হৈল চাকা চাকা॥
স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে পাতালেতে বলি।
বাণের আগুনে দীপ্ত করে রণস্থলী॥
শ্রীরাম এড়িল বাণ তারা হেন ছোটে।
রাবণের অঙ্গেতে কণ্টক যেন ফুটে॥
মারিলেন অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনি।
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানি॥
শ্রীরাম মারেন বাণ মাথে বেড়াপাক।
রণস্থলে ফিরে যেন কুম্ভারের চাক॥
অজ্ঞনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ।
বাণ খেয়ে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ॥
বজ্রাঘাত সমান রামের বাণ বায়।
নিস্তেজ হইল রাবণ সেই বাণ ঘায়॥
অঙ্গের ভূষণ গেল মাথার মুকুটে।
রক্ত মাংস নাহি গায়ে অস্থিভেদি ফুটে॥
অস্থি বিন্ধে রঘুনাথ করিল জর্জ্জর।
তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম ভিতর॥
বিভীষণ বলে রাম ধর্ম্মঅস্ত্র এড়।
রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড়॥
বক্ষ পাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত।
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িল নিশ্চিত॥
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু অবতার।
জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার॥
সকল জীবন মম যদি রাম মারে।
রামের সম্মুখে যদি ত্যজি কলেবরে॥
জনম সফল হবে যাব স্বর্গবাস।
শ্রীরামের মুখ দেখি রাবণের হাস॥
রাবণ বলে প্রতিবাক্য না কব রামেরে।
দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে॥
রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার।
আজিকার রণে তোরে করিব সংহার॥
খর দূষণ নহি আমি লঙ্কার রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন।
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছিস এখন॥
আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে॥
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে।
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম ভিতরে॥

এড়েন শঙ্কর বাণ রাম রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাবণ হইল কাতর॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল যুড়িলেক কোপে॥
শূল ফুটে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া করেন বাণ বরিষণ॥
সহস্রাক্ষ বাণ রামের চলে ঊর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ।
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কাল চক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমললোচন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাবল।
রাবণের বুকে বিন্ধে প্রবেশে পাতাল॥
পাশুপাত বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন প্রভুর নন্দন॥
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড়হাতে করে স্তব রাজা দশানন॥
হাতের ধনুক রাম ফেলে ভূমিতলে।
যোড় করে স্তব করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি জগতের গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
নিরাকার সাকার সকল রূপে তুমি।
তোমার মহিমা [illegible] জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তোত্র জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর॥
তুমি হে অসাধ্য সাধ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সবংশে বিনাশন॥
আগুতোষ চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা নন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়াময়।
যুড়ি হস্ত যুড়ি রাজা এক দৃষ্টে চায়॥
যুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
শ্রীরাম বলেন সীতার না হইল উদ্ধার॥
কার্য্য নাই রাজ্যপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে॥

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না লইবে আর॥
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজিল হাতের ধনুঃশর॥
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে॥
স্তবে তুষ্ট হৈল যদি কমললোচন।
তবেত মজিল সৃষ্টি না মৈল রাবণ॥
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী॥
দেবগণ বলে মাতা করি নিবেদন।
প্রমাদ পড়িল বড় না মৈল রাবণ॥
রামেরে করিল স্তব দুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিলা সমর॥
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর॥
এত শুনি বাগ্বাণী চলিল সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর॥
ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি।
প্রাণের ডরেতে তোমা নাহি করি স্তুতি॥
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর॥
শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখন পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত শুনি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর॥
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম [illegible]ণে।
বাণেং কাটাকাটি উঠিল গ[illegible]নে॥
সিংহে সিংহে পর্ব্বতে যেমন বাজে রণ।
সেই রূপ যুদ্ধ বাজে শ্রীরাম রাবণ॥
পঞ্চবাণ যোড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সেই বাণ কাটে রাবণ অগ্নিমুখ বাণে॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র বায়॥
হেনকালে যুক্তি দিলা রাক্ষস বিভীষণ।
ব্রহ্মকবচ কাটি পাড় মরুক রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম অস্ত্র হানে।
কবচ কাটিয়া পড়ে শ্রীরামের বাণে॥
ব্রহ্মকবচ রঘুনাথ তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণ।
কি করিতে পার রাম মনুষ্য পরাণ॥

রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
অবশ্য রাবণ তোরে করিব বিনাশ॥
যত বাণ মারে তবু না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ॥
সন্ধান পুরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে॥
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
আর মা[illegible]ই খানে উঠে ততক্ষণ॥
আরবা[illegible]ঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
দুই মাথা কাটিয়া পাড়িল সেইখানে॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা।
দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা॥
আরবার রঘুনাথ এড়ে ব্রহ্মজাল।
তিন মাথা কাটি বাণ সন্ধায় পাতাল॥
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণে।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণে॥
আরবার সন্ধান পুরিয়া রঘুবীর।
ঐষিক বাণেতে তার কাটিলেন শির॥
চারি মাথা কাটা গেল অতি চমৎকার।
ব্রহ্মবরে [illegible]রি মাথা উঠে আরবার॥
মাথা কা[illegible]ল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মঅস্ত্রে [illegible]াথা কাটেন সত্বর॥
পাঁচ মাথা ক[illegible] রাম মনে আনন্দিত।
আর পাঁচ মা[illegible]খন উঠে আচম্বিত।
আরবার রামচ[illegible] এড়ি যমদণ্ড।
মুকুট সহিত [illegible] ছয় গোটা মুণ্ড॥
মাথা কাটা [illegible] তবু রণে নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রা[illegible]ের ছয় মাথা উঠে॥
ধর্ম্মচক্র বা[illegible]ম যুড়েন ধনুকে।
সাত মাথা কাটিলেন সর্ব্বজন দেখে।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্ত মুণ্ড সেই খানে উঠে ততক্ষণ॥
সপ্তসার বাণে রাম অষ্ট মুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে॥
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে এক চাপে।
দশমাথা কাটা গেল দশমাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে॥
শ্রীরাম বলেন বেটা বড়ই দুর্ব্বার।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আরবার
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম পুরিয়া সন্ধান।
রাবণের মধ্য কাটি কৈল দুইখান॥

অর্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্মবরে অর্দ্ধ অঙ্গ অঙ্গে লাগে যোড়া॥
তবু নাহি পড়ে রাবণ বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ অবতার॥
রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর শরীর।
সম্বরিয়া আকর্ণ পূরেন রঘুবীর॥
শতবার কাটিলেন দশাননের মাথা।
কাটিবা মাত্রেতে উঠে তিলেক নাহি ব্যথা॥
না মরে কাটিলে মাথা যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥

মতান্তরে রাবণ অম্বিকার স্মরণ করেন।

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনুমান ক্রোধিত অন্তর॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কীল রাবণে মারিল॥
মারি খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধির বমন॥
চেতন পাইয়া কীল হনুমানে মারে।
রামনাম বলিয়া আপনি বীর সারে॥
এই রূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন শ্রীরাম॥
বাণে বাণে ছিন্ন দেহ হৈল দুজনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকার স্তব করে হইয়া কাতর॥
কোথা মা তারিণী তারা হও গো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর ঘোর অসময়॥
পতিতপাবনী পাপহারিণী কালিকে।
দীনজন জননী মা জগৎ পালিকে॥
করুণা নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে॥
আর কেহ নাহি মম ভরসা সংসারে।
অন্তর ত্যজিল তেঁই ডাকি মা তোমারে॥
তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি শ্রবণে।
তুমি শক্তি মুক্তি ভুক্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে॥
নাম গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন ভুবন।
রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণ॥
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক॥
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আদ্র হৈল হৈমবতী মন উচাটন॥

রাবণের স্তবে অভয়া তুষ্টা হইয়া অভয় দান দেন।

পয়ার।

স্তবে তুষ্ট হয়ে মাতা দিল দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি এসেন শঙ্কর॥
অসীতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় [illegible] তিমির নাশন॥
অলকা ঝলকা উক্ত কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামরূপে মীন সৌদামিনী বেশ॥
কর পদ নখে শশী অমল প্রকাশে।
বিম্বফল কলিত অধরে মন্দ হাসে॥
শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে।
হইল আহ্লাদ চিত্ত দেবী দরশনে॥
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়।
বলে দয়াময়ী বিনা সদয় কে হয়॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর॥
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ বরিষণ করে তরল তর্জ্জনে॥
আগুসারি যুদ্ধে আইল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥
বিস্ময় হইয়া রাম ফেলি ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিল তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান॥
বিভীষণ কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মাতা ঘটালে ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিত রাবণে আজি হয় বরাননে॥
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী কোলে রাজা দশানন॥

দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্ময় ।
এমত ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥
বিমর্ষ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে ।
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে ॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত ।
তবে আর কে করিবে দশাস্য নিপাত ॥
উপায় নাহিক হয় করিব কেমন ।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ ॥
এ সময়ে হৈমবতী কি করিলে আর ।
দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডীকার ॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন ।
উপায় করহ বিধি যে হয় এখন ॥
বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী আরাধনে ।
হইবে রাবণ বধ অকাল বোধনে ॥
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয় ।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা করিবারে যায় ॥

রাবণ বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক
বোধন ও ষষ্ঠ্যাদির
কল্পারম্ভ ।

রাবণ বধের জন্য বিধাতা তখন ।
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ ॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন ।
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন ॥
দেবগণ সহিত পূজিল মহামায় ।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায় ॥
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহার ।
জনকনন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার ॥
মিথ্যা পরিশ্রমে কৈনু সঞ্চয় বানর ।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর ॥
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার ।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশ মাত্র সার ॥
অনুপায় সকলি হইল এইবার ।
বিভীষণ কহেন কি হবে মিতা আর ॥
নয়নেতে বহে ধারা শুকাইল মুখ ।
তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক ॥
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর ।
আমা হৈতে না হইল উপায় ইহার ॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায় ।
ধূলাতে লোটায়ে ছিন্ন নীলোৎপল কায় ॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনূমান ।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান ॥
রোদন করিছে সবে ছাড়ি রা সমর ।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর ॥
ইন্দ্ররাজা বিধাতারে সবিনয়ে কয় ।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয় ॥

শ্রীরামচন্দ্রের আক্ষেপে দেবগণের পরামর্শ ।
মহামায়া পূজা নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক
বোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্প ।

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলুপা[ণি]
উপায় কেবল দেবী পূজা ।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুর[গণ]
বোধিয়ে শরতে দশভুজা ॥
পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সং[হার]
শুন সা[র] সহস্রলোচন । ·
শুনি ক[হে সুর]পতি, যাহ তুমি শীঘ্র[গতি]
জানাও শ্রীরামে বিবরণ ॥
প্রেমে পুলকিত চিত্ত, পদ্মযোনি আন[ন্দিত]
শ্রীরাম নিকটে উপনীত ॥
বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়[াময়]
রাবণ বধের যে বিহিত ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণ[মণি]
কহ বিধি কি উপায় করি ।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকি[লাম]
রক্ষিত রাবণ মহেশ্বরী ॥
বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর[]
তবে হবে রাবণ সংহার ।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহে[শ্বরী]
তরিবে হে এ দুঃখ পাথার ॥
শ্রীরাম কহেন তবে, কি রূপে পূজিতে[]
অনুক্রম কহ শুনি তার ।
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তেতে শু[নি]
শরত অকাল এ পূজার ॥
বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে [ে]
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর ।
সে দিন হয়েছে গত, প্রতিপদ আ[]
কল্পারম্ভে সুরত রাজার ॥
সে দিন নাহিক আর, পূজা হবে কি [এ]
শুক্লাষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে ।
কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি
অগ্রযোগ সব হৈল যাতে ॥
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দি[]
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন ।

রোষাক্ত না হবে তার, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্পতরু স্বরূপ রাজন॥
এই উপদেশ কয়, শুনে রাম সুখী হয়,
বিদায় হৈলেন নিজ বাস।
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা,
স্নান দান করিল শ্রীরাম।
বনপুষ্প কত তুলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈলা বিবিধ বিচার।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিল চণ্ডীপূজা সার।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।

পয়ার।

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত নাট করে জয় দেয় কপি সব॥
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়॥
সায়ংকালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাধিবাসন॥
আপনি গড়িলা রাম মূর্ত্তি মহামায়ী।
হইল সংগ্রামে তুষ্ট রাবণ বিজয়ী॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নববৃক্ষের বিলাস॥
এই রূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত॥
অসাধ্য সুসাধ্য তাহে নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনুমান॥
গত হৈল ষষ্ঠী নিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বিধিমতে পূজা রাম সমাপ্ত করিলা॥
শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত নাট চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ।
নৃত্য গীতে বিভাবরী হইল প্রভাত॥
নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্য গীত নানামতে নিশি জাগরণে॥

নবমীপূজা।

ত্রিপদী।

নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী
উদ্যোগ করিলা কত তুল।
বেদ বিধিমত যত, আনিলা সামগ্রী যত,
কপিগণে যোগাইছে ফুল॥
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী নবা,
পলাশ পাটুলী ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত, বনপুষ্প নানা মত,
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল।
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার দল,
আমলকী পত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর, কনক চম্পক সার,
কোকনদ সহস্রেক পাত।
অতসী অপরাজিত যাতে দুর্গা হরষিতা,
চম্পক চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা তুপাটি, জাতী যূথী আদি মাটি,
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর।
তুলসীর নিশি বাঞ্ছুলী, ভূমিচম্পক কেতকী,
গন্ধবক কৃষ্ণকেলী আর।
স্বর্ণ যূথিকা বান্ধলী, গৌর শিউলী আতুলী,
কুরুচি গোলাপ পুষ্প সার।
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাশে ভারে ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নবফলে।

নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা।

পয়ার।

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিকী ভাবেতে ভাব বিধান আচরি॥
তন্ত্র মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ॥
অর্চ্চনা করিল যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপনে।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করেন গ্রহণ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মাহেশ্বরী॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি বুঝি দয়া না হৈল দুর্গার॥

মন্ত্রণা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর না দেখি উপায়॥
নয়নে বহিছে বারি সশোক অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু বিতার কারণ॥
তুষিতে চণ্ডিরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই।
তুষ্ট হবেন ভগবতী শুনহ গোসাই॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম মিতা বিভীষণ॥
দেবের দুর্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধাতা দুষ্কর॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥
দাস আছে কেন চিন্তা কর প্রভু মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
একদণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল॥
বিভীষণ বলেন বীর হনুমান কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে॥
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
বীর কহে আমি দিব নাহিক সংশয়॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহে উদ্দেশেতে করিলা পয়ান॥

শ্রীরামচন্দ্র দেবীকে স্তব করেন।

পয়ার।

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে॥
দুর্গা দুঃখহরা তারা দুর্গতি নাশিনী।
দুর্গমে শরণী বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী॥
দুরারাধ্যা ধ্যানারাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরম প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিদা সাকারা॥
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিব বিড়ম্বিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী॥
শ্রীরূপাক্ষ শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥
সর্ব্বেশ্বরী বাঞ্ছাহরা কলুষ নাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল ভক বিনাশিনী॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর ঈশ্বরী॥
কিন্তু হৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম আশে।
রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে॥
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান।
তথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান॥
অষ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবন বেগেতে বীর করে আগমন॥
রামচন্দ্র নিকটে আসিয়া উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল॥
আনন্দিত হৈল রাম পায়ে নীলপদ্ম।
দেবীভাবে বিচিত্র করিল চিত্তসদ্ম॥
সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে প্রদান।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥

দেবীর এক পদ্ম হরণ করেন।

লঘু-ত্রিপদী।

পুলোকিত চিত্ত, বিধান রচিত,
মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল,
সঁপে [illegible] চরণে॥
করিলেন [illegible]ল, বুঝিতে সকল
দেবী হয় মনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তার
মাহেশ্বরী পরাৎপরা॥
ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব
রাম ভকত গোসাঞি।
শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্রযোগ
এক পদ্ম দিলে নাই॥
হইয়া বিস্মৃত, চিত্ত চমকিত
সঙ্কল্প ভঙ্গেতে ভয়।
হনুমানে কন, ত্রাস সমাতুর
একি পবন তনয়॥
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এত পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়
ঠেকিলাম ঘোর দায়॥

হেহে পুনর্ব্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনুমান কয়, শুন মহাশয়,
পদ্ম আছে যতন।
শুন হে গোসাঞি, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনবাসী।
হেন লয় চিত্তে, তোমারে ছলিতে,
পদ্ম হরিলা কালী।
আমার বিদ্যায়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণিয়া ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু ভ্রমে।
পবন নন্দন, কহিল তখন,
শুনিয়া বিস্ময় রাম।
আঁখি ছলছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দেন ত্রিলোক ধাম।
বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছে কতেক যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায়, এ হেতু আমায়,
অভয়ার বিড়ম্বনা।

পুনর্ব্বার শ্রীরামচন্দ্র কালিকার
প্রতি স্তুতি করেন।
লঘু-ত্রিপদী।
বসন্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বর ঈশ্বরজায়া।
অর্পণে অভয়া, অন্নপূর্ণা জায়া,
মাহেশ্বরী মহামায়া।
উগ্রচণ্ডা উগ্রে, আশুতোষী ধূমে,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজরাজেশ্বরী, রমা রণ করি,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
কান্তি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী।
সহস্র মহন্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে,
মাতঃ মহীষমর্দ্দিনী।
নিস্তার কারিণী, নরক বারিণী,
নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনী।
দৈত্য নিকৃন্তিনী, শিব সীমন্তিনী,
শৈলসুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি বন্দিনী, হুষ্ট নিকন্দিনী,
ত্রিনয়নের ঘরণী।
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি,
কালিকা করাল বেশী।
শিবে শবারূঢ়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী।
সর্ব্ব সুশোভিনী, ত্রৈলোক্য মোহিনী,
মস্তকে লোল রসনা।
দিক্-বিবসনা, সর্ব্ব শবাসনা,
বিদ্যা বিকট দশনা।
শারদা বরদা সুখদা মোক্ষদা,
অম্বিকা যোগিনী শ্যামা।
মৃগেশ বাহিনী, মহেশ ভামিনী,
সুরেশবন্দিনী বামা।
কামাক্ষ্যা কাত্যায়নী, রমা রুদ্রাণী,
মহারমা কান্তারিণী।
শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ট নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।
হের মা পার্ব্বতী, আমি দিন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্র জল,
ভয়ে ভীত জড়সড়।
বিপদে আমায়, না হয় তোমায়,
বিড়ম্বনা করা আর।
কৃত্তিবাসে দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার।

শ্রীরামের দেবী প্রতি
স্তুতি বাক্য।

কাতরে কহেন রাম দেবী পদতলে।
আর্দ্রচিত্ত দেহ্যাদি ভাসে অশ্রুজলে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম স্তুতিবাক্য কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়।
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ ভেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগৎ আহ্লাদিনী।
তুমি কর্ম্ম তুমি মূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি কীর্ত্তি বুদ্ধি দয়া লজ্জা নিবারণ।
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব আদ্যা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারাসক্তি।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্ত স্বর্গ সুরভূমি।

সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপন সম্পদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুরত॥
কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুং নপুংসক তুমি জীব মহায়িনী॥
ঘোরমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিলে আমারে শোকজলে॥
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রয়োজক প্রয়োজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বাধারা ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ভায়বাজী প্রায়।
তোমার এ নাটখেলা পুত্তলিকা প্রায়॥
কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তায়।
কেহ গজবাজী কেহ গজ রক্ষাকায়॥
কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্পদিনে পাত।
কার শিরে ছত্র কার শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী কেহ কষ্টে রয়॥
কারে স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কার অন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ যোগী কেহ রাগী কেহ বলান্বিত।
কেহ সাধু কেহ চোর ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥
এইরূপ সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনে দুঃখ তাপ স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখী দিওনা মা নিবারি তোমায়॥
সুখভাগ অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না নিবারি॥
নিবেদন করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইব কোথায়॥
বলে অবসর আমি মা জান তা কর।
কৃত্তিবাস কহে শীর্ণ জীর্ণ কলেবর॥

শ্রীরামের দেবী প্রতি
নিবেদন।
পয়ার।

জন্মাবধি দুঃখ মম কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দেও দয়া না হয় তোমার॥
ক্লেশে অবসাদ তনু শুন গো তারিণী।
দয়াকর দয়াময়ী শঙ্করমোহিনী॥
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে।
রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলা কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণ দ্বারাতে শেষে জানকী হরিলে॥
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলারকে সেতু বান্ধি সমুদ্র তরণে॥
সীতার উদ্ধারে তারঃ হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষে আছে লঙ্কেশ্বর॥
কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকাল বোধনে।
তবু কৃপা না হইল মম আরাধনে॥
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু মনন॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে হররাণী তার সঙ্কল্প নলিনী॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজনে।
হের মা নয়ন কোণে মানস পূরণে॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিফল॥
এই রূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপিহ তারা তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইল অস্থির।
বক্ষ মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর॥
লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান॥
শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার॥
যাও মিতা সুগ্রীব সগণ লয়ে যাও।
মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছা মুখ চাও
বিভীষণে রাজা দিব অযোধ্যা ভুবনে।
রাখিব যতনে তারে সত্যের পালনে
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতরে।
এতবলি কান্দে রাম সশোক অন্তরে।
আকুল দেখিয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস রচিলেন মধুর ভাষায়॥

শ্রীরামের দেবীর নিকট
বর যাচ্ঞা।
পয়ার।

রাঘবে কাতর দেখি কহে হনুমান
কেন এত ব্যাকুলতা কর ভগবান॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিব রাবণে সীতা করিব উদ্ধার॥

এই রূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
তা শুনে কাহার কথা করেন রোদন॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন কি বল মম সকলি নৈরাশ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীলকমলাক্ষি মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
যুগল নয়ন মম ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিবে সকল॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে॥
আর কিবা দেখ ভাই কহি কি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে॥
এত বলি তূণে হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে বাম চক্ষু করিতে প্রদান॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল শোক দেখিয়া রোদন॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিল সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর কি কর প্রভু জগত গোসাই।
পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কার্য্য নাই॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন॥
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন করা মত নয়॥
পুত্র প্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মম পক্ষে দীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায়॥
ঠেকিছি বিষম দায় জানকী উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ সংহারে॥
যা করিলে সেই ভাল বারেক ফিরে চাও।
পরে অকস্মাৎ মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও॥
ভরসা তোমার আর না কর নৈরাশ।
আশা আছে আশ্বাসেতে দেও মা আশ্বাস॥
কালনিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম মোহিনী॥
অশন বিহনে তনু শীর্ণ আছে মোর।
কৃত্তিবাস কহেন মা দুঃখের নাহি ওর॥

রাবণ বধে দেবীর আদেশ।

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
স্তুতি বাক্যে কাত্যায়নী কন।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
শক্তি তুমি ব্রহ্মসনাতন॥
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর গতি, অদ্ভুত অপার অতি,
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে॥
মায়ায় মানুষ তুমি, চতুর্ব্ব্যূহে আমি তুমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
তব মায়া প্রভু হও, কভু কোন ভাবে রও,
গুহ্যতত্ত্ব কে জানে তোমার॥
তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে॥
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠনগরে।
ব্রহ্মশাপে হয়া আইল, শত্রুভাবেতে পাইল,
তেঞি প্রভু তুমি দয়াপরে॥
অকাল বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলে বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমাকে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিল সমাধান॥
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মাহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইলা রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম,
রচিলা মধুর ভারতী॥

রাবণেরে ভগবতী ত্যাগ নিমিত্ত হনূমান
কর্ত্তৃক চণ্ডী অশুদ্ধ।

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি তবে,
পাঠাইলা রামের সদন॥
বিশেষ কহিয়া গতি, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
পরামর্শ দিলা হনুবরে।
শুনিয়া দৈব বচন, বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবন কুমারে॥

শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান ধায়,
উত্তরে দিলিবে হাঁটি বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তার কাছে,
এক মনে করে চণ্ডীপাঠ॥
মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেন বিন্দুকরে,
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,
হনূমান সচিন্তিত অতি॥
ছাড়ি মক্ষি কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রসে ভঙ্গে দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট
হনূমান পুথি কাড়ি লয়॥
প্রথম মাহাত্ম্য শ্লোক, পুঁছে ফেলে তিনশ্লোক
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মাহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন॥
স্তব করি দশানন, কান্দে অতি শোক মন,
ফিরে না চাহিলে মাহেশ্বরী।
হেথা রাম আইল রণে, ইন্দ্র রথ আরোহণে,
বিজয় কোদণ্ড ধনু ধরি।

রাবণ বধ।

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ধার্ম্মিক বিভীষণে।
চারি জনে যুক্তি করে রাবণ না জানে॥
দশানন ভাবে রাম যুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়া সীতারে॥
এতেক ভাবিয়া রাবণ সুস্থ কৈল বুক।
এখন পাইলে সীতা দুঃখোপরে সুখ॥
মরিয়াছে ইন্দ্রজিত সে মহীরাবণ।
সীতা পাইলে সব দুঃখ হয় নিবারণ॥
এত ভাবি দশানন হরষিত রহে।
শ্রীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কহে॥
পূর্ব্বের এ কথা প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু মোরা ভাই তিন জন॥
বর দিতে পদ্মযোনি আইলা যখন।
চাহিল অমর বর রাজা দশানন॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমর বর চাহ অন্য বর॥
দশানন বলে অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কিছু কায নাই॥
ব্রহ্মা বলে দশানন দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়॥
খণ্ড খণ্ড করে যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর॥
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন॥
হস্ত পদ কাটি ফেলে মারী তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর॥
অতএব তোরে বলি শুন দশানন।
কর পদ মুণ্ড ছেদনে না হবে মরণ॥
কাটামুণ্ড যোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে॥
মর্ম্মে যবে ব্রহ্মঅস্ত্র পশিবে তোমার।
তখনি রাবণ তুমি হইবে সংহার॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বিপক্ষ এ অস্ত্র যদি পায় কোন মতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে॥
তখনি মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই॥
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকীতে কন॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর কত মত কথা আছে মতান্তরে॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখনি সে রাবণের হইবে পতন॥
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিল শিব সংগ্রাম ভিতর॥
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যবে যাবে।
কুড়ায়ে শঙ্কর লয়ে অঙ্গে যোড়া দিবে॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥
সে অস্ত্র আনিতে কার নাহিক শকতি।
রাম বলে না মরিবে লঙ্কা অধিপতি॥
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষ
সে বাণ আনিবে যোগ্য কে আছে এম

মন্দোদরী নিকটেতে আছয়ে নির্ঘাত।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ বিনাশ ॥
মন্দোদরী অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান ॥
রাবণের ভয়ে বাত না বহে পবন।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন জন ॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥
রাম বলে বহু শ্রম হৈল বারম্বার।
না হৈল রাবণ বধ সকলি অসার ॥
হনুমান বলে প্রভু কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে।
আপনি পুত্র যেন পদধূলী লয়ে ॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ॥
কক্ষতলে পাঁজি পুথি ডানি হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা ঘাম গুড়ি গুড়ি ॥
লম্বিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ।
গলিত হয়েছে মাংস ছাড়ি গণ্ডদেশ ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে ॥
জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এত বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশ সহস্র সঙ্গিনী ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখি পুলকিত মন।
বৈস বৈস বলি দিল রত্নসিংহাসন ॥
রাণী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥
দ্বিজ বলে আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্ব্বাদ ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পুর্ব্বাপর ॥
কি করিতে পারিবে বানর আর নর ॥
যে ধন তোমার ঘরে আছে মন্দোদরী।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারি ॥
মন্দোদরী বলে এমন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে দেখিলাম করিয়া গণন ॥
জ্যোতিষ গণনে জানি সব সমাচার।
রাজার জীবন মৃত্যু গৃহেতে তোমার ॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহার গোচর ॥
এতেক কহিতে হলে উঠে বিস্ময়।
কহে রাণী মন্দোদরী যোড় করি কর ॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখেছ করিয়া গণন ॥
দ্বিজ বলে মন্দোদরী না কর ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা ॥
লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আছয়ে যেখানেতে।
বলে দিতে পারি যদি গণি খড়িপেতে ॥
সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন।
কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন ॥
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়া সে কথা না বল কোন মতে ॥
বিপ্রের বচনে রাণী হইল বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয় ॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে ॥
দ্বিজ বলে তুষ্ট হলেম তোমার বচনে।
সাবধানে রেখ যেন কেহ নাহি শুনে ॥
এত বলি দ্বিজ বর চলিল সত্বরে।
পদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে ॥
দ্বিজবর কহে শুন রাণী মন্দোদরী।
যত কহ তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
রেখেছ গোপনে সত্য মিথ্যা কথা নয়।
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয় ॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরি।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি ॥
বিভীষণ অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কি রূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ ॥
মন্দোদরী বলে বিপ্র না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥
পরম সাপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে ॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিক স্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিক স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান ॥

তিন মূর্ত্তি ধরি তিনে বসিলা আসিয়া ।
আর এক বাণে যেন রহিল যোগেতে ।
বাণ দিয়া রঘুনাথে করিলেন আলাপ ।
মহাবলে হনুমানে প্রকাশ যেন প্রাণ ॥
রাবণের শরকোটি ঢাকিল বানর ।
কেহ মূর্চ্ছাগত কেহ মলো হয় ।
শ্রীরাম বলেন রাবণ কি ভাবিছ মনে ।
মরণ নিকট তোর মুক্ত হৈল এসে ।
এত বলি দিল বাণ ধনুকে টঙ্কার ।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ।
হইল বিষম যুদ্ধ না হয় লিখন ।
মহাকোপে বাণ বৃষ্টি করিছে রাবণ ।
মাতুলী সারথি বাণে হইল অস্থির ।
বাণে বাণে নিবারণ হৈল রঘুবীর ।
শূন্য পথে থাকিয়া অমরগণ দেখে ।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়েন ধনুকে ।
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার ।
বাণ দেখে দেবগণ লাগে চমৎকার ।
কনকে রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে ।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে ।
পশুপতি দেবেশর বাণের মধ্যখানে ।
চালনা করেন উনপঞ্চাশ পবনে ।
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর ।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ।
বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর ।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর ।
কুম্ভবর্ণ বাণের সকল অঙ্গ জ্যোতি ।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ।
নানা পুষ্পমালা দিয়া বাণ গোটা সাজি ।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম পূজি ।
মৃত্যু অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ি মন্ত্রবলে ।
ধূম উঠে বাণ মুখে ব্রহ্মঅগ্নি জ্বলে ।
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ ।
দেখিয়া সে রাবণের উড়িল পরাণ ।
চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ ।
জানিল সে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ ।
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর ।
রাবণের বুক বিন্ধি হৈল দুই চির ।
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে ।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্তর ।
কানাকানি যুক্তি বড় করে দেবগণ ।
কেহ বলে এই বাণে মরিল রাবণ ।
হস্ত পদ নাহি নড়ে মরিল নিশ্চয় ।
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয় ॥
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে ।
মনে করি কপট ভাবেতে পড়ে আছে ।
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ ।
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন ।
অতএব কার্য্য নাই না যাব নিকটে ।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ।
শিবদূত যমদূত সবে ফিরে যায় ।
বেঁচে আছে বলে কেহ নিকটে না যায় ।
মরেছে রাবণ বলে কেহ কেহ হাসে ।
বেঁচে আছে বলে কেহ পলায় তরাসে ।
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার ।
দশমাথা কাটা গেল না হৈল সংহার ।
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে ।
মহাশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে ॥
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে ।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥
কোন দেব বলে রাবণের মৃত্যু আছে ।
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ।
জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে ।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ।
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে ।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে ।
মুনি মনে জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয় ।
প্রকাশিয়া মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয় ॥
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে ।
এবারে মরেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে ॥
নির্ঘোষ করিতে নারে যত দেবগণে ।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে ॥
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন ।
শাপেতে রাক্ষস যোনি হয়েছে এখন ।
শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে ।
একবার দরশন দিব এইকালে ॥
এখনি মরিবে রাবণ নাহিক সন্দেহ ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ ॥
লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়ে জানিব সন্ধান ।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে নিধনজ্ঞান ॥
এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে ।
কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে ॥

রাজার বংশেতে জন্ম মরে দুই ভাই ।
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
কত দিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে ।
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে ॥
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী ।
বিবাহ করিয়া পৌঁছে অযোধ্যাতে আসি ॥
অভিলাষ ছিল যে শিখিতে রাজনীত ।
সে আশা নিরাশা হলো বিধি বিড়ম্বিত ॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হলো বনে ।
বনে বনে কোদণ্ড ফিরি দুইজনে ॥
তস্কর বানর লয়ে বনে বনে ফিরি ।
কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি ॥
অযোধ্যানগরে পিতা পাব রাজাভার ।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজা ব্যবহার ॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম যাব কার কাছে ।
অযোধ্যানগরে লোকে নিন্দা করে পাছে ॥
রাবণ প্রবীণ রাজা আখ্যা করে সবে ।
করেছে অধর্ম্ম কর্ম্ম রাক্ষস স্বভাবে ॥
রাজকীর্ত্তি করে রাবণ পরম পণ্ডিত ।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিত ॥
এখনি মরিবে রাবণ দেহ পরিহরি ।
জিজ্ঞাসহ নীতিকথা গোটা দুই চারি ॥
অমূল্য রতন যদি কুস্থানেতে রয় ।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয় ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে লক্ষ্মণ সত্বর ।
উপনীত হইল যথা লঙ্কার ঈশ্বর ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি ।
লক্ষ্মণে দেখিয়া করে সকরুণে স্তুতি ॥
দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
এ সময়ে মাথে মোর দেহ শ্রীচরণ ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী ।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী ॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহে মহাশয় ।
উপস্থিত এই মম আসন্ন সময় ॥
লক্ষ্মণ বলেন দোষ নাহিক তোমার ।
যোগাযোগ যত দেখ লিপি বিধাতার ॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত ।
পাঠালেন রাম মোরে শুধাইতে নীত ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
কোন নীতি সংসারে রামের অগোচর ॥
রাজনীতি আমি মম কি কব রামেরে ।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে ॥
সেবকের মুখে যদি শুনেন আমায় ।
দয়া করে একবার দেন দরশন ॥
শক্তিহীন হইয়াছি আছিয়ার আলয় ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান ।
দয়া করে যদি রাম আসেন এখানে ।
তাহা আমি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥
একেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
শ্রীরামের কাছে আসি অবিলম্বে কয় ॥
রাজনীতি আমাকে না কহে দশানন ।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন ॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে ।
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম প্রহারে ॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেন আসিতে সাক্ষাতে ।
একবার আসিয়া দেখাও রঘুনাথে ॥
বুঝি রাবণের মন উঠি সীতাপতি ।
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি ॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশানন ।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মন ॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে ।
বিনয় করিয়া কথা কহে ধীরে ধীরে ॥
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাবণ করে নিরীক্ষণ ।
সাক্ষাৎ বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি ।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি ॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন ।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার ।
শাপেতে রাক্ষস কুলে জনম আমার ॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম ।
আসুরিক যুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি ।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনি বিস্মৃতি ॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর ।
সংসারের যত নীতি তোমার গোচর ॥
রাম বলেন যে কহিলে সকলি প্রমাণ ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমাতে বিদিত ।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত ॥
দশানন বলে মম সংশয় জীবন ।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥

যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা হবে যবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার॥
এক দিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজরথে॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভবন।
তিন দ্বারে নানাস্থানে আছে সাধুজন॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥
পুরাব নরককুণ্ড চিন্তা করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে॥
হেলায় রহিল পড়ে না হইল পূরণ।
তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ॥
কুণ্ড পুরাইব যবে করিনু মনন।
তখনি পুরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ সমুদ্র মাঝে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
এক দিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করিল বিধাতা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ সমুদ্র সলিলেতে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদ সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মম মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে না পারি॥
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
অনন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল॥
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হলে শুভকর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কার্য্য পূর্ণ নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি অসুরে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ যত।
যাইতে অমর পুরে সকলে বাঞ্ছিত॥
সকলের শক্তি নাহি যাইতে তথায়।
কেহ কেহ দৈব শক্তি অনুসারে যায়॥
এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে আসিতে অমরে।
দৈবশক্তি হীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কি রূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যাইতে জীব পারে দেবলোকে
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মে ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব টৈপেঠে॥
থাকিতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ॥
তখন করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোনকালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে॥
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তার পরে তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া সে বাসনা বৃথা হৈল॥
শ্রীরাম বলেন শুন লঙ্কা অধিপতি।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে সুকৃতি॥
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম পক্ষে কিছু কহ আরবার॥
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখা যে অন্যেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি॥
দশানন বলে তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর॥
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ।

হিরে অনেক কথা আমার মনেতে।
ত কর রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে॥
ক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
র্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ॥
সই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে॥
র্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
ম হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
কবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
রাজি মহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥
বাচার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হলায় রাখিলে পাছে আমা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্মেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মম সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কার অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম কেলে।
তবে যম সংহার না হৈত কোন কালে॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতিকথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বা হইল জড়তা॥
শ্রীচরণ দৃষ্টি করে প্রাণ ত্যাগ কৈল।
জয় জয় শব্দ হেন সুরপুরে হৈল॥

বিভীষণের রোদন।

রাবণ পড়িল দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব্বে গায় গীত॥
রাবণ পড়িল রাম বানর পানে চান।
পলাইয়া ছিল বানর আইল বিদ্যমান॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনুমান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়া এক টান॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয়া লয় নল মহামতি॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়য়ে ক্রোধে দাড়ী গোপ চুল॥
রাবণ দেখিতে সব করে মারামারি।
পড়িল রাবণ রাজা জগতের বৈরি॥
রাম বলে বানরগণ হও একপাশ।
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গেতে বিভীষণ।
রাবণ নিকটে তবে গেলা ততক্ষণ॥
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়ে দয়ালু রাম করে হায় হায়॥
দেখি বিভীষণ তখন রাবণ লৈল কোলে।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে॥
ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে॥
মরণ কালে সার নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা॥
সবংশ সহিত এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥
আপনার দোষে দৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়ে যাও লঙ্কা অধিকার॥
বিভীষণ বলে রাম বুঝি কর সার।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তোমার অধিকার॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে।
মরণ সময় শিব না চাহিল ফিরে॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু তারের ঘটিল দুর্গতি॥
পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিলে জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ॥
বিভীষণের রোদনে শ্রীরাম দুঃখ মন।
রাম বলে না কান্দ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার॥
রামের বচনে তখন সম্বরে ক্রন্দন।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥

মন্দোদরীর রোদন।

অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥
রক্ত উৎপল জিনি কোমল চরণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন॥
রাবণ বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দহাজার নারী।
শশধরে যেন তারাগণ আছে বেড়ি॥
সোণার কমল অঙ্গ ধূলাতে ধূসর।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামির চরণ॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন স্থান
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে

কেন বা আনিলে সীতা [illegible] নাশিনী।
স্বর্ণ লঙ্কাপুরে [illegible]॥
কি কাজ করিলা [illegible]।
রাম লক্ষ্মণ [illegible] স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
আপনি [illegible] বুঝি কেহ কার নয়।
সীতার কারণে হৈল এতেক প্রলয়॥
শমন হইল তব সূর্পণখা ভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী॥
ত্রিভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর বানরের রণে॥
কারে দিয়া গেলে এ কনক লঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে॥
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী॥
বিভীষণ বলে শুন রাণী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর চল অন্তঃপুরী॥
এতবলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভা বিদ্যমানে আমায় মারিলেন লাথি॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।
বাড়িল যে মন্দোদরীর দ্বিগুণ ক্রন্দন॥
রাবণেরে কোলে করি কান্দে মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনীতে প্রবোধিতে নারি॥
না কান্দ না কান্দ রাণী মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির॥
মন্দোদরী বলে রাজার মারিল যে জনে।
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে॥
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদড় চুলি।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হয়ে উতরোলী॥
কটক বেষ্টিত বসে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম॥
[illegible]তোজ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী।
[illegible] হও বলি আশীর্ব্বাদ করি॥
[illegible] বচনে রাণী বলে ততক্ষণ।
[illegible] কেন কমললোচন॥

চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী [illegible]।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিরচিল॥

শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর বর প্রাপ্তি

লঘু-ত্রিপদী।

সংসারে অসীমা, যাহার মহিমা,
শুনে মহাত্মন॥
যার মহাকোপে, ত্রিভুবন টলে
অমরগণের পরাভব॥
তাহার নন্দিনী, রাবণ ঘরণী
নাম যে মন্দোদরী।
এনেছি চরণ, করিতে দর্শন
ত্যজিয়ে সে অন্তঃপুরী॥
শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চ
তুমি ত্রিদশের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী
কহি যোড় করি হাত॥
দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দ
তারে যে বান্ধিয়ে আনি।
যেই ইন্দ্রজিত, দেখে যারে ভী
আমি তাহার জননী॥
জন্মাবধি করি, বর দিলে
এ বচন নহে আন।
স্বামী এই মৃত, আমার আ
কি রূপে কর বিধান॥
তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনি
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতি
কি কথা কহিলে আপনি॥
সূর্য্যবংশ জাত, প্রভু রঘু
কহেন হয়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা, রাবণের চি
জ্বালিয়া রাখ আয়ত্ত॥
শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে মরে, গেল সে স্ব
খণ্ডিল সকল পাপ॥
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও।
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা, রহিবে স
তুমি থাকিবে আয়ত্তে॥

রহিলেক চিন্তা, ... এখন মনের কথা,
শুন সর্বলোকী রাণী।
আরম্ভ ... সর্বকাল হবে,
বিশ্বাস না হইবে কাহী।
রামের বচনে, ... করে সুখী মনে,
গৃহে যাও ভক্তগণ।
লঙ্কাকাণ্ড গীত, ভাবে সুললিত,
কৃত্তিবাস বিরচন॥

বিভীষণ কর্তৃক রাবণের সৎকার্য্য।

রামের আদেশেতে বধ পাবে মন্দোদরী।
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী॥
রাবণে বধিয়া দুঃখ পাইল অপার।
না ধরিব ধনু রাম কৈল অঙ্গীকার॥
রাম বলেন বিভীষণ না ভাবিহ মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে॥
রাবণের অগ্নিকার্য্য কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি রাজার করিতে তর্পণ॥
ক্রন্দন সম্বর মিতা শুন মম বাণী।
রাবণের তর্পণ তুমি করহ এখনি॥
রামের আজ্ঞায় যায় সৎকার করিতে।
নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
সুগন্ধি চন্দন আনে গন্ধে মনোহর॥
পর্ব্বত সমান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
রাবণে বহিতে আইল লক্ষেক বীর॥
সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বত সমান বীরে তুলিবারে নারে॥
দুর্জ্জয় প্রতাপ হনুমান মহাবীর।
কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর॥
রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ বাহুমূলে॥
দিব্য বস্ত্র পরাইল সোণার খাটেতে।
সাগরের কূলে থুলে রাবণের চিতে॥
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশমুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ॥
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ উদ্ধার॥

বিভীষণের অভিষেক।

রণে অবসন্ন পায়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণ সহিতে নিয়া বসিল তখন॥
ইন্দ্রের সারথি আসি রাখিল যেখানি।
মাতলিরে কহিলেন মধুর সম্ভাষণ॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তাঁর রথে রাবণেরে করিনু সংহার॥
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন মিতা ইন্দ্রেরে কহিল॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
বাহু পসারিয়া তারে দিল আলিঙ্গন॥
তুমি হেন মিত্র হইও জন্মজন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধুপার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার॥
এক বার আমার রহিল শোধিবার।
বিভীষণে দিলাম লঙ্কার অধিকার॥
চারিযুগে থাকিবে আমার এ সুখ্যাতি।
বিভীষণে করি আমি লঙ্কা অধিপতি॥
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা অধিকার॥
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বে ঔষধি দিল নানা তীর্থ জল।
লঙ্কামধ্যে স্ত্রী পুরুষে গাইল মঙ্গল॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোনজনা।
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা॥
নানাবিধ বস্তু যত যেখানে আছিল।
রাক্ষস বানরে সব বহিয়া আনিল॥
গায়কেতে গীত গায় নটে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর॥
এক লক্ষ মৃদঙ্গ ঝিলক করতাল।
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল॥
ভেউরি ঝাঝরি বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বিণা।
তিন লক্ষ তাসা বাজে নানাবার নানা॥
ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবন কম্প॥

বান্ধিল রাক্ষসী চাক পঞ্চাশ হাজার ।
দুন্দুভি ডম্বুর শিঙ্গা [illegible] ঝাঁঝার ॥
তুরী ভেরী ঝর্ঝরী [illegible] বাঁশী ।
মস্তকে [illegible] দিয়ে [illegible] কাঁসী ॥
দীপালী উজ্জ্বল আর [illegible] যৌতক ।
বাদ্য শুনি রাক্ষসের [illegible] গেল রণ ॥
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং যত কপিগণ ।
বিভীষণে অভিষেক হৈল সমাপন ॥
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥
বিভীষণ রাজা হৈল রাজ্যপদে সুখী ।
রহিল রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাক্ষী ।
পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিল বিভীষণে ।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে ॥
মন্দোদরী দিব তোমার মম অঙ্গীকার ।
রাজস্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার ॥
অতএব না ভাবিহ মিত্র বিভীষণ ।
রাণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন ॥
লঙ্কাপুরে তুষ্ট হইল বিভীষণ ।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ ॥

সীতার পরীক্ষা ।

পাত্র মিত্র সঙ্গে রাম বসিলা সেখানে ।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে ॥
সীতারে আনিতে যায় পবননন্দন ।
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ ॥
সবে বলে আচম্বিতে এলো হনুমান ।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥
এই কথা নিশাচর ভাবে মনে মন ।
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥
সীতারে দেখিয়া হনু লোটাইল মাথা ।
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা ॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥
রাম পাঠাইলেন আমারে তব পাশ ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী ।
আনন্দ সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী ॥
হনুমান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে ।
শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥
সীতা বলেন যে বার্ত্তা কহিলে হনুমান ।
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান ॥
যদ্যপি তোমারে হরি [illegible] অধিকারী ।
তথাপি তোমার [illegible] ভাবিবারে নারি ॥
হনু বলে রাজ্য জন্যে নাহি প্রয়োজন ।
রাজ্য ধন মাতা তব ঐ শ্রীচরণ ॥
তবে যদি দান দিবে সীতা ঠাকুরাণী ।
এই দান তব ঠাঁই মাগি গো জননী ॥
তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী ।
আমার সাক্ষাতে তোমায় উঠাইত বাড়ি
কহিয়াছে তোমায় দুর্গতি অপমান ।
সে সবার প্রাণ লব এই মাগি দান ।
দন্ত উপাড়িয়া দুই ছিঁড়ি মোচড়ে গোঁফে
আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে ।
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশাণ ।
তাতে মুখ ঘসাড়িয়া লইব পরাণ ॥
শুনিয়া হনুর বাক্য করিয়া ক্রন্দন ।
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥
চেড়ীগণ বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী ।
হনুমান প্রাণ লয় রাখ গো আপনি ।
জানকী বলেন তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত
মহাবীর হনু তুমি যুদ্ধে বৃহস্পতি ।
স্ত্রী বধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ।
যত দিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে ।
তাহার আজ্ঞায় দুঃখ দিয়াছে আমারে
এখন সে সবংশেতে মরিল রাবণ ।
চেড়ীগণ করে [illegible]ন আমার সেবন ॥
কহিবে আমা[illegible] দুঃখ শ্রীরামের স্থানে ।
প্রণাম করি[illegible]য়া রামের চরণে ॥
চলিলেন হনুমান সীতার বচনে ।
কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে ।
যে সীতার লাগিয়া করিলে মহামার ।
সেই সীতা হইয়াছে অস্থি চর্ম্মসার ।
চেড়ীর তাড়নে সীতা ওষ্ঠগত প্রাণ ।
তবু রাম বিনে তার মুখে নাহি আন ।
এত যদি কহিলেন পবননন্দন ।
শ্রীরাম বলেন সীতার আনে কোনজন
এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে ।
সীতারে আনিতে পাঠাইল বিভীষণে
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে ।
মাথা লোটাইল গিয়া সীতার চরণে ।
বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন ।
তোমায় যাইতে হৈল রাম দরশন ।

আনিলা সুবর্ণ দোলা রতনে রচিত।
সীতার সম্মুখে আসি হৈল উপনীত।
বিভীষণ বলে শুন জনকনন্দিনী।
সুবর্ণ দোলাতে আসি উঠহ আপনি।
পর বস্ত্র আভরণ বেশ ভাল দিয়ে।
রাম দরশনে যাত্রা কর হরষিতে।
বধিল রাবণ তব দুঃখ হৈল শেষ।
রাম সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ।
রাম কহি পর সীতা বিচিত্র বসন।
সোণার দোলায় চল রাম সম্ভাষণ।
সীতা বলে কিবা রাম কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে কাটাইনু দুঃখ শেষ।
বিভীষণ বলে কথা কহিলে প্রমাণে।
কেমনে এ বেশে যাবে আমা বিদ্যমানে।
বিভীষণের পরিবার সরমাসুন্দরী।
স্নান ক্রিয়া করে তারা আইল ত্বরা করি।
সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী।
পিঠালি মাথায় কেহ অঙ্গে তুলে মলি।
রত্নের কলসে জল শিরে কেহ ঢালি।
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরাল বস্ত্র যতেক সুন্দরী।
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলি।
কনক রচিত সীতা পরেন পাশুলি।
রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি।
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত।
নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে।
গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাহে।
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই।
লুকাতে [illegible] রূপ না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন।
রত্নময় [illegible] দোলা যোগাইল আনি।
সামনে [illegible] তাহে জনকনন্দিনী।
ঘেরি[illegible] চতুর্দ্দোল নেতের বসনে।
যাত্রা [illegible] সীতাদেবী রাম সম্ভাষণে।
যতনে [illegible] পাতিল পথে নেতের পাছড়া।
রাক্ষ[illegible] দেয় পথে চন্দনের ছড়া।
মল্লিকা [illegible] পারিজাত রাশি রাশি।
পথে [illegible] বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি।

রাক্ষস বানরগণে বেষ্টিত চারিদিকে।
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ বেত্র হাতে।
যতেক বানরী দোলা চারিদিকে বেড়ে।
পরস্পর বহু সীতা দেখিবার তরে।
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর।
যতেক লঙ্কার নারী হইল বাহির।
বাল্য বৃদ্ধ যুবতী লঙ্কার যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল।
না সম্বরে অম্বর ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধ অন্ধ জড় বেগে উছটিয়া পড়ে।
শোকাকুলে যত যত রাক্ষসীর নারী।
বেগে আইল জ্ঞানবতি মন্দা পাটেশ্বরি।
মন্দোদরী প্রণাম করিল বেদেহীরে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলু থালু চুলে।
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।
পুরীসহ বিনাশ করিয়া কোপানলে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে।
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন।
তবে আমার শাপ না হবে খণ্ডন।
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি।
কত দূর থাকিতে না হয় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল।
কনক রচিত সীতার শ্রবণে কুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগণ মণ্ডল।
নানা রত্ন পুষ্প মালা আমোদিত গন্ধে।
কনক রচিত দোলা করে আনে স্কন্ধে।
চলিলেন সীতাদেবী রাম সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে।
রাক্ষসের নারী সবে দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে।
সুখেতে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে।
একবারে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে।
তোমারে দেখিবেন রাম অশুভ নয়নে।
আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে।
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে।
রাম সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে।
বাহির হইল সীতা লঙ্কাপুর গড়ে।
নেতের বসনে দোলা সারেছেন বেড়ে।

দুই ঠাটে হুড়াহুড়ি ঠেলা ঠেলাঠেলি ।
বহিতে না পারে কেহ বড় চতুর্দ্দোলা ॥
রাজা হয়ে বিভীষণ দূরে বহে কাটি ।
কটকের লাগ দেখে হাতে নিল ছাটি ।
ছাটি হাতে অইল বানর কোটি কোটি ।
চারি দিকে পড়ে ছাটি লাগে চটচটি ॥
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে ।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ।
পরিশ্রমে বিভীষণ বহে ঘনশ্বাস ।
বহু কষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ ।
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর ।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর ।
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ ।
নিকটেতে জাম্বুবান যোড়হস্তে হন ।
পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি ।
ছাটমারি বিভীষণ মধ্যে করে গালি ।
কটকের দুঃখে রামে কোপ হৈল মনে ।
কোপে রাম কহিছেন রাজা বিভীষণে ।
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী ।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি ।
কেন দেকিয়াছ দোলা আমিত না জানি ।
কেনবা করিছ তুমি এত হানাহানি ।
ঘুচাও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাটি ।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও সঙ্কাট ।
যারে উদ্ধারিলাম দেখুক সর্ব্বলোকে ।
সতী যে হইবে সে রাখিবে আপনাকে ।
বুঝিলেন হনূমান শ্রীরামের মন ।
সীতার পরীক্ষা হেতু হয়েছে মনন ।
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ ।
পরীক্ষা করেন কিম্বা দেন বিসর্জ্জন ॥
ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে ।
বিদ্যুতের ছটা যেন পড়ে ভূমিতলে ।
সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন ভাল বড় লাগে ।
চন্দন তিলক শোভে কপালের আগে ।
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর ।
পাকা বিম্বফল জিনি অতি শোভাকর ।
নানারত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা ।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার উপমা ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে ।
৬ মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতা দরশনে ।

জানকীরে দেখে যেই সেইজন মূর্চ্ছিত ।
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত ।
কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী ।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি ॥
অন্যে বলে ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল ।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা বুঝি দেখিতে ভূতল ॥
কেহ ভাবে আপনি সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী ।
কেহ বলে বশিষ্ঠ গৃহিণী অরুন্ধতী ॥
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে ।
অন্য লোকে কত তর্ক করে নানা ছলে ।
[illegible] পরিচ্ছদ করেন বন্দনা ।
বসুন্ধরা সুতা সীতা রূপে সে ধন্যা ।
উপস্থিতা হইলেন সভা বিদ্যমান ।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান ॥
রামের চরণে সীতা করি নমস্কার ।
করিলেন লক্ষ্মণে বাৎসল্য ব্যবহার ॥
করপুটে সীতা রহিলেন সভা স্থানে ।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে ॥
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষে বিষাদে ।
সীতা স্ত্রী এড়িতে চান লোক অপবাদে
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায় ।
মনে মনে ভাবিছেন কি করি উপায় ।
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর ।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর ।
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন ।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মন ।
যথা তথা যাও তুমি থাক কি কারণ ।
এই দেখ সুগ্রীব বানর অধিপতি
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি
লঙ্কার ভূপতি এই বীর বিভীষণ
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই ।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সভার ঠাঁই
যথা তথা থাক তুমি আপনার সুখে
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে
থাকিতে রাক্ষস ঘরে নাহিতে উদ্ধার ।
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার ।
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে ।
এখনি দেলাম বিদায় সবার ভিতরে

যত বড় বড়লোক শ্রীরাম সভাবাসী।
রোদন করেন যত শ্রীরামের রাণী ॥
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধিরে কহিছেন সীতা মুছিয়া নয়ন ॥
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শ্বশুর তুমি হেন পতি ॥
ভাল মতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন কহিছ দুর্গতি ॥
বাল্যকালে খেলাইতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥
সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
উত্তর নারীর যত ভাব কি কারণ ॥
হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন ॥
বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগর বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলেন রণে ॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন ॥
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ॥
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান।
সত্য বিদ্যমানে কর এত অপমান ॥
কৃপা কর লক্ষ্মণ করহ এ প্রমাণ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ ॥
লক্ষ্মণ রামের পানে চাহেন সম্প্রতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি ॥
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাম।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড ॥
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নি রাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম মহিষী ॥
সাতবার রামের চরণ প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন ॥
কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব্ব জান।
পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে ॥
কায় মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব ঠাঞি পাব অব্যাহতি ॥

শিরে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ।
সীতা সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশন
অগ্নিতে প্রবিষ্টা মাত্র রামের ঘরণী।
জানিয়া দিলেন তাকে সুবর্ণ কমলী ॥
অগ্নি কুণ্ড পাইলে অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতর রাম সীতারে খোয়ালে ॥
কুণ্ডের মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি ॥
দেখেন সংসার শূন্য যেমত পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল ॥
কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল ॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
অযোধ্যায় ভুবনে না যাইব আর ॥
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনক দুলালী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখে।
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশ।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে ॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের দোসরে ॥
তাহাকে মারিয়া তোমায় করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হইলা ছারখার ॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব সমন পবন ॥
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতর থাকি কান্দেন সাগর ॥
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ যে বালির কোঙর ॥
হনুমান বলে কেন কান্দ হে লক্ষ্মণ।
আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ সীতা পাইবা এখন ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা গান গায় কৃত্তিবাস ॥
কান্দিয়া কেবল রাম হন অচেতন।
ধাইয়া আইল ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর।
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর ॥
করে হাত তুলি ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলা জানকী ॥

সীতা আদি বসিলেন অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবা সীতা কান্দ কি লাগিয়া॥
দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার।
সাধারণ মনুষ্য মত কর ব্যবহার॥
তোমার পায়েতে লোমাবলী দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি স্বয়ং নারায়ণ॥
শ্রীরাম বলেন মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম॥
বিরিঞ্চি বলেন রাম বলি সারোদ্ধার।
তব অবতার প্রভু কৌতুক অপার॥
মৎস্য অবতারে কৈলা দেবের উদ্ধার।
কূর্ম্ম অবতারে তুমি স্থাপিলে সংসার॥
অবতার তৃতীয়ে বরাহ রূপ ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন উপরি॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যাহার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহ রূপে॥
হইলা বামন বেশ পঞ্চ অবতারে।
বলিকে ছলিয়া বারি হৈলে তার দ্বারে॥
হলধর রূপে রাম হল ধরি হাতে।
দলিলা অসুরগণ তাহার আঘাতে॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হইলা ভৃগুপতি।
সাতবার নিক্ষত্র করিলে বসুমতি॥
সপ্তমেতে রামরূপ হইয়া নারায়ণ।
বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥
যত যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম অবতার তুমি আপনি শ্রীহরি॥
না শুনেন ব্রহ্মার সে প্রবোধ বচন।
সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন॥
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি করিলা সংহার॥
যত যত ক্ষত্রিয় ধরিল ভুবণ্ডল।
সবার অধিক রাম তুমি মহাবল॥
না মরিত দশানন অন্য কার বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িলা রাম সেই সে কারণে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার।
ইহ পরলোক তার উভয় উদ্ধার॥
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ॥
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ বচন।
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন॥
ব্রহ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর॥
আকাশ পাতাল যুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন তেমনি অঙ্গে পাত্র বস্ত্রখানি॥
মস্তকের পঞ্চ ফুল সেহ না তাপরে।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে॥
অগ্নি বলিলেন আমি পাপ পুণ্য সাক্ষি।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ॥
আজি হৈতে রাম আমার সফল জীবন।
করিলাম আজি সীতার চরণ স্পর্শন॥
বলি রাম সীতারে না দেও মনস্তাপ।
রাজ্যনষ্ট হইবে জানকী দিলে শাপ॥
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন॥
বিরিঞ্চি বলেন রাম যে করিলা কায।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ॥
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন॥
তোমা লাগি ভরত শত্রুঘ্ন প্রাণ ধরে।
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে॥
নানা যজ্ঞ করিহ করিহ নানা দান।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজস্থান॥
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে।
মৃত পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে॥
পিতা দেখে রামচন্দ্র অপূর্ব্ব কথন।
দুই ভাই করে পিতৃ চরণ বন্দন॥
দেবরথারূঢ় রাজা দেব বেশধারি।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি॥
পুত্র বধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন॥
নষ্ট হইলাম আমি কেকয়ী বচনে।
প্রাণ ছাড়িলাম রাম তোমা অদর্শনে॥

সীতা উদ্ধারিল কেন অষ্টাবক্র ঋষি।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে জানি বসি॥
দেবগণ স্তুতি করে সব জানি শুনি।
দশরথ গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি॥
লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ।
রামেরে যেমন সেবা করিয়াছে লক্ষ্মণ॥
সকল হইবে অযোধ্যায় পুরীজন।
তুমি রাজা হয়ে সভায় করিবে পালন॥
জানকীর চরিত্রে আমার চমৎকার।
শুদ্ধা হয়ে করিলেন কুলের উদ্ধার॥
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের দোসর।
আমা তুল্য তাহারে পালিবা বহুতর॥
বলিল তোমারে যে কেকয়ী কুবচন।
মায়ে পুত্রে দুই জনে করেছি বর্জ্জন॥
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ।
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তার মত॥
মন দুঃখে ভরত হইয়াছে দুঃখিত।
তারে তুমি আরো বর্জ্জ এ নহে উচিত॥
ভরতেরে বর দেহ দেব বিদ্যমান।
তাহাতে হইব তুষ্ট জুড়াইব প্রাণ॥
রামের বচনে রাজা করেন বিধান।
ভরতের প্রাদ্ধ মম অমৃত সমান॥
ভরতের বর দান দেবগণ শুনে।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আপন লক্ষ্মণে॥
করিয়া রামের সেবা হইলা উদ্ধার।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার॥
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ বচন।
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন॥
দশ মাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে।
তেঁই সে তোমারে রাম দেশে নৈতে নারে।
হইলা গো অগ্নিশুদ্ধা দেবলোকে জানে।
শ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে॥
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক হইবে পবিত্র॥
দেবরথে চড়ে রাজা দেববেশ ধরি।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী॥
হইল রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর।
বলিলেন রামচন্দ্র তুমি মাগ বর॥
দেবরক্ষা করিলা মারিয়া দশানন।
বর মাগ ব্যর্থ রাম না হবে বচন॥
শ্রীরাম বলেন ইন্দ্র যদি দিবা বর।
তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর॥

যত জন না মিলায় নহে কেহ জ্ঞাতি।
এড়িয়া স্ত্রী পুত্র আইল আমার সংহতি॥
হস্তা শিক্ষা পাইলাম হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যা পুত্র কেন হবে দুঃখী॥
এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর যোড় করি হাত॥
ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এতিন ভুবন॥
তুমি জান আপনা তোমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তব নাম জপে যে॥
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে বেশে সবে হউক দেবতা সমান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে।
সুধাবৃষ্টি করে মৃত বানর উপরে॥
কাটা হাত কাটা পা দেহে লাগে যোড়া।
চারি ধারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া॥
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের রণে।
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে॥
কুম্ভকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে
ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে॥
দেবান্তক নরান্তক মার যে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার কাট পরনারী চোরা॥
উন্মত্ত পাগল সবে হইল রণস্থলে।
ইষ্ট মিত্র কুমার চাপিয়া ধরে কোলে॥
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষস নাশ শত্রুজয়ী রাম॥
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণ দেখ হেতা এই স্বর্গপুরী॥
হরিষের কথা যদি কহিল বানর।
মাথা নোয়াইল গিয়া রামের গোচর॥
ত্রিভুবন নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিলে তব প্রসাদে পাই প্রাণদান॥
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাক হে তোমার রাখি আগে॥
মরিল বানর যত পাইল প্রাণদান।
শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করেন দেব বিদ্যমান॥
রাম বলে দেবরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে।
এক কথা সন্ধ বড় আমার অন্তরে॥
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস বানর।
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পাইয়া উঠে অসংখ্য বানর॥

উত্তর দৈমোত্তে ছিল শূন্য বক্ষিবণ।
বানরেরা মৃতদেহে পাইল জীবন॥
অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পাইল কি কারণে॥
ইন্দ্র বলে রাক্ষস না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন॥
রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে॥
রাম মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষসে।
রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাসে॥
শ্রীরাম ব'লয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার॥
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম গুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে॥
ইন্দ্র বলিলেন যাহ সবে নিজ বাস।
এত দিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ॥
চৌদ্দ বর্ষ বনে দশ মাস উপবাস।
শ্রীরাম জানকী দোঁহে হউক সম্ভাষ॥
নিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম॥
শ্রীরামেরে সীতারে করিয়া সমার্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন॥
যখন যে কর্ম্ম বিভীষণ তাহা জানে।
এগার জন রুহদে নেতের কাণ্ডার টানে॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত রথ অপূর্ব্ব গঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতে নেতের বসন॥
উপরে চাঁদোয়া দোলে থাটে শোভে তুলি।
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজুলি॥
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারি ভিত।
পারিজাত পুষ্প পাড়ে গন্ধে আমোদিত॥
বিশ্বব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে।
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে॥
বিভীষণ আপনি রহিল যে প্রহরি।
অন্তঃপুরামের বাহিরে বানর সারি সারি॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হইলা অবতার।
সীতাসহ রাম প্রবেশেন সে আগার॥
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি॥
রাম সীতা দুই জনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া বিরস দুই জনে॥
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে।
যে দুঃখ পেয়েছি সে কহিতে বুক ফাটে॥

তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন।
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন॥
দশ মাস তোমার বদন অদর্শনে।
অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম রাত্রি দিনে॥
সুধাকরে জ্ঞান করিলাম দিবাকর।
তাপ ভয়ে তাহার না হইতাম গোচর॥
ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণি॥
জানকী পাইব আমি সাগর বন্ধনে।
এ আশায় প্রাণ রাখিয়াছি এত দিনে॥
পূর্ব্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা।
রামেরে কহেন তাহা হয়ে দুঃখিতা॥
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল।
পরস্পর আলাপে সকল দূরে গেল॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত ভাস্কর।
একে একে সবে গেল শ্রীরাম গোচর॥
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ।
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ॥
বহুকাল অনাহার বহু পর্য্যটন।
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন॥
করুক তোমার পরিচর্য্যা দাসীগণ।
আনুক কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু হয়েছে বিমল।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল॥
সহস্র যুবতী কন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পূরাউক আশ॥
শ্রীরাম বলেন হে রাক্ষস অধিপতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম্মময়।
পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়॥
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ সুখ দূরে থাকুক না চাই নয়নে॥
কোটি কোটি দেবকন্যা এক ঠাঁই করি।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী॥
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত তাই সুখী।
কেবল আমার দুঃখে হইয়াছে দুঃখী॥
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন।
তবেত পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর।
বহু নদ নদী আদি তরিলাম সাগর॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর যেন যাই যাই দেশে

বিভীষণ বলে প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ।
এক দিন রহো তুমি যাবে নিজ দেশ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
এক দিনে তোমারে লইবে নিজগ্রাম॥
এক দিন চাহি আমি বিভব সংপ্রতি।
দিন কত লঙ্কাপুরে করহ বসতি॥
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন॥
শ্রীরাম বলেন প্রীতি হইলাম তোমারে।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে॥
আহার না করে যার মরণ না গণে।
হেন বানরেরে তোষ ভালবাসি মনে॥
ঐ গন্ধ চন্দন বানরেরে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোজ করহ সম্মান॥
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি।
স্নান দ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী॥
দেব দানবের কন্যা গন্ধর্ব্ব রূপসী।
দেখিয়া সভার মুখে নাহি ধরে হাসি॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ॥
দিল নারায়ণ তৈল সুগন্ধি চন্দন।
তাড়াতাড়ি মাখে সবে আনন্দে মগন॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ॥
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে ভার॥
অপূর্ব্ব ভক্ষণ দ্রব্য দিব্য নারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেশে বানরেরা খায়॥
ক্ষীর লাড়ু পাঁপর মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ গাড়ু।
গালভরি কপিগণ খায় মাল লাড়ু॥
রামলাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ।
বাপ মা মরিলে যেন পাইলেক মোহ॥
গলা আঁটকায় কেহ তবু বলে খাব।
বুড়া বুড়া কপি বলে আর কবে পাব॥
সোনার ভাবরে তারা করে আচমন।
গুবাক তাম্বুল সবে করয়ে ভক্ষণ॥
রত্নসিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদ সেবা করিতে আইল কন্যাগণ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যা মেলে।
দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কোলে॥
রাবণ হরিয়াছিল যতেক নাগরী।
কাল বলে তারা দেখে বানরের নারী॥
সুখেতে বঞ্চিল নিশি নিশাচরপুরে।
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে॥
সে আশায় নৈরাশ হইল কপিগণ।
পূর্ব্বদিকে চাহে দেখে উদিত তপন॥
আইল বানরগণ রামের গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর॥
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
পদ সেবা করিবারে রহি পদযুগে॥
যে সুখে ছিলাম তাহা কহি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ॥
কন্যা গুলা লয়ে করি দেশেতে গমন।
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন॥
আজ্ঞা কর লঙ্কায় আমি থাকি দুই মাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
কন্যাদান দিয়া তুমি তোষ কপিগণ॥
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হৈলা রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা॥
পাইল রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা বস্তু দিল আর গজমুক্তাগণ॥
বসন ভূষণ আর দিলেক মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক॥
নানা দ্রব্য করাইল বানরে সম্মান।
সমান বয়স বেশ কন্যা করে দান॥
অন্য দানে নাহি মানে আনন্দ তেমন।
কন্যা দানে তুষিল যেমন কপিগণ॥
একেক বানরে দশ পাইলা সুন্দরী।
নিবেদন করে প্রভু দেশে যাত্রা করি॥
আনিল পুষ্পক রথ দেব অধিষ্ঠান।
তদুপরি আশ্রম পুরী স্থানে স্থান॥
রথ দশ যোজন থাকয়ে সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন॥
পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস যোড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে॥
চড়েন পুষ্পকে রাম সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা মেঘের আঁচলে॥

সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
এক পাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রথোপরি শ্রীরাম তুষিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্ন বদনে রাম কহেন বচন॥
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের বাদি।
বিভীষণ শুনেছে দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি মোর করিল হনুমান॥
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
সেনাদি মাগিলাম আমি কর পরিহার॥
রাক্ষসে বানরে রাম দিলেন বেদানি।
ছল ছল করিয়া চক্ষেতে পড়ে পানি॥
যোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে॥
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারি ভাই তোমরা দেখিব এক সাত॥
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান।
বিদায় করিলা রাম যাই নিজ স্থান॥
শ্রীরাম কহেন শুন এ বড় আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ সচ্ছন্দ॥
দেশে তোমা সবার যাইতে নাই চিত্তে।
যে যাবে সে চড় গিয়া এ পুষ্পক রথে॥
পাইল রামের আজ্ঞা রাক্ষস বানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥
রথোপরে আওয়াস দিবা বাড়ি বেড়া।
একেক বানরে করে দশ বাড়ি যোড়া॥
যে লাফা পাইয়াছে দশ দশ নারী।
সেই লাফা যোড়ে গিয়া দশ দশ বাড়ি॥
বনে ডালে বেড়াইত যারা সুখে সুখে।
দেবকন্যা লইয়া চড়িল গিয়া রথে॥
তিনকোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
রথের এক কোণে গিয়া রহিল তখন॥
চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর।
একেক চড়িল গিয়া রথের উপর॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামের দেশাগমন।

দেবের কামাত দিয়া বেদিল চউরি।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরাম সুন্দরী॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথে আনি যুড়িলেক করি পাঁতি পাঁতি॥
লইয়া পুষ্পক রথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষের নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে॥
পবন গমনে রথ যায় যথা তথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা॥
উঠিল পুষ্পক রথ গগনমণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥
রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভালমতে।
হইল রাক্ষস রাজা বানর শোণিতে॥
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্টজন।
ইন্দ্রজিত এখানে পড়িল করি রণ॥
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড় দর্শনে॥
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধ আনিল হনু সুষেণের বোলে॥
পড়িল রাবণ হেথা জীবনের বৈরি।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী॥
সাগরের দেখ সীতা কল্লোল বিধান।
মম পূর্ব্ব পুরুষের সাগর নির্ম্মাণ॥
তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর কেটে তমাল দিয়াল॥
জানকী বলেন প্রভু কমললোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥
রাবণ আনিল আমার ললাটে লিখন।
বিনা দোষে সাগরেরে করেছ বন্ধন॥
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার॥
রাম সীতা দুইজনে কহেন কাহিনী।
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে দেহানে
লইয়া লক্ষ্মণ ধনু নামিল জাঙ্গালে॥
ধনুগুণে তিনখান পাথর সরায়।
করি দশযোজন একেক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার।

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন ।
শিব পূজা করি দেশে করিব গমন ॥
শিব পূজা করিতে রামের লাগে মন ।
শুনিয়া পুষ্পক রথ নামিল তখন ॥
করিয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ ।
হনূমান আনিলেন কুসুম চন্দন ॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী ।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি ॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম ।
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম ॥
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে ।
রাম সীতা দুইজনে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে ॥
চতুর্দ্দোলে বারি মাত্র রহেন লক্ষ্মণ ।
রাম সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন ॥
দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্র তীর হেথা ।
ঘর সাজাইলাম যে দিয়া পাতা লতা ॥
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি ।
একেক যোজনের পথ ঘর একখানি ॥
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন ।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন ॥
কিষ্কিন্ধ্যার দেখ এই গাছের মধ্যানে ।
সুগ্রীব হইল মিত্র যথা মারি বালি ॥
ঋষ্যমূখ পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শেখর ।
সুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর ॥
সীতা বলিলেন রাম কমললোচন ।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন ॥
বস্ত্র চিরি ফেলিলাম গাত্র আভরণ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি করিনু ক্রন্দন ॥
পাতা লতা ধরি আমি রহিবার মনে ।
এড় এড় বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে ॥
শ্রীরাম বলেন নাহি কহ সে বচন ।
তোমারে ধরিয়া তার হইল মরণ ॥
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু ।
তব চুল ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু ॥
পম্পা সরোবর সীতা কর নিরীক্ষণ ।
ছিলেন উহার কূলে মতঙ্গ ব্রাহ্মণ ॥
স্নান বস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষ ডালে ।
হইল সহস্রবর্ষ তবু নাহি গলে ॥
মরিল কবন্ধ হেথা ঘোর দরশন ।
যাহার একেক হাত একেক যোজন ॥
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী ।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী ॥

প্রবাসিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ ।
এই ঘর হৈতে লইল রাবণ ॥
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ ।
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস ॥
হের আর রথস্থলী দেখহ সুন্দরী ।
সহস্র রাক্ষসে খর দূষণেরে মারি ॥
অগস্ত্য মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী ।
যথা সূর্পণখার নাসিকা কাণ কাটি ॥
ঐ দেখ মুনি পাড়া শরভঙ্গ বন ।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিল পুরন্দর ॥
আত্রিক মুনির বাড়ী সীতা মনে স্মর ।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দুর ॥
কুল্যা নদী তীর এই কর অবধান ।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান ॥
হাতে পিণ্ড দিতে পিতা এলেন গোচরে ।
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে ॥
চিত্রকূট গিরি দেখ এই দেখা যায় ।
ভরত আইল যথা লইতে আমায় ॥
নারদ বশিষ্ঠ আইল কুল পুরোহিত ।
ভরত বিনয় করিলেন যথোচিত ॥
শুনিলে ভরত বাক্য পিতৃসত্য নষ্টে ।
কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকল মনে পড়ে ॥
শৃঙ্গবের দেখ ঐ গাছের মধ্যান ।
যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল ॥
নন্দীগ্রাম দেখ সীতা গাছের মধ্যানী ।
যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী ॥
নন্দীগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী ।
রথে থাকি দেখে তারা দিয়া উকিঝুঁকি ॥
নন্দীগ্রাম শুনি সবে হরিষ বিশেষ ।
সবে বলে প্রভু আজি বুঝি যাব দেশ ॥
শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদ্বাজ ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ ॥
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন ।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন ॥
মুনি তপোবনে রাম করিলা প্রবেশ ।
দেখিলেন সুসজ্জ সকল সন্নিবেশ ॥
মুনির চরণে রাম করিল নমস্কার ।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুভ সমাচার ॥
বহুকাল বনবাসী না জানি কুশল ।
কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল ॥
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী ।
কে কেমন আছেন তা কিছুই না জানি ॥

মুনি বলে রাম তুমি না হও উদ্যোগ।
সকলে আছেন তোমা এক দেহ যোগ॥
মাতা কি বিমাতা অন্য কেহ নাহি বলে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে॥
র:অকর্ম্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারিযুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি॥
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ি খাট পাট।
হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট॥
গাছের বাকল পরে জটাবদ্ধ শিরে।
অগুরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে॥
রাজা হইয়া তাজ সহেন রাজ ভোগী।
মুনি ব্যবহার করে যেন মহাযোগী॥
রত্ন সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা থুয়ে ধরে দণ্ড ছাতি॥
পাদুকার হেটে বৈসে কৃত্য সার কর্ম্মে।
বশিষ্ঠ সারথ লৈয়া থাকে রাজকর্ম্মে॥
দেয়ান সম্ভাষি ধরে ভরত বলে যায়।
তোমার পাদুকার ঠাঁই মাগিয়া বিদায়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তার করিতে সম্ভাষ॥
মুনি বলে শ্রীরাম আইলা নিকেতন।
তব দরশনে ধন্য সকল জীবন॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুবস্ত্র ফলে।
সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের ফলে॥
রামরূপে শ্রীহরি আইলা মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা এথাই স্বর্গবাস॥
যত দুঃখ পাইলে রাম দণ্ডক কাননে।
ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে॥
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে॥
তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার॥
সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে।
এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে॥
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে।
তুষ্টাইব সবাকারে অতিথি আহারে॥
তোমার প্রসাদে পবিত্র হবে মুনি।
আজ্ঞা কর তুষ্টাইব সত্তরি অক্ষৌহিণী॥
দিব্য আওয়াস দিব ভিন্ন ভিন্ন বাসা।
ভালমতে করিব সে সৈন্যের জিজ্ঞাসা॥
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি॥

শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি কালি দেশেরে গমন॥
বানরের ভক্ষ্য বস্তু ফল সে কেবল।
তপোবৃক্ষে আহার করয়ে নানা ফল॥
এই দেশে বহু আছে কাঁঠাল রসাল।
অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে ডাল॥
শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল ফুল পাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারি ভিতে॥
নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা ফল হাতে পায়॥
যত বর চান রাম তত দেন ঋষি।
আলাপে উত্তরে মন উত্তরের তুষি॥
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব অগ্রে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সোণার চৌয়ারি।
সোণায় ঘাট বান্ধিলেন দীর্ঘল পুখরী॥
আশী যোজনের পথ করি আয়োজন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন॥
সংসার আনিতে মুনি করেন ধেয়ানে।
দেবকন্যাগণ মুনি আনিল সেখানে॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাটশালা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদির মেলা॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে॥
আরবার ভরদ্বাজ যুড়িলেন ধ্যান।
আপনি কমলাদেবী হন অধিষ্ঠান॥
লক্ষ্মী দেবী যজ্ঞে গিয়া করেন রন্ধন।
দেবকন্যাগণে করে সে পরিবেশন॥
স্বর্ণথাল সোণার ভাজন ঝারি পীড়ি।
আশী যোজনের পথ করিল সারি সারি।
স্বর্ণথালে পরিবেশে সবে বসে খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়॥
অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর।
খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥
কি মনোজ্ঞ সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর।
যাহা নিরখিলে বাঞ্ছা হয় মতিচুর॥
নিখুঁত নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্রে মনোহরা দিব্য মনোহরা॥
সকচাকলির রাশি লবণ ঠিকরি।
গুড়পিঠা কটি লুচি খুরমা কচুরী॥

ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরের নাড়ু মুগসাউলি।
অমৃতা পিটুলি পুলি নারিকেল পুলি॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥
সুগন্ধি কদম্ব আর পায়স মিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক॥
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল প্রচুর।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥
ঊর্দ্ধ মুখে রহে পড়ে নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে উঠি বসে শুইলেক খাটে॥
উলটিয়া ভাবয়ে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাম্বুল ভক্ষণ॥
দেবকন্যা কোলে করি নিদ্রা যায় সুখে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে সবে আপন কৌতুকে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজ মুনির যে ফল উপহার॥
নানা সুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান॥
হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞা দান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান॥
সন্ধ্যা যাবে যাইবা ভরতের উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে॥
গুহকের পুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ॥
চক্ষের নিমিষে কপি উঠিল গগনে।
ভরত সম্ভাষে যান ত্বরিত গমনে॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবন নন্দন।
কোনরূপে গুহের আগে দিব দরশন॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল॥
ভেটিব মনুষ্য রূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান॥
চক্ষের নিমিষে গেল গুহকের পুরে।
নিজরূপ ত্যজিয়া মনুষ্য রূপ ধরে॥
গজমুখী ঘর সে ছাউনি সব নাড়া।
হনুমান বলে এই চণ্ডালের পাড়া॥
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেওয়ানে।
নররূপে হনুমান গেল বিদ্যমানে॥
গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল।
হনুমান বার্ত্তা কহে শুনহ চণ্ডাল॥

শ্রীরাম তোমার জানাইলেন কল্যাণ।
মিত্র সম্ভাষণে চল ত্যজহ দেওয়ান॥
হরিষে চণ্ডাল পুছে কব কব আসে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূর আসে॥
শ্রীরাম ছিলেন কল্য ভরদ্বাজ পুরে।
পাবে দেখা পাবে তাঁর চলহ সত্বরে॥
শ্রীরাম আইল দেশে পড়ে গেল সাড়া।
দগড়ঝম্প কাঁসা বাজে নাচে চণ্ডাল পাড়া॥
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে চাঁদে পরে ধড়া।
নানা অস্ত্র সাজে কাটি তেল আর সড়কা॥
চতুর্দিকে হাত তুলি বাজায় ঝাঁঝুরি।
উকড় হাকড় করি চণ্ডালের কোলাহলি॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ হইয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে॥
গুহ বলে ধন্য ধন্য দাসী যে মকড়।
মিতা সম্ভাষণে লবে মাগুরের জল॥
এড়া ভরি মৎস্য লবে রুই আর উৎপল॥
পদ্মের মৃণাল লবে আর পানিফল॥
চলিল গুহের কোল নগড়ে দিয়া সাথ।
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান॥
একেক চণ্ডাল গায় দেখিতে পর্ব্বত।
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ॥
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পাইয়া বানরেরা নাড়ে॥
শ্রীরাম বলেন মিতা আইস কুশলে।
গুহক বলে রাম তুই আইলি ভালে ভালে॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তি মাত্র লন রাম নাহি লন দোষ॥
শ্রীরাম গুহের মন তুষ্টির কারণ।
রথ হৈতে উলিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
জগতে শ্রীরামের এমত ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বান্ধবে আর রাক্ষসে মিতালি॥
সাত কোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ॥
রাম সম্ভাষিলেতে হইল দিব্য জ্ঞান।
সবন্ধু লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান॥
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার।
সর্ব্বথা সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর॥
নিজরূপে হনুমান উঠিল গগনে।
ভরতের কাছে যায় ত্বরিত গমনে॥
মাঝার্দ্ধে এড়াইল নদী নানা স্থানী।
হইল গোমতী পার পবন নন্দনী॥

হেঁটে পারলাম্ এক্কে ত্রিশত যোজন ।
নন্দীগ্রাম উত্তরিল পবন নন্দন ॥
গগনমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে ।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে ॥
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের প্রায় ।
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত আকার ॥
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত ছত্র দেখে ।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চারি ভিতে ॥
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ ।
সপ্তদ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান ॥
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত ।
অষ্টাশী কোটি রাজা তাহেতে যুত ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস ।
অত্যুচ্চ একেক ঘর লাগিছে আকাশ ॥
মরকত স্তম্ভ লাগে মাণিক রতন ।
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন ॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাটশালা ।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আদির যত খেলা ॥
রত্ন সিংহাসনোপরি শ্বেতবস্ত্র পাতি ।
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি ॥
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার চর্ম্মে ।
বশিষ্ঠ নারদ হৈয়া থাকে রাজকর্ম্মে ॥
ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান ।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনূমান ॥
উলিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম ।
যোড় হাত করি বলে আপনার নাম ॥
হনূমান নাম মোর জাতিতে বানর ।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন কুমার ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর আমি দাস ।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ ॥
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ ।
তোমা দরশনে হয় পাপ বিমোচন ॥
কেকয় রাজার কন্যা তোমার জননী ।
দশরথ ভূপতির মধ্যমা গৃহিণী ॥
রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী ।
সৌভাগ্য তাঁহার সম নহে অন্য রাণী ॥
করিয়া রাজার সেবা প্রধান মহিষী ।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পুণ্যরাশি ॥
বর মাগিলেন তিনি অতি সে অন্যায্য ।
শ্রীরামের বনবাস ভরতের রাজ্য ॥
সে দুর্নাম গেল তার তোমা পুত্রগুণে ।
তোমার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবনে ॥
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট নাহ ।
রাজার হইয়া তাই তত্ত্ব নাহি কেহ ॥
ভরত ভূপাল হয়ে নহে রাজভোগী ।
মুনি ব্যবহার কর যেন মহাযোগী ॥
যাহারে আনিতে গেলে লয়ে খাজ্যখণ্ড ।
যাহার পাদুকা পাতি ধর ছত্রদণ্ড ॥
বহুকাল দুঃখি আছ যাহার আশ্বাসে ।
সে রাম পাঠান মোরে তোমার উদ্দেশে ॥
শুভ বার্ত্তা কহে যদি পবননন্দন ।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন ॥
হনূমান্ কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে ।
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে ॥
ভরতের নেত্র জলে হনূমান তিতে ।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥
তিন শত গাভী দিল বাছি ভালে ভাল ।
দুই শত গাছ দিল রসাল কাঁঠাল ॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশি লক্ষ তোলা ।
মণি মুক্তা দিল কত মধ্যে গাথাপলা ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান ।
এমন এপার শত কন্যা দিল দান ॥
কন্যা গুলা দেখি হাসে পবননন্দন ।
পশু আমি কন্যায় কি মোর প্রয়োজন ॥
ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি ।
রামের মঙ্গল যাহে তাহা আমি গণি ॥
এত যদি হনূমান কহিল বচন ।
পুনশ্চ ভরত তারে দিল আলিঙ্গন ॥
বহু দিন শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী ।
তুমি নহ বানর দেবের মধ্যে গণি ॥
ভরত বলেন বীর জিজ্ঞাসি তোমায় ।
কি কার্য্যে বানর[illegible] রামের সহায় ॥
কোন কোন সেনাপতি কি তার বাখান
দেশে আইলে সবাকার করিব সম্মান ॥
এত যদি পূর্ব্ব কথা জিজ্ঞাসে ভরতে ।
সব কথা হনূমান লাগিল কহিতে ॥
রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাম গেলেন পঞ্চবটী ।
তথা সূর্পণখার নাসিকা কাণ কাটি ॥
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ ।
মায়ামৃগ ছলে সীতা হরিল রাবণ ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য সীতা অন্বেষণ ।
বালিকে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব আদেশে ।
সীতা অন্বেষিতে সবে যায় দেশে দেশে

এক মাস মধ্যে বার্তা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয় ॥
পাতালে প্রবেশ করি বড় অন্ধকার।
ধরিব বানর হৈয়া যুক্তি করি সার ॥
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সব না পাই উদ্দেশ ॥
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সনে হয় দেখা।
রাম নাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পক্ষ শ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি।
তার বাক্যে ভরত ডিঙ্গাইনু সরিৎপতি ॥
সাগরের কূলে রহিলাম সকল বানর।
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর ॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ ॥
আওয়াসে২ চাহি সীতা নাহি দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হৈয়া বড় দুঃখি ॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
সীতা দেখি অশোকের কানন ভিতরে ॥
কোথা হৈতে আইলি জিজ্ঞাসেন বৈদেহি।
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি ॥
রামের অঙ্গুরী যে দিলাম নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন ॥
দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি।
কহিলেন আমাইতে রামের কাহিনী ॥
সে মণি আনিয়া দিলাম রাম বিদ্যমানে।
মণি পাইয়া কান্দিলেন তাই দুইজনে ॥
রাবণের সহকারে করি সেতু বন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ ॥
প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে।
নাগপাশ মুক্ত করিলেন পক্ষরাজে ॥
ইন্দ্রজিত অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহু বলে।
সীতা রাম লক্ষ্মণ আইলেন কুশলে ॥
আইলেন সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
পাত্র মিত্র লইয়া চল রামে সম্ভাষণ ॥
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ পুর।
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্বর ॥
শুভ বার্ত্তা কহে যদি বীর হনূমান।
শত্রুঘ্নে ভরত করেন সম্বিধান ॥
দুর্দিন হইল তাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥

প্রভুর প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে সে সবারে করাও স্নান ॥
দেবতার স্থানে বাজা বাজাইক বাইতি।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য ঘৃতের জাল বাতি ॥
ফল ফুল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ থালা।
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে জ্বালহ শাকলা ॥
উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর বাহির ভিতর ॥
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পৌঁত রুক কলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
আনসোহ টাকা বাছ দেশের উত্রাতে।
পুরবাসী দেখে যেন থাকি তার আগে ॥
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি কোটি জন্ম পাপ হইবে মোচন ॥
যে বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন।
নন্দীগ্রাম হৈল যেন অমর ভুবন ॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় তার আনন্দ অখণ্ড ॥
প্রতি পদ ক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে সানন্দ অপার ॥
বশিষ্ঠ সারথ চলে কুল পুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত ॥
মুদিত হইল লোক দেশের উত্রাতে।
সাত শত সতীনে কৌশল্যা দেবী সঙ্গে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অরণ্য ॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী ॥
কাণা খোড়া শিশু বুড়া সব অন্যজনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম দর্শনে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধমুখে।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রাখে ॥
গাছে পক্ষী না রহে না রহে পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে ॥
তের শত বৃষভের বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্র না পান দেখিতে ॥

ভরত বলেন যে চঞ্চল হনূমান।
যত কিছু বলিল হইল সব আন॥
হনূমান বলেন কি কও উতরোল।
গোমতীর পার শুন কটকের রোল॥
ভরদ্বাজ মুনির অগ্রেতে বিদ্যমান।
শুক গাছে ফল ফুল সহ এই দান॥
ঐ দেখ রথখান দিতাছে আকাশে।
ব্রহ্মার পুষ্পক রথ বহে রাজহংসে॥
কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী॥
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
এক কোণে রথের রয়েছে ত্রিভুবন॥
রথ খান দেখে সবে ঢাকিছে গগণ।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ॥
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ লৈয়া আইল পবন॥
ভরতে দেখিয়া রাম হইলেন কাতর।
অস্থি চর্ম্ম সার অতি ক্ষীণ কলেবর॥
চলিয়া আসিতে পদ উথড়িয়া পড়ে।
হনূমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥
রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত॥
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে॥
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘ্ন।
চারি ভাই একবার হৈল আলিঙ্গন॥
এক বিষ্ণু চারি অংশ মায়ার কারণ।
দেবগণ বলে পাছে হয় বা মিলন॥
এক ঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।
আনন্দে অমরে করে পুষ্প বরিষণ॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ॥
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম সার।
রাম রাম বিনা তার মুখে নাহি আর॥
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে চিরজীবি হও রাম॥
রামে বনবাস দিয়া কেকয়ী লজ্জিতা।
আশীর্ব্বাদ করিতে নাহন সন্নিহিতা॥
কেকয়ীকে লজ্জিতা দেখিয়া রঘুনাথ।
বিনয়ে কহেন বাক্য যুড়ি দুই হাত॥
তোমার কি দোষ মাতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
নহে কোথা থাকি সীতা পাবে দশস্কন্ধ॥
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার।
জানিলাম ভরতের ভ্রাতৃ ব্যবহার॥
তোমার প্রসাদে পাই সুগ্রীব সুহৃদ।
মিতা হৈয়া কেহ নাহি করে এত হিত॥
একে একে শ্রীরাম কহেন সর্ব্ব কায।
রাম বাক্যে কেকয়ী অধিক পায় লাজ॥
রথে হৈতে শ্রীরাম বহেন ভূমে বাট।
ভরত যোগান সে পানই দুই পাট॥
এত সেবা করিলাম ব্রত আরাধনে।
পানই লাগুক আজি শীতল চরণে॥
পাদুকা দিলেন পায় কমলোচন।
পাদুকারে প্রণমে সকল পুরীজন॥
প্রবেশ করেন রাম ভরত আওয়াসে।
সবে হরি বল রাম আইলেন দেশে॥
বাহির চৌতারায় রাম করেন দেওয়ান।
ছত্রিশকোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান
সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি।
ছত্রিশকোটি বসিল প্রধান সেনাপতি॥
ভরতে করেন রাম সৈন্য পরিচয়।
ঐ দেখ সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের তনয়॥
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালীর কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে রাজ্য অধিকার॥
দেখ গয় গবাক্ষ এই যে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দে গবাক্ষ নন্দন॥
শরভ কুমুদ দেখ স সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি॥
ঐ দেখ সুষেণ আর যে জাম্বুবান।
ঔষধি মন্ত্রণাতে উভয়ে সাবধান॥
হনূমান এই দেখ পবন সন্তান।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন॥
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনূমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ॥
হনূমান আমার সকল কার্য্যে দড়।
চারি ভাই হৈতে মোর হনূমান বড়॥
দেখ এ লঙ্কার রাজা মন্ত্রী বিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণা গুণে মরিল রাবণ॥
আপনি কহেন রঘুনাথ যার গুণ।
সর্ব্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ

রাক্ষস বানর আর নানা বাদ্য করে।
রামের ইঙ্গিতে তারা নানা বাদ্য ধরে॥
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন॥
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে।
যোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে॥
স্থাপ্য ধন মম ঠাঁই আছে পিতৃ রাজ্য।
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য॥
আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈস সিংহাসনে।
সেবা করি থাকি রাম শীতল চরণে॥
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে॥
সবলের বোঝা যে দুর্ব্বলে দিতে নারে।
মহারাজা মহাবীর রাখিবারে পারে॥
অদ্য হৈতে রাজ্যভার আমাকে না সাজে।
ক্রমাগত রাজা রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া॥
বলেন ভরত পুনঃ বিনয় বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন॥
তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া তব সুবিবেক যশ॥
আনাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার॥
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে॥
জটা জুট মুণ্ডন করিয়া সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান॥
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন॥
জানকীরে স্নান করাইল যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ থাকিয়া লক্ষ্মী আইল আপনি॥
শ্রীরাম করিয়াছিলেন যে মত আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার॥
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বীবেশ ধারী।
পরিল বসন সে বল্কল পরিহরি॥
শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখি।
তাহার সুখেতে লোক হইলেন সুখী॥
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করেন রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী॥
সুখে যেন বিভাবরী হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম ভূপতি হব দিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চলিল রামের সঙ্গে হস্তী ঘোড়া চড়ি।
দেখিবারে স্ত্রী পুরুষ আইল বড়াবড়ি॥
যে যেমন আছে ছিল সেই ভাবে যায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু সেই ভাবে ধায়॥
কাণা খোঁড়া বহিয়াছে আনে অন্য জনে।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় রাম দরশনে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী কি করিবে গুরুজনে।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক রাম দরশনে॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াইবে নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল সন্তান।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়া হাতি চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্ক গাছে ফল ফুল ছিঁড়ি সবে খায়॥
সুমন্ত্র যোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে॥
রথের ভিতর যে যোড়রে কড়িয়াল।
চামর ঢুলান শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী॥
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ॥
দুই দিকে সর্ব্বলোক রাম পানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কহে॥
বড় পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যে তোমার চন্দ্রানন।
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হয় করিয়া দর্শন॥
দেখিয়া রামের রূপ ভুবন মোহন।
পর বনিতার মন বঞ্চিল নয়ন॥
শ্রীরামের মন নহে অন্যের যেমন।
যেমন সীতার প্রতি কে পায় সে মন॥
যেন রাম তেন সীতা শোভে দুই জন।
অন্যে পানে শ্রীরাম চাবেন কি কারণ॥
সীতার সৌভাগ্য তারা বলিয়া অন্তরে।
আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে॥
ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির।
অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর॥

ভরতের প্রতি রাম কহেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।
করিলেন নির্ম্মিত ছত্রিশ কোটি ঘর॥
এক কুন্দ আবাস সে দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করে অতি স্বর্ণের কলস।
রত্নময় দরবার করে আভা জ্যোতি।
এই ঘরে রহেন সুগ্রীব নরপতি॥
আর যে আওয়াসে দেখ নির্ম্মাণ কাঞ্চন।
তিন কোটি রাক্ষসে রহেন বিভীষণ॥
দেখ এই ঘরে মণি মাণিক্য পাথর।
রহেন সৈন্যের সহ অঙ্গদ কুমার॥
আর যে আবাস দেখ মুকুতা গাঁথনি।
এই খানে হনুমান থাকুন আপনি॥
সিন্ধুনদী তীর আর সরযূর তীরে।
এত দূর চাপি রৈল রাক্ষস বানরে॥
সিন্ধুনদী সরোবর চল্লিশ যোজন।
এত দূরে ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যাতলে।
দেবকন্যা লইয়া রহিল কুতূহলে॥
কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
কালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর॥
পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র পূর্ণ চৈত্র মাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা আজি অধিবাস॥
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন কার্য্যগণি।
আনিতে নারিব চারি সাগরের পাণি॥
দিলাম চারিটি রত্ন নির্ম্মিত কলসী।
চারি সাগরের জল আন নহে বাসী॥
সাতশত নদী আছে পৃথিবী মণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে॥
সাত শত স্বর্ণ কুম্ভ দিলাম তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল যেন কালি পাই॥
সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানর সৈন্য কুম্ভ নিল হাতে॥
রাজা বলে সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
খালি ভুলির জল আনি ভাণ্ডাও যে পাছে॥
পাইয়া সুগ্রীব আজ্ঞা বানর চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত॥
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রাম জয় শুনি॥
রাম সীতা উপবাসে রহেন ভুবনে।
পুরী শুদ্ধ সকল রহিল জাগরণে॥
রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
আর একটি দিন প্রভু ছিলাম এমনি॥
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুর বচনে তারে করেন সম্ভাষ॥
পূর্ব্ব দিনে রাম সীতা ছিলেন পরিমিত।
পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্রমত॥
প্রভাত হইল পূর্ব্ব দিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ॥
অগ্নি যেন উড়িয়া যায় নীল যে বানর।
চক্ষের নিমিষে গেল সে পূর্ব্ব সাগর॥
অযোধ্যা পূর্ব্ব সাগর সে চারিশত যোজ
রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ॥
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীলবীর বেড়ায় তার তটে॥
ইক্ষুচন্দ্রের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী॥
জাম্বুবান বাক্যেতে সাহসে করে ভর।
চক্ষের নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর॥
অযোধ্যা পশ্চিম সাগরে আটশ যোজন
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ॥
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে॥
দেবদারু ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানী।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী॥
দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর।
যেখানে সেতু বান্ধিয়াছে করিয়া গভীর।
দক্ষিণ সাগর পাঁচ শত যে যোজন।
শ্রীরামেরে তেজে [illegible] গেল ততক্ষণ।
নল দেখি সাগ[illegible] উড়িল জীবন।
আরবার নলবীর আইল কি কারণ॥
সাগরের ত্রাস দেখি নলের হইল হাস।
হাসিয়া সাগর প্রতি করিছে আশ্বাস॥
ছিলাম রামের সঙ্গে তেঁই আছে বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল॥
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা নগরে।
জল হইতে আসিয়াছি তোমার সাগরে
মনে তোলাপাড়া করেন নল মহাবল।
রত্নকুম্ভে ভরিলেন সাগরের জল॥
কলসী ভরিয়া থুইল সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে॥
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবলচন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরে দিল আচ্ছাদন

গেল চন্দনের ডালে আচ্ছাদিত পানী ।
সুগ্রীবের কাছে যায় প্রভাত রজনী ॥
উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন ।
কোন বীর যাইবে ভাবিছে সর্ব্বজন ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করেন অনুমান ।
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান ॥
দুড় দুড় শব্দে যায় বায়ু করি জয় ।
দেখেন চাঁদে উপাড়ে পাবন পাথর ॥
আকাশে থাকিয়া যাহু জলে ছলে পড়ে ।
বজ্র অনুবর্ত্তি যেন বাসব বাহুকে ॥
পবন গমনে যায় পবন নন্দন ।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে ।
চিহ্ন চাহি হনুমান রাখে উত্তরে ॥
চন্দনের ডাল তায় দিলেক ঢাকনি ।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী ॥
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান ।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব আগুয়ান ॥
গয় গবাক্ষ শরভ আর গন্ধমাদন ।
কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষ নন্দন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর পনস ।
আনিল তীর্থের জল হাজার কলস ॥
সীতা সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে ।
অভিষেক করিল সুগ্রীব বিভীষণে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দুই রাজা সঞ্চারে ।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে ॥
পৃথিবীতে রাজা যত আছে চতুর্দ্দিক ।
শ্রীরামের অভিষেক দ্বারে উপস্থিত ॥
স্বর্গলোক মর্ত্তলোক আইল পাতাল ।
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল ॥
রহিবারে স্থান নাই সৈন্য কলাহলি ।
নানা শব্দে বাদ্যবাজে আর করতালি ॥
চারিদিকে চামর ঢুলায় রাজাগণ ।
রামের সম্মুখে ছিল ভাই তিন জন ॥
বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রাম স্থান ।
দেবকন্যাগণে গিয়া করুণ কল্যাণ ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি রহিল অন্তরীক্ষে ।
দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে ॥

অযোধ্যায় দেবীগণের আগমন ।

ত্রিপদী ।

রম্ভা সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরামা ।
আইলেন অযোধ্যায়, রাম রাজা যথা রায়,
বসনে ভূষণে নিরুপমা ॥
হাতে লইয়া দূর্ব্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরঘুবরে করিতে কল্যাণ ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণ গান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পুরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরী দলে, অভিষেক নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান ।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান ॥
যত রাজা প্রজাগণ, সকলি আনন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক দিনে ।
নানা অর্থ বিতরণে, সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে,
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে ॥

শ্রীরাম রাজ্যভোগার্থ অভিষেক ।

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণ পদ্মমালা ।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা ॥
স্বর্ণ মণি মাণিক্যে নির্ম্মিত দিব্যহার ।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল আরো অলঙ্কার ॥
নানাবিধ মণি মুক্তা পরেশপাথর ।
কুবেরের হার শোভয় কণ্ঠের উপর ॥
দেবের ভূষণেতে হইয়া বিভূষিত ।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত ॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে ।
এদিকে সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরে ॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান ।
যাহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান ॥
গ্রাম ভূমি স্বর্ণ দান করেন শ্রীরাম ।
বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম ॥
পূর্ণ চৈত্রমাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র ।
শুভক্ষণে শ্রীরামে ধরেন দণ্ডছত্র ।
স্বর্ণ পদ্মমালা গলে সূর্য্য যেন জ্বলে ।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥
অঙ্গদের কাছে রাম দিলেন অলঙ্কার ।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান ।
একমনে নিরব রহিল হনুমান ॥

শ্রীরামের নামেতে সকল মুক্ত সুখী।
হনুমান কেবল দুঃখিত দুঃখ ভাবি॥
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবার তোষেণ মোরে না তোষেণ কেনে॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার॥
যে হার দেখিয়া সবে চাহে থর থর।
নানা রত্ন মণি মাণিক পরেশ পাথর॥
বহু বহু কৈলা শক্তি করে অনুমান।
না জানি সীতার হার কোন জন পান॥
হাতে হার করি সীতা রাম পানে চান।
অভিপ্রায় মনে এই কারে দেন দান॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তাঁরে করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান॥
অনুদেশ প্রসরেতে উদ্দেশ যে করে।
মরিয়া ছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে॥
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান।
কোন জন না করিবে এতে অভিমান॥
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে।
ধাইয়া গিয়া হনুমান গলে হার পরে॥
হনুর গলায় শোভে জানকীর হার।
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার॥
সীতা বলেন যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ পীড়া হীন বাপু হইও চিরজীবী॥
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥
ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান অমর পাইয়া এই বর॥
রামনাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে॥
হাসিতে হাসিতে হনু হার লয়ে হাতে।
ছিন্ন ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥
হনুর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত হইয়া তাবে বলেন তখন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
হনুমানের গলে হার দিলে কি কারণ॥
সহজে বানর পশু পশুর বিধানে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ভাঙ্গিল হার পবননন্দন॥
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে॥
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহু মূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে॥
রামনাম হীন যাতে প্রবন্ধ যে ধন।
পরিত্যাগ করা তারে নাহি প্রয়োজন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবনকুমার।
রামনাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করিছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবননন্দন॥
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ॥
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখে লক্ষ্মণ হইলা সলজ্জিত॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান॥
রাম জানেন তোমারে রামেরে জান তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি॥
হনুমান বলে আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস তোমার নফর॥
হনুমানের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

গণ ভোজন।

বিভীষণে রাম করিয়া আদর।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর॥
চারি ভাই ছিলাম হলেম পঞ্চজন।
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিব পালন॥
দান ভিক্ষা দিয়া সবার কর পরিহার।
দানে শূন্য হৈল যত রামের ভাণ্ডার।
সীতা ঠাকুরাণী গিয়া করিলা রন্ধন।
চারি ভাই একঠাঁই করিলা ভোজন॥
বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী।
হনুমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবননন্দন॥
শূন্যপাত্র ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়া হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে

এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার॥
সীতা বলেন আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালকে অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী॥
দৃষ্টে দৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে॥
বুঝিতে না পারি এই কোন মহাজন।
স্বর্ণ থাল ফেলি কৈল হস্ত প্রক্ষালন॥
ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিল সত্বর।
বানর রূপেতে অবতার গঙ্গাধর॥
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি॥
ঊর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য দিলে কে পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া মাতা চলিল সত্বর॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনূর পশ্চাতে।
নমঃ শিবায় বলে অন্ন দিল হনূর মাথে॥
হাসিয়া সমুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনূমান করিলা ভোজন॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনূমান বলে মাতা পরিপূর্ণ হলো॥
আচমন কৈল গিয়া পবনকুমার।
সীতার চরণে হনূ কৈল পরিহার॥
আমি কি জানিব মাতা তোমার গরিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাহি জানে সীমা॥
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
বিষ্ণুর প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত মন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন॥
রাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাইয়ে রামের গুণ চলিল তখনি॥
পাতালতা খাইত বানর পরিত কাছুটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি॥
পাসরিব কেমনে রামের গুণাগুণ।
আর কবে দেখিব শ্রীরামের চরণ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত॥

করেন অদ্ভুত যত লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ মধ্যে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ॥
রামরাজ্যে লোক কেহ করে নাই হিংসে।
যত সব রাজাগণ শ্রীরামে প্রশংসে॥
রামরাজ্যে শোক নাই জানে কোনজনা।
রামরাজ্য বলি লোক হইল ঘোষণা॥
পাত্র মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবের জিনিয়া তোমায় নিলেক রাবণ॥
তাহাকে মারিয়া তোমায় করিনু উদ্ধার।
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার॥
চলিল সে রথ যায় শ্রীরাম আদেশে।
চক্ষের নিমিষে গেল পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবের বলেন রথ কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায়॥
শুভ বলি রথ তোরে দিল মহেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর॥
থাকিবেন রাম এগার হাজার বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর॥
শ্রীরাম করিবে যবে বৈকুণ্ঠ গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিহ তখন॥
রথ থান চলিল কুবের আদেশে।
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে॥
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান।
চিরকাল চরণ নিকটে দেহ স্থান॥
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
[illegible]জন শ্রীরামের দর্শন সে পায়॥
যে দুঃখ পাইয়া ছিলে রাম দেশে দেশে।
প্রজালোক পাসরিল সদা হরষে॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

উত্তরাকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

শ্রীরামের সহ মুনিগণের সাক্ষাৎ ও অগস্ত্য মুনির নিকট রাক্ষসের বৃত্তান্ত শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ।

পয়ার।

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গধারী॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর॥
বনমালা গলে দোলে আর বেদ হার।
কপালে লম্বিত মণি শোভে হার আর॥
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল আভা লেগেছে কপালে॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর॥
শ্রীবৎস শোভিত বক্ষে অতি মনোহর।
গগণ উপরে যেন শোভে শশধর॥
চরণে নূপুর বাজে রুনু রুনু শুনি।
নীল পদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি॥
অনুজ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব সংহতি॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বন্ধ যাঁর॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা॥
হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন॥
চারি ভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন আর বাল্মীক নারদ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন॥
গরুড়ের উপরে বসিয়া নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপ রামের দেখিল মুনিগণ॥
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেই রূপ রামের দেখিল সর্ব্বজনা॥
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ বধার্থ এ সংসারে॥
সেই রূপ সকল দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু অবতার রাম জানে সব মুনি॥
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম।
সমাদর করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্যজল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিরা বলেন রাম সমস্ত কুশল।
আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥

রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন জন তরে॥
ইন্দ্রজিত দুর্জ্জয় সে ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মারিলা ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয় শরীর॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন।
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এসব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিলা তাহারে বাখানি॥
ইন্দ্রজিত মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে॥
ইন্দ্রে বান্ধি লয়ে ছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেক মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে॥
সে ইন্দ্রজিতের ধ্বংস করি আইলে ঘর।
শুনিয়া এসব কথা বিস্ময় অন্তর॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত॥
শ্রীরাম বলেন কি রাক্ষসের বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা শত ইন্দ্র জিনে॥
রাবণের ভায়ের ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া পাইয়া ছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল উত্তরাকাণ্ড প্রথম শিকলি॥

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক চৌদ্দ বর্ষের ফল আনয়ন।

মহামুনি অগস্ত্য বৈসেন যে দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে॥
রাক্ষসের কথা কহেন সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন রাম রঘুমণি॥
অগস্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোমারে।
কি রূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে॥
ধনুর্দ্ধারি তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন কোন বীরে বধ কৈলে কোন জন
শ্রীরাম বলেন মুনি নিবেদি চরণে।
করিলাম বড় যুদ্ধ ভাই দুই জনে॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণনা।
শমন সমান পরাক্রম সর্ব্বজনা॥
রাবণ কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন।
অতিকায়ে ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ॥
মুনি বলেন শুন রাম নিবেদি তোমারে
ইন্দ্রজিত বড় বীর লঙ্কার ভিতরে॥
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল লঙ্কায় ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥
মেঘের আড়ে থাকিয়া যুঝিত অন্তরীক্ষে
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে॥
তাহারেকরেনবধ ঠাকুর লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
রাম কন কি কহিলে মুনি [illegible]
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জ [illegible]
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধ [illegible]
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিত [illegible]
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব [illegible]
ইন্দ্রজিত সম বীর ত্রিভুবনে [illegible]
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় [illegible]
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দর্শ [illegible]
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অ [illegible]
ইন্দ্রজিত বধিবারে যেই জন [illegible]
শ্রীরাম বলেন মুনি কি কহিল [illegible]
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণে দিয়াছি ফল [illegible]
সীতা সঙ্গে চৌদ্দবর্ষ করেছি [illegible]
কেমনে সীতার মুখ না দেখে [illegible]
কুটিরেতে বঞ্চিতাম সীতার স [illegible]
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটি [illegible]
চৌদ্দবর্ষ কি রূপেতে নিদ্রা না [illegible]
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্য [illegible]
মুনি বলেন সভামধ্যে আনহ [illegible]
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ
রাম বলেন শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র না [illegible]
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্র [illegible]

গৌরবন্নু সূচীক আর বজ্রকোপন।
চালভন্ন সিংহনাদ মাধবনন্দন ॥
প্রহস্ত অকম্পন যে ধর্ম্মের বিকট।
সুবিভাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
শত্রুজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দুই জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর ॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
সেই রাবণের মাতা নামটি নিকষা ॥
সুমালী রাক্ষসের ভার্য্যা পরম যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি ॥
বীর অনল যে ভাব রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি ॥
তিন ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনী ভিতর ॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
একেক রাক্ষস কোথা করিবে বসতি ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মে আনে ॥
নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্মা লহ পান।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত ॥
গরুড় পবনে যুদ্ধ হৈল যেইকালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥
ত্রিকূট পর্ব্বতের প্রধান দুই চূড়া।
সত্তরি যোজন পরিমাণ তার আড়া ॥
সত্তরি যোজন ঊর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোণার প্রাচীর বেড়া ভিতর আবাসে ॥
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি ॥
দেব দানব যাইতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর ॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
বৃন্দ কত শত মহাপদ্ম কোটি ঘর ॥
সোণার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘেরে।
ভুবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে ॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
দেউলের পতাকা উড়ে সোণার কলস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান।
এক মাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
পুরী দেখে রাক্ষস আনন্দ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি ॥
অগ্রেতে করিল রাজ্য মালি আর সুমালি।
তারপরে ভূপতি কুবের মহাবলী ॥
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত গরুড় পবনের যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসম্বাদ গরুড় পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলেন শুন রাম অপূর্ব্ব কথন।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হৈল যে কারণ ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিনকোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাব এই দুই সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র জানে ধন রাখি গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে ॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ যে হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া বলে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চ অংশে দুই অংশ তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান।
পিতৃধন দুই অংশ দেহত এখন ॥
আমি গিয়াছিনু তাই বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলেন ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
অভিমান করিলে কহিয়া অন্যস্থানে ॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি হৈল মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥

বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলা কাণে।
গজ হয়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে॥
কনিষ্ঠ দিলেক শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে॥
দুজের শাপেতে জন্ম হয় দুই জন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ॥
দশ যোজন গজদেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল॥
কচ্ছপ সলিলে গেল গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায় যে বিপাকে॥
ধন পায়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয়॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে॥
জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল॥
গজ দেখে কচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্ব শোকে কচ্ছপে সে শুণ্ডে ধরে টানে॥
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে পানী।
গজ আর কচ্ছপে উভয়ে টানাটানি॥
কেহ কারে জিনিতে নারে দুজনে সোসর।
দুই জনে টানাটানি একই বৎসর॥
বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে॥
এক বৎসর যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে জিনিতে নারে একই বৎসর॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন॥
গজের কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বাম পায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল॥
গজ কূর্ম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শতযোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল গেয়েছে পাতাল॥
চারি গোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন বৃদ্ধি আছে তার গোড়া॥
গজ কচ্ছপ লয়ে বৈসে বৃক্ষের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিন জনার ভর॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে॥
ডাহিন পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে॥
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে॥
বহু পাপে হৈয়া ছিল চণ্ডাল জনম।
গরুড়ের হস্তের পাপ হইল মোচন॥
গজ কচ্ছপ লৈয়া গেল ব্রহ্মার সদন।
কহ ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর।
গজ কচ্ছপ লয়ে যাহ সুমেরু শিখর॥
তথা গজ কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে আইল তথা দেবতা পবন॥
পবন বলেন পক্ষী তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিঁড়িব তোর মাথা
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা যাহ অন্য স্থান॥
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব অহঙ্কার ছাড়॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলে সমুদ্রের জলে॥
গরুড় বলেন বায়ু বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার॥
গরুড়ের বচনে পবনের ক্রোধ বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উপাড়িতে ঝড়ে॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতা কুমারে
বাড়াইয়া দৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে মন॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলা বৃষ্টি পর্ব্বত উপর॥
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝনঝনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কণা॥
প্রলয় কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ গণিলা তরাস॥

ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করেন যত দেবগণ।
আচম্বিতে মহাপ্রলয় হয় কি কারণ॥
দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণ লয়ে তবে যায় শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় হইল কি কারণ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর বুঝি না আইসে॥
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব তেমন॥
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া ব্রহ্মা চলিল সত্বর॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড় গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন শুন বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি কর রক্ষা।
এক দিক হৈতে তুমি তুলে লহ পাখা॥
ব্রহ্মার বচনে গরুড়ের হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা বলেন যে যেমন আমি তাহা জানি।
শতযুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়পক্ষ হাসে।
তবেত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥
গরুড় তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে।
নড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে॥
চিত্রকূট পর্ব্বত আছে সাগর ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে॥
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্মা।
এইরূপ শ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম॥
মাল্যবান রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল ব্রহ্মার পাইয়া বরে॥
মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর॥
তবে দেবগণ গেলা শিবের গোচর।
কহিলা বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর॥
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর॥
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পাইয়া বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর॥
দেব দেবী বিপ্র হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন॥

এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারেন দেব নারায়ণ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে॥
মহেশ্বর আজ্ঞা পায়ে যতেক অমরে।
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগরে॥
সম্মুখে দেবতাগণ হয়ে প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড় হাত॥
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে॥
দেব দ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ॥
মারে দেখ মূল আঠা লোটে সব নারী।
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে অমর নগরী॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি আটে নাহি রণে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর॥
দেবতার ত্রাস দেখি নারায়ণে হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস॥
তোমা সবা হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর॥
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ॥
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদ।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদ॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন সিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জনে॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
হেথায় আইছ তব কোন প্রয়োজন॥
মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী॥
একঠাঁই বসিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করে গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন॥
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে॥
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোমার উপর॥

একারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মন্ত্রের পথ চিন্তা কর আপনার॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ তারে চিন্তয়ে উপায়॥
একত্র বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।
হেনকালে ব্রহ্মা আইল রাক্ষস-সদন॥
তাহার পূর্ব্বেতে এই শুনে সমাচার।
মনেতে আছিল দুঃখ উপজে ব্রহ্মার॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত॥
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধ ভরে লঙ্কাপুরে হইল উপনীত॥
ব্রহ্মা দেখি সম্মুখে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়া করে চরণ বন্দন॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে॥
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি॥
ব্রহ্মা বলেন সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম॥
দেব দ্বিজ হিংসা সদা পাপ কর্ম্মে মতি।
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি॥
তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি॥
হোম যজ্ঞ ভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে॥
কার মন্দোকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যে ডাকে তাহার অনুগত॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যায়।
দেখ কার মন্দকারী নহে কোনমতে॥
দেব দ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপ[illegible]ন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন॥
অতি অল্প আয়ু তোর ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেব হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন॥
করিয়াছে এই যুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হইবে নারায়ণ॥
বিষ্ণু সনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
এত বলি কোপ মনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন॥
মাল্যবান বলে ভাই শুন তাত মনে।
তিন জনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে॥
মাল্যবান কথা শুনি কহিছে সুমালি।
শুনিয়াছি নারায়ণ মহা বলী॥
হিরণ্যকশিপু আদি করেছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার॥
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রি কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার॥
তিন ভাই মিলে অগ্রে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ॥
মুনি ঋষি মারিব মারিব সিদ্ধপতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি॥
এত বলি তিন জনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার॥
তুলিল কটক ঠাট রথের উপর।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবার॥
সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনে ঘন।
বৈকুণ্ঠের পথে গিয়া দিল দরশন॥
গরুড় বাহনেতে আইল নারায়ণ।
নারায়ণ সম্মুখেতে বাজে মহারণ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর
বাণ বৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর॥
ছাইল গগণ পথ দিগ দিগান্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
দেখা জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর
নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে
কুপিল সুমালি মালি রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে।
ঝন্ঝনা চিকুর সম গদা বাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি নারায়ণ হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে
বিষ্ণুর গঞ্জন গরুড় তিলেক থাক রণে
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে॥
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয়

উলটিয়া গরুড় আইলা মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে॥
চক্রবাণে মালির মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবাণে দেখি পলায় উভরড়ে॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হাতে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ॥
মাল্যবান বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী॥
শ্রীহরি বলেন বেটা শুন মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান॥
অভয় হইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর॥
অবনিতে থাকিতে নারিবি সবাকারে।
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল ভিতরে॥
মাল্যবান বলে বিষ্ণু কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ হারাইবে প্রাণ॥
মালসাট দিয়ে তবে বলে মাল্যবান।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারিলেন তার বুকে॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর যায় উভরড়ে॥
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর॥
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালি যে সুমালি।
পরে রাজা করিল কুবের মহাবলী॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ॥
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইতে ছিল রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ছন্দ সুললিত।
প্রকাশিল সার এই রামায়ণ গীত॥

কুবের রাবণ ও তদ্ভ্রাতাদির বিবরণ।

শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন।
ব্রহ্ম অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ॥
তেমনি সন্তান হয় যে রূপ ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস॥
বিশ্রবার পুত্র কুবের মহাজন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ॥
কুবের হইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ।
এক বীর্য্যে দুই জাতি কেন দুই জন॥
বিশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্ব লোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
রাবণের জন্ম কথা কহি তব স্থান॥
পুলস্ত্য মহামুনি ছিলি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
কেলি করিবারে আইল অনেক সুন্দরী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখী কেলি কেলি করে নিরন্তর॥
তৃণবিন্দু মুনি কন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্য মোহিনী যদি নাচে মনোহরা॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশীমুখী॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতি দিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ॥
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপ দিল তারে।
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে॥
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে।
কোপেতে পুলস্ত্য পুনঃ শাপিলেন তাকে
না শুন আমার কথা কোন অহঙ্কারে।
মুনি শাপে কন্যার জন্মেছে দুষ্ট ঘরে॥
অপমান পায়ে গেল বাপের আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য নিকটে যায় মলিন বদন॥
প্রণাম করিয়া দিল পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি বসতি কোথায়॥
তৃণবিন্দু বলে থাকি এই গিরিপুরে।
নিদারুণ শাপ আমার কন্যারে॥
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনে লাগে ত্রাস।
জনমুখে দুষ্ট যাবে একি সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে তোর কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা॥
করিল কুকর্ম্ম সে যৌবন অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে॥
তৃণবিন্দু বলে মোর কর মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া জাতি নাশ হয়॥

মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়।
বলিছে যে কথা তাহা খণ্ডন না যায়॥
তৃণবিন্দু বলে মুনি কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে॥
বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী শুনে লাগে ভয়॥
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে মুনি জাতি রক্ষা হবে॥
মুনি বলে তৃণবিন্দু কি আছে যুকতি।
কিসেতে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি॥
তৃণবিন্দু বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যা দান করিল মুনিবরে॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গর্ভবতী।
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমতি॥
মম শাপে গর্ভ হয়ে পাইলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান॥
সে গর্ভে জন্মেন বিশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজ কন্যা বিভা করিলেন তিনি॥
ভরদ্বাজ মুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলেন কুবের মহারথা॥
বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম॥
কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর॥
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হৈল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলে কুবেরেরে দিলা বহু বর॥
পাইল পুষ্পক রথ কি কব বাখান।
আপনার হস্তে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংসে বহে রথ পবনের গতি॥
দশযোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন॥
বর পায়ে কুবের আনন্দ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া পিতার চরণে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিলা বর দান।
সবে মাত্র নাহি দিল থাকিবার স্থান॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা গিয়া করিব বসতি॥
বিশ্রবা বলে তুমি হও অধিকারী।
তোমার বসতি যোগ্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেল পাতাল ভিতর॥
কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেল কিসের কারণ॥
বিশ্রবা বলে দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ॥
বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর॥
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব বংশনাশ॥
বিষ্ণু ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল ভিতর॥
সে অবধি শূন্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র ধনের অধিকারী॥
পিতৃ আজ্ঞা পায়ে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল বসতি॥
পুষ্পক বিমানে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা লইল কুবেরে॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রীগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে॥
বিশ্রবা অধিকারী হয়েছে লঙ্কার।
পিতৃধনে অধিকারী করে অধিকার॥
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার ং‌শ লয়॥
যদ্যপি দৌহিত্র হয় … র নন্দন।
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে॥
নিকষা তাহার নাম নবীন যৌবনী।
অকলঙ্ক শশীমুখী মরাল গামিনী॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী কামের সমান যুগ্মভুরু॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥

...মালী ভয়েতে মনে ভাবিয়া যুকতি ।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
...লী বলে আইস প্রাণের কুমারী ।
পবিত্র সন্তান হও আশীর্ব্বাদ করি ॥
...মালী বলে কন্যা রূপেতে রূপসী ।
...হাতে মায়াবী বড় জাতীয় রাক্ষসী ॥
এই উপরোধ করি যত নিশাচর ।
বিশ্রবার কাছে গিয়া মাগ পুত্রবর ॥
তাহার রমণী হয়ে থাক তার ঘরে ।
...য রূপেতে পুত্র জন্মে তোমার উদরে ॥
পিতার বচনে অতি হইয়া গর্ব্বিতা ।
...ন আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া হর্ষিতা ॥
একেক রূপসী শশী ভুবনমোহিনী ।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী ॥
...হামুনি বিশ্রবা আছেন তপস্যায় ।
নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাণ্ডায় ॥
বিশ্রবা জিজ্ঞাসিল কে তুমি রূপসী ।
নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাষী ॥
পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার ।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার ॥
গর্ব্বমতে আদরিণী হয়ে মম ঘরে ।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার ।
...ভুবনে শাসিবেক এ তিন সংসার ॥
...হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জ্জন ।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ ॥
করিবেক অনাচার দেব দ্বিজ হিংসে ।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে ॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতিলোভা ।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা ॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ ।
...দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ ॥
একেক কহিল যদি মুনি মহাশয় ।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয় ॥
যোড়হস্তে কহে তবে মুনির গোচর ।
আমারে কেমন আজ্ঞা হৈল মুনিবর ॥
তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিবে যে জন ।
ধর্ম্মশীল নাহি হইবে এ আর কেমন ॥
মুনি বলে বিষাদিত না হও সুন্দরী ।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি ॥
সন্ধ্যার অর্চ্চন কালে চাহিয়াছ বর ।
...মি হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর ॥

এত বলি বিশ্রবা তপস্যাতে যায় ।
নিকষা প্রসব হৈল চারিটি সন্তান ॥
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গঠন ।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন ॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে ।
কুম্ভকর্ণ প্রসব হইল তার পরে ॥
বিকৃতি আকার দেহ মুখের গঠন ।
তাহে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ ॥
সূতিকা গৃহেতে আসেছিল যত নারী ।
মুখে পুরে একবারে সাপটিয়া ধরি ॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে ।
মুখের গঠন দেখি সবে কাঁপে ডরে ॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা বিপরীত কায়া ।
নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাঁতা ॥
অঙ্গ জিতে নখ যেন কুলার আকার ।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার ॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন ।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব ।
শুভ সমাচার পাইল রাক্ষসেরা সব ॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে আইল মাল্যবান ।
বহু রত্ন ধন দিয়া করিল কল্যাণ ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির হৈল মন ।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন ॥
বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল ।
মনুষ্য আচারে তথা কত দিন গেল ॥
দশানন বসিয়াছে নিকষার কোলে ।
পিতা সম্ভাষিতে কুবের আইল হেনকালে ॥
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে ।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে ॥
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান ।
বৈমাত্রেয় ভাই তব যক্ষের প্রধান ॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন অধিকারী ।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী ॥
তোর মাতামহের নির্ম্মিত এই লঙ্কা ।
পাছে রাক্ষসের রাজা নাহি করে শঙ্কা ॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে ।
তবেত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে ॥
দশানন বলে মাতা না ভাব বিষাদে ।
কাড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে ॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি ।
কুবের জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী ॥

শুনিয়া বাপের বোলে হইয়া কাতর।
তপস্যা করিতে যান হিমালী শেখর ॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ পর্বতে তপ করে তিন জন ॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে থাকে নিরন্তর ॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস রজনী।
নাহি আহারাদি নিদ্রা বাসগত প্রাণী ॥
কত দিন ফল মূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার ॥
কাহার তপস্যা তারা করে তিন জন।
বুকের শোণিত পদ্ম করয়ে অর্পণ ॥
অনাহার নিরাহার বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে ॥
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য অভিলাষে ॥
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমন বিধান।
লোভ মোহ কাম আদি ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্ম সার মাত্র জীর্ণতম বপু ॥
তপস্যা করিল পাঁচ সহস্র বৎসরে।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবন ডরে ॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে ॥
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা কি জানি কি হয় ॥
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকী ভাবে কি হবে আমার ॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর ॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচর সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর ॥
রাবণ বলেন বর দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয় ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর ॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি সহে যে দর্পিষ্ঠ।
তোমরা অমর হৈলে বাড়াইবে কষ্ট ॥
রাবণ বলেন যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর ॥
যথা ইচ্ছা ব্রহ্মা তথা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন ॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁট মাথা করি রহে দুই পা উপর ॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশ।
উপরেতে খরতর রবির প্রকাশ ॥
বরষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্র দিনে ॥
শীতকালে সিন্ধুজলে থাকে নিরন্তর।
এই রূপে তপ করে অযুত বৎসর ॥
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধকর দুই বাহু ঠেকেছে গগনে ॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভী বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন উপরে ॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে ॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিস আর।
যত চাহ তত দিব [illegible] অধিকার ॥
দশানন বলে যদি [illegible]রে দিবে বর।
তব বরে সংগ্রামেতে হইব অমর ॥
ব্রহ্মা বলেন অমর বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর ॥
রাবণ বলেন যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর ॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর ॥
কার হাতে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ ॥
ব্রহ্মা বলেন যে বর চাহিলে নিজ মুখে।
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে ॥

যত যত আছে বীর আছয়ে সংসারে ।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে ॥
বাকী আছে দুই জাতি নর আর বানর ।
দশানন বলে মোর তারে নাহি ডর ॥
বাকী যে রাখিব নর পশু মধ্যে গণ্য ।
নর আর বানর কি জিনিবেক যুদ্ধে ॥
রাবণ কহিছে পুনঃ করি যোড়কর ।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে দেহ এই বর ॥
ব্রহ্মা বলে দিই বর শুন হে রাবণ ।
মুণ্ড কাটা গেলে তোর না হবে মরণ ॥
কাটা মুণ্ড যোড়া তোর লাগিবেক ঘাড়ে ।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে ।
বর মাগ বিভীষণ যাহা লয় মনে ॥
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর ।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে ।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ ॥
তার পরে কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে ।
দেখিয়াত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে ॥
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয় ।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥
বিধির নিকটে বর পাইলে কুম্ভকর্ণ ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি ।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী ॥
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে ।
এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে ॥
বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর ।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর ॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন ।
তুমি বল নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ ॥
পাঠালেন যুক্তি করি যতেক অমর ।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥
বিধি বলেন কি বর মাগ নিশাচর ।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন ।
দিবা নিশি যাহ নিদ্রা হয়ে অচেতন ॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভুবন ।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন ॥

বর শুনি দশানন পাইল পীরিতি ।
ব্রহ্মার চরণ বন্দি করয়ে মিনতি ॥
দশানন বলে শুন আপনি শুনিছে ।
কত বড় দুখ কেন ভাই তার মুখে ॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্ভবে বর নাড়ি ।
এমন দারুণ পাপ না হয় দুর্ম্মতি ॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্য না হইবে আন ।
নিদ্রা আবরণ প্রভু করহ বিধান ॥
কাতর হইয়া বলে ব্রহ্মার চরণে ।
কুম্ভকর্ণের বর শুনি রাজা দশাননে ॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিল বচন ।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত গঠন ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে ।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করে আনে ॥
বিশ্রবার ঘরে আইল তিন জন ।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন ॥
সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত ।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন ।
সহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
নিজ পরিবার লয়ে উঠে মাল্যবান ।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশান ॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারিজন ।
ধার্ম্মিক সে চারিজনে দিল বিভীষণ ॥
মাল্যবান কোল দিয়ে কহে দশাননে ।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিলাম দান ।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
বিষ্ণু ডরে হয়েছিনু পাতাল নিবাসী ।
তোমার ভরসা পাশে পৃথিবীতে আসি ॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী ।
হইয়াছে লঙ্কার কুবের অধিকারী ॥
কুবের নিকট দূত পাঠাও এক জন ।
লঙ্কাপুরী ছাড়ে যাউক সহ নিজ গণ ॥
পাতালেতে এরূপে রহিব কতকাল ।
লঙ্কাপুরী কাড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥
রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আপনি ।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাগুরু পিতৃতুল্য গণি ॥

জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসম্বাদ কোন্‌জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদ্যমানে ॥
কুবেরের মান্য রাখি জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রের ভাই মারে দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ॥
সর্ব্বজন ভাই মারে করে ঠাকুরাল।
ভ্রাতার গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ।
করেন প্রভুত্ব তিনি তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
তখন ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি শীঘ্র যাহ কুবের সদন ॥
রাবণের দূত গিয়া নোয়াইল মাথা
যোড়হস্তে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
রাক্ষসের রাজা এই স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
এস্থানে কেমনে রবে ধনের অধিকারী ॥
আপন গৌরব রাখ রাবণ সম্মান।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥
দুরন্ত রাক্ষস জাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ॥
মাতামহ রাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
রাবণ গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥
বিশ্রবা বলে শুন ধনের অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি ॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কার্য্য নাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেই খানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
বিশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ॥
কুবের পাঠায় দূত কহিতে মিনতি।
বহু আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাই স্থানান্তর।
কিন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষ রক্ষে গন্ধর্ব্বের ধন।
লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন ॥
লঙ্কা প্রাপ্তে রাক্ষসের বাড়ে পিরীতি।
লঙ্কাতে করয়ে রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
সুমন্ত্রণা করিয়ে সকল নিশাচর।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতর ॥
মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন।
ময়দানবের সঙ্গে হইল দরশন ॥
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥
কন্যা দেখে পিতা মাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত ॥
রাবণ বলে কন্যা লয়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন কথা কহে দশাননে ॥
দানব বলেন অবধান মহাশয়।
কোন কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥
রাবণ বলে আমি বিশ্রবার নন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন ॥
ময় বলে আমি বিশ্রবারে ভাল জানি।
আমার কন্যারে বিভা করহ আপনি ॥
কন্যাদান করে ময় হইয়া কৌতুক।
শক্তি নামে শেল [illegible] দিলেন যৌতুক ॥
শমনের অগ্নি শেল সংসারে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত ॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যাদান করিয়া বিস্ময় হৈল মনে ॥
বিলোচন রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ॥
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর ॥
বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন ॥
শরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্ব কুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরম সুন্দরী ॥

দৃগমংশুক্ত দিয়া বিভা কৈল তপোবনে ।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিন জনে ॥
মন্দোদরী গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ ।
তারে দেখি দেবগণ গণয়ে প্রমাদ ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে জঠর ভিতরে ।
মেঘনাদ ত্রিভুবন কম্পে যার ডরে ॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে ।
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রার কারণ ।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ ॥
পরিখা যোজন দশ আছে পরিসর ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ॥
চৌদ্দকোটী রাক্ষসে নিদ্রার ঘর চাহে ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে ॥
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার ।
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার ॥
শূন্য হৈতে দৃষ্টি হয় অর্দ্ধ কলেবর ।
কুম্ভকর্ণ দেখ কম্পে যতেক অমর ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সকলে তাহা জানে ॥
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফেরে ।
দেবগণ কম্পবান অমর নগরে ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে ।
দেখিয়াত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ॥
বিধির বরেতে রাবণ কারে নাহি মানে ।
দেব দানবের কন্যা ধরে ধরে আনে ॥
ইন্দ্রের নন্দন বন আনে উপাড়িয়া ।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥
মুনি ঋষি দেবতার হিংসা করি ফিরে ।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে ॥
কুবের শুনিল রাবণের যত গর্ব্ব ।
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে সর্ব্ব ॥
কুবেরের দূত রাবণে নোয়ায় মাথা ।
যোড়হস্ত করি কহে কুবেরের কথা ॥
দূত বলে মহারাজ তব হিত চাই ।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই ॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার ।
তোমার করিতে হয় উত্তম আচার ॥
দেবতার হিংসা কর দেবগণ দুঃখি ।
ঋষি তপস্বির হিংসা কোন শাস্ত্রে লিখি ॥
দেবতা ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে ।
সাধুজন হিংসা করে পড়য়ে সঙ্কটে ॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর ।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর ॥
করিলেন উগ্রতপ বনয়া গিয়ে ।
সর্ব্বদা বিহারে যথা পার্ব্বতী শঙ্কর ॥
ছদ্মরূপে প্রবেশ চিনিতে কেহ নারে ।
দুইজনে করে কেলি বসিয়া শিখরে ॥
কেলি ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন দুইজনে ।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু কোণে ॥
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে ।
কুবেরের বাম চক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে ॥
এক চক্ষু পুড়িলেক শুন লঙ্কেশ্বর ।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর ॥
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল ।
কুবেরের চক্ষু আছে হইয়া পিঙ্গল ॥
দেবতার শাপ কভু না হয় খণ্ডন ।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥
তব অপযশ দেব চিন্তিবে সবাই ।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥
এত যদি কহে দূত রাবণ গোচরে ।
শুনিয়া রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে ॥
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে ।
তোরে কাটি আজি তারে বধিব জীবনে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে তারে এত দিন সহি ।
নিকট মরণ তার শুন তোরে কহি ॥
কোন অহঙ্কারে এত কহিলা কুকথা ।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা ॥
দূতে কাটি সাজিল কুবের কাটিবারে ।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে ॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন ।
রাবণের সাজনে কম্পিত দেবগণ ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি ।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
শত অক্ষৌহিণী দিল হাতি আর নাকড়া ।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজি ঘোড়া ॥
তিন কোটি স্বর্ণ রথ করিল সাজন ।
মাণিকের চাকা রথ সোনার গঠন ॥
মাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার ।
আছুক অন্যের কায দেখে চমৎকার ॥
সেনাপতিগণ সঙ্গে বড় বড় বীর ।
যার বাণ আঘাতে পর্ব্বত হয় চীর ॥
অকম্পন প্রহস্ত চলে বট যে বিকট ।
শোণিতাক্ষ বীরপাক্ষ রণেতে উৎকট ॥

ধূম্রাক্ষ তাম্রাক্ষ আদি ভয়ঙ্কর রাক্ষস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস॥
মারীচ রাক্ষস সাজে মায়ার আকারে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে॥
রাজার মহাপাত্র সাজে খর আর দূষণ।
বাঁকা মুখ ওষ্ঠাধর ঘোর দরশন॥
শুক সারণ শার্দ্দুল সাজে অতুবলী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুৎজিহ্বা সাজে মহাবলী॥
মহাপার্শ্ব মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল যে মহাধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে।
ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাদ্য বাজে॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন॥
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর॥
নানা আভরণ পরে দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে॥
সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাস পর্ব্বতে উঠি করে মহামার॥
দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর।
দুয়ারে আইল রাবণ নিশাচর॥
ত্রিশ কোটি যক্ষ কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে॥
রাক্ষসে বরিষে বাণ যক্ষের উপর।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর॥
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে॥
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ॥
ঘোরবুদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিল অনুমতি॥
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্র ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার॥
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
কহিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল ঘোরবুদ্ধ নাহি সহে রণ॥
পলাইয়া যায় ভয়ে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্ফ॥
দ্বারপাল রূপে পর্ব্বত আছিল দুয়ারে।
রাখিল কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥
কোপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী।
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি॥
পাথরের কপাট খুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ॥
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল যে দ্বারপাল পাথর চাপানে॥
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত।
মুনিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত॥
মুনিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া ব্রতী॥
বাছিয়া কটক লহ সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ॥
যক্ষ দানব দিল যতেক সেনাপতি।
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি॥
লইয়া কটক সৈন্য মুনিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে॥
মুনিভদ্র আইসে করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ॥
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষ কটক বিন্ধি করিছে খান খান॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে॥
উভরড়ে পলাইল আউদর চলি।
দেখিয়া কহিল মুনিভদ্র মহাবলী॥
মুনিভদ্র দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া কহিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বরে॥
মুনিভদ্র দশানন দুই জনে রণ।
গদা হাতে মুনিভদ্র ধায় ততক্ষণ॥
দশ যোজন পর্ব্বত আনিল বাহুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে॥
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মুনিভদ্র গিলিলেন গ্রাসে॥
মুনিভদ্র মুখ দেখি কহিল রাবণ।
কুড়িহাতে চাপি তার বধিল জীবন॥
মুনিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরের ভয়দূত কহে উর্দ্ধশ্বাসে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ।

মুনিভদ্র পড়ে রণে কুবের জিনিতে।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত।
ডাক দিয়া বলে শুন ভাইরে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ।
মুনিভদ্রে পাঠাইলাম বুঝিবার তরে।
কুড়িহাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে।
অপার্থ্য পদেতে আমি আসেছি যুঝিতে।
বধিতে নারিবে তুমি চেপে কুড়িহাতে।
করেছ অনেক তপ অস্থি চর্ম্মসার।
মারিলে অমর হতে কোন অহঙ্কার।
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া তাই পড়িবা প্রমাদে।
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে কর আমার বচন।
অমর হয়েছি কিসে সইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান।
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাজে।
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে।
ছিছি বলি কুবের দিলেন টিটকারী।
এই মুখে খাবে তাই স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
গায়ে জ্বর জ্বর রাবণ কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে।
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়ারূপে করে কুবেরের সনে রণ।
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়ায় ঘাড়ে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চেরে।
মেষ হইয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে।
বাসুকী পড়য়ে যেন গদার প্রহারে।
শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জ্জন।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশানন।
রক্তে রাঙা কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে।
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে॥
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পক রথ আর যত ধন।
প্রবেশিল রাবণ তাহার অলকাপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে ছিল যত নারী।
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার।
কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব সহ কন্তাদিতে ঘাটাঘুটি।
কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ।
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার।
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কাণে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে।
সারথি চালায় রথ রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিবদূত আসি পড়ে।
না চালাও রথ এই কৈলাস শিখর।
গৌরী সহ কেলি করিছেন মহেশ্বর।
দেখা দেব দানব গন্ধর্ব্ব না আইসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে।
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রথে হৈতে নামিয়া আইল শিবস্থানে॥
নন্দীনামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে আঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে।
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর।
নন্দী বলে আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানরে তোমার করিবে সর্ব্বনাশ।
দুরাচার তোরে মারি কোন প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন।
রাবণ নন্দীর শাপ না শুনিল কাণে।
কুড়ি হাতে সাপটিয়া সে কৈলাস টানে॥
কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া।
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বত নিবাসী লোক ঘুর্ণ চির আছে।
সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ।
কোন বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান।
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস।
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহাচীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার।

হইল পুষ্পক যুক্ত দুর্ব্বরিত বরে।
সেই রথে চাপিয়া রাবণ জয় করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

বেদবতীর উপাখ্যান।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনিবর করিয়া প্রকাশ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে সুধাংশু বদনা॥
পবিত্র আকৃতি তার পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধ সত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥
অতিথি জানেতে কন্যা দিলেন আসন
কামে মূঢ় দশানন জিজ্ঞাসে তখন॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী
এ রূপ যৌবন ধন না কর বিনাশ।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যে হেতু তপস্যা করি বনের ভিতর॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী॥
পিতা বেদ পড়িতে ছিলেন যেইক্ষণে
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে॥
অযোনি সম্ভবা নাম থুইল বেদবতী।
পিতার অধিক প্রেম হৈল আমা প্রতি
দিবেন উত্তম স্থানে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এই বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিত
ইতোমধ্যে শুম্ভনামে দৈত্য হস্তে পি
মরিলেন মাতা হইলেন অনুমৃতা॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কত দিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাসে॥

ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর।
সুন্দরী কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগালি পাইলে তার বধিব জীবন॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥
দৌরাত্ম্য করিয়া কেশ ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥
পাইয়া ... বর হলি পাপকারী।
... নারী হই কি করিতে পারি॥
... বলে যদি তোরে নষ্ট করি।
... মিথ্যা তপস্যা আমারি॥
... জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
... তে যায় সে কন্যা রূপসী॥
... প্রার্থনা করে করি বহু সেবা।
... জন্মি যেন অযোনি সম্ভবা॥
... স্বামী হন জন্ম জন্মান্তরে।
... গ রাবণ সবংশে যেন মরে॥
... গিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
... ণী রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী॥
... রিল কন্যা মহাবৈশ্বানরে।
... আকাশেতে দেবগণ করে॥
... তার কন্যা নাম ধরে সীতা।
... া অবতীর্ণা তিনি গুণান্বিতা॥
... া শাপ কভু নহে অন্যমত।
... াগি মরিল রাক্ষস আদি যত॥
... গে রঘুনাথ তুমি তার পতি।
... সম্ভবা সীতা সেই বেদবতী॥
... র দশানন সবংশেতে মজে।
... হইলে সুখ নাহি কোন কাজে॥
... র কথা শুনে শ্রীরামের হাস।
... হ বলি রাম করিল প্রকাশ॥
... াস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
... উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

মরুত্ত রাজার যজ্ঞ বৃত্তান্ত।

বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথা গেল।
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকল॥

দশাস্য বলেন তারে রাবণ না রাখে ।
পাপ পাতি যজ্ঞ দেহ কিছু নাহি জানে ॥
যত বড় রাজা আছে পৃথিবী মণ্ডলে ।
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাবলী ।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি ॥
যজ্ঞ ভাগ লইতে আইল দেবগণ ।
রথে চড়ি সেই স্থানে চলিল রাবণ ॥
ত্রাস পাইল দেবগণ রাবণেরে দেখি ।
সর্প যেন পালায় দেখিয়া তার্ক্ষ্যপাখী ॥
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ ।
পশু রূপ হইয়া হইল অদর্শন ॥
ইন্দ্র হৈল ময়ূর কুবের কৃকলাস ।
যম কাক রূপ হন বরুণ যে হাঁস ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাভাগে ।
রণ দেহ বলিয়া রাবণ তারে ডাকে ॥
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি ।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি ॥
দশানন বলে আমি ভুবন বিদিত ।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত ॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী ।
লইলাম তাহার পুষ্পক লঙ্কাপুরী ॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে ।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি যেন জ্বলে ॥
জ্যেষ্ঠের হরিল মান কহিছ আপনি ।
হেন কথা শুনে লোক অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিক করে ।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর ।
মনুষ্যের হাতে আজি যাবি যমঘর ॥
অস্ত্র লয়ে যায় রাজা যুঝিবার মনে ।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে ॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ ।
আপনি হইবে রাজা সবংশেতে লোপ ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ ।
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর ।
কহিল পাপীষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে ।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে ॥
দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে ।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে মুখে ॥

খাইয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল ।
দেবগণ পক্ষী হৈতে বাহির হইল ॥
পক্ষী হৈতে দেবগণ পাইল পরিত্রাণ ।
পক্ষীগণে দেবগণ করে বরদান ॥
ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিই বর ।
হউক সহস্র চক্ষু দেহের উপর ॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার ।
ইন্দ্রবরে সহস্র লোচন হৈল তার ॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন ।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন ॥
বর কৃকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর ।
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর ॥
কুবেরের বরে তার নিজ দেহ খণ্ডে ।
স্বর্ণ বর্ণ হউক মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর ।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর ॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি ।
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি ॥
যম বলে কাক আমি দিই এই বর ।
তোমার নাহিক হবে মরণের ডর ॥
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে ।
তবে মৃত্যু হবে যদি মনুষ্যেতে মারে ॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার ।
যমলোকে তুমি তার হইবে অপার ॥
পক্ষীরা আপন স্থান চলিল যে যার ।
বর দিয়া দেবগণ গেল যে যাহার ॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসারে বিদিত ।
উত্তরাকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ ।

মরুত্তের যজ্ঞ কথা অতি চমৎকার ।
তাহাতে সোনার পাত্র গঠিত আকার ।
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি দ্বিজ করেন বর্জ্জন ।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলোক যোজন ॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন ।
মরুত্ত সমান রাজা আছে কোন জন ॥
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে ।
এমন ভূপতি ছিল চন্দ্রমার বংশে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
কহ কহ বলি তাঁর করেন প্রকাশ ॥
মরুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥

মুনি বলে যদি শুনে বীর কথা আছে।
তখনি রাবণ ক্রুদ্ধ যায় তার কাছে ॥
গিয়া কহে আমারে সম্মুখে দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন ॥
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁঞি তার নাহিক নিস্তার ॥
পুরন্দর নিজ মুখে মানে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥
এ রূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবী মণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বলে ॥
অনারণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পায়ে দশানন তার কাছে যায় ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষের অনারণ্য নাম।
রাবণ তাহার কাছে মাগিল সংগ্রাম ॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনারণ্য।
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য ॥
শুনি অনারণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে নিশাখিনি হৈল মহামার ॥
প্রাচীন বয়েসে রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূযুগ তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে ॥
বহু কালজীবি রাজা পৃথিবী ভিতর।
রাজার বয়স বাইস হাজার বৎসর ॥
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া যত।
অস্ত্র শস্ত্র আনিল যাহার ছিল যত ॥
সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল।
রাক্ষসে মনুষ্যে যুদ্ধ হইল প্রবল ॥
অনারণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন ॥
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ কাতর।
অনারণ্য সহ ক্রোধে যুঝে লঙ্কেশ্বর ॥
তখন রাবণ করে বাণ বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন ॥
আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর দেহ হইল রাবণ ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বত শিখরে ॥
কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে বধিতে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস ॥
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হইল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আহুরে দ্বিগুণ ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ বলে করিল যুকতি ॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড় ॥
মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট ॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধ অবশ্য মরণ ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরণ যে আমার সঙ্গে যুঝে ॥
অনারণ্য বলে কি করিস অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ ব্যবহার ॥
গর্ব্ব করে তবু রাজা মরণের কালে।
শাপ গালি দেয় যেন তপ্তকণে জ্বলে ॥
বহু যুদ্ধ করিয়া তুষিলাম দেবগণে।
নানা রত্ন দানেতে তুষিলাম ব্রাহ্মণে ॥
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজ নিত্য করাই ভোজন ॥
এ সব আমার পুণ্য জানে সবে তাহে।
তোমারে বধিবে যে জন্মিবে মম কুলে ॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
নিঃক্ষত্র করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে ॥
পূর্ব্ব কথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

রাবণের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হয়েছিল রাবণ প্রবল ॥
বীর শূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয় ॥
সে কালের রাজা ব্রহ্মঅস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে ॥
মুনি বলে দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন জন তরে ॥
মায়া রণ দেখা রণ অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর ॥
মনুষ্য হইয়া যেবা কিছু অধিষ্ঠান।
তার ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সে সহস্র হস্ত ধরে জন্ম বিষ্ণুঅংশে ॥
নানা মূর্ত্তি ধরিলা সে রাজা রাজা রংশে।
যার নামে হারাধন আসিত সম্মুখে ॥

শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিছে কেলী নর্ম্মদার জলে ॥
মাহিষ্মতী নগরেতে তার ছিল ঘর।
হেথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি করিব আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন ॥
রাক্ষস কটক রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার কাছে কার আছে ডর ॥
লোক বলে কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে ॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যাগিরি দেখিল হরিষে ॥
নানা ফল ফুল দেখে অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলী করে শোভে সরোবর ॥
নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর।
নানা হংস কেলী করে দেখিতে সুন্দর ॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলী পর্ব্বত উপরে ॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥
বিন্ধ্যাগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলে কেলী করে তথা কেশরী শার্দ্দূলে ॥
সঙ্গে শুক সারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথে হৈতে সেই স্থানে উলিল রাবণ ॥
মধ্যাহ্ন কালের রৌদ্রে তাপিত পৃথিবী।
রাবণ দেখিয়া মন্দ তেজ হৈল রবি ॥
দুই কূলে বালি যে স্ফটিক যেন দেখি।
বহু জন্তু কেলী করে নানাবিধ পাখী ॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধিরে ধিরে বায়ু বহে অতি সুকোমল ॥
সৈন্যসঙ্গে উঠিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত অর্দ্ধ বনস্থলে ॥
সাঁতারে রাবণ রাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়ে স্নান উঠিলেন কূলে ॥
দেব দেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা ॥
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চনে বেদনা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবতার বেলা ॥
শত সুবর্ণের পাত্র আনে পুষ্প সাজে।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারি দিকে বাজে ॥
করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে।
কলস ভরিয়া দুগ্ধ ভূপতি ঢালে ॥
মন্ত্র জপ করিল লইয়া জপমালা।
যৌন নাহি জানে তার দেবার্চ্চন বেলা ॥
ফুটি ফুল পসারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে ॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা হয়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে লয়ে যতেক যুবতী ॥
প্রসারে নদীর মাঝে হস্ত যে দীর্ঘল।
হস্তেতে আড়াল বান্ধি রাখে তার জল ॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার ॥
হস্ত সম্বরিয়া রাজা ছাড়ি দিল পানী।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী ॥
হস্তেতে আড়াল বান্ধে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে ॥
তাহার উপর হস্ত দেয় কাছে কাছে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে ॥
শিব পূজা করিছে রাবণ যেই কূলে।
স্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে ॥
রাবণ আপনি নায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে ॥
না জানে রাবণ যৌন হস্তে ফুটি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল ॥
মিথ্যা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায় ॥
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে লয়ে সহস্র যুবতী ॥
নদীতে সহস্র হস্ত প্রসারে দীর্ঘল।
সহস্র হস্তেতে তার বদ্ধ করে জল ॥
সহস্র হস্তেতে সেতু বান্ধি রাখে জল।
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব স্থল ॥
আড়াল সহস্র হস্তে বান্ধি রাখে নদী।
সেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি ॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু বেড়া আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাহে কর দরশন ॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পাইয়া চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
অর্জ্জুন সহস্র করে করে জলক্রীড়া।
সহস্র সহস্র তারে বেষ্টিত মহিলা ॥

পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে হৃষ্টমনস্কাম।
মুনির প্রসাদে মুক্ত হৈল লঙ্কেশ্বর॥
অগস্ত্য বলেন শুন দেব রঘুবর।
অর্জ্জুনের কিছু গুণ কহিব বিস্তর॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুন পরশু আদি তোমার অংশন॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্র হস্ত ধরে।
যেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥
বলাবল নাহি কথা নাহি তাকাচুকি।
রাজ্যেতে চোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাহি তাঁর সম গুণে॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু অংশধর।
সে অর্জ্জুনে রাজ্যে মারেন ভৃগুবর॥
অনিত্য শরীরে নিত্য জ্ঞান কর বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা॥
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিতে আরম্ভ এ সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অহঙ্কার॥

বালীর সহিত রাবণের যুদ্ধ।

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
তথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ চেষ্টা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
ভুবন জিনিয়া তবে নাহি অবসাদ।
বালীর দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ॥
বালীর দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় করে লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালীর সহিত যুদ্ধ করি॥
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস আর।
হইলে বালির দেখা তোর অমঙ্গল।
দশ মুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন॥
যে সব করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হের দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালী দক্ষিণ সাগরে।
কিছু কাল থাক যদি যাবে যমঘরে॥
মহাপরাক্রমী বালী খ্যাত ত্রিভুবন।
তৃণ জ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে॥

বালির বিক্রম কথা শুনিয়া নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর রাজা রক্ষের আসার॥
পুষ্পকেতে উঠিয়া রাজা গগনউপর।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বত শিখর।
পুনঃ হস্ত প্রসারিয়া লুফে সে সকল॥
সপ্তদ্বীপ জলে বালী এক নিমিষেতে।
কি কব স্বর্গেতে বায়ু না পারে ছুঁইতে॥
অমর হইয়াছে যেন ধর অহঙ্কার।
পড়িলে বালীর হস্তে যাবে যমঘর॥
কুপিল রাবণ রাজা হুঙ্কারিয়া ভরে।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণ সাগরে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাজা মুখে জ্বলে॥
সপ্তরি যোজন দেহ উচ্চেতে দীর্ঘল।
উচ্চ লেজে স্পর্শ করে গগন মণ্ডল॥
দূরে থাকি রাবণ দেখেন যথা বালী।
শশকের দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥
নিঃশব্দে বালীর কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন॥
অকস্মাৎ বালী রাজা মেলিল নয়ন।
দেখিলেক নিকটেতে আইসে রাবণ॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়॥
বালী বলে দশানন মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে আইস প্রাণে নাহি ভয়॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার॥
কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর॥
মারিতে আইসে যেবা তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি॥
আমারে জিনিতে আইস মরিবার আশে।
হেন সাধ কর যেটা পুনঃ যাবি দেশে॥
নিজ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে॥
লেজেতে বান্ধিব আমি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে॥
সর্প দরশনে যেন বিহঙ্গমানন্দ।
রাবণেরে দেখি বালী করেন গর্জ্জন॥
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাকালি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালী॥

দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কক্ষেতে জড়িয়া ।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড় ॥
কাঁকের রাক্ষসরাজ চায় চারিদিকে ।
মেঘ যেন থাকে যার পূর্ব্ব আচ্ছাদিকে ॥
অতি শীঘ্র যায় বালী পবনের বেগে ।
রাক্ষস না পায় ত্রাণ অবশাঙ্গে কাঁপে ॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন অগণিত ।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালী শাস্ত্রমত ॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে ।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোক হাসে ॥
লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত ।
দশের বদনে মুখে উঠিল শোণিত ।
লেজের সহিত তারে ঘুরে কতগুলি ।
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালী ॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগণ ।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন ॥
রাবণের দুর্গতি দেখে সবে হাস্য করে ।
পশ্চিম সাগরে বালী গেল তার পরে ॥
ডুবায় নাকিয়া লেজে বালী লঙ্কেশ্বরে ।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥
অকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে ।
রাবণ জলের মধ্যে বালীতো আকাশে ॥
দক্ষিণ সাগরে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে ।
রাবণে লইয়া বালী কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে ॥
দেশে গিয়া বালী রাজা রাবণেরে বলে ।
মরিবারে কেন বা আইলি এই স্থলে ॥
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি ।
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি ॥
বরুণ পবন আর তুমি যে বানর ।
চারি জনে দেখিলাম একই সোসর ॥
দেখাইলে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত ।
তোমার আবার সিংহ শত্রুর দুরন্ত ॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে ।
চারি সাগরে সন্ধ্যা কর ব্যাস নাহি নড়ে ॥
বলে টুটা পাই বলি আছাড়িয়া মারি ।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর ।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর ॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করে সাক্ষী ।
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেক সুখী ॥
শ্রীরাম সে উভয়ে পড়িল এক বাণে ।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে ॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ ।

কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ ।
আর কিছু কহত পুরাণ ইতিহাস ॥
সে স্থানে হারিয়া কোথা গেল দশানন ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ ।
নারদের সঙ্গে পথে হৈল দরশন ॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন ।
আশীর্ব্বাদ করিলা কহেন তপোধন ॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পাইয়া বড় দর্পে ।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥
রোগ শোকে লোক সব ক্ষুধায় পীড়িত ।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আমোদিত ॥
অবশ্য মরণ পথ সকলেই দেখি ।
বন্ধু বান্ধবের শোকে সর্ব্বলোক দুঃখী ॥
যমের মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার ।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয় ।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয় ॥
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী ।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড় পাখী ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন ।
তোমার রণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস ।
যম হেতু লোক মধ্যে হয়ত বিনাশ ॥
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার ।
রাবণ তাঁহার কথা করিল স্বীকার ॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল রাবণ ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন ॥
অগ্রে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপরে পাতাল ।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল ॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটি ।
বড় জিনে ছোট জিনি গৌরবেতে খাটি ॥
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন ।
তবেত রহিবে সর্ব্ব লোকের মরণ ॥
কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে ।
চতুর্দ্দিকে যেরা যেন ফুটে অগ্নিবাসে ॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে ।
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে ॥

মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে ।
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ॥
হেন জন নহে যে যমের সহে রণ ।
যমেরে জিনিতে যায় হইল সাহস ॥
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর ।
ভুবন বৃত্তান্ত যত তাঁহার গোচর ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন ॥
উভয়েরে কে জিনিবে জানিতে না পারি ।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী ॥
অবিবাদে বিলম্বায় তেজায় নারদ ।
নারদ বাহাতে যায় যমের আলয় ॥
কহিলে শনির দৃষ্টি পড়ে সর্ব্বলোকে ।
রাবণ ফেলিয়া গেল যমের সম্মুখে ॥
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার ।
যে স্থানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার ॥
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সত্বরে ।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে ॥
ত্রিপুর ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন ।
আমার নিকটে তব কোন প্রয়োজন ॥
নারদ বলেন কথ ছিলা দিকবেগে ।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে ॥
দণ্ড হস্তে সমর করিবে দশধর ।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর ॥
নারদের বাক্য যম চাহে বহুদূর ।
রাক্ষস কটক চাপ দেখিল প্রচুর ॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে আইসে রাবণ ।
কটকাদি সাজাইল যমের ভুবন ॥
অগ্রে থানা সাজাইল তার পূর্ব্ব দ্বার ।
দেখে তথা সর্ব্বলোক ধর্ম্ম অবতার ॥
দেব পিতৃ ভক্ত সত্যবাদী যেই জন ।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ ॥
গো দান করিয়া যেবা তুষিল ব্রাহ্মণ ।
ঘৃত দুগ্ধ দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন ॥
দুঃখিত দেখিয়া যে করেছে অন্নদান ।
সুবর্ণের থালেতে সে করে সুধাপান ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল ।
তাহার সম্পদ দেখে রাবণ সকল ॥
ব্রাহ্মণেরে তুষিবারে করে যেই জন ।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী ।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥

যে করে অতিথি সেবা দিয়া বাসাঘর ।
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর ॥
স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে এক মনে ।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে ॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান ।
সবা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥
যে বিষ্ণু কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর ।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে দিলেন আসন ॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাস ।
দিব্য দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ ॥
চতুর্ভুজ রূপে তারে সম্ভাস করিল ।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল ॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে ।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে ॥
দেখিয়া লোকের সুখ রুষ্ট লঙ্কেশ্বর ।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন ।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ ॥
রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন ।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন ॥
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেবা রাজা ।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা ॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন ।
মহা বৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর ।
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখেত বিস্তর
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার ।
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার ॥
যত যত পাপীলোক সেই দ্বারে থাকে ।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে ।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥
যমের প্রহারে লোক হৈয়াছে কাতর ।
ক্রন্দন শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর ॥
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন ।
প্রথম প্রহার তথা দেখেত রাবণ ॥
যত পাপ করিয়াছে যত যত জন ।
যমদূতে প্রহারিছে তাহারে যেমন ॥

যেই জন পরদার করেছে কৌতুকে।
সেই জন কুম্ভীপাকে ডুবিছে নরকে॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যার গায় ছাল॥
অগম্যা গমন করে যে হয়ে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
বসিয়া ডাঙ্গস মারে তার লৌহ কাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গ সেচনেতে তাহার পচে মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ॥
হাতে গলে বান্ধি তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
মস্তক কাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী কলেবরে।
বিষ্ঠামাঝে পাপীলোক কাঁকরিয়া মরে॥
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বার।
লোহার ডাঙ্গস মারে অসহ্য সে মার॥
পাপ পুণ্য ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
পর স্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
লৌহময়ী স্ত্রী তথায় আনে যমদূতে।
অগ্নি মধ্যে তাহাকে তাতায় জালমতে॥
অগ্নিলোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল।
পাপী সব তাহাকে ধরিয়া দেয় কোল॥
গায় মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিত পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার করিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর॥
পর স্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিত্তে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না।
হরিলে পরের স্ত্রী এতেক যন্ত্রণা॥
পর স্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন॥
তাহাতে নস্কৃতি হয় বাঞ্ছে পরিত্রাণ।
কোটি কল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥
বিপরীত মস্তকেতে তালুয়া তার শোষে।
পায়ীর চাহিতে যমদূতে মারে রোষে॥
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হস্ত পদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
বুকে শূল মারি কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে লোক দারুণ প্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
হস্ত পদ বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চামদড়ি।
তাহার উপরে মারে লোহাতিয়া বাড়ি॥
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে সহস্র বৎসর॥
পর ধন যে জন করিল তাকা চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন॥
মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
যে হয়ে পণ্ডিত আর হয়ে স্থাপাধম।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জোড়তাই।
মুষলে তাহারে মারে আর রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে কহে অসত্য বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি॥
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসাদি তার বুক বয়ে পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি॥
তার পূর্ব্ব পুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥

এক জন দান করে অন্যে হয় দাতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা॥
সীমা হরে যে জন পোড়ায় পর ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥
উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতি।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতী॥
ব্রাহ্মণেরে ভিনান হইয়া যে স্বপক্ষ।
যমদূত মারে তারে কহিতে অশক্য॥
চুরি ডাকা করে যে না করে লোক হিত।
যমদূত তাহারে প্রহারে বিপরীত॥
লোক পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর।
পায় সে কুক্কুর জন্ম সহস্র বৎসর॥
লোক রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ।
হইয়া শৃগালযোনি খায় মৃতমাংস॥
না চিন্তিয়া রাজা হিত চিন্তে প্রজা হিত।
বিষম প্রহার তারে নহে অনুচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ॥
গুরুপত্নী গমনেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গমন যে প্রমাদ।
সে সবার পাপের স্বধর্ম্ম হয় বাদ॥
চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রাণী গমনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করে শুদ্ধমতি।
কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শূদ্রপতি॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম লোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হয়ে প্রজা প্রতি না করে পালন।
পরলোক নরক তাহার অখণ্ডন॥
পুত্র পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটি কল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পূজন॥
যেবা হয়ে দেবল না করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হস্তে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে।
সেই ঘৃত উঠে তার মুখের ভিতরে॥
সে ঘৃত অন্নের তাপে উলাইয়া পড়ে।
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে ঘৃতযুক্ত নৈবেদ্য করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঙ্গের রাজা॥
এ সকল কথা শুনি হৈল চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
যেই জন শূদ্র হৈয়া হরিছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম গোল বড় ডাক শুনি॥
লক্ষ লক্ষ সাঁড়াসি গায়ের মাংস টানে।
খুলে খায় গায়ের মাংস সহস্র সন্ধানে॥
তাহসের বাড়ি মারে হয় খান খান।
কোটি কল্প পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান॥
যে জন করিয়া কর্জ্জ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকের যে যমের তাড়ন॥
বিষত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তথির উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তথির উপরে ফেলে যায় গায়ের ছাল॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াসি তাতায় তালমতে।
তাহা দিয়া গাত্র মাংস কাটে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরকভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্বের পাপে তার নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥
গলায় বড়সি দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥
দেখিলা রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
ইহাতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা॥
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥
লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিন্তে।
বন্দি মুক্তি করে সে মারিব যমদূতে॥
শিলাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার।
যমদূতে মারি করে বন্দির উদ্ধার॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিলে সে ক্ষরি
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে
পাপদোষে আরবার পড়িল নরকে॥
দশানন বলে বন্দি করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার॥
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে

ইহলোকে রাবণ তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ॥
পরলোকে তোমা সনে দেখা হইবে যেথা।
তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদ্গর ফেলিছে তদুপরে॥
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সহ যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়॥
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেল রাবণ করিছে তাড়ন॥
তিতিল রাবণ অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥
শেল ভিন্দিপাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণ রণস্থলে পড়ে॥
ছটফট করিতেছে রাবণ জ্বালায়।
দুটি চক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়॥
থাক থাক করি তারে গর্জ্জিল রাবণ।
পাশুপত বাণ এড়ে কুপিয়া তখন॥
আলো করি আসে বাণ অগ্নি অবতার।
যমদূত পড়ে সব হইল সংহার॥
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নিতেজে।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে॥
রথোপরে সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥
রাঙ্গা মুখ রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে।
ত্বরিত আসিয়া রাবণের আগে রহে॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজা পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে যুদ্ধস্থলে আইল সত্বরে॥
কালদণ্ড মহাঅস্ত্র যমের প্রধান।
যুদ্ধের সময় আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যমেরে কহিছে প্রভু কর আজ্ঞা দান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান॥
পরশনে কিবা যায় দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়ে মারি লঙ্কেশ্বরে॥
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সকল।
দণ্ডবলে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস॥
তোমার সংগ্রাম আজি দেখুক ধানুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখ কৌতুক॥
কালদণ্ড মুখে উঠে অগ্নি হুতাশন।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ॥
চারি ভিতে অস্ত্র যার সর্পের আকার।
কালদণ্ড অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার॥
যেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে।
তাহা হৈতে সর্প নাচিবার চারিভিতে॥
অজাগর কালসর্প শঙ্খিনী চক্রিণী।
মুখে বিষ অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি॥
সর্পের বিকট দণ্ড স্বর্ণমাঝে মণি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরথরি॥
তার মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস।
সর্ব্বলোকে দেখে প্রলয়ের বিনাশ॥
ডাক দিয়া যমেরে সে কহিছে বাখান।
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ॥
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে সেভাইবে দেবগণে॥
দেবতা সহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যমের সেই দণ্ড দেখি আইল সমক্ষে॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
সম্বর দণ্ড যমরাজা না করিহ রণ॥
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে।
রাবণেরে হঠাৎকারে মারিবে কেমনে॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন॥
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শ কিবা কথা।
কেন দণ্ড রাবণে মারিবা কেন বৃথা॥
দণ্ড ব্যর্থ নাহি যাবে মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন না করিহ রণ॥
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর॥
যম বলে তব বলে সবার ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিলে তোমার বাক্য যাবে পরকাল॥
যমরাজা কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের সঙ্গে।
পলায় রাক্ষস সেনা কুল নাহি বান্ধে॥
বড় বড় রাক্ষস সে রাবণ দোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর॥

এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব স্থির নহে রণে॥
অমাত্য পলায় সব এড়িয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ যুঝিল মাত্র রণে॥
যুঝিবার কাম থাকুক দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হয়ে যুঝে॥
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে॥
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে॥
আঠি বাকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয় তবু করে রণ॥
চুইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশবাণে সারথি বান্ধিল দশাননে॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
এক সহস্র বাণ এড়ে যমের উপর॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ ফেলে নাহি ডরে॥
মৃত্যুর নাহিক মৃত্যু কি করিবে রণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে॥
মৃত্যুবাণ খাইয়া অধিক কোপে জ্বলে।
যোড়হস্ত করিয়া যমের আগে বলে॥
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান।
তে মার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান॥
মধুকৈটভ আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ॥
পাইল ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়॥
তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়॥
রথ হইতে যমরাজা হইল অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ রাজা ভাবে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে॥
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যম জয়ী বলি ভাবে দশানন॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার॥

বলির সহিত রাবণের যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিলাম যে যমের তাড়ন॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার॥
মুনি বলে রাম তুমি কর অবধান।
তব অবতারেতে পাপির পরিত্রাণ॥
যেই জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহিক দরশন॥
ইহাবিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রাম নাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥
চারি বেদ অধ্যয়নে যত ফল হয়।
একবার রাম নামে তত ফলোদয়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ॥
তথা হৈতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে রাবণ জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষ করিল প্রবেশ॥
বাসুকীর বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহারে জিনিতে যায় পাতাল ভুবন॥
চলিল রাবণ রাজা অদ্ভুত সাজনী।
আইল তিরাশি কোটি কাল ভুজঙ্গিনী॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশি কোটি রাবণেরে বেড়ে॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারি ভিতে।
পলায় নাগিনী [illegible] না পারে সহিতে॥
বাসুকীরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকীরে বেড়ে॥
বাসুকী করিল বিষবাণ অবতার।
ব্রহ্মজাল বাণে করে রাবণ সংহার॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকীত এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকীরে মহাজাল বাণে কৈল বন্দি॥
বাসুকীরে বন্দি করি তার পুরী লোটে।
বিচিত্র আবাস ঘর নাগপুর বটে॥
মুক্ত হয়ে বাসুকী মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেন অভয়॥

শত মুণ্ড সহস্র মস্তকে যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে জ্বলে মণি।
হেন সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি॥
জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি॥
নিপাতের রাজ্যে আর কারে নাহি ভয়।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়॥
রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতের ঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই॥
নিপাতক রাজা যেই যম দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ॥
শেল জাঠি রাকড়া যে অস্ত্র খরশান।
খাঁড়া আর তাজস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র দিয়া ছাইল গগন॥
দুই হস্তী রণ যেন করে হানাহানি।
দুই পর্ব্বত তেজে যেন ছাইল মেদিনী॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতাল পুরী হৈল অন্ধকার॥
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর॥
এক মাস যুদ্ধ হয় কেহ কারে নারে।
দেবগণ লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে॥
ব্রহ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন॥
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন॥
মম বরে দুই জনে হৈয়াছ দুর্জ্জয়।
দুই জনে প্রীতি করি থাকহ নিশ্চয়॥
কেবা সে লঙ্ঘিতে পারে ব্রহ্মার বচন।
দুহ জনে প্রীতি করে ছাড়ে অস্ত্রগণ॥
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে॥
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জে তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর॥
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিশ আলো করে।
সুরভী আছেন সেই বরুণ নগরে॥
রাবণ করিল সুরভীরে দরশন।
ক্ষীর ধারা ঝরিতেছে তার অনুক্ষণ॥
যার ক্ষীরে জন্মিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর॥
সুরভীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চাহে তাই পায় আমি চাই তবে॥
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি॥
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়াণ।
হেনকালে সুরভী হইল অন্তর্দ্ধান॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ॥
বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে॥
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ।
হেথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির॥
বরুণের পুত্র করে বাণ অবতার।
রাবণের ঠাট বধ পলায় অপার॥
ঠাট বধ ভঙ্গ দিল রাবণ কিঙ্কর।
বরুণের পুত্রের সঙ্গে যুঝে একেশ্বর॥
রাবণ করিছে তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণ।
তিন ভাই না পারিয়া উঠিল গগন॥
দ্রোণ আর পুষ্কর বিদ্রুপ মহাবীর।
তিন ভাই আকাশেতে রথে হৈল স্থির॥
তাসবারে রাবণ আকাশেতে দিঠে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে॥
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিন্ধে রাবণ হইল অচেতন॥
রাবণ ফুটিয়া বাণে হইল কাতর।
তাহা দেখি কুপিল রাক্ষস মহোদর॥
মহোদরের বাণ যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি॥
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধি বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিন্ধি মহোদর হৈল অচেতন॥
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর॥
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমেতে পড়িয়া লোটে ধূলায় ধূসর॥

তুই তারে ধরিল যতেক অনুচরে।
ধরিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতরে॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর॥
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাব নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে॥
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেস্থানে বরুণ জলেশ্বর॥
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
মুনি বলে বলীরাজ পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে॥
পাতালে আবাস ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত॥
সোণার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জিনিবারে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে॥
বলির দুয়ারে প্রভু স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতি কোটি সূর্য্যের কিরণ॥
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্ন সিংহাসনে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে॥
প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুন হে লঙ্কেশ্বর॥
দেখিলাম মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুস্থির গভীর॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ ধরি শোভা হয়॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িত জড়িত যেন দেখি নবঘন॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে শোভিত অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করেছে আশ্রয়॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ মৃদু হাসে॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার॥
রাবণ বলিছে দ্বারী পলাবে কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আজি যুদ্ধ দান চায়॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলির সঙ্গে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে॥
বীর মধ্যে বীর আমি মুনি মধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী॥
আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কারো সঙ্গে যুঝিতে না করি অভিলাষ।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয়ত উচিত।
তোমার আমার সঙ্গে যুদ্ধ অনুচিত॥
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি যেই জন॥
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল পাতালে আইলে কি কারণ
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে।
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে॥
দুয়ারে যাহার সনে হইল দর্শন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন॥
যাহার উপরে কার নাহি অধিকার।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার॥
রাবণ বলিছে যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হৈতে কোন জন আছে সে প্রচণ্ড
বলি বলে তাই কি করিবে যম রাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ সমাজ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যত লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল॥
ইহার প্রসাদে দেব হৈয়াছে অমর।
তাঁর বড় বীর নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর॥
দানব রাক্ষস আদি যত যত বীর।
পুরুষ দর্শনে তাই কেহ নহে স্থির॥
সেই সে পুরুষ বড় স্বয়ং নারায়ণ।
তোমারে কিঞ্চিৎ কহি শুনহে রাবণ॥
সেই দেব নারায়ণ তিনি কৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারি॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাহি অদৃশ্য শরীর॥
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অদর্শন।
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন

রাবণ আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে॥
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ॥
পাত্র লৈয়া বলি করে ভবে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সে স্থানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দি বলিরাজা হাসে॥
রাবণ পড়িল বন্দি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আরো দেবঋষি।
স্বর্গবাসে নাচিয়া বেড়ায় স্বর্গবাসী॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার॥
এইমত বন্দিশালে আছেত রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া ভ্রমে যত দেবগণ॥
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত জনো পরম রূপসী॥
উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন পূর্ণ স্বর্ণ থালে।
পাখালিতে যায় তারা সরোবর জলে॥
রাবণ বলয়ে কন্যা শুনহ বচন।
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন যেমত অধর॥
দয়া করি চেড়ি অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
রাবণ বলে শুন চেড়ী আমার বচন।
বারেক চুম্বন দিয়া রাখহ জীবন॥
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন।
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগণ॥
কুজি বলে রাবণ তুমি যে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ॥
বন্ধন হইতে বলি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে॥
লজ্জা পাইয়া রাবণ করিল হেট মাথা।
অধোমুখে বসে থাকে নাহি কয় কথা॥
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তথায় তথায় রাবণ পাইল অপমান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে সুখী॥
তথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবণ।
কৃত্তিবাস গীত বিরচিত রামায়ণ॥

রাবণের মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ।

মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্যরথে চড়ি যায় এক নরবর॥
স্বর্ণ রথখান তার বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কারো মুখে বাঁশী।
সে পুরুষ স্ত্রীগণ বেষ্টিত স্বর্গবাসী॥
রথের উপরে যায় পুরুষ কৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে॥
রাবণ বলিছে কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ আসি দাও॥
দেখিয়া তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ।
কতক নারী আমায় দিয়া যাও দান॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
বহু দিন করিলাম তপস্যা বিস্তর॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ॥
না করে আমারে কেহ যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি জানিহ নিশ্চয়॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিলা সংগ্রামে।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব মুনি নামে॥
স্ত্রীগণ বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে।
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি নাহি আসে॥
রাবণ বলিল তুমি মম সর্ব্ববাপ।
পূর্ব্বে মম পিতৃসহ তোমার আলাপ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি॥
তিলেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে॥
পূর্ব মুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপ পতি॥
উত্তর দিগেকে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজি বাসা করি হেথা এ পর্ব্বতে॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিহ তখন॥
এতবলি পূর্ব মুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটক যুদ্ধ আসে॥

মান্ধাতাকে দেখিয়া সে কহিল রাবণ।
মান্ধাতা রাবণে দোঁহে বাক্যে বরিষণ॥
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ॥
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার॥
মান্ধাতা হানায় টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে॥
পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সম্বিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া সে অগ্নিবাণ ছুটিল গগন॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার॥
সম্বিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা হরিষে॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে॥
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ করে দশমাস॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পুশুপৎ।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত॥
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা ভার্গব মহর্ষি।
অবিলম্বে কহিছেন সেই স্থানে আসি॥
সম্বর সম্বর ক্রোধ শুনহ মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তাঁর কথা॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেক শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান॥
মান্ধাতা রাবণে দোঁহে সব গেল রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সে ক্ষণে॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

———

রাবণ চন্দ্র জিনিতে চন্দ্রলোকে গমন।

মান্ধাতা জিনিয়া কোথা গেল দশানন॥
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে এক দিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল কষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয়॥
আমার বাণেতে দেখ নাহি ধরে টান।
আমার উপরে চন্দ্র করিছে পয়াণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল॥
এমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র গিলিবার আশে॥
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্তস্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগিরথী॥
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে।
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে॥
গঙ্গাতটে নিজ কর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটকে রণে করিল গমন॥
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর॥
গৌরীভক্ত যেই জন পূজিছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি॥
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটীর পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন॥

ব্রহ্মলোক গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীর্ঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ॥
তাহাতে সপ্তম স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মার কৃত পুরী অদ্ভুত বিধান॥
সপ্তম স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র শুং তুষার বরিষে॥
হিম বরিষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্ত পদ জাড়েতে অসাড়॥
হস্ত পদ নাহি সরে বদ্ধ হয় জাড়ে।
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোন মতে॥
রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে॥
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ॥
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে সে রাবণের অগ্রভাগে।
রাবণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিন্ধি চন্দ্রমা হইল জ্বর জ্বর॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল ততক্ষণ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ॥
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় তারাগণ॥
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ॥
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্মা পায় দুঃখ।
ত্বরিত গেলেন ব্রহ্মা রাবণ সম্মুখ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ॥
সর্ব্বলোকে হরষিত ধবল রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি॥
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত।
হেন চন্দ্র মারিতে তোমার অনুচিত॥
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে॥
দুই জনে যুদ্ধ হলে মরে এক জন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
কৃত্তিবাস বিরচিত সুমধুর বাণী॥

রাবণের কুশদ্বীপে গমন।

চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
অগস্ত্য বলেন শুন জানকী বল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় কহি আমি সব॥
জম্বুদ্বীপ পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষ প্রবর॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার॥
বার যোজনের পথ আছে পরিসর।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর॥
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজাগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে॥
পুরুষ বলেন আজি যুচাব বিবাদ।
কত দিন তোর আর সব অপরাধ॥
কুড়ি হস্তে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উথাড়িয়া পড়ে॥
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহু দণ্ড॥
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষ শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে।
দশ দিকপাল আছে পুরুষের পাশে।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে॥
হৃৎপদ্মে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম আসনে বৈসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী মিলন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের গর্জ্জন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেবকন্যা তাঁহার দোসর॥
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গায়ে লোমাবলি রূপে আছে অবতার॥
বাসুকীর বিষজ্বাল বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকী পুরুষের মস্তক উপরে॥

রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী। [illegible]
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু [illegible] ॥
রাবণেরে চাহি [illegible]
বিশ হস্তে [illegible]
অচেতন হয়ে [illegible] রাবণ।
পুরুষ গেলেন [illegible] ॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু [illegible] ॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥
বলে শুক সারণ শুন হে লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
রাবণ পালাতে যায় পুরুষ উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥
সকল পাতাল পুরী করে নিরিক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ ॥
ত্রাস পায়ে মনে মনে ভাবিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ ॥
পুরুষ সুবর্ণ খাটে বসিব অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে ॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
কামার্ত্ত রাবণ ধরিবারে যায় বলে ॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায় ॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥
রাবণ বলিছে তুমি কোন অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুনরে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন প্রয়োজন ॥
যোড়হস্ত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মম কারে নাহি ডর ॥
তুমি যে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হস্তে না মরে রাবণ ॥
রাবণের কথা শুনে পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হস্তে হইবে বিনাশ ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে ॥
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন জন দেহ পরিচয় ॥
অগস্ত্য বলেন তিনি ভুবনের সার।
তিন কোটি চতুর্ভুজ তাঁর পরিবার ॥

জিজ্ঞাসা [illegible] ...লেন তব নাহি অগোচর।
[illegible] রম্ভার বৃত্তান্ত কিছু কহ অতঃপর ॥
[illegible] মুনি কহিলেন শুন পুরাণ কথন।
[illegible] ক্রন্দনেতে রম্ভাবতী করিল গমন ॥
[illegible] রমণে রম্ভার বেশ হইল সংচুর ॥
স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর ॥
বলে নলকুবের যে বেশ কেন আন।
কার ঠাঁই পাইয়াছ এত অপমান ॥
কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা বলে পায়ে ধ[রে]
তব কোপানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে ॥
এত দিন ভ্রমি আমি ত্রিভুবনময়।
হেন অপমান মোর কখন না হয় ॥
কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়
[আ]চম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায় ॥
যে দিন যা হইবে বিধাতা সব জানে।
দৈবের ঘটনা হেন বুঝি অনুমানে ॥
এমত বিপত্তি নাহি দেখি কোনকালে।
পথে পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে
ধর্ম্মলোপ করিলেক বলে চেপে ধরি।
বলহীন নারীজাতি কি করিতে পারি ॥
দেবতা না পারে তারে আমি নারীজা[তি]
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি ॥
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে।
সপ্ত রাত্রি পাপীষ্ঠ আমারে নাহি ছা[ড়ে]
নলকুবের বলে রম্ভা জানি তুমি সতী।
তব দোষ নাহি রাবণ রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
কুকর্ম্ম দেখিয়া নলকুবেরের রোষ।
ধ্যানেতে সে জানিল রম্ভার নাহি দো[ষ]
রাগক্রোধে নলকুবর লাগিল জ্বলিতে।
কি হেতু দিল জল [রা]বণেরে শাপ দিতে ॥
রম্ভা [হৈ]তে শাপ মোর হউক প্রচার
[বল]ে ধরি রাবণ যে না করে শৃঙ্গার ॥
সেই ক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা।
[নল] কুবেরের শাপ না হয় অন্যথা ॥
রাবণের শাপ হৈল হৃষ্ট দেবগণ।
[সী]তার সতীত্ব রক্ষা এই সে কারণ ॥
উঠে নিদ্রা হৈতে রাবণ রম্ভা সাথে।
শাপ শুনি অবনি সে বসিল বিষাদে ॥
শুনিয়া রাবণ রাজা দুঃখ ভাবে চিতে।
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে
মোর শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন।
বলে রতি করিতে না পারিব এখন ॥

[illegible] শাপ দিল তাহা প্রাণে সয় ।
[illegible] মোরে পুড়িছে অন্তর ॥
[illegible] মোর মনে অনুতাপ ।
[illegible] হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥
[illegible]ত্তের কথা শুনি রামের উল্লাস ।
[illegible]মুনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস ॥
রম্ভারে হরিয়া ভ্রমে রাজা সে রাবণ ।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ ॥

সূর্পণখার বিধবার বিবরণ ।

মুনি বলে দশানন দেশের ভরে চলে ।
এক দিন উঠিল সে গগণ মণ্ডলে ॥
তিন কোটি দৈত্য তথা কাল কুলপতি ।
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি ॥
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর ।
রাবণেরে বাণ তারা করিল জর্জ্জর ॥
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক অগ্নি অবতার ।
অগ্নিবাণে দৈত্যে সব করিল সংহার ॥
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার ।
রাবণ বলিল লুঠ দৈত্যের ভাণ্ডার ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাঁড়ি ।
বাছিয়া বাছিয়া লোটে পরম সুন্দরী ॥
সে সবার রূপ দেখি কামে দহে মন ।
শাপ ভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন ॥
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতূহলে ।
লুটিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে ॥
সে সবার নেত্র জলে রথখান তিতে ।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে ।
কন্যাগণে প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে ।
কান্দিতেছে কেবল রাবণ বিদ্যমানে ॥
রাবণ প্রার্থনা করে চাহে রতি দান ।
কন্যাগণ পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ করে ধ্যান ॥
রাবণ ভাবিছে যদি না হইত শাপ ।
তবে এতক্ষণ কেবা সহে কামতাপ ॥
মোর শাপ দিল মোরে কুবের নন্দন ।
বলে ধরি শৃঙ্গার না করি সে কারণ ॥
পাপিষ্ঠ কামিনী জাতি সৃজিল বিধাতা ।
অন্তরে পুড়িয়া মরে তবু নাহি কথা ॥
মন্দোদরী বলে রাজা মম কথা শুন ।
লজ্জা ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ ॥
একে কুলবালা তাহে মনে ভয় বাসে ।
সব কন্যা জিনিলেক তুমি দেশে দেশে ॥
লঙ্কায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী ।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি ॥
এত স্ত্রী থাকিতে তব না পূরিল সাধ ।
তবে কেন ব্রহ্মা হরি পাড়িলা প্রমাদ ॥
মন্দোদরী কহে দশ রাবণ লজ্জিত ।
দেশেতে প্রস্থান করে হয়ে হরষিত ॥
নিঃশঙ্ক হইলেক হাতে ধনুঃশর ।
উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর ॥
সঙ্গে ছিল দৈত্যকন্যা পরমা সুন্দরী ।
লইয়া সে সব কন্যা গেল অন্তঃপুরী ॥
রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার বাণী ।
অন্তঃপুরে লয়ে তারে করে পাটরাণী ॥
যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার ।
থুইয়া অশোক বনে করয়ে প্রচার ॥
রাবণ প্রতাপী অতি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে ।
স্ত্রী দশ হাজার সহ সুখে কেলী করে ॥
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণ ভগিনী ।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী ॥
সূর্পণখা বলে ভাই তুমি মোর অরি ।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি ॥
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি জলে ।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে ॥
পাত্র মিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই ।
সকলে বিবাহ দিলা দানবের ঠাঁই ॥
যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী ।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥
সূর্পণখার ক্রন্দন শুনি বলে মহারাজ ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ ॥
দুই ভাই আছে খর আরো যে দূষণ ।
তাহারা তোমারে দয়া করিবে পালন ॥
স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক সেই স্থানে ।
স্বতন্ত্রে রাখে রাঁড়ী কষ্ট হয় মনে ॥
আর যত রাণ্ডী পরে সঙ্গেতে যৌবন ।
স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণ ॥
সূর্পণখা চলিল রাবণের আদেশে ।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে ॥
সে রাণ্ডীর নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥
অনন্তের কথা শুনি হনুমানের হাস ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন।

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলী করে॥
পর নারী লয়ে কেলী করে দশানন।
হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ॥
তুমি বলে হরে আন পরের সুন্দরী।
মধু দৈত্য আসি তব ভগ্নি কৈল চুরি॥
যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী তব দৈত্যে হরে নিলে॥
গ্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রেতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি॥
অপমান শুনে তবে করিছে বিষাদ।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদ॥
সুমেরু কাটিয়া পড়ে মেঘনাদের বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর।
এত বীর সবে আছে লঙ্কার ভিতর॥
কার শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্যাসনে।
তোমা সবাকারে ধিক কি ফল জীবনে॥
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে॥
দিগ্বিজয় করে আইলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কার্য্য পলায় দেবগণ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুই জন।
মেঘনাদ আদির বিক্রম অকারণ॥
লজ্জা পায়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কার দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হৈয়া তপস্বী।
ফল মূল খায় নিত্য থাকে উপবাসী॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হারা নিল দৈত্যগণ॥
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞনাশি লঙ্কাপুরে একেক প্রমাদ॥
মেঘনাদের যজ্ঞ কথা কহে বিভীষণ।
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিছে রাবণ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষ তলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে আছে নিকুম্ভিলা॥
অনাহারে যজ্ঞস্থানে রাত্রি দিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥
পঞ্চাশৎ লক্ষ হোম দিবসে নিয়ম।
মহাপদ্ম কোটি লক্ষ বার্ষিকেতে হোম॥
যজ্ঞপূর্ণ দিবে আজি হয়েছে সময়।
পূর্ণা দিয়া ত্রিভুবন করিবেক জয়॥
শুনিয়া যজ্ঞের কথা হৈল চমৎকার।
যজ্ঞ দেখিবারে রাজা হৈল আগুসার॥
বিভীষণে লয়ে তথা গেল যে রাবণ।
অদ্ভুত দেখিল সব যজ্ঞের গঠন॥
চারিদিগে বিরচিত প্রবাল পাথর।
ত্রি যোজন যুড়ে যজ্ঞকুণ্ড পরিসর॥
দশ হাজার ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পুরোহিত।
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি জ্বলে চারি ভিত॥
আগুনের শব্দ যেন মেঘের গর্জ্জন।
উঠিয়া অগ্নির শিখা লাগিছে গগণ॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে রহিছে রাক্ষস।
রক্তপাট ভারে ভারে রক্তচন্দন।
রক্তবর্ণ ফুল মালা রক্তের বসন॥
রক্তবর্ণ ফুলমালা যুড়াইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার বিপ্র হোম করে চারিভিতে॥
যজ্ঞ পরিপাটি দেখি হাসিল রাবণ।
হেনকালে মেঘনাদ করে সম্ভাষণ॥
বামহস্তে কমণ্ডলু দেখে মেঘনাদে।
অস্থিচর্ম্ম লাগিয়াছে যজ্ঞ অবসাদে।
দশানন বলে জিনিলাম দেবগণে।
যজ্ঞভাগ দিবে তারে পূজ কি কারণে॥
ভয়ে পলায় দেবগণ আদি যমরাজা।
যজ্ঞভাগ দিয়া তারে কেন কর পূজা॥
মেঘনাদ বলে পিতা কর অবধান।
অগ্নিরূপে ব্রহ্মা আসি যজ্ঞে অধিষ্ঠান॥
ব্রহ্মা পূজা বিনা নাহি পূজি অন্য জনে।
বর মাগি লব আমি ব্রহ্মার চরণে॥
যুঝিব ব্রহ্মার বরে অন্তরীক্ষে থাকি।
আমি যারে মারিব সে আমারে না দেখি
এই বর পাব আমি যজ্ঞে পূর্ণ দিলে।
ত্রিভুবন জয়ী হব এই যজ্ঞফলে।
রাবণ বলে দেখি তব যজ্ঞের পরীক্ষা।
অগ্নি আইলে সাক্ষাতে কেমনে দেখ দেখ
মেঘনাদ বলে পিতা থাক যজ্ঞস্থানে।
চক্ষেতে আমার অগ্নি দেখ বিদ্যমানে॥

স্বর্ণমাঝে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যজ্ঞ করয়ে ত্বরিত॥
ন্যাস করে পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হয় মন্ত্রতেজে॥
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে॥
যজ্ঞের আহুতি খায়ে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ॥
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে॥
পরাজয় না হইবা আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবেক রিপুর গোচর॥
যজ্ঞে আসি বর দিব তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে॥
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাবণ বলে মেঘনাদ চল মোর সনে॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়ে আজি জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবন উপরে ইন্দ্র হয়েন রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা॥
সাক্ষাতে দেখিব তব যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্রসনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ॥
নয় হাজার নারী তার পরম সুন্দরী।
দেব দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় এ চৌদ্দবৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥
নারী সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে॥
শতকোটি হস্তী নড়ে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি আর ঝকড়া॥
সারথি আনিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে যুড়ে যুড়ে॥
নিজ ঠাট মেঘনাদ করিছে সাজনী।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী॥

রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥
মহোদর মহাপার্শ্ব খর আর দূষণ।
তাল জঙ্ঘ সিংহদংষ্ট্র ঘোর দরশন॥
মহাবাহু ভুজবাহু আর বজ্রধুং।
বাঁকামুখ মেঘমালি দুর্জ্জয় বিক্রম॥
শুক সারণ শার্দ্দুল চলিল বিদ্যুৎমালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ চলে মহাবলী॥
চলে ঘট্ নিঘট্ যে বিক্রমে কেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমার আগে নড়ে।
শিকামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে॥
অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা আর অতিকায় নড়ে নরান্তক॥
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা॥
কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুইজন।
দুই জনার ডরেতে কম্পিত ত্রিভুবন॥
কনকে রচিত রথ প্রভাকর জ্যোতি।
চড়ে তাতে যতেক প্রধান সেনাপতি॥
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজি ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি আর ঝকড়া॥
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশাণ।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাহি লঙ্কার ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে॥
এক দিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রা ভঙ্গ হলে উঠে ক্ষুধায় কাতর॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন জল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল॥
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার লোক করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ॥
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে।
টল মল করে লঙ্কা কটকের ভরে॥
রাবণের রথ লয়ে যোগায় সারথি।
রাজহংসে বহে রথ পবনের গতি॥
হস্তী ঘোড়া লয় ঠাট কটক অপার।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে লাগে চমৎকার॥

ইন্দ্র জিনিবারে করে একেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী ॥
ইন্দ্র জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিগে নানা বাদ্য বাজিছে বাজন ॥
সাতলক্ষ কাঁশী তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল ॥
তেউরি ঝাঁঝরী বাজে তিনকোটি কাড়া।
আগুদলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥
চেমচা খেমচা বাজে ডম্ফ কোটিং।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
বিরামই লক্ষ বাণা তিন কোটি শঙ্খ।
দোহরি মোহরি শাণী গণিতে অসংখ্য ॥
পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁশী
খঞ্জনীতে মিশাইতে দুই লক্ষ বাঁশী ॥
গভীর স্বরেতে বাজে অসংখ্য মাদোল।
প্রলয় কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥
রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার ॥
মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি পাছে পুরন্দর ॥
সাগর হইয়া পার সৈন্য ছিল ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা ॥
ভরিল মথুরাপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল ॥
নিদ্রায় আকুল দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনশী বাহির হইল একেশ্বরী।
রাবণ বলে কহ ভগ্নী দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা ॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন তারে পাঠাইতাম যম ঘর ॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনশী হাসে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে ॥
তোমার রণেতে ভাই কার নাহি রক্ষা।
সহোদর ভগ্নী রাঁড়ি হৈলে সূর্পণখা ॥
তার স্বামী মারিলে হইবে মহারাজ।
মোরে রাঁড়ি করে ভাই সাধিবে কি কায ॥
ধর্ম্মপথে হইয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে ভাই ভাগিনা তোমার ॥
আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি।
চৌদ্দহাজার জায়া তব বিভা কয় রাণী ॥

তুমি বলে হরে আন পরের সুন্দরী।
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী ॥
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকী পলায় দৈত্য কোন জন ॥
কোপছাড়ি মোর তরে স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান ॥
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্র জিনিবারে যাব আসুক মম সনে ॥
কুম্ভনশী চলিল রাবণ আজ্ঞা পায়ে।
শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধায়ে ॥
কুম্ভনশী ধাইয়া যায় আলুয়িত চুল।
নিদ্রা ত্যজি উঠে মধুদৈত্য মহাবল ॥
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যোপরি বৈসে
কুম্ভনশী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল ॥
কুম্ভনশী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ ॥
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আইসে তোমায় কাটিবারে
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণ আজি করিব নির্ম্মূল ॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনশী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয় ॥
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা
রাবণের সঙ্গে বাদ তোমার কি কথা ॥
রাবণের দোষ নাই তুমি সর্ব্ব দোষী।
আমারে আনিলে হরে তিন প্রহর নিশি
অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে ॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে ॥
তুষ্ট হয়ে কহিল আমায় বিদ্যমানে।
দৈত্য আসে সম্ভাষ করুক মোর সনে ॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কয়ে মিষ্ট কথা ॥
পূর্ব্বকোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই ॥
কুম্ভনশী কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড় হস্ত করি গেল রাবণের পাশে ॥

রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভাগিনী আন এত বড় সাধ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ডরে লঙ্কার ভিতর॥
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা
কোন সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা॥
তোরে বান্ধি লইতাম লঙ্কার ভিতর।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা নগর॥
ভগ্নী আসে বিস্তর কান্দিল পায়ে ধরে।
ভগ্নীর কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যে ভক্তি করি বলে শুনহ রাজন॥
তোমার সংগ্রামে করি ডরে করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয়॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল॥
পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর॥
অবোধ জনার দোষ মার্জ্জন করহ।
আমার আশ্রমে আসি পদধূলী দেহ॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিল রাবণ।
মধুদৈত্য আশ্রমেতে করিল গমন॥
অগ্রে যায় মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুই জন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথা যোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর॥
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এই খানে।
কল্য গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে॥
রাবণ বলে কল্য কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রবে কোন জন॥
নানা ভোগ রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব॥
রাবণ বলিছে দৈত্য শুন মম বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি আর ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হস্তী আর ঘোড়া॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রের ভিতর॥
রাত্রের ভিতরে স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম॥

মধুদৈত্যের হস্তী ঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর॥
অন্তরীক্ষে ঠাট কটক উঠে ঝুকে ঝুকে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
অনজ্যা বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর নগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥
স্বর্ণ নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উচ্চেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন॥
শত যোজন সুরপুর আছে পরিসর।
দীঘে অন্ত নাহি তার বায়ু অগোচর॥
একেক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ॥
সোণার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোণার হুড়কা তাহে নবরত্ন বেড়া॥
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি অংশ করি সেনা চারিদ্বারে থানা॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারি দ্বারে।
কাহার নাহিক শক্তি পার লঙ্ঘিবারে॥
শত দ্বন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরম সুন্দরী॥
পরমসুন্দরী শচী জিনি মুখ্যরাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতা মোহিনী॥
পদ্ম কোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানা রত্ন পরিপূর্ণ পরম সুন্দর॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতরা।
দেবকন্যাগণ তাতে রূপে মনোহরা॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাহে খেলা॥
নাহি শোক দুঃখ নাহি অকাল মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন॥
সদানন্দময় যে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে যত পক্ষিগণ।
কুসুম সুগন্ধে সবে আমোদে মগন॥
প্রমাদ পড়িল তথা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমর নগরী গিয়া বেড়িল রাবণে॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥

যুঝিতে যোগিনীগণ নানা কাচ কাচে।
রক্তমাংস খাইয়া যোগিনীগণ নাচে॥
দেখিতে যোগিনী সব মহাভয়ঙ্করে।
একেক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে॥
দশানন বলে মাতা কর অবধান।
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজস্থান॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কায।
তুমি যদি হার মাতা পাবে বড় লাজ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লয়ে চলিল কৈলাস॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণ রাজা আইল দিব্য রথে॥
ইন্দ্রের সে বজ্রঅস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল বাহিরে।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাণ্ডায়ে॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নিবসতী করিব দেবতা॥
বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ণ ছাড় অহঙ্কার।
বজ্রঅস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার॥
মহামন্ত্র পড়ে ইন্দ্র বজ্রবাণ ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্রঅস্ত্র গেলে॥
বজ্রঅস্ত্র গিলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ॥
চলিল যে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ পলায় চারিভিতে॥
সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃজিল বিধাতা।
চারিদিকে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা॥
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ।
নাশিকা কর্ণের পথে পলায় তখন॥
শ্রবণ নাশিকা পথ যমের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ বেরয় অপার॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণ আছাড়িয়া ফেলে।
হস্ত পদ ভাঙ্গি যায় পড়ে ভূমিতলে॥
কুম্ভকর্ণের রণে কার নাহি অব্যাহতি।
হইল অমর স্বর্গে সমুদয় রাতি॥
এক দিন রাত্রি মাত্র জাগে কুম্ভকর্ণ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল সুখি দেবগণ॥
ছয়মাসে এক দিন জাগে কুম্ভকর্ণ।
রজনী প্রভাত হইলে সবার এড়ান॥
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোর।
এতদিনে রক্ষা পাইল দেবতা সকল॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলে লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত॥
ইন্দ্র সহ রাবণের বাজে মহারণ।
দুই জনে নানা বাণ করে বরিষণ॥
দুই জনে বাণ মারে নাহি লেখা জোখা।
চারিদিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা॥
দুই জন সম কেহ না পারে জিনিতে।
পদ্মাপণ বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে॥
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
পদ্মাপণ বাণে বন্দি করিব রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র পদ্মাপণ এড়ে।
ব্রহ্মঅস্ত্র রাবণের পায়ে গিয়া পড়ে॥
ছুলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন পদ্মাপণ।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে॥
রাবণে বান্ধিয়া লইল ঐরাবতের পায়।
লোহার শিকল বান্ধে হস্তে আর গলায়॥
অবনীতে লোটায় রাবণের দশ মাথা।
রাবণ অবস্থা দেখি হাসেন দেবতা॥
হিচড়িয়া লয়ে চলে বুকে ছড় যায়।
ঐরাবত দন্ত ঠেকে রাবণের গায়॥
খান খান করে অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে॥
হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হস্ত কান্দে য[illegible] নিশাচরগণ॥
রাবণ হইল বন্দি মেঘনাদ দেখে।
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে যাইস ইন্দ্র ফিরে দেহ আসি রণ॥
রাবণ কুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দি আমা বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ গর্জ্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে॥
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি॥

এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে রয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ ধানুকী॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশান শেল শূল এক ধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হৈতে আসে বাণ দেখিতে না পায়॥
সহস্র চক্ষুতে ইন্দ্র না পান দেখিতে।
দেখিতে না পান আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ যুড়িল বন্ধন নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কার নাহি রক্ষা॥
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হস্তে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্র ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্র বান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান।
মেঘনাদ তরে রাবণ করিছে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়া ছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্র বান্ধিয়া করিলা পুত্রকাজ॥
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব যে অমর নগরী॥
মেঘনাদ বলে পিতা আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া অগ্রে লয়ে যাই আমি॥
শুনি মেঘনাদের বচন দশানন।
আজ্ঞা দিল কর তাহা যাহে তব মন॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে লয়ে কহিতে লাগিল॥
পিতারে বান্ধিয়া ছিলে ঐরাবতের পায়।
বান্ধিব তোমাকে ইন্দ্র রথের চাকায়॥

ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর
অমর নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
একে নন্দন আছে ইন্দ্রের নগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গ বিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশানন।
শচী লয়ে দেবগণ হৈল অদর্শন॥
শচী জন্যে রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত বৃক্ষ উপাড়িল ডালে মূলে।
লুটিয়া অমরা পুরী চলে কুতূহলে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল বিশ্রাম।
কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান॥
মেঘনাদ গেল যবে বাপের গোচরে।
রাবণ বলে কোথায় রেখেছ পুরন্দরে॥
ইন্দ্র রাজা করিয়াছে আমার অবজ্ঞা।
হেন ইন্দ্র বান্ধি পুত্র রাখিয়াছ কোথা॥
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্র লঙ্কার ভিতর॥
লোহার শিকলে বান্ধিয়াছি হস্ত গলে।
বুকে পাথর চাপায়ে রেখেছি বন্দশালে॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজ প্রসাদ পায় বহু বাপের গোচর॥
বহুধন পায় লুঠি অমর নগরী।
দিগ্বিজয় করে রাবণ আইলা লঙ্কাপুরী॥
দেব দানবের কন্যা লৈয়া কেলি করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবা রাত্রি গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ॥
আচম্বিতে স্বর্গে আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা করেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়া পড়িল প্রমাদ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
এক ভাবে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ।।
আচম্বিতে ব্রহ্মা কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন প্রয়োজন।।
বিরিঞ্চি বলেন তুই সৃষ্টি কৈলি নাশ।
রাত্রি দিবা গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।।
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ।।
যোড় হস্তে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পাইয়া তব বর।।
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে।।
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দর।
আজ্ঞা কর আমি আনি তোমার গোচর।।
ব্রহ্মা বলিলেন রাজা চল যজ্ঞশালা।
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখাইবে নিকুম্ভিলা।।
অগ্রে অগ্রে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ।
তার কাছে চলিল রাক্ষস বিভীষণ।।
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখি ব্রহ্মার হৈল হাস।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বলেন করিয়া প্রকাশ।।
তোর বাপ ইন্দ্র রণে হৈল পরাজয়।
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।।
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত।।
বর মাগ ইন্দ্রজিত তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি।।
ইন্দ্রজিত বলে অগ্রে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ দেব পুরন্দর।।
অমর বর দেহ আমায় কর সম্বিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান।।
ইন্দ্রজিতের কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস।
তুমি অমর হইলে আমার সর্ব্বনাশ।।
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভাল মতে।
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে।।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হবে তোর বধের কারণ।।
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
সেই হেতু ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ।।
ইন্দ্রে আনি দিল তবে ব্রহ্মা বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পাইয়া অপমান।।
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে।।
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে।
পূর্ব্ব কথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে।।
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি।
রাজভোগে পূর্ব্বকথা পাসরিলা তুমি।।
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে।
আইলা গৌতম মুনি আমা দরশনে।।
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন।
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন।।
বুঝিয়া মুনির মন অহল্যা দিনু দান।
কন্যা লয়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান।।
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে।
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে।।
অহল্যা গৌতম পত্নী পরম সুন্দরী।
গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী।।
সতী কন্যা অহল্যা সে সর্ব্বলোকে জানে
জলাসন দিল সে তোমারে স্বামী জ্ঞানে
নারী জাতী নাহি জানে মায়া ব্যবহার।
বলে ধরি তুমি তারে করিলা শৃঙ্গার।।
হেনকালে তপ করি মুনি আইলা ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ গৌতম মুনি জিনিল তোমারে।।
অহল্যারে শাপ অগ্রে দিল মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর।।
আপনি হবেন প্রভু রাম অবতার।
তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার।।
অহল্যা পাষাণ হৈল সে মুনির শাপে।
তোমারে সে শাপ দিল মুনি মহাকোপে
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
তোরে পড়াইয়া পাইলাম যে দক্ষিণা।।
ভগ অভিলাষ তোর ইন্দ্র তুই ঠগ।
আমার শাপেতে তোর গায়ে হউক ভগ
শাপ দিল মহামুনি খণ্ডন না হয়।
হইল সহস্র ভগ ইন্দ্র তব গায়।।
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলা ক্রন্দন।
পরদার পাপে মোরে করহ খণ্ডন।।
মুনি বলে খণ্ডন না যায় এই শাপ।
এই পাপে তুমি অন্তে পাবে বড় তাপ।
মুনির বচন ইন্দ্র না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণ।।
বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কাণে।
রামনাম দুই বর্ণ জপ রাত্রি দিনে।।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রামনাম হয় সর্ব্ব পাপের সংহার।।

এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রামনাম তুল্য নাহি চারি বেদে কয়॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ স্থান।
ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে পাইয়া ত্রাণদান॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পায়ে অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি॥
রামনাম দেবরাজ রাত্রি দিন জপে।
পরিত্রাণ পান দেব পরদার পাপে॥
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজঘর।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর॥
আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে বন্দি হইল অল্পায়ু॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী আর সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তোমার এ যোষণা রহিল ত্রিভুবন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ॥
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা যে মুনি।
রাবণ অধিক হনূমানেরে বাখানি॥
বহু স্থানে শুনিলাম রাবণ পরাজয়।
হনূমান পরাজয় কোথাও না হয়॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত রাজ্যের মধ্যে আনে।
হনূমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে॥

হনূমানের জন্ম কথা।

অগস্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা।
হনূমানের কত গুণ না জানে দেবতা॥
তাহার কতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি॥
কুঞ্জর অমরা নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী॥
সেই বানরীর এক হইল কুমারী।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী॥
মলয় পর্ব্বতোপরে কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর॥
চৈত্রমাস প্রবেশয়ে বসন্ত সময়।
হেনকালে বায়ু গেল পর্ব্বত মলয়॥
একেত বসন্ত তাহে মলয় পবন।
কামেতে চঞ্চল অতি অঞ্জনার মন॥
অঞ্জনার রূপে বায় মোহিত হইল।
লংঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয়॥
অঞ্জনা গেলেন জানি নিজ অনুকূল।
হনূমান করিবারে কর্ম্মদার ফুল॥
সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা পবন।
বলে ধরি অঞ্জনারে করিল রমণ॥
অঞ্জনা বলেন হে করিলে কাণ্ডিনাশ।
দেবতা হইয়া তব বামত্নী বিনাশ॥
দেবতা হইয়া তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
কি হেতু করিলা নষ্ট পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পবন বলেন কিছু না বল অঞ্জনা।
দেখিয়া তোমার রূপ পাসরি আপনা॥
কোপ সম্বরিয়া হে অঞ্জনা যাহ ঘরে।
মহাবীর হবে এক তোমার উদরে॥
আমার বীর্য্যেতে বেটা হইবে কুমার।
আমার অধিক শক্তি হইবে তাহার॥
এত বলি পবন গেলেন নিজস্থান।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনূমান॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনূমান।
সে দিনের কথা কহি কর অবধান॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
প্রভাতে উদয় রক্তবর্ণ ভানুমান॥
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাহাকে।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর।
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর॥
দিবাকর ধরিবারে যান হনূমান।
দৈবযোগে তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান॥
সূর্য্যেরে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
দেখি হনূমানেরে আপনি সশঙ্কিত॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে॥
শুন সুরপতি কহি এক সমাচার।
সূর্য্যেরে গিলিতে যে আইল রাহু আর॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
হনূমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যেরে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস॥
সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবননন্দন॥
সূর্য্যেরে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাস যুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে॥

ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে॥
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখন সে মলয় পর্ব্বতে॥
হনুতম্ব পড়ে সেই মলয় শিখরে।
হনুমান নাম সেই বাপ মায় ধরে॥
কত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি।
শ্রীরাম বিদায় দেন দেশে গতি করি॥
সে দুই বৎসর পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত কহিয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় হইয়া॥
নানা ধনে রাম পূজা করেন তাঁহার।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য সুধাখণ্ড।
বাল্মীকের আদেশেতে গীত উত্তরাকাণ্ড॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রমাবন গঠন ও তন্মধ্যে
রাম সীতার কেলী।

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্ম পরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকাল মরণ॥
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে রাজ্যধন॥
যুদ্ধকরে অবসান হইয়াছে আমার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার॥
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন।
তিন ভাই মিলি কর প্রজার পালন॥
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার॥
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে॥
যোড়হস্তে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন॥
চৌদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে ভ্রমণ।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি লোক জন॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি ডর॥
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে॥
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম প্রসারিয়া হাত॥
তিন ভাই শ্রীরামে হইল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ॥

অন্তঃপুরে গেলেন রাম হরষিত মন।
সীতা করিলেন রামের চরণ বন্দন॥
রাম বলেন শুন সীতা আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সোণার অশোক বন॥
দেবকন্যা লয়ে রাবণ তথা কেলি করে।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে॥
তুমি আমি তাহে কেলি করিব দুইজন।
নানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ॥
রঘুনাথের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
শ্রীরামের অশোক বন করহ নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত॥
বসিয়াছেন রঘুনাথ হরষিত মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল অবস্থান।
স্ববর্ণের অশোকবন করিতে নির্ম্মাণ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন অম্বায় পিরীতি॥
সোণার অশোক বন করিলা নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান॥
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল ফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
সুললিত পক্ষীনাদ শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণে পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর॥
বিকসিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথ আসি কেলি করে॥
সরোবরের চারি পাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণের মাছ॥
মণি মাণিকেতে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি
স্থানে স্থানে বসিবার রত্নময় পীড়ি॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যান বন পুরীর ভিতরে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল অশোকবন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন॥
অশোকবন জিনি রাম হইলেন সুখী।
প্রবেশ করেন তথা লইয়া জানকী॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকী লইয়া তথা বসিলেন রঙ্গে॥
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানা মতে সেবা করে রঘুনাথে তুষি॥

সীতা রূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেণ রাম মধুর বচনে॥
বিদ্যাধরীগণ আইল অপ্সরী বিমলা।
প্রথম যৌবনী তারা জিনি শশীকলা॥
বিদ্যাধরীগণ আছে শ্রীরামের পাশে।
সীতারে দেখিয়া রাম অন্য নাহি বাসে॥
প্রথম যৌবনী সীতা লক্ষ্মী অবতার।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর॥
এত রূপ দিয়া সীতায় সৃজিল বিধাতা।
কাঁচা স্বর্ণ বর্ণ রূপে আলো করে সীতা॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রবদন শ্রীরাম সীতা চন্দ্রমুখী॥
পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা করে তারা॥
আনন্দে আছেন রাম সীতা সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি রাম কেলি রাত্র দিনে॥
রামের সেবাতে সীতার পরম ভকতি।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি॥
একেক দিবসে সীতা একেক মূর্ত্তি ধরে।
এক দিন এক রূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে॥
সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে।
ষড়ঋতু বঞ্চেন করেন নানা রঙ্গে॥
নিদাঘ কালেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে ভুঞ্জেন রাম কেলি রঙ্গরসে॥
বিকশিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল॥
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী।
জলজন্তু কলরব চাতক চাতকী॥
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোক বনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥
সীতার সঙ্গেতে রাম বঞ্চিয়া উল্লাস।
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ॥
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মিত চন্দ্রিমা তার কুমুদ ফুটিল॥
ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন॥
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিল রঘুবরে॥
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে॥
সুন্দর নারেঙ্গ ফল বিল্ব সুন্দর।
নারিকেল সুগুবাক ফল বহুতর॥
পরম হরিষ রাম সুখের বিশেষ।
এরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ॥
শিশির উদয় যে প্রবল হৈল শীত।
শীতকাল পাইয়া রাম পরম পিরীত॥
দিনে দিনে হইল নির্ম্মল জলধর।
রজনী প্রবল হৈল বড় ভয়ঙ্কর॥
দেখ কোটি সূর্য্য তেজ ধরেন রঘুবীর।
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির॥
উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব ঋতু সার।
কৌতুক সাগরে রাম করেন বিহার॥
ফুটিল অশোক ও মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
পরম কৌতুক রাম দেখি ঋতুরাজ।
কেলিরস বিনা রামের কিছু নাহি কাজ॥
এই রূপে গোঁয়ে সাত হাজার বৎসর।
রাত্রি দিন কেলিরসে থাকে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা খাইতে অভিলাষ।
কোন দ্রব্য খাইবে সীতা করহ প্রকাশ॥
লাজে হেটমাথা করেন সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি॥
এক দ্রব্য খাইতে মম হইয়াছে মনে।
এক দিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবনে॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সেই তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে॥
মুনিপত্নী সঙ্গে যেতেম স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
বলি অধ্যমুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী সনে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানী।
নানা ধনে তুষিব যে মুনির রমণী॥
সীতার কথায় রাম বিস্ময় যে মনে।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে॥
একেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইল বাহিরে॥
সহস্র দ্রব্যের বাহির আইল যখন।
পাত্র মিত্র কানাকানি করেন তখন॥

রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস॥
হেনকালে আইল রাম বাহির চৌতারা।
সেখানে বসিয়া রাম সভাখণ্ড পুরা॥
পাত্র মিত্র ভয় পায়ে করে কানাকানি।
সীতা নিন্দা রঘুনাথ শুনিল আপনি॥
সীতা নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতা দেবী না জানেন আছে লঙ্কাপুরে॥
ধর্ম্মে রাজা হৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখে ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হইতে যে কে আছে কেমন।
রাজ্য ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর॥
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ডর।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম অগ্রে কয়॥
পাত্র বলে রঘুনাথ কর অবধান।
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র রাজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্দ্ধন হতেছে রাজা শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন কেন নির্দ্ধন সংসার।
রাজা হয়ে করিলাম কোন অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজায় বঞ্চে অতি সুখে।
রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিবারে নারি।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি॥
শ্রীরাম বলেন ভদ্র না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত॥
যোড় হস্তে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মম এক নিবেদন শুন প্রভু রাম॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা॥
দেবাসুর যুদ্ধ মত হৈল এই রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছ ঘরে।
নির্ম্মল কুলেতে কালি দিয়া রঘুবরে॥
এই অপযশ তব সর্ব্ব জনে ঘোষে।
যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে।
রাখিয়াছ সেই নারী আনি গৃহবাসে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কহে ত্রাসে।
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র যে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিল ভদ্র প্রভু সে সত্য বচন॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

সীতার বনবাস।

পাত্র মিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে বহে পানী॥
নিদাঘ সময় অতি রবি খোরতর।
সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবর কূলে গিয়া হৈল উপনীত॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই পুষ্করিণী পাড়।
চারি দিকে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান হেতু যান রাম উত্তরের ঘাটে॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানী।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনহ কাহিনী॥
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর জামাই।
এই দুই জন বিনে আর কেহ নাই॥
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপাতে প্রধান॥
নিজ গোত্রে প্রধান আছিল তব পিতা
ধনি মানি দেখে তোরে দিলাম দুহিতা
কোন দোষ করে কন্যা যায় কোনছলে
আমার বাটীতে একা আসে রাত্রিকালে
একেশ্বরী আইল কন্যা বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবা কন্যা শোভা নাহি পায়
জামতাকে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাক্যছলে জামতা সে বলিছে প্রচুর॥
যে বাক্য কহিলে তুমি কহিতে না পারি
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারি
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাহি সাথি
কাহার আশ্রয়ে কালি বঞ্চিলেক রাতি

পৃথিবীর রাজা রাম সহরিতে পারে ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি ।
জাতি বন্ধু খোটা দিবে আমি হীন জাতি ॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন ।
থাকিয়া উত্তর পাড়ে শুনেন নারায়ণ ॥
ভদ্র দূত বলিল রামের মনে লয় ।
রাম বলেন ভদ্রের বচন মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন ।
গৃহে চলিলেন রাম বিরস বদন ॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ ।
সীতা লয়ে পড়ে কেথা আর পরমাদ ॥
পঞ্চমাস গর্ভ আছে সীতার উদরে ।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসিয়াছে ঘরে ॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরণী ।
সীতাকে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করিল দুর্গতি ।
ভূঁয়েতে লিখুন তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥
বলেন সে ছার দেখিয়াছি কোনকালে ।
ছায়া মাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ ॥
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ ।
বিধির নির্বন্ধ কেথা পড়িল প্রমাদ ॥
হস্তে খড়ি ধরেন সীতা দৈবের নির্বন্ধ ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখেন দশস্কন্ধ ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন ॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা ।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী ।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী ॥
সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ ।
সত্য অপযশ মম বলে সর্বজন ॥
পড়িয়া আমার ঘরে জন্ম গেল দুঃখে ।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতার মুখে ॥
সাধে কি সীতার জন্যে লোকে করে বাদ ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আরক্ত বাহিরে ।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥

সত্য কেতু মম পিতা আমা পুত্র বর্জ্জে ।
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গর্জ্জে ॥
রূপ গুণ সীতার কোথায় নাহি শুনি ।
রূপ গুণ দেখি তার না মিলায় সঙ্গিনী ॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে ।
আপনি জানিয়া ব্রহ্মা দিল হাতে হাতে ॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস ।
হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস ॥
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি ।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারি ॥
দুয়ারি ডাকিয়া রাম বলেন বচন ।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে শীঘ্র আন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে যায় সত্বর ।
তিন জনে আসি দিল রামের গোচর ॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ ।
তিন ভাই লয়ে যুক্তি করেন তখন ॥
যে কর্ম্ম করিতে লজ্জা পাই সভা আগে ।
আমি সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগে ॥
শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর ।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর ॥
অপযশ কত সব নারীর কারণ ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিন জন ॥
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ ।
সীতা লইয়া রাখ ভাই সেই তপোবন ॥
বাল্মীকের তপোবন থাকে চক্ষচরে ।
দেশের বাহিরে সীতা এড় দিয়া দূরে ॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি ।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির রমণী ॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন ॥
এ কথা কহিলে তার পড়িবেক মনে ।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥
শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ আমার কর হিতি ।
রথে তুমি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সারথি ॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি ॥
আর যেন কোনজন না যায় সংহতি ।
এত যদি নিষ্ঠুর বলেন রঘুনাথ ।
তিন ভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাতে ॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়েন নিশ্বাস ।
কি দোষেতে সীতার করিলে বনবাস ॥
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী ।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী ॥

যজ্ঞের ফলেতে রাজা চারি পুত্র হবে।
সুরাসুর অবতারি সকলে কাঁপিবে॥
সর্ব্বগুণ হইবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু অবতার॥
চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ভরত আর রাম॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্যঘরে পাবে সীতা হরিবে রাবণ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য হবে পার।
রাবণ বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া তারে রহিবেক কোপে।
তোমারে বর্জ্জিবে রাম সেই মুনিশাপে॥
এত শুনি মহারাজ হেট কৈল মাথা।
আমারে কহিল প্রকাশ না কর এ কথা॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ॥
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিলাম লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র॥
অগ্রে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জ্জন।
এড়াইতাম দুই দুঃখ দেখিতে এখন॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যাতনা দুঃখ দেখিতে যে নারি॥
এই কথা বার্ত্তা তবে কহে দুই জন।
অযোধ্যায় রাম অগ্রে গেলেন লক্ষ্মণ॥
কান্দিতেং বীর নাহে তোলার মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে আইলে কোথা॥
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায়॥
মোরে ছাড়ি নাহি থাকে এক রাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি॥
রাজাধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মম সব অন্ধকার॥
কোন বনে রহিলেন সীতা রূপসী।
কি বলিলেন শুনিলে জনক মহাঋষি॥
কার মুখ চাবে সীতা রবে কার পাশ।
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতা পাইবে তরাস॥

কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার।
কোন বনে থুয়ে আইলে জানকী আমার॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ রোদন॥
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকের বনে॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর সম্বিধান।
রাত্রের ভিতরে সীতা আনি তব স্থান॥
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুন আনিলে সীতারে॥
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিত্তে॥
আমার বচন শুন ভাই তিন জন।
রাত্রেতে সোণার সীতা করহ গঠন॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক
দেখিয়া সোণার সীতা পাসরিব শোক॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা আইল তথা বুঝি তার মন॥
শত মন সোণা লয়ে দিল তার স্থান।
সোণার সীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবে মাত্র এই ভিন্ন বাক্য নাহি সরে॥
সোণার সীতারে পরায় বস্ত্র আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর॥
এক দৃষ্টে চাহেন সোণার সীতা মুখ।
উত্তর না পায়ে রামের বড় হয় দুঃখ॥
সাত হাজার বর্ষ যে সীতার সংহতি।
সোণার সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাত্রি
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
ধারায় শ্রাবণ যেন চক্ষে বহে নীর॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিন জনে।
বাহির চৌতারে রাম বসিলা সেখানে॥
পাত্র মিত্র বর্গ আইলা রাম স্থানে।
শূন্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে॥
বিবাহ করিতে রামের নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোণার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে॥
যথা যথা রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান॥

সীতা হেন নারী আর না জাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইব কেমনে॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবেন রাম রঘুবর॥
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর কথা।

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু উচিত এ নয়।
সপ্তদিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয়॥
সপ্ত দিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জনে।
সীতার শোকেতে কর্ম্ম কিছু নাহি মনে॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক ভিতরে হবে বাসা॥
রাজাচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা নৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারি যুগে॥
পুষ্কর দেশের রাজা নাম নৃপেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
লক্ষ লক্ষ ধেনু দানে তুষিল ব্রাহ্মণ॥
অগ্নিবৈশ্যের এক ধেনু ছিল তার পালে।
নৃগ রাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে॥
অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জর জর তনু।
নানা দেশে তত্ত্ব করে না পাইল ধেনু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে॥
ধেনু দেখে ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীববৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন॥
হাম্বা রবে আইল ধেনু অগ্নিবৈশ্য পাশে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে॥
যারে দান দিয়াছিল নৃগ মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়ে আইল হেনকালে॥
অগ্নিবৈশ্য ধেনু লয়ো করিছে গমন।
গো চোর বলিয়া তারে ধরিল ব্রাহ্মণ॥
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুই জনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সম্বাদ।
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হতেছে বিবাদ॥
লক্ষ ধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবৈশ্যের এক ধেনু ছিল সেই পালে॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করে পড়িল প্রমাদ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে চতুর্থ বিপ্র দুইজন॥
দুই বিপ্র ক্রন্দন করেন রাজদ্বারে।
দুই প্রহর হইল দেখা না পায় রাজারে॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধ ভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ॥
পর স্বত্ব দান করি লাগিল কন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল॥
দেখা না পাইয়া ভূপে বলে কটূত্তর।
কৃকলাশ হয়ে থাক নরক ভিতর॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন॥
ব্রহ্মশাপ নৃগরাজ ভুঞ্জে চিরকাল।
না করে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল॥
রাম বলে জান শাস্ত্র কহে মুনি ঋষি।
অবিচারে কর্ম্ম কার্য্য হৈলে পাপরাশি॥
চির দিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করেছ ভূপতি আমায় দিয়া ছত্রদণ্ড॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী॥
আইলেন বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥
শাস্ত্র নিত্য লয়ে চর্চ্চা করেন তাহাতে।
দ্বারে আছেন লক্ষ্মণ সুবর্ণ বেত্র হাতে॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথের সভেতে কয়াহ গমন॥
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ॥
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র পৌত্রেতে লোক আছে নানা ভোগে॥
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর॥
রক্ত আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হইয়াছে বিকল॥
তিন পদে চলে তার এক পদ খঞ্জ।
মস্তের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ॥
তিন পদে চলিয়া আইসে ফিরে ফিরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করে জানে অন্তর্য্যামীরে॥
কুক্কুরে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর এথায় আগমন॥

কুক্কুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরাম সদন ॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে ॥
দ্বারেতে কুক্কুর এক কৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার ॥
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুক্কুরেরে আনে তবে রামের গোচর ॥
রাজ ব্যবহারে কুক্কুর নোয়ায় মাথা।
যোড়হস্তে স্তব করে কহে নীতি কথা ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিকপাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল ॥
তুমি বিষ্ণু অবতার পতিতপাবনে।
সফল কুক্কুর দেহ তোমা দরশনে ॥
রাম বলেন এত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন কার্য্যে আসিয়াছ কহ না আমারে ॥
কান্দিয়া কুক্কুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী ॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিনি উপবাসে আসি তোমার গোচর ॥
কোন অপরাধ দৃষ্টে মোরে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ॥
রাম বলেন সভাখণ্ড শুনিলে সত্বরে।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচরে ॥
ভাল মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥
রামের আজ্ঞায় দূত চলিল সত্বরে।
কুক্কুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে ॥
হস্তে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার ॥
সন্ন্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন ॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা ॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস ॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরম পাতক।
হিংসক সন্ন্যাসী হৈলে বিষম নরক ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারের পূজ্য ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কোপ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥
যোড়হস্তে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥
সারাদিন সন্ধ্যা পূজা করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা আসে বেড়াই নগরে।
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মাগি ফিরে ভিক্ষে।
পথ যুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে ॥
পথছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে ॥
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্বলে দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে ॥
রাম বলেন সভাখণ্ড করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড অপরাধ কার ॥
যোড়হস্ত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্যে এই মত হয় ॥
কার নহে রাজপথ রাজ অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলেত সংসার ॥
যদি শীঘ্র কার্য্য থাকে যাবে এক পাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্র সন্ন্যাসীর কি করিব দণ্ড ॥
যোড়হস্তে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিত দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে ॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥
কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর দেশে ॥
রাজ্য প্রাপ্তে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যান কালিঞ্জর দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোক হাসে ॥
পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড ॥
আনিলে সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥

রাম বলেন রাজা ছিলাম কুক্কুর কহেন।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর জানে তাহে॥
ইহা শুনি সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সবারে॥
পূর্ব্ব জন্মে আমি ছিনু কালীঞ্জরের রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা॥
সৌবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনা অন্যজনে পূজিতে না পায়॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে বর প্রতাপ রাজারে॥
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্কুর যোনি না হয় খণ্ডন॥
কালীঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিলাম এবে আমি হইয়াছি কুক্কুর॥
পাইয়া কুক্কুর দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি॥
সবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু বড়ই সংশয়॥
কালীঞ্জরে যেইজন হয়ত রাজন।
লোকান্তে কুক্কুর হবে না হয় খণ্ডন॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসী কুক্কুর চলিল ফিরে ফিরে॥
প্রাণ ত্যজে কুক্কুর করিয়া উপবাস।
রাম দরশনে তার হৈল স্বর্গবাস॥
সভাজনে রঘুনাথে করিয়া দেওয়ান।
উত্তরাকাণ্ডেতে কবি কৃত্তিবাস গান॥

লবণ দৈত্য বধ।

উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমানে।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থানে॥
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে॥
রাম বলে শীঘ্র আন দ্বারে কি কারণে।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি দরশনে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
শিষ্য সহ মুনি আনে রামের গোচর॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাম বসিতে আসন॥
ভার্গব বলেন রাম কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান॥
পূর্ব্বে রাজাগণে ছিলাম মত্ত বড় ভার।
রাজাগণে পালিল মুনির অধিকার॥
ত্রিভুবন জিনিতে যে নারিল রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছয়ে দুর্জ্জন॥
সত্যযুগে ছিল মধুদৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু পুত্র বড় বলবান॥
সদাশিবের প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাজন।
শিবের বরেতে জিনেছিল ত্রিভুবন॥
কাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
কাঠার তেজের কথা কি কব বাখান॥
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য কাঠা যদি এড়ে।
কাঠা মুখে ত্রিভুবন ভস্ম করে পুড়ে॥
হইল মধুর পুত্র লবণ বলবান।
জিনিল কাঠার তেজে পৃথিবী মণ্ডল॥
কুম্ভনসী গর্ভে জন্ম রাবণ ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর॥
মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন।
তাহার সে কাঠাখান পাইল লবণ॥
কাঠার তেজে ত্রিভুবন জিনিল লবণ।
লবণ মারিতে যুক্তি করহ এখন॥
কাঠাখান লয়ে লবণ যদি এসে রণে।
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে॥
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম॥
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজা করে ত্রিভুবনে ঘোষে॥
ইন্দ্র জিনিবারে গেল অমর ভুবন।
ডরে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন॥
মান্ধাতার প্রতি ডরে বলে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে॥
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত থাক করিয়া পিরীতি॥
মান্ধাতা আছেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্র জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ॥
পুরন্দর জিনি আমি রাখিব পৌরুষ।
ত্রিভুবনের লোক যেন ঘোষে এই যশ॥
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র যুক্তি কৈল সার।
বিনা যুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ার॥
ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাহি আসিয়াছ স্বর্গ জিনিবারে॥

আছয়ে লবণ দৈত্য বড়ই কর্কশ।
রাক্ষসী গর্ব্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনি তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে॥
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইল মান্ধাতা।
মনঃদুখে মান্ধাতা করিল হেট মাথা॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণ জিনিবারে।
দূত পাঠাইল যে লবণে আনিবারে॥
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচরে।
মান্ধাতা রাজন আইসে তোমা জিনিবারে॥
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধেতে কহিল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল॥
দূতের বিলম্ব দেখি মান্ধাতা ভূপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি কম্পিল লবণ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার।
লবণ উপরে করে বাণ অবতার॥
জাঠা হস্তে করিয়া লবণ বীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে॥
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পোড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা যদি রাজা সবে চিন্তে॥
পূর্ব্ব পুরুষ তোমার মান্ধাতা ভূপতি।
মান্ধাতা মারিয়া লবণ রাখিল খেয়াতি॥
কত শত রাজাগণ করিল সংহার।
লবণ মারিয়া রাম কর প্রতিকার॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল রামের সদন॥
যোড়হস্তে কহেন ঠাকুর শত্রুঘ্ন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করিলা বহু রণ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণ মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন॥
শত্রুঘ্নের বচনে রাজার হৈল হাস।
লবণ মারিতে রাম করিলা আশ্বাস॥
শত্রুঘ্ন চলিল তবে মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি শুন শত্রুঘ্ন॥
কুড়ি হাজার মত্তহস্তী ধরে যার দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ থাক সাবধানে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ লয়ে রাম করে অনুমান॥

রাম বলেন শত্রুঘ্ন করিলাম রাজা।
লবণ মারিয়া পাল লোক জন প্রজা॥
লবণ মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরানগরী॥
শত্রুঘ্ন বলেন রাম কর অবধান।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শত্রুঘ্ন।
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ দুই জন॥
চলিলেন শত্রুঘ্ন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণ মারিতে শত্রুঘ্নে দিল দান॥
এক লক্ষ রথ লড়ে এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া লড়ে পবনের গতি॥
লবণ মারিতে বীর করিল সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী॥
নিথনে না যায় ঠাট কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার॥
হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশ।
গেলেন যমুনা পার বাল্মীকের দেশ॥
শত্রুঘ্ন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘ্ন দেখি মুনি হরষিত মন॥
শত্রুঘ্ন বলে মুনি করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ॥
কটক সহিত আমি আইনু এ দেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে॥
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন।
ব্রহ্ম অস্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন॥
শত্রুঘ্নে করাইল উত্তম ভোজন।
জানিল লবণ আজি হইবে নিধন॥
মুনি আর শত্রুঘ্ন দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিল সীতা॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব হইল সীতে॥
মুনি বলে গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন না শুনেন শত্রুঘ্ন॥
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ॥
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব হইল সীতা যমজ নন্দন॥
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে বল লবণ আর তুষে॥

শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রকে যাচায়॥
মুনি আসি জিজ্ঞাসিল সীতাদেবী তরে।
হাসি কহে তব পুত্র দেখাও আমারে॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লবণ দেখে লব হৈল কুশে কুশ ডাকে॥
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন কহিব যে লবণ বধ কথা॥
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ হৃদয়।
শত্রুঘ্ন মুনি দোঁহে কথা বার্ত্তা কয়॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি॥
মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রুঘ্ন বীর।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর॥
মুনি প্রণমিয়া করে ভক্তি সমুচিত।
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিদিত॥
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘ্ন কয়॥
মুনি বলে অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত উপদেশ শুন শত্রুঘ্ন॥
রজনী প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে॥
আঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজার ঘরে।
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দুইপরে॥
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়াতে গেলে বেড়ে রহ তার ঘর॥
কোনমতে আঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস॥
আঠা বন্দি করিতে না পায় শত্রুঘ্ন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ॥
শত্রুঘ্ন পাইয়া এতেক উপদেশে।
লবণ মারিতে যায় মথুরার দেশে॥
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার॥
আঠা গাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে॥
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলে।
কুপিল লবণ বীর লবণ তার কেলে॥
মধুদৈত্যের পুত্র সে মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ ভাগিনা॥
লবণ বলে মিছা কি যুড়িস ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ॥
কহিছেন শত্রুঘ্ন লবণ বচনে।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্ব্বাণে॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হস্তে তাহার সংহার॥
সেই রামের ভাই আমি তোর তত্ত্ব বুঝি।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি॥
খাইয়া মনুষ্য গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মারি মথুরা বসাব চালে চাল॥
লবণ বলিছে ক্রোধে শুন শত্রুঘ্ন।
তোরে মারি ঘুচাইব মামের ক্রন্দন॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মামের ক্রন্দন শুনে জ্বলি নিরন্তর॥
তেঁই তোর বাপের করিব সর্ব্বনাশ।
মরিতে মনুষ্য বেটা আইলি মোর পাশ॥
তোর বংশে যত রাজা ভুপ কেন বাসি।
মান্ধাতাকে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি॥
শত্রুঘ্ন কহেন আসিয়াছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে॥
মারিয়াছ পূর্ব্ববংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর অবতার।
তোরে মারি শোধিব বংশের যত ধার॥
শত্রুঘ্নের বচনেতে কুপিল লবণ।
মনুষ্য বেটার কথা সব কতক্ষণ॥
করে কর চাপিয়া দন্তের কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে আঠাবাড়ি॥
লবণের মন বুঝে শত্রুঘ্ন হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে বাসে॥
শুনিয়া লবণ বীর সিংহ যেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে॥
গাছ পাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে লোহাতিয়া বাড়ি॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘ্ন হইল অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন॥
শত্রুঘ্ন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার॥
উঠিল সে শত্রুঘ্ন সমরে দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মারি করে জয়॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘ্ন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম যেন নিকপাস কাঁপে॥
উল্কাপাত পড়ে যেন বিদ্যুতের বাণে।
প্রলয় হইল দেখে ভাবে দেবগণে॥

আচম্বিতে শক্তিনাশ হয় কি কারণে।
শুনিয়া প্রলয় শব্দ কাঁপে দেবগণে॥
কোন যুগে এই মত শব্দ নাহি শুনি।
কি প্রলয় হইল নিশ্চয় নাহি জানি॥
ব্রহ্মা বলেন দেবগণ না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কার নাহি রহে প্রাণ।
বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোন কালে॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘ্ন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘ্ন।
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ॥
বাহির গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘ্নে রাগিত অন্তর॥
অনেক জন্মহ মোরে খাই তক্ষ পানী।
বাহুড়িয়া আসি যুদ্ধ করিব এখনি॥
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজার ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥
তাহার মনের কথা পায় শত্রুঘ্ন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন॥
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসি।
তোঁহে উপবাসে যুদ্ধ বড় ভালবাসি॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়॥
কুপিল লবণ বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিল মহাপাপ॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্ব লোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এত দিনে॥
শত্রুঘ্ন বধিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘ্ন॥
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী॥
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ॥
শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ বীর সর্ব্ব লোকে দেখে॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥
শত্রুঘ্নের তরে ব্রহ্মা বলেন তখন।
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিলে॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিব সর্ব্ব দেবগণে॥
কহিছেন শত্রুঘ্ন যুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিল ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ॥
দেশ বসাইতে কহে পাত্র মন্ত্রিগণ।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
বাড়ী ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানা জলচর॥
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানা জাতি॥
বৃক্ষোপরে পক্ষ সব করে মধুরধ্বনি।
মুনি মন হরে কেহে ময়ূর নাচনি॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘ্ন রহিলেন তাহার ভিতর॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরা আইসে॥
পদ্মকোটি ঘর হৈল সুবর্ণ গঠন।
ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ॥
দ্বাদশ বৎসর থাকে মথুরানগরে।
প্রজার পালন করে হরিষ অন্তরে॥
মথুরানগরী সব করিয়া শাসন।
অযোধ্যায় চলিলেন রাম সম্ভাষণ॥
কটক সহিতে গেল বাল্মীকের স্থল।
সৈন্য সহ তপোবনে করিলা প্রবেশ॥
শত্রুঘ্নে দেখি মুনি হরষিত মন।
শত্রুঘ্ন কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥
মুনি বলে মহাবীর তুমি শত্রুঘ্ন।
লবণ মারিয়া রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন॥
অনেক কষ্টেতে রাম বধিলা রাবণে।
লবণ মারিলা তুমি এক দিনের রণে॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন॥
আলিঙ্গন দিল মুনি পরম আনন্দে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি ব্যবহারে॥

সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক॥
সোণার পালঙ্কে বীর করিল শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ গীত॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিল বন॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পায়ে পুত্রশোক॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
বেদমতে করিল রাজার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
রাম গেলেন বনে ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসিমড়া॥
চৌদ্দবর্ষ রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
সীতা হরে লইলেক লঙ্কার রাবণে॥
সবংশে রাবণে রাম করিল সংহার।
বহু যুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
সুমধুর স্বরে গীত করিলা বেকণ।
সর্ব্বলোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ॥
দুই শিশু গীত গায় বাজিতেছে বীণা।
সর্ব্বলোকে শুনে যেন অমৃতের কণা॥
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা পোছেন দুইহাতে॥
শ্রীরামের দুঃখ শুনে শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল॥
পাত্র মিত্র বলে সব শুন মহামুনি।
এমন অমৃত গান কভু নাহি শুনি॥
চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে।
সর্ব্বলোক নিদ্রা যায় নিশি জাগরণে॥
শত্রুঘ্ন বলেন মুনি করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ॥
শুনিয়াত রামায়ণ মধুর সংগীত।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত॥
মুনি বলে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘ্ন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুই জন॥
আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্তকাণ্ড।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড॥
কহিতে এ কথা বার্ত্তা প্রভাত রজনী।
প্রভাতে চলিল বীর বন্দি মহামুনি॥
শত্রুঘ্ন স্বসৈন্যে যমুনা হৈল পার।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার॥
তিন দিনে যায় বীর অযোধ্যানগরে।
যোড়হস্তে রহিলেন রামের গোচরে॥
শত্রুঘ্ন হৈল রামের চরণ বন্দন।
তোমার প্রসাদে প্রভু মারিলাম লবণ॥
মারিলাম লবণ যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে প্রজা বসাইনু চালে চাল॥
বারবর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ।
রহিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন॥
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য।
কে করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য॥
শত্রুঘ্নের তরে রাম দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলেন ভাই তব মধুর বচন॥
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর॥
পঞ্চ দিন দুই ভাই বঞ্চিব রহিবে।
পঞ্চ দিন পরে যাও মথুরার দেশে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারি ভাই একত্রেতে হইল সম্ভাষণ॥
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নে মথুরায় বিদায় করিলা॥
মথুরায় হইলেন শত্রুঘ্ন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালন করে প্রজা॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্ব সুখে বৈসে।
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

বিপ্র পুত্রের অকাল মৃত্যু ও শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন।

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল মরণ নাহি রাজ্যের ভিতর॥
অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া।
মৃত শিশু পুত্র এক কোলেতে করিয়া॥
পঞ্চ বৎসরের মৃতপুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে॥
ধর্ম্মের সংসার মম পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি॥
না করেন রাজা চর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মবধ দিব আসি রামের উপর॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি॥

পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেলে কোথা।
কোন দোষে হৈল পুত্র আগুণে দিয়া ব্যথা॥
অধর্ম্মের রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্ম দোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥
অকালেতে পুত্র মরে শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্য দোষে যায় এই রাজা তাজে॥
এত বলি স্ত্রী পুরুষে কান্দে উচ্চৈস্বরে।
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রামের গোচরে॥
অকস্মাৎ এবার পড়িল রঘুমণি।
মৃতপুত্র লয়ে আইল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
বয়েসেতে বৃদ্ধ দোঁহে পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদ্বার॥
দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মম পুত্র কেন মরে॥
এত বলি স্ত্রী পুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হৈল বিরস বদন॥
ত্রাস পাইলা রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সবে হৈল আগুসার॥
আইল অগস্ত্য মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহেন সভাস্থানে॥
তোমা সবা লয়ে আমি করি রাজকায।
অকালে ব্রাহ্মণ মরে পাই বড় লাজ॥
শুনিয়া রামের কথা সকলে নিরব।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ॥
মুনি বলে রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার॥
ত্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্রির আচার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালে দ্বিজের পুত্র মরে॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে মুক্তি পাইবারে পারি॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকালে মরণ রীতি শুন রঘুনাথ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
[illegible] করিছে কোথা শূদ্র দুরাচারি॥

এই হেতু বিপ্র দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে॥
নারদের বচনে রামের জ্ঞান হন।
ডাক দিয়া সভা মধ্যে আনেন লক্ষ্মণ॥
পাত্র মিত্র লয়ে ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ তারে না ছাড়িহ আর॥
নারায়ণ তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন নহে কোন মতে॥
এত বলি, হৈল রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিম দিকেতে রাম করিলা গমন॥
পশ্চিমের যত দেশ করিলা বিচার।
উত্তর দিকেতে রাম হৈলা আগুসার॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন ভ্রমণ॥
পূর্ব্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে থাকে নিরন্তর॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিত বহ্নির ধূম সুবর্ণ নাসিকে॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন।
কোন জাতি তপ কর কোন প্রয়োজন॥
তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্র জাতি।
শম্বু নাম ধরি আমি শুন মহামতি॥
করিব কঠোর তপ দুর্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ নগরে॥
তপস্বীর বাক্যে রাম কোপে কাঁপে তুণ্ড।
খড়্গ হস্তে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড॥
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন রাম করিলা বড় কায।
শূদ্র হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ॥
রামে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন॥
শ্রীরাম বলেন যদি দিবে বরদান।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণ সন্তান॥
ব্রহ্মা বলে এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্র কাটা গেল দ্বিজ বাঁচিল আপনি॥

আপনি বিষ্ণু তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন॥
দুষ্টে শক্তিনাশ তুমি শিষ্টের রক্ষণ।
তোমার অপার মায়া বুঝে কোন জন॥
এত বলি বিরিঞ্চি হৈলেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিত মন॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ লোকে লাগে চমৎকার॥
ভরত লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর॥
হইল রামের হস্তে তপস্বী বিনাশ।
পুষ্প বিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস॥
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

গৃধিনী পেঁচকের দ্বন্দ্ব বৃত্তান্ত।

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্র মিত্র রাজাখণ্ড রামের সংহতি॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
ঋষিমুনিগণ সবে চল সেই পথে॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষির ক্রন্দন রাম শুনিলেন পথে॥
গৃধিনী পেঁচক দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষি দুই পক্ষ হৈয়া॥
অনেক পক্ষির বাসা বনের ভিতর।
নানা জাতি পক্ষি সব আছে একত্তর॥
সারস সারসী কাক ডাক কাঁদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চীল আর কালপেঁচা॥
শুক সারি কাকাতুয়া চড়া রাজহংস।
খঞ্জন খঞ্জনী কিঙ্গে ধর্কিয়া কঙ্ক॥
বাবুই বাউড়ি শিখি পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রহরাজ শিকরা সরচাল॥
বকা বকী বাদুড়া বাদুড়ী মরী টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে কাঠঠোকরিয়া॥
জলে স্থলে আছিল যে স্থানেতে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হয়ে দুই পক্ষ॥
গৃধিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাসা।
পরঘর কাড়িতে কেমনে কর আশা॥
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিনি॥
কোন্দল উভয় লাগি করে মহামারী।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধিরি ধিরি॥
গৃধিনী বলিছে রাম কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি॥
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন॥
পৃথিবী পালিতে তুমি ধরাল শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তোমার করে পূজা।
ত্রিভুবন মধ্যে রাম তুমি মহারাজা॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকার করহ পালন॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্ম নিবেদন করি তোমার গোচর॥
অনেক শক্তিতে আমি শক্তিলাম বাসা।
বলেতে পেঁচক মোর কাড়ি লয় বাসা॥
পেঁচা বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি হৈলে সকল সংসার॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল॥
আদ্য অন্ত মধ্য তুমি নিষ্ঠুরের যম।
ভকত বৎসল তুমি দেব নারায়ণ॥
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপরাধি হই যদি দেহ প্রতিফল॥
সভা হৈল রঘুনাথ বসি কুতূহলে।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিল সকলে॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আইল দুইজন॥
শ্রীরাম কহেন কথা সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আইলা সেইখানে॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসা ঘর॥
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয় যবে হইল নিরাকার॥
বিষ্ণুনাভি পদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেব দানব নির্মিতা করিল নানাজাতি॥
তখন অবধি বাসা এস্থানে আমার।
কোন লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার॥

ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার বিধানে ॥
পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী উপর ॥
তার পরে উৎপত্তি হৈল যত ডাল।
এই রূপ বন মধ্যে যায় বহুকাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তার পরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে সভাখণ্ড করহ বিচারি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা করি ॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটিকল্প বৎসর নরক মাঝে রয় ॥
এক এক বৎসর বন্ধন নাহি খসে।
তিনকুল নষ্ট হয় মিথ্যা সাক্ষি দোষে ॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে রাজাখণ্ড।
গৃধিনীর উপরেতে উচিত রাজদণ্ড ॥
চারি বেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী উত্তর ॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম কি আছিল সংসারে ॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে এক নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া হৈল জীবের আহার ॥
বিষ্ণুনাভি পদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি হৈল নানাজাতি ॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পাছে।
কি রূপে গৃধিনী আসি বাসা হৈল গাছে ॥
গৃধিনী অন্যায় কহে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্পে প্রভু গৃধিনী উপর ॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্ম ভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
দেবগণ কহে রাম করি নিবেদন।
স্বভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন ॥
রয়েছে গৃধিনী পক্ষ হয়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপ ভোগ করে পক্ষি না থাকিহ কোপে ॥
শ্রীরাম বলেন কহ এবা কোন জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
দেবগণ কহে এই ছিল যে রাজন।
প্রত্যহ করায় লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে ॥

ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বঞ্চ খাও মাংস রক্ত ॥
শাপ শুনি ভূপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিল ক্রন্দন ॥
শাপ বিমোচন প্রভু করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ বিমোচন ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল ॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে।
শাপে ... ...দার করি তাঁরে পরশিলে ॥
ব্র... ...চন শুনি ... হইল ভূপতি।
গৃধিনীর ... করিলে ... রঘুপতি ॥
বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষের সদ্গতি ॥
দেবতার কথা শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীরে স্পর্শ রাম করিল তখনি ॥
পক্ষ দেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥
দিব্যরথে চড়ি রাজা যায় স্বর্গবাস।
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের অগস্ত্য মুনির বাটীতে গমন।

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমর ভুবন ॥
সৈন্যসহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন
অগস্ত্য করেন রামের চরণ বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন ॥
রত্ন অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সেই অলঙ্কার মুনি রামে দিল দান ॥
রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান।
ক্ষত্রি হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥
অগস্ত্য বলেন রাম শুন মম বাণী।
অবধান কর কহি ইহার কাহিনী ॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে ক্ষত্রি যত রাজা ॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্রি রাজা পালেন ব্রাহ্মণ ॥
লোকপাল স্থানে ক্ষত্রিয়ের যেত রাজা
লয়ে এল বহু করে ব্রাহ্মণের পূজা ॥
ইন্দ্র রাজার পরে ক্ষত্রিয় জিতে রাম।
লোকপালের স্থানে রাম তুমি সে প্রধান

ত্রিকুলে জন্ম তব বিষ্ণু অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার॥
তোমার শরীর যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈল পুরস্কার॥
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথা পাইলে তুমি এই রাজ আভরণ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার ভিতরে।
কোথা পাইলে এই বস্তু কহিবে আমারে॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবীর।
সত্যযুগে তপ করি বনে ছাইল শরীর॥
একেশ্বর তপ করি বসি বনের আশ্রমে।
অঘোর কাননে একা থাকি [illegible]॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ে আছে [illegible]॥
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥
এক দিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর তীরে যাই করিবারে স্নান॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবর তটে॥
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি অতি মনোহর।
বিষ্ণু অধিষ্ঠান যেন পরম সুন্দর॥
চন্দ্রের কিরণ ধরে সূর্য্যের যে জ্যোতি।
অতি মনোহর মড়া সুন্দর মূরতি॥
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়া রূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন॥
সেই মড়া রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজায় বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমর বিলাসী॥
সেই সরোবর জলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গ শোভা কৈল॥
সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে গিয়া রথে কৈল আরোহণ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হস্তে জিজ্ঞাসিনু তায়॥
দেব রথে চড়িয়াছ দেব অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি॥
স্বর্গরাজার পুত্র আমি শ্বেত নাম ধরি।
পিতা বিদ্যমানে আমি ধর্ম্মে রাজ্য করি॥
পিতা স্বর্গবাসে গেল কত দিন পরে।
রাজ্য ভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে॥
নিরাহারে তপ করি করিয়া বিস্তর।
স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল মম ত্যজি কলেবর॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সন্তত আমার অঙ্গ জ্বলে॥
ব্রহ্মা বলিলেন ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্নজল॥
যাহা দিই তাহা পাই বেদের নিয়ম।
আপনি ভাবিয়া রাজা বুঝহ এখন॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে॥
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর থাকিলে ঘুচিবে অবসাদ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এ সব বচন।
এতেক দুর্গতি মম খণ্ডন কারণ॥
কাতরে কহিনু মনি ব্রহ্মার চরণে।
এত দুঃখ অবসান হবে কত দিনে॥
ব্রহ্মা কহিলেন কথা শুনহ রাজন।
যে মতে হইবে তব পাপ বিমোচন॥
তপ করিবারে যাবে অগস্ত্য মুনিবর।
নিদাঘ সময়ে তপ করিবে একেশ্বর॥
তোমার সহিতে তার হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপ বিমোচন॥
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি॥
চারি যুগ মড়া খাই বিবিধ বচনে।
আজি শুভ দিন মম তব দরশনে॥
তোমা বিনে আমার নাহিক অন্যগতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি॥
কৃপা কর মুনিবর করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার॥
স্তুতি বশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ॥

তার নাম লইলাম এই সে কারণ।
মৃত দেহ দগ্ধ তার হইল তৎক্ষণ॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ নাম দিলে আমার সুকৃতি॥
মোরে নাম দিয়া রাজা পাইয়াছে ত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি দিলে নাম॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

দণ্ডারণ্যের বৃত্তান্ত।

বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর।
বন মধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর॥
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ।
এমত আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন॥
মুনি বলিলেন রাম তব পূর্ব্ব বংশে।
নল নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে॥
পৃথিবীতে খ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
তার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নাম ধরে॥
ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার।
পৃথিবী ভিতরে কার নাহি অধিকার॥
সত্য করাইয়া রাজা পাত্রে রাজ্য দিল।
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল॥
ইক্ষ্বাকু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম খর্ব্যদণ্ড।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিলছত্রদণ্ড॥
সূর্য্যবংশ জিনিয়া সে করে অনাচার।
পরাস্ত হইয়া তারে দিল রাজ্যভার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বতে ভূপতি রাজ্য করি।
মধু নামে পুরী তথা সবার নগরী॥
পুরদণ্ড কৈল তথা সেই নরেশ্বর।
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর॥
সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পাষণ্ড।
শুক্রের বাড়ীতে এক দিন গেল দণ্ড॥
কুজা নামে আছে এক শুক্রের কুমারী।
পুষ্প তুলিবারে আইল পরম সুন্দরী॥
রূপে আলো করে কন্যা সুখে তুলে ফুল।
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন।
হস্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন॥
কাহার যুবতী তুমি কন্যা বল কার।
অবশ্য কহিবে তুমি সত্য সমাচার॥
কন্যা বলে শুন রাজা নিবেদন করি।
শুক্র মুনির কন্যা আমি কুজা নাম ধরি॥
মোর পিতা হয় তব কুল পুরোহিত।
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত॥
রাজা বলে তোর রূপে প্রাণ নাহি ধরি।
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুনলো সুন্দরী॥
আমার রমণী হৈলে হব তোর দাস।
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ॥
শত শত মহাদেবী করি দিব দাসী।
সর্ব্ব নারী জিনি হবে আমার মহিষী॥
যদি নাহি শুন কন্যা আমার বচন।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ॥
রাজার বচন শুনি বলে ক্রোধে কুজা।
মোরে [illegible] মরিবে দণ্ডরাজা॥
মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ।
সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ॥
আমার পিতার আগে লহ অনুমতি।
তবে আমি তব সনে করিব পিরীতি॥
রাজা বলে তব পিতা আসিবে কখন।
ততক্ষণ ধৈর্য্য নাহি ধরে মম মন॥
তোমা বিনে কন্যা মম মনে নাহি আন।
পায়ে ধরি কন্যা মোরে দেহ রতি দান॥
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন।
তব আলিঙ্গন বিনা না রহে জীবন॥
যোড় হস্তে ভূপতি পড়িল কন্যা পায়।
উত্তর না দেয় কন্যা অশেষ বুঝায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা রাজারে দেয় গালি
বলে ধরি শৃঙ্গার করয়ে মহাবলী॥
হাত পা আছাড়ে কন্যা আলুথিত চুল।
শৃঙ্গার সহিতে নারে করে গণ্ডগোল॥
শৃঙ্গারেতে শুক্র কন্যা কাতর হইল।
এতেক দেখিয়া রাজা সত্বরে ছাড়িল॥
শৃঙ্গার করিয়া দণ্ডরাজা গেল ঘর।
কোথা পিতা বলি কন্যা কান্দিল বিস্তর।
আইলেন শুক্র মুনি লয়ে শিষ্যগণ।
হেট মাথা করি কন্যা করিছে ক্রন্দন॥
কান্দেন কুজা কন্যা সম্মুখে দেখিল।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকল জানিল॥
ক্রোধান্বিত হৈল মুনি যেন অগ্নিশিখা।
শুক্রকন্যা হরে রাজা না করে অপেক্ষা॥
অভিশাপ দিল মুনি সহ শিষ্যগণে।
পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি বরিষণে॥
অগ্নিবৃষ্টি রাজারে করিল সপ্ত রাতি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি॥

ঘোড়া হাতী পুড়ে সব অনেক ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়ে হইল অঙ্গার॥
সবংশেতে দণ্ড রাজা হইল বিনাশ।
শুক্রমুনি বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
ব্রহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি।
দণ্ডবন বলিয়া যে বনের খেয়াতি॥
ব্রহ্মশাপে পশু পক্ষ নাহি মুনিগণ।
বনের বৃত্তান্ত শুন রাজীবলোচন॥
বেলা অবসান হৈল উপনীত সন্ধ্যা।
সেই স্থানে দুইজনে করিলেন সন্ধ্যা॥
মিষ্টান্ন ভোজন মুনি করাইল রামে।
সেই দিন বসিলেন মুনির আশ্রমে॥
রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি।
মুনিরে প্রণাম করে সুমধুর বাণী॥
তোমা দরশনে মম সকল জীবন।
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ॥
মুনি বলে রাম তব মধুর বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগতের পতি।
তোমা দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি॥
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী॥
শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

ইলা রাজার উপাখ্যান।

সভা করি বসিলেন কমললোচন।
ভরত লক্ষ্মণ আসি বন্দিল চরণ॥
রাম বলেন শুন কহি ভরত লক্ষ্মণ।
এক মনে শুন সবে আমার বচন॥
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ।
তেকারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ॥
রাজসূয় যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই দুই জন॥
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয় যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার॥
পূর্ব্বে রাজসূয় কৈল রাজা শশধর।
গৃহ পক্ষ পুড়ি লোক মরিল বিস্তর॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মরিল তেকারণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর॥
সাগর নৃপতি পূর্ব্ব বংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বলা ভার॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল শেষে আপনি সংশয়॥
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
রাম বলেন ভরত যে কহ আরবার॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি কি হইল শেষে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী॥
রাজা ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্র ঋষি॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা॥
এত দুঃখে তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয় যজ্ঞে রাজার এত সর্ব্বনাশ॥
অশুচীকে কিনে রাজা কর্ম্মের দোষেতে।
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে॥
কেন রাজসূয় যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগত পতি।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে হইবে দুর্গতি॥
রাজসূয় না হইল ভরত কারণ।
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন॥
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম বিদ্যমান॥
যোড়হস্তে কহিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কমললোচন॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে॥
বেত্রাসুর অসুর যে বিপ্রের নন্দন।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন॥
বেত্রাসুর প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশ মণ্ডল॥
ধার্ম্মিক যে বেত্রাসুর ধর্ম্মে রাজা পালে।
অনাবৃষ্টি নহিবে নানা শস্য ফলে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ॥
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।
বেত্রাসুর তপ কথা কহে পুরন্দর॥
ধার্ম্মিক যে বেত্রাসুর বলে মহাবল।
তার সম রাজা নাহি পৃথিবী মণ্ডল॥

বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা ।
যাহা চাবে তাহা পাবে কার নাহি রক্ষা ॥
বিষ্ণুর চরণে সব করেন স্তবন ।
বেত্রাসুর মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥
বিষ্ণু কহে বেত্রাসুর বড়ই চতুর ।
আমার সেবাতে মান বাড়িছে প্রচুর ॥
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয় ।
প্রকারে বধিয়া তারে ঘুচাইব ভয় ॥
তিন অংশ হইব অসুর মারিবারে ।
এক অংশ রব গিয়া পাতাল ভিতরে ॥
আর এক অংশ আমি রব মর্ত্তাপুরে ।
আর এক অংশ রব তোমার শরীরে ॥
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর ।
বেত্রাসুর মারিবারে চলহ সত্বর ॥
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে ।
প্রবেশ করিল গিয়া বেত্রাসুর রণে ॥
বেত্রাসুর দেখি দেবে লাগে চমৎকার ।
ইন্দ্রেরে বলিল সবে সহায় তোমার ॥
বিষ্ণুতেজে বেত্রাসুর বহু শক্তি ধরে ।
বজ্র হানিলেক বেত্রাসুরের উপরে ॥
বজ্র অস্ত্র আঘাতেতে বেত্রাসুর মরে ।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ॥
ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে ।
বেত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপে ঘেরে ॥
পাপে পূর্ণ হয়ে ইন্দ্র ভাবেন বিষাদ ।
বেত্রাসুর মারি আমি পাড়িনু প্রমাদ ॥
সকল দেবতা গেল বিষ্ণু বিদ্যমান ।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ ॥
বেত্রাসুর বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে ।
ব্রহ্মহত্যা পাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
বিষ্ণু বলি...ন অশ্বমেধ আর পূজা ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক ইন্দ্রদেব রাজা ॥
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন ।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন ॥
নদী স্রোত ছাড়ে আর যোগী ছাড়ে যোগ ।
প্রজা চর্চা ছাড়ে রাজা ছাড়ে উপভোগ ॥
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন ।
ইন্দ্র অচেতন যজ্ঞ করে দেবগণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা ।
নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণু পূজা ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল সমাধান ।
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে ।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজস্বলা ।
অগ্নিরূপে পাতালে সাম্ভার এক কলা ॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান ।
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে অশ্বমেধ তেজে ।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার ।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশে সংহার ॥
রাজসূয় যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন ॥
রাম বলেন রাজসূয় বাঞ্ছা ছিল আগে ।
তোমা সবাকার বোলে করিলাম ত্যাগে ॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মম মন ॥
প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর ।
ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥
সর্ব্ব গুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে ।
সর্ব্ব লোক পূজে সব পৃথিবী মণ্ডলে ॥
সুদিন প্রবেশ যবে আইল মধুমাস ।
মৃগ মারিবারে গেলা পর্ব্বত কৈলাস ॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর ।
পার্ব্বতী লইয়া কেলী করেন শঙ্কর ॥
পার্ব্বতী সহজে নারী শিব হয়ে নারী ।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলী করি ॥
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি ।
জলজন্তু বনজন্তু হয়েছে রমণী ॥
পুরুষ মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে ।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলী করেন দুজনে ॥
জলকেলী দুইজনে করেন কুতূহলে ।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে ॥
ইলারাজা উপনীত তাঁহার সমীপে ।
গতমাত্র স্ত্রী হইল শঙ্করের শাপে ॥
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি ।
সৈন্য সেনাগণ সব হইল স্ত্রী জাতি ॥
দেখিয়া রমণী জাতি যত অনুচরে ।
লজ্জা পাইয়া ইলারাজা আপনা পাসরে
সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রী জাতি ।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি ॥
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর ।
পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্যবর ॥

স্ত্রী জাতি হইয়া আমি করি জলকেলী ।
যারে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি ॥
তোমা সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর ।
পুরুষ হইয়া সবে যাউক নিজ ঘর ॥
পুরুষ হইয়া সবে চলি গেল দেশে ।
তুমি থাক নারী হয়ে আপনার দোষে ॥
শুনি রাজা বলেন নিষ্ঠুর বচন ।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ॥
পার্ব্বতী বলেন মম বাক্য নহে আন ।
মাসেক পুরুষ হবে করিব বিধান ॥
মাসেক পুরুষ হবে না হবে অন্যথা ।
মন দিয়ে শুন তবে বলি এক কথা ॥
যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেই স্থানে ।
নারী হৈলে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে ॥
যেই মাসে পুরুষ হইবে নরপতি ।
রমণী মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি ॥
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে ।
নারী হয়ে আর বার বনেতে প্রবেশে ॥
পুরুষ হইল রাজা সহ অনুচর ।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর ॥
এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে ।
নারী হয়ে কেমনে রহিব এক মাসে ॥
পুরুষ হইয়া পুনঃ কি রূপেতে বঞ্চে ।
এমন দারুণ শাপ কত দিনে ঘুচে ॥
রাম বলেন রাজা নারী হৈল যেই মাসে ।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে ॥
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয় ।
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয় ॥
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয় ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হৈয়াছে উদয় ॥
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের রঙ্গ ।
বুধ হেন তপস্বীর হৈল তপ ভঙ্গ ॥
ইলারে সম্ভাষে বুধ কামে অচেতন ।
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ ॥
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি ।
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
বুধের বচনেতে ইলার হইল হাস ।
বুধের সহিত বনে বঞ্চে একমাস ॥
পুরুষের অষ্টগুণ কামাধী স্ত্রীলোকে ।
বুধের সহিত রহে শৃঙ্গার কৌতুকে ॥
কেলীরসে মাসেক হইল অবশেষ ।
হইল পুরুষ মাস রাজার প্রবেশ ॥
না জানে এসব কথা চন্দ্রের কুমার ।
আরবার তপ করে সরোবর তীর ॥
আপনার রাজা রাজ্যের হইল স্মরণ ।
পুত্র কন্যা তারা তাবে করিছে রোদন ॥
বনবিদ্যা মাঝে পুত্র আছয়ে আমার ।
শিশু হবে কেমনে পালিবে রাজভার ॥
ভাবিতে চিন্তিতে তার গত এক মাস ।
তপ ছাড়ি বুধ সে আইল নৃপ পাশ ॥
পরম সুন্দর ইলা হয়েছে যুবতী ।
রাত্রি দিন কেলী করে বুধের সংহতি ॥
দিবা নিশি রঙ্গরসে কৌতুকে কেলী করে ।
কত দিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে ॥
এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে ।
পুরুষ মাসেতে নাহি যায় বুধ পাশে ॥
ইলা লইয়া গেল বুধ আপন ভবনে ।
দেখিয়া ইলার রূপ সুখি মনে মনে ॥
রহিল পুরুষ মাস আর মাসে নারী ।
ইলা লয়ে গেল বুধ আপনার পুরী ॥
রঙ্গরসে ভূপতির এক মাস গেল ।
পুরুষ মাসেতে রাজা অন্তরিত হৈল ॥
নয় মাসে এক পুত্র প্রসবিলা ইলা ।
পরম সুন্দর পুত্র রূপে শশীকলা ॥
পুরূরবা নাম তার হৈল মহাতেজা ।
প্রাতঃকালে ত্রিপ্রকারে করে তার পূজা ॥
আরবার পুরুষ হইল দশ মাসে ।
এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে ॥
একাদশ মাসে আর বার হৈল নারী ।
বুধের সহিত বঞ্চে হইয়া সুন্দরী ॥
বার মাসে পুরুষ হইল আরবার ।
পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার ॥
জিজ্ঞাসিতে ইলা রাজা দিল পরিচয় ।
পুরুষ জানিয়া বুধে ঘৃণা বড় হয় ॥
পুরুষ রমণী জ্ঞানে করেছি বিহার ।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার ॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র বুধ তাহার নন্দন ।
আদেশেতে আসিল সকল মুনিগণ ॥
মুনিগণ লইয়া বুধ করিয়া যুকতি ।
কি রূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি ॥
আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই কারণে ।
বিবরিয়া মুনিগণ কহত আমারে ॥
মুনিগণ কহে শুন চন্দ্রের কুমার ।
অজ্ঞাতে করেছ কর্ম্ম কি পাপ তোমার ॥

অশ্বমেধ যাগে তুষ্ট সকল অমর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ইলা পাবে বর॥
মহাদেব শাপে ইলার এতেক দুর্গতি।
মহাদেব তুষ্ট হৈলে পাবে অব্যাহতি॥
বুধ বলে যুক্তি বটে না করি নিষেধ।
বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ॥
আপনি আইলা শিব যাগ দেখিবারে।
ইলা রাজা পুরুষ হইল শিব বরে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর।
তুষ্ট হয়ে ইলারে মহেশ দিলা বর॥
পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার।
আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার॥
শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ।
যজ্ঞ ফলে ভূপতি হইলা নিরাপদ॥
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত্র।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হর্ষেতে মোহিত॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম ফল নাহি আর॥
এত বলি কহিলেন কমললোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈলা ভরত লক্ষ্মণ॥
রাম যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কর সন্নিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যে স্থানে॥
সেই খানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হরষিত দুই জন॥
নানা রত্ন দিল বিশ্বকর্ম্মার সদনে।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্ম্মা করেন গঠনে॥
ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি॥
ধাতু প্রবাল রত্ন শুনেন যেই দেশে।
সর্ব্ব জন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে॥
দিল মণি মাণিক্যাদি প্রমাণ বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর॥
কুণ্ড চারি যোজন সে আড়ে পরিসর।
কুণ্ড চারি যোজন উচ্চেতে দীর্ঘতর॥
করিল ছয় যোজন কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য দুগ্ধ তিন কোটি ঘর॥
সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আওয়ারী।
স্বর্ণ নাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিল আগমন॥
দেখিতে আসিবে যত পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা॥
দেখিতে আসিবে যত পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি॥
আশী যোজনের পথ করে আয়োজন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন॥
এক মাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন নিজস্থান॥
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হইল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সে স্থানে॥
জামদগ্ন্য আইল ভার্গব পরাশর।
সুবর্ণ কশ্যপ আর আইল মুনিবর॥
ভরদ্বাজ হস্ত দীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি॥
আইল আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইলেন ঋষি সঙ্গোপন॥
পর্ব্বত হইতে আইল দক্ষ মহামুনি।
ঐষিক কুশধ্বজ আইল পরম যে জ্ঞানী॥
বিষ্ণুপদ মুনি আইল ঊর্দ্ধ চরণ।
সনাতন সনক আইল দুই জন॥
করিল সাণ্ডিল্য গর্গমুনি আগুসার।
আইল কপিল মুনি বিষ্ণু অবতার॥
জৈমিনী মরীচি মুনি আইল শরতজ।
চিত্রবিক কৌশিক আইল যে মাতঙ্গ॥
আইল দেবর্ষি বড় পরম আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ॥
বিশ্বশ্রবা আইল আর যে জহ্নুমুনি।
পৃথিবীর মুনি আইল অকথ্য কাহিনী॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি করি বাল্মীকি আপনি।
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি॥

সন্ত্রিক হইয়া যজ্ঞ করে এই আসে।
স্বর্ণ সীতা আনিল যে শাস্ত্রের বিধানে॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পত্র পায়ে আইল যে যজ্ঞে সর্ব্বজন॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ নন্দন॥
সরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
নল নীল আইলেন বীর হনূমান॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতি সহ আইল বিভীষণ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজাগণ॥
মিথিলা হৈতে আইল জনক রাজর্ষি।
মহারাজ খান আইল যার দেশ কাশী॥
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় কুমার।
রাজা গিরি রাজ্যের আইল ধুরন্ধর॥
অঙ্গের অধীপ আইল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা আইল নাম গিরিধাম॥
বিজয় নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিগের রাজা আইল সঙ্গে কত ঠাট॥
সদা রাজাগণ থাকে শ্রীরামের কাছে।
আরো কত নৃপগণ আইল যত আছে॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইস কোটি আইল পশ্চিমের সার॥
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশে মনুনাম পুরী।
আইল সাতাইশ লক্ষ অযোধ্যানগরী॥
যতেক ভূপতি যে উত্তর দেশে বৈসে।
আইল সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে॥
যত বড় রাজা আছে ভারত ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তি রাম সভার উপর॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দাসবৎ খাটে॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল কেশাম্বরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন॥
স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল বিশাল॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার॥

বশিষ্ঠ বিশিষ্ঠ আর সুযজ্ঞসারথি।
যজ্ঞের যতেক ক্রিয়া করিল সংপ্রতি॥
যব ধান্য গোধূম যে আতপ তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল॥
পূর্ণা যেন সলিল সভার সব ছবি।
পর্ব্বত প্রমাণ চাহে আর তিল রাশি॥
তিন কোটি কুম্ভ চাহে শ্রীফলের কাষ্ঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞ কাষ্ঠ॥
বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি॥
যখন তখন রাজা যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন যোগায় সত্বরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল তখনি॥
যে রাক্ষস দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ॥
নৃত্য গীত বাদ্য যে নানা বাজা শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রামজয় ধ্বনি॥
বড় যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হৈল এমত পরিপাটি॥
তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গী।
তুরঙ্গ সোয়ার তার কত লক্ষ সঙ্গী॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সোনার নেপুর॥
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর॥
সর্ব্ব অঙ্গে থানি থানি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদ মণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রত্নের বাতি॥
গলে সোনাবলি যেন মুকুতার মালা।
রাঙ্গা জিহ্বা দিলে যেন আকাশের তারা॥
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে ঘোড়ার রক্ষণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘ্ন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘ্ন।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥

যজ্ঞ অশ্ব সঙ্গে শত্রুঘ্নের গমন ও লব
কুশের যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন।

বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে

পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর বীর।
নদ নদী এড়াইল কঠিন পর্ব্বত ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর শত্রুঘ্ন।
পর্ব্বত উপরে ক্রমে ঘোড়ার গমন ॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বত অধিকারী ॥
রাজপুরে আছিল গড় জলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় ডিঙ্গায়ে চলিল গগনেতে ॥
গড়ের ভিতর ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সে দেশ ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারি দিকে বেড়ে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে ॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
ডিঙ্গাইল সে সকল গড়ের আগুনি ॥
গড়মধ্যে প্রবেশ করিল শত্রুঘ্ন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ ॥
রামসম শত্রুঘ্ন বীর অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চমৎকার ॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জালে সন্ধি।
হস্তে গলে সে রাজার করিলেন বন্দি ॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘ্ন।
রাম দরশনে তার বন্ধন মোচন ॥
পূর্ব্বদিগ জয় করি আইল শত্রুঘ্ন।
উত্তর দিগেতে ঘোড়া করিল গমন ॥
উত্তর দিগেতে ঘোড়া গেল বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥
দিগদিগান্তর ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥
জয়পত্র ঘোড়ার আছে কপালে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজাগণ ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেন শত্রুঘ্নের ঠাই ॥
ঘোড়া গেল হিমালয় পর্ব্বতের পার।
সে দেশী রাজার নাম বিক্রম বিশাল ॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
শত্রুঘ্ন রাজার সহ লাগিল বিবাদ ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ দিয়া ছাইল গগন ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘ্ন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥
না পারে কহিতে কথা এমনি কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর ॥
দর্শন দিলেন তাঁরে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন মোচন ॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিম দিগেতে অশ্ব তারা যেন ছুটে ॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুই বার।
পশ্চিম দিগেতে গেল সিন্ধুনদী পার ॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদী পার গেল সকল কটকে ॥
বিকৃতি আকার তার হস্তে চেরাবাঁশ।
হস্তী ঘোড়া মারি খায় যত রক্ত মাংস ॥
পিশাচ ভোজন আর পিশাচ আচার।
জীব জন্তু মারি করে তাহারা আহার ॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারি ভিতে
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বীর অবতার।
এক বাণে সব ব্যাধে করিল সংহার ॥
তিন দিক শত্রুঘ্ন করি আইল জয়।
ঘোড়া লয়ে শত্রুঘ্ন যজ্ঞের কাছে রয় ॥
ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটি।
আতপ তণ্ডুল গম করে পাটি পাটি ॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারি ভিতে ॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে ॥
তুরঙ্গ পবন বেগে করিল গমন।
উপস্থিত হৈল বাল্মীকি মুনি স্থান ॥
যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভায়ে ডাক দিয়া আনে ॥
মুনি বলে লব কুশ শুনহ বিশেষে।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশে ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুই জনে।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহু দিনে ॥
কার সঙ্গে না করিহ বাদ বিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ ॥
দুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে।
শিষ্যগণ সহ মুনি গেল চিত্রকূটে ॥
বারশত শিষ্য সহ গেল মুনিবরে।
দুই ভাই খেলা খেলি বেড়াগণ্ড করে ॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে ॥
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান ॥

দ নদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
এক দিনে যায় বাণ ছয়দিনের পথ॥
টিচক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মুণ্ড মারি পুনঃ তূণে আইসে॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব আইল সে গাছের তলে॥
ঘাড়া দেখি হরষিত হৈল দুইজন।
জয়পত্র তার ভালে দেখিল লিখন॥
াজা দশরথের উৎপত্তি সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতর।
অযোধ্যার রাজা করে চারি সহোদর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘ্ন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাঁহার ভিড়ন॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে জ্ঞানমতে॥
ঘোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল দুইজন।
মিষ্ট অন্ন আনি দোঁহে করিল ভোজন॥
শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আন শত্রুঘ্ন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল পূর্ণ দিবস এখন॥
সৌমিত্রীর অগ্রে দূত কহে বারে বার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দি হইল তোমার॥
শুনিয়া সৌমিত্রী বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ॥
বিষম দক্ষিণ দিক বড়ই সঙ্কট।
কোন বীর যুঝে গিয়া তাহার নিকট॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে পুনঃ হয় রণ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘ্ন।
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন॥
অশ্ব লয়ে দুই ভাই খেলে বারে বার।
লব কুশ দেখিয়া হইল চমৎকার॥
লব কুশ খেলা খেলে দেখে শত্রুঘ্ন।
জিজ্ঞাসা করিল অশ্ব বান্ধে কোন জন॥
কোন বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন দেশে॥
শত্রুঘ্ন বলে আমার জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা প্রদেশে॥
দাশরথী আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক বিজয়ী।
রামের বিক্রম কথা শুন তাহা কহি।
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে বংশেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে মরে অতিকায় ইন্দ্রজিত॥
যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন বীর যুঝে আমাদের সনে॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘ্ন।
কহিয়া সে লব কুশ করিছে গর্জ্জন॥
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও আমি তাই চাই॥
মরিবারে কেন আইল আমার নিকটে।
কেমনে লইবে অশ্ব পড়িলে সঙ্কটে॥
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারি ভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অস্ত্র না পারে সহিতে॥
শত্রুঘ্ন বলে সৈন্য কোন কর্ম্ম কর।
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার॥
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লব কুশে বেড়িয়া করিল বন্দিবাট॥
লব কুশ বলে বীর না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক॥
শত্রুঘ্ন বলে দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
অগ্রে মারি কটক তোমারে মারি শেষে॥
কুশ বলে লব তুমি এই স্থানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ॥
লবের অগ্রেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক॥

কুশের এড়ায় বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাকি বাণে কুশ পুরিল সংগ্রাম॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটক বেড়ি মারে বেড়াপাক॥
বেড়াপাক বাণে কার নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাক বাণে সব করিল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন।
সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘ্ন॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল সারি সারি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী॥
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘ্ন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
লবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আটে॥
কুশের বচন শুনি বলে শত্রুঘ্ন।
পলাইয়া যাবে কি তোমারে দিব রণ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি॥
কুশ বলে শত্রুঘ্ন যুক্তি কর দড়।
যে ইচ্ছা লয় তোমার সেই যুক্তি কর॥
শত্রুঘ্ন বলে কুশ কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন অবতার॥
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিবা মরি॥
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর॥
লব বলে কুশ শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মার আমি মারি শত্রুঘ্ন॥
কুশ বাণ এড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পুরিয়া গেল সৌমিত্রীর কাছে॥
কুশ বলে সৌমিত্রী যে এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি॥
সৌমিত্রী বলেন অগ্রে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি॥
তিন লক্ষ বাণ বীর সৌমিত্রী যে এড়ে।
আকাশ গমনে বাণ উথাড়িয়া পড়ে॥
দুই জন বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর জর॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে॥
নানাঅস্ত্র দুইজনে করে অবতার।
চারিভিতে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥
সৌমিত্রী এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রী নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ॥
বিষ্ণুঅস্ত্র সৌমিত্রী বীরের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে তাহা নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণু বাণ যোড়ে ধনুকে তখন॥
বাণ দেখি সৌমিত্রের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু বাণে বিষ্ণুবাণের সংহার॥
কুশ বলে শত্রুঘ্ন আর বাণ আছে।
ফুরাইল তোমার অস্ত্র আমি মারি পাছে
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘ্ন।
তোমার আমার এই হইল যে রণ॥
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজন ঘর॥
সৌমিত্রের কথা শুনি কুশ বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
মহাপাশ বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
সকল পৃথিবী হইল অন্ধকার ময়।
নিরখিয়া সৌমিত্রের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘ্ন।
যুঝিতে না পারে বীর মৃত্যু দরশন॥
এক দৃষ্টে করিল যে ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সৌমিত্রী মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশ বাণ [illegible]বে যায় নানাছন্দে।
হস্তে গলে সৌমিত্রের অবশেষে বান্ধে।
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘ্ন॥
সৌমিত্রী পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেন ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর॥
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর।
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরু চন্দনে অঙ্গ করিল সুঘ্রাণ॥
মিষ্টান্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন

দুই শিশু সনে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা কহে দূত দেশ দেশে ॥
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে কৃত্তিবাস কন ॥

ভরত লক্ষ্মণের লব কুশের সহিত যুদ্ধে গমন ও ভরতের লক্ষ্মণের পতন।

পাত্র মিত্র সহ রাম আছেন সভাস্থানে।
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে ॥
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে ॥
লব কুশ নামে সে বালক দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই ॥
ভয় বাসি প্রভু কহিবারে বিবরণ।
সৈন্য সহ যুদ্ধে পড়িলেন শত্রুঘ্ন ॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি তাপিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া ॥
কহ দূত কার সঙ্গে হইলেক রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন ॥
দূত কহে মহারাজ দুই মুনি সুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত ॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে না পারিবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥
ঘোড়া বন্দি করিল তাহারা দুই জন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ ॥
অনারণ্য মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মম বাণে ॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ জানিনে।
দেব দৈত্য আদি সব কাঁপে সর্ব্বজনে ॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মম ভাই শত্রুঘ্ন ॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ ॥
বিলাপ সম্বর প্রভু না কর বিষাদ।
কার দোষ নাহি দৈবে পড়িল প্রমাদ ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধি বিড়ম্বন ॥
দেবতা জানেন সে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে সে তাই পাই তাপ ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা দুই ভাই যাই ॥
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভ্রাতা কর গিয়া রণ ॥
সৌমিত্রি ভ্রাতার শোক লাগাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক যদি মনো দুঃখে ॥
দুই ভাই কর রণ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে ॥
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সেনা হইল সাজন ॥
যুথা সেনাপতি দিয়া চড়িলেন রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥
কাটি সারকড়া সেল আর মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা আর তোমর দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দুর্জ্জয় মারেতে হস্তী আরোহে ভরত।
ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকের তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
কটক সমেত পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন।
সেই স্থানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনী গৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি ॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইলাম অধিষ্ঠান ॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
ধনু হস্তে পড়িয়া আছেন শত্রুঘ্ন ॥
সৌমিত্রের দুই ভাই কোলে করি কান্দে।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে ॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলা লবণ।
এস্থানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ।
পাত্র মিত্র দেন তারে প্রবোধ বচন ॥
শোক করিবার বেলা নহেত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ ॥
সেই দুই শিশু মার খুঁজিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহেত বিধান ॥
এতেক বচন শুনি ভরত লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সম্বরে দোঁহে স্থির করে মন ॥
যুদ্ধার্থ কটক রথে খুঁজিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণ ভরত দোঁহে হৈল আগুয়ান ॥

চারিদিকে রাম সেনা রহে আবদ্ধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥
সীতা বলিলেন লব কুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ তাই দুই জন ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
লব কুশ না জানি কি পড়িল প্রমাদ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে ॥
লবকুশ বলে মাতা না জানি কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আইল তপোবন ॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
মৃগয়া করিতে আসে সবে এইস্থলে ॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥
আমা দুই ভাই মুনি পুরে গেল দেশে।
কোন রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন বা রাজন ॥
আশ্রম হইল নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় মানি যদি করে মুনি রোষ ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাকছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে ॥
তূণ পূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহানন্দে দুই ভাই যায় সমরেতে ॥
দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সবে দেখি সেনাগণ ॥
লব কুশে দেখি সেনা কম্পিত অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর ॥
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটকে বলে আইল দুই রাম ॥
রাম যদি আসিতেন এস্থানে এখন।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥
সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন জন ॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হয়েন বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয় ॥
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতিকুলে আমার তোমার কি বিচার ॥
বারণত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমারা বধক দুই ভাই ॥
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমা দুই ভাইকে থুইয়া গেল দেশে ॥
[illegible]
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন ॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন কার্য্যে আসিয়াছ আমার নিকটে।
কটক লইয়া কেন আইলে তপোবন।
পরিচয় দেহ আইলে কিসের কারণ ॥
তাহা শুনি ভরত আর লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র অন্তরে তরাস ॥
চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘ্ন নাম ॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত লক্ষ্মণ।
শত্রুঘ্নকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন ॥
এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি।
চারি জনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী ॥
কুশেতে ভরতে যে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ ॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ দুই অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি ॥
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পাছে ॥
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারি ভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে ॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূম্রবাণ এড়ে দশ দিগ অন্ধকার ॥
জগত হইল সব অন্ধকার ময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয় ॥
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥
পলাইয়া যাইতে কাহারো পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে গেল নদ নদী জলে ॥
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়
লক্ষ্মণ এড়িয়া যত কটক পলায় ॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর ॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল কোথা হৈতে বা জানে ॥
রাবণের কুমার সুগ্রীব ইন্দ্রজিত।
ত্রিভুবন যার বাণে হইল কম্পিত ॥

তাহারে মারিতে আমি না করিলাম ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়॥
যে হউক সে হউক আমি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয় মারি কিংবা মরি॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নিবাণ যুড়ে ততক্ষণ॥
জ্বালিয়া ব্রহ্মাগ্নিবাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে॥
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক আইল লক্ষ্মণ সম্মুখে॥
লক্ষ্মণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার।
পলাইল যত সৈন্য আইল পুনর্ব্বার॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পায় আশ॥
লব বলে লক্ষ্মণ কি কর অহঙ্কার।
মম ঠাঁই পড়িলে নিস্তার নাহি আর॥
আছে যে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি যদি শতেক বৎসর॥
তোমার কটক আছে এই যে ভরসা।
জল হেন শুষিব সেনা না পুরিব আশা॥
সকলেরে সংহারিব তোমা বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥
এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান॥
ষটচক্র বাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছোটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সর্ব্ব সৈন্য কাটে॥
ষটচক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব।
সে সকল সৈন্য নাহি মারিবেন লব॥
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্র মাসে গঙ্গা যেন করে টলমল॥
ডাকিয়া বলেন লব শুনহে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি এক জন॥
মারিলে যে ইন্দ্রজিত রাবণ কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
তোমায় মারিলে পরে মম যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণ জিত সর্ব্বলোক কহে॥
লক্ষ্মণ বলেন বল একি অহঙ্কার।
মম সনে যুদ্ধ তব নাহিক নিস্তার॥
কুপিল লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংসার করিল আলো অগ্নির উজাল॥

লব বীর বিষম ভাবিছে মনে মন।
ধনুকেতে বরুণবাণ যুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন॥
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা তত অস্ত্র হানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে॥
সকল পৃথিবী হইল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার॥
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে মন।
অক্ষয় অজিত বাণ আনিল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছোটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে॥
এত বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কত দূরে গিয়া বাণ উলটিয়া পড়ে॥
দেখিয়াত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সর্ব্ব বাণ তূণে নাহি আর॥
ফুরাইল অস্ত্র যত শূন্য হৈল তূণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ॥
বলেন লক্ষ্মণ পরে লব বিদ্যমান।
এত দূরে মম যুদ্ধ হৈল অবসান॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
একবাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ।
যা হউক তা হউক থাকে যে নির্ব্বন্ধ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ॥
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে যোড়ে॥
বাসুকী তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ জিনিয়া যায় কুশের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে॥
কুশের সহিত লব আসি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্র শিক্ষা॥

শত্রুঘ্নে মারিয়া লবেতে রাখিয়াছে প্রাণ ।
ভরতের সনে যুদ্ধে করিছে কল্যাণ ॥
এবে । তাই মহাবীর নির্ভয়ে আরে ইশ ।
নির্ম্মূল করিবে আজি নিশ্চয়ে এক ক্ষত্র ॥
একেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে ।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর ।
চারি ভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর ॥
বেড়াপাক লাগেতে কুশের মহাবাণ ।
সেই বাণে কুশ বীর পুরিল সন্ধান ॥
বেড়াপাক বাণ যে পরশে পাকে পাকে ।
হস্ত পদ কাটে কারো কার কাটে মাথে ॥
এক ঠাঁই পড়ে মুণ্ড স্কন্ধ আর ঠাঁই ।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখা জোখা নাই ॥
এক বাণে শত্রু সৈন্য করিল সংহার ।
পর্ব্বত প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥
রক্তে নদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে ।
এত সৈন্য পড়ে এড়াইল সাত জনে ॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে ।
পলাইয়া যায় কেহ পিছে ফিরে দেখে ॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইব কেমনে ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে ॥
ভরত বলেন কুশ ক্ষান্ত কর রণ ।
দেখে পলাইয়া যায় এই অষ্টজন ॥
কুশ বলে ভরত না বল এ বচন ।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন ॥
সাত জন যাউক দেশে রামের গোচর ।
বার্ত্তা পাইয়া রাম যেন আইসে সত্বর ॥
শুনহ ভরত বীর আমার উত্তর ।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
মনে ভাব পলাইলে পাবে অব্যাহতি ।
যত কাল জীবে তার থাকিবে অখ্যাতি ॥
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরষ ॥
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয় ।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
শ্রীরামের তেজ বল তাঁর ধনুর্ব্বাণ ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান ॥
কুশ বলে রাম বলি কত গর্ব্ব কর ।
রাম কি করিবেন যদ্যপি আজি মর ॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে ।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥
আমার সমরে যদি জয়ী হল তায় ।
তবে ব্যর্থ ধরি তোমা কর কুশ রায় ॥
তোমারে এড়িয়া দিলে জয় পাছে হাসে ।
বলিবে ভরতেরে কি না মারিলে ত্রাসে ॥
কোনকালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥
এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ ।
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ ॥
ভরত বলেন তোমার বুদ্ধি ভাল নয় ।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আইসে ।
বাহুড়িয়া একজনা নাহি যাবে দেশে ॥
ভরত বলেন কুশ নাহি কর জারি ।
শ্রীরামেরে নিন্দা কর সহিতে না পারি ॥
শিশু হয়ে কুশ তব এতেক বড়াই ।
আছুক অন্যের কার্য্য ভিন মম ঠাঁই ॥
লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার ।
লক্ষ্মণের সমরে তাহার বাঁচা ভার ॥
লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার ।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার ॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত ।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত ॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয় ।
কোনকালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয় ॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার ।
ভরত না হবে তবে তোমার সংহার ॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
তিররাশি কোটি বাণ এড়িল শ্রীভরত ।
দশ দিক জল স্থল ঢাকিল পর্ব্বত ॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার ।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার ॥
কুশবীর বাণ এড়ে ভরত সম্মুখে ।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ॥
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত ।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছাড়িল ত্বরিত ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল একবাণে ।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর ।
এড়িল অক্ষয়জিত বাণ সে সত্বর ॥
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার ।
দেখিয়া ভরত মনে লাগে চমৎকার ॥

কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ এড়ি ধর ধর নড়॥
দুর্জ্জয় ঐষিক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে সে উঠিল অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত বড় হইলেন ত্রাসে॥
ভরত কাতর হয়ে ঊর্দ্ধ পানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥
ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্ত স্রোত শত॥
ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে।
ধাইয়া গেল লব কুশের বিদ্যমানে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া দুই রক্ত ফেলিল পাখালি॥
সংগ্রামের বেশ রাখি গাছের কোটরে।
শূন্য হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন কার্য্যে লব কুশ বাছা এতক্ষণ॥
লব কুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুই জনে॥
কোন চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবনে রাখি মোরা তোমা আশীর্ব্বাদে॥
মিষ্টান্ন আনিয়া দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দন মালা পরিল তখন॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাঁই॥
রাম মুনি বেষ্টিত আছেন যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাত জন গেল সেই খানে॥
সাতজনে দেখিয়া শ্রীরাম চিন্তাবান।
জিজ্ঞাসেন ভরত লক্ষ্মণের কল্যাণ॥
কৃতাঞ্জলি সাত জন করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু ভয়ে নাহি কহি।
সাত জন আইলাম আর কেহ নাহি॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া আইনু সাত জন॥
দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগতে পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ কহিনু উচিত॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন॥
কোথাকারে গেল ভাই ভরত লক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেল তিন জন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলে সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয়॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে॥
তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা সে গাছের ছাল পরি॥
চতুর্দ্দশবর্ষ দুঃখ পাইলে তপোবনে।
ইন্দ্রজিত পড়িল তোমার তীক্ষ্ণ বাণে॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মম ছাওয়ালের বাণে॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে ঘরে ছিল ব্রহ্মচারী॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পায়্যা পরিলে বাকল।
রাজভোগ এড়িয়ে খাইলে বনফল॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল॥
ভাই মম সৌমিত্রি যে প্রাণের দোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী ভিতর॥
বহু দিন যুদ্ধেতে মারিলাম রাবণ।
এক দিন যুদ্ধে তুমি মারিলা লবণ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে॥
নেত্র নীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব কপিপতি দেন প্রবোধ বচন॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন প্রভু নহেন উচিত॥
ক্রন্দন সম্বর রাম স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি॥
শ্রীরাম বলেন যাই ভ্রাতার উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে॥
দুই শিশু মারিয়া শোধিব ভ্রাতার ধার।
অযোধ্যায় তবে হবে গমন আমার॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন।
শ্রীরামের প্রতি করে প্রবোধ বচন॥

রাক্ষস বানর আর কত আছে সেনা।
সাজন করিয়া বাড়ি দিল দুইজনা॥
সুমন্ত্রের তরে রাম করেন স্বীকার।
বাছিয়া সাজায় রথ দেখিতে সুসার॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি॥
চড়েন পুষ্পক রথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলিলা দক্ষিণ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি প্রধান সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী॥
চলিল তিরাশি কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরী চলিল ভুমি যোড়া॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম বিদ্যমান॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্র মিত্র সব চলে করিয়া সাজনী॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্রে চমৎকার॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় আর গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল চত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি॥
সত্তরি কোটি বীরে চলে পবননন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ।
আর যত সেনা যায় কে করে গণন॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
সত্রাজিত মহাবল চলিল সকল॥
কদ্রমুখ চলে আর সুরক্ত লোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় যার দরশন॥
রথের উপরে রাম চলেন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অদ্ভুত কাহিনী।
দুই বালকের জন্যে এতেক সাজনী॥

শ্রীরামের যুদ্ধে গমন।

কটক হইল পার নদ নদী নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে॥
নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুলা।
গগণ মণ্ডলে হৈল কটকের ধুলা॥
সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আছেন শত্রুঘ্ন॥
আর পড়িয়াছে ঠাট দশ অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি॥
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি।
হেন কালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী॥
জানকী বলেন কিবা কহ দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
কোন দিনে লব কুশ পাড়িবা প্রমাদ॥
উভয়েরে করে সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ॥
অভাগীর পুত্র তোরা নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥
কায়মনো বাক্যে যদি আমি হই সতী।
তো সবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি॥
তো সবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত।
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেই মত॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেই মত বেশ করিলেন দুই জন॥
তূণ পূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মুনিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে॥
যে স্থানে শ্রীরাম তথা গেল দুই জন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা যুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে॥
সেই গর্ভে হইল যমক সহোদর।
ত্রিভুবন জয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর॥

এই সত্য রঘুনাথ করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান॥
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আগুসার॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
সেইকালে তাঁহারে বর্জিলা রঘুপতি॥
থুইলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি আর লক্ষ্মণ গেলাম দোঁহে দেশে॥
অতএব রঘুনাথ সেই এই বন।
সীতার এ দুই পুত্র হেন লয় মন॥
যমক দুই সহোদর বুঝি একাকার।
পরিচয় লহ প্রভু তোমার কুমার॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া লেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ নাম॥
তেজ ধর আমারি আমারি ধনুর্ব্বাণ।
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান॥
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমার সমান।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান॥
সেই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার সদন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানি মারিব কিবা আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয়॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি।
কেমনে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি॥
আমি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই।
কার পুত্র আমরা যমক দুই ভাই॥
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
এত দিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন প্রয়োজন॥
পুত্র হয়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলা অন্তরে।
পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
[illegible] করিতে সংগ্রাম॥

দুই ভাই তত্ত্ব না জানে পিতৃ নাম।
ভাঁড়াইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম॥
পরিচয় নাহি দিল হৈল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী॥
শ্রীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয়॥
আমার হাজার কোটি যুথ সেনাপতি।
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী॥
তিরাশি কোটি উত্তম যে তাজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি বাহাতে পুষ্পীঘোড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে যে কোটি সৈন্য।
যার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সর্ব্বজন্য॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে বানর বানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর॥
একেক কটক পড়ে যদি আজি রণে।
তবে অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিদিকে।
দেখ যেন দুই শিশু নারে পলাইতে॥
মন্ত্রিগণ রাম সহ করিল মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিদিকে থানা॥
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমেতে রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া হাতির চাপনে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া॥
মাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই দিকে ধনুর্ব্বাণ যোড়ে॥
লব বলে কুশ ভাই যুক্তি কর সার।
রাম সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ যোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে॥
লব এড়িলেন বাণ মারেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পড়িল কোটি হাতী॥
কুশ বাণ এড়িল মারেতে অবহেলা।
কাটিল তিরাশি কোটি তুরঙ্গের গলা॥
চারি দিকে সৈন্য যুঝে লব কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া যে দুই শিশু যুঝে॥
সৈন্য দেখি লব কুশ ভাবিত অন্তরে।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তরে॥
এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে আইলা রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
সতীপুত্র হই যদি মুনির থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥

মুনির আশীষে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লব কুশ এড়ে বাণ ॥
ষটচক্র বাণ লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান ॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাকে বাণ কুশ পূরিলা সন্ধান ॥
হেন বাণ লব কুশ যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে ॥
সিংহ গর্জ্জেনেতে বাণ তারা যেন ছোটে।
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা দুই শিশু কাটে ॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর।
হস্তে করি কেহ গাছ কেহবা পাথর ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া লব কুশ করিছে কৌতুক ॥
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত আকার ॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা গাছ কি পাথর ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লব কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই।
নিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ॥
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোক চোক বাণ ॥
বাণে বিন্ধি রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥
লব বলে কুশ কিবা শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর ভল্লুক পড়িল অপার ॥
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সত্বর ॥
ক্রোধ ভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করে মারে লব কুশের শিরেতে ॥
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥
তবেত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে ॥

এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব কুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায় ॥
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খায়ে।
হনুমান আইলেন হস্তে গিরি লয়ে ॥
পর্ব্বত এড়িল লব কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব কুশ ফেলায় আকাশে ॥
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান মূর্চ্ছিত পড়িল সে সময়ে ॥
দেখিয়া হনুর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥
বেড়াপাক বাণ কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥
রাক্ষস ভল্লুক যে পড়িল কপিগণ।
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন ॥
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের [illegible] বহে যেন নীর ॥
রক্তেতে [illegible] নদী হইল পাথার।
দেখিয়া [illegible] লাগে চমৎকার ॥
আছিল চাম্পায় কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা ॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥
শ্রীরামের আগে কহে যোড় করি হাত।
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন।
তবেত সবার রক্ষা নতুবা মরণ ॥
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি এ দোঁহার সম ॥
শ্রীরাম বলেন আইলাম সৈন্য সাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কেমতে ॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমতে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করহ ডর ॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে করি যুঝিবারে ধায় ॥
একবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
কোটি কোটি চোক্ষবাণ সেনাপতি এ[illegible]
লব কুশ নিরখিয়া অগ্র নাহি সরে ॥
সেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছত্রাকার ॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব কুশে ॥

যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেক তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম আনহ সংহতি॥
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর॥
আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
তিন জনে এত যদি হৈল বোলাচাল।
সে সকল সেনাপতি আইল পুনর্ব্বার॥
চারি দিক ছাইয়া লব কুশেরে বেড়িলে॥
লব কুশ নিরখিয়া অগ্নিহেন জ্বলে॥
সেনাপতি সকলে যখন যোড়ে বাণ।
লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
সেনাপতি গণের যাবৎ অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হৈল॥
সেনাপতিগণ যুদ্ধে করিল বিরতি।
বলে লব কুশ সেনা সকলের প্রতি॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
আমা দুই ভাই পুরি এখন সন্ধান॥
এড়িলেক বাণগোটা তারা যেন ছোটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি এক জন॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর॥
চিন্তা গণিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিত যত তুমি করিলা সংগ্রাম॥
দুই জনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা॥
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত॥
পৃথিবী মণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি॥
আমারে জিনিতে কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমারে নাহিক কেহ জিনে॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুইজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ॥

পরিচয় দেহ কিবা আমার বচন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কা দেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে॥
শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিস পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয়॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি দিকে মহারাজ।
পুনঃ পুনঃ পুত্র বল নাহি বাস লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের ঠাঁই জান যতে জ্ঞান॥
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল।
তুমিত ধরণীপতি কেন কর ছল॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ॥
তোমা দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি॥
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে॥
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা॥
পিতা পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে দুই জনে॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ॥
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাবাণ লব কুশ পলায় ত্বরিত॥
দুই ভাই পলাইল রাম পান ত্রাণ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ॥
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে।
অগ্র হৈয়া যুঝিতে না পারে দুইজনে॥
এই মত দুই ভাই হৈল পলায়ন।
রামের বিলাপ কৃত্তিবাস বিরচন॥

রামচন্দ্রের বিলাপ।

হরি হরি শুন মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ মিত্র সৈন্য ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
শোকানলে হয় অশ্রুপাত॥
দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম,
যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ।
তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিবে রণ,
যখন পড়িল শত্রুঘ্ন॥
সুদিন কুদিন দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনূমান।
যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণ জিনি রণে,
সেটার শিশুর খায়ে বাণ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে, সহায় সাগর জলে,
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ মহেন্দ্র শরে
এত করাইল দৈব মোরে॥
কত ব্রহ্ম বধ কৈনু, যজ্ঞ মধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভস্ম হৈল,
পরাভব হইল অপার॥
যে বংশে সাগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা,
ভগীরথ বেণু মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া,
জিনে মোরে মুনির তনয়॥
মরিল যে তিন ভাই, মিত্র বর্গ কেহ নাই,
যে সবারে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি, অনাথ হইল সতী,
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে॥
বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে, এত বড় বাড়াইয়ে,
সর্ব্বনাশ করিলেন শেষে।
হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল,
পৃথিবী পূরিল অপযশে॥
মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে,
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা, হইল জীবন শঙ্কা,
পতি হীন হৈল সর্ব্বনারী॥
সূর্য্য বিনা দিবা নহে, জল বিনা মৎস্য নহে,
অরাজক পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল দুঃখ, না দেখি বন্ধুর মুখ,
কোথায় রহিল পরিবার॥

বিদরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার :
মজিল সে অযোধ্যার রাজা।
চারি ভাই এক সাথে, মরিলাম এক দো
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য॥
লব কুশ যম সম, নর বলি করি ত
কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন।
জাতিস্মর দুই জন, করিতে আইল র
পূর্ব্ব বৈরি করিতে শোধন॥
কিম্বা সে দূষণ খর, আইল হইয়া ন
পূর্ব্ব বৈরি করিতে সংহার।
মারিল সকল জনে, সুগ্রীব যে বিভীষ
যত সব সুহৃদ আমার॥
সুহৃদ আছিল যারা, অদ্যাগত প্রায় তা
আর কারে করিব সহায়।
আজি দুইশিশু মারি, কিম্বা যে আপনি ম
তবে ক্ষত্রি ধর্ম্ম রক্ষা পায়॥
আজি দুই শিশু মারি, সে রক্তে তর্পণ ক
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে, এই দাঁড়াইনু র
নাহি দেখি গতি ইহা বই॥
এতেক ভাবিয়া মনে, শ্রীরাম চলেন র
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড, তাহার উত্তরাকা
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শ্রীরামের লব কুশের সহিত যুদ্ধে পতন।

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
সারিয়া চলিল রাম আমা দোঁহা ঠাঁই॥
একবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম।
চল যাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম॥
কুশ হৈতে অস্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুরবাণ দিল আলো করে॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত সমান॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে॥
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ শুনি পাছু হন রাম॥
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুইভাই।
বাণের ঠনঠনি শুনি লেখাযোখা নাই॥
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুইজন।
সঙ্কাপিত লব কুশ ভাবে মনে মন॥

যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা।
সে সব কুশের গলে হয় পুষ্পমালা॥
লব কুশ দুই ভাই যেই অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে॥
এই রূপে পিতা পুত্রে বাজিল সমরে।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমরে॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয়॥
দুই দিগে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিন্ধি শ্রীরাম হইলেন কাতর॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিতে।
কোন দিগ রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিতে॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান॥
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের স্থানে হারিবেন বাপ॥
লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিতে রামের বান্ধে গলা॥
কুশ বাণ এড়িল অপরাজিত নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম॥
করেন ছটফট রাম তখন প্রাণ আছে।
ধাইয়ে গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে॥
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব কুশ কাড়ি লয় গায়ের আভরণ॥
কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ূর হস্তের ধনুঃশর॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্র শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
হনূমান জাম্বুবান উভয়ে অমর।
দুই জন নাহি মরে কত মন্বন্তর॥
উঠিবার শক্তি নাহি বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন॥
যাইতে দেখিল পথে বানর ভালুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাপ্টি বান্ধি উভয়েতে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে॥
সত্বর গমনে দুই ভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর॥
হনূমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায় ঠেঁই থুইল বাহির॥

এক দৃষ্টে চাহেন জানকী করি তায়।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই ঠায়॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি॥
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধ কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
সবার সহিত করিলাম মহারণ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা তাহে চারিজন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন॥
আসেছিল যত সৈন্য কেহ তার নাই।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা শুন মাতা তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটা কপি আনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে না দেখগো আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি যুদ্ধের সাজন।
এই দেখ আনিয়াছি রাজার আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিন্তিত তখন।
শিরে করি করাঘাত করেন রোদন॥
হায় হায় কি করিলে ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলে পৌরুষ॥
কোন স্থানে মারিলি সে কমললোচনে।
চল যাই পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরত শত্রুঘ্ন॥
কোন স্থানে রয়েছিল সবার প্রসঙ্গ।
শৃগাল কুক্কুর পাছে ছোঁয় প্রভুর অঙ্গ॥
রাগে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে দুই ভাই শিরে হাত কান্দে॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্ত পদ বান্ধা হনূমান জাম্বুবান॥
মৃত প্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মন হইল হুতাশ॥
জানকী বলেন লব করিলি কুকর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি ধর্ম্ম॥
তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠপুত্র হয় হনূমান।
এই হনূমান মম দিল প্রাণ দান॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনূমান পুত্র মম করেছে উদ্ধার॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক॥
পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন॥

এখনি মরিব প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলঙ্ক না লুকাইবে রহিবে বিখ্যাত ॥
কোথায় রাখিল তাঁরে বাড়ি চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লব কুশ প্রতি কত করেন ভর্ৎসন ॥
লব কুশ শীঘ্র এই খুচাও বন্ধন।
হনুমান জাম্বুবান করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা শিশু দুই জন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্বুবান হনুমান।
কহিলেন সীতাদেবী তার বিদ্যমান ॥
এক সত্য হনুমান করহ পালন।
কার ঠাঁই না কহিও এ সব বচন ॥
তোমারা রামের পুত্র এই দুই জন।
না চিনে করিল যুদ্ধ মন্যু করো নাই ॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিণীর প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দৌড়ে যায়।
শ্রীরামের উদ্দেশে চলেন তিন জন।
উপস্থিত হইলেন যথা ছিল রণ ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়াত জানকী করেন হাহাকার ॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন ॥
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
একেবল ঘটে যে আমার কর্ম্মফেরে ॥
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাওয়ালের বাণে প্রভু হারাইলা প্রাণ ॥
সর্ব্ব লোকে বলিলেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা ॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥
শিরে হাত লব কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥
ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তোমার দোষে মা তিন জন ॥
তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা।
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাহি কায ॥

এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥
সীতা বলে আমি অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিহ অবশেষ॥
তিন জন গেল তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগণ মণ্ডল॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন॥
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন জল যেন রক্তময়॥
মুনি ভাবে লব কুশ করে মহারণ।
দেশেতে চলেন মুনি কৃত্তিবাস কন॥

বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন ও সৈন্যাদির পুনঃ জীবিত হওন।

ছয় মাসের পথ আইল চক্ষুর নিমিষে।
তিন জন দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশে॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে॥
গৃধিনী শকুনী আর শৃগালের রোল।
কলকল ধ্বনি করে জলের হিল্লোল॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কেন সীতা কহ শুনি॥
জানকী বলেন প্রভু না জান কারণ।
লব কুশ তোমার করিল মহারণ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেন লব আর কুশে॥
এত দিন ভাল ছিলাম তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখাইয়া পাড়িলা প্রমাদে॥
তুমি শিখালে মুনি নানা অস্ত্র শিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে শ্রীরামেরে জিনে দুইজনে॥
রঘুনাথ বিনা মম নাহিক জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন॥

বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যাজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
উঠিবেন পড়িয়াছে আর যত জন॥
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে॥
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃতজীবি জল।
মুনি ধ্যান করিয়া আনিল সে সকল॥
মুনি বলে শুন শিষ্য আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূর ছড়াইয়া দেহ এই নীরে॥
এক মন্ত্রে জল পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেক তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া গাত্রঝাড়া॥
মৃতজীবি জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উঠে ভরত শত্রুঘ্ন॥
উঠিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥
উঠিল তিরাশি কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী উঠে রাঠি আর ঝকড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠিল তখন॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি আর যত বীর।
উঠে সৈন্য সামন্ত যে অক্ষয় শরীর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
দূরে হৈতে সীতা দেখি পাইল জীবন॥
রামজয় বলিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুই পুত্র লয়ে ঘরে করহ গমন॥
লব কুশ সীতা জিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী॥
সীতাকে চিনিয়া ছিল পবননন্দন।
বাল্মীকির মায়াতে পাসরিল সেইক্ষণ॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেন মুনিকে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুই দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে রাম আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লইয়া আমি তারে করাব মিলন॥
অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে।
যজ্ঞ পূর্ণ দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে॥
সকল সহিত রাম আইলেন দেশে।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

যজ্ঞ সম্পূর্ণ ও বাল্মীকি মুনি লব কুশ সমিভারে অযোধ্যায় আগমন।

এ সব গাইল গীত হৈমিনী ভারতে।
সংক্ষেপেতে যে গাই কিছু বাল্মীকির মতে॥
অশ্ব আদি করিলেন যজ্ঞ সমাপন।
নানা দেশী ব্রাহ্মণে দিলেন নানা ধন॥
বড় পরিপাটি যজ্ঞ করেন ঠাকুর।
শিষ্যসহ আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্মুখে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বারো শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লব কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি॥
বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয়।
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন॥
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি।
দুই ভাই লয়ে মুনি করেন যুকতি॥
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানে।
ধনুক সংগীত বিদ্যা পাইলে মম স্থানে॥
ধনুর্বিদ্যা দেখাইলে আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জয় বড় দুই সহোদর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়া তাহারে জিনিলা দুই জনে॥
ধনুর্বিদ্যা তোমারে করাইলাম সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পাইলাম আমি তাহার পরীক্ষা॥
গীত বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দুই জন।
রামের অগ্রে কালি দোঁহে গাও রামায়ণ॥

অনেক দ্বীপের রাজা আইল এই স্থানে।
রামায়ণ গীত কালী গাইবে দুই জনে॥
দুই ভাই কর যদি কবিত্ব প্রচার।
মুগ্ধ হয়ে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতী দেবী।
আমি আদি করিয়া সকলে তাঁরে সেবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ॥
তবে রাম জিজ্ঞাসেন সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর॥
আর যুক্তি কহি শুন তোমা দুই জন।
মিষ্টস্বরে উত্তরে গাইবে রামায়ণ॥
যখন গাইবে গীত মায়ের বর্জ্জন।
না বলিহ শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরম গর্ব্বিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে শুন রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥
বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ॥
বিভাবরী প্রভাত উদিত ভানুমান।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখবর্ণ দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
হস্তে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান যেন রামায়ণ॥
হাটে ঘাটে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে॥
কহিল অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশু মুখে মিষ্ট গান শুনিতে উচিত॥
অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ॥
বীণা হস্তে করিয়া বসিল সে সভায়।
রামায়ণ বাল্মীকের কৃত্তিবাস গায়॥

নব কুশের রামায়ণ গীতারম্ভ।

অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ॥
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূর্ণিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত॥
দুই ভাই গীত গায় রামায়ণ বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা॥
বীণা যন্ত্র বাজায় আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতেতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ॥
সর্ব্বলোকে সভায় করিছে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কি না জানি॥
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই দুই শিশু সহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে
সংসার মোহিত হয় রামায়ণ গীতে॥
তপস্বীর বেশে দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ শমন॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥
কোন বিধি নির্ম্মাণ করিল দুই জনে।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনি রামায়ণ॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
রামের এ দুই পুত্র কভু নাহি নড়ে॥
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুছন্দ সুপ্রবন্ধ পদাবলি॥
দুই ভ্রাতার গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান॥
লক্ষ্মণ শুনিলেন শ্রীরামের বচন।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন॥
গায়কেরে দিলেন পুরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আরো পুষ্পমালা॥
উত্তর গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র অলঙ্কার মম নাহি প্রয়োজন॥
কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥
শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ বল শুনি॥
ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে করি যোড়হাত॥

দুই শিশু বলে শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলে যত কিছু কহি বিবরণ॥
চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক পরিমাণ।
এপার শত সহস্র বাক্যের ব্যাখ্যান॥
যে জন শুনিতে ইহা করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস॥
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহারা বাসনা করে কলয়ে তাহার॥
অশ্বমেধ করিলে যে শ্রীরাম এথম।
এই ফল পাবে সব শুনে রামায়ণ॥
তুমি না জন্মিতে ষাট হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
অবতার না হইতে বাল্মীকের গাঁথা।
আদ্যকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্ম কথা॥
শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পাইলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড॥
তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য।
পাঠায় তোমারে বনে অতি সে দুঃসাধ্য॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে।
শিরে হস্ত কান্দে রাম স্ত্রী আর পুরুষে॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পাইয়া তব শোক॥
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া॥
বাসিমড়া তৈলের ভিতরে দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত॥
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
মরিলা রাক্ষস বত যার মুখ্য খর॥
সেই শোকে শ্রীরাম পাইলে বড় তাপ।
কিষ্কিন্ধ্যার বালি মারি সুগ্রীবের লাভ॥
সুন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার।
লঙ্কার রাবণ বীরে করিলা সংহার॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গে পিতা সম্ভাষিয়া দেশে আগমন॥
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে সর্ব্ব প্রজা॥
দশ হাজার বর্ষ লোক করিবে পালন।
[illegible]র হাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
[illegible]জার বৎসর ছিল পিতৃ পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই॥
[illegible]গার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
[illegible]

গীত গায় যখন যাহের বয়ঃমান।
তখন দোঁহার বয় বর্ষ দশ ভাব॥
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকের স্থানে।
সংহার যোহিত হয় সে গীতের তানে॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনি শাপে॥
স্বর্গবাস যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না রচিলেন আর॥
লব কুশ সঙ্গীত গাইল এক মাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

শ্রীরাম লব কুশের পরিচয় লইয়া আপন।
পুত্র বলিয়া সম্ভাষ করেন।

এক মাসে গীত যবে [illegible]ইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তাহে [illegible] শ্রীরাম॥
আমি তোমা সবাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন বংশে জন্মিলে দোঁহে কাহার নন্দন॥
লব কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় করে দোঁহে যেইমতে॥
না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা।
বাল্মীকের শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় লয় শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি রামের ক্রন্দন॥
আর পত্নী না করিব আছয়ে সন্ততি।
কোন দোষে বর্জ্জিলাম সীতা হেন সতী॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি জ্ঞানবান।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আরো বর্ত্তমান॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আনি নিজঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে॥
স্ত্রী পুরুষে আইলেন সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কানা খোঁড়া কৈল আগুসার॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি আইল সারি সারি॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন একি সর্ব্বনাশ॥
এইরূপে নারীগণ করে কানাকানি।
হেন কালে আইলেন রাজা তিন রাণী॥

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝায় তিন রাজার গৃহিণী॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার॥
ধন্য জনকের ধন্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতারে জানিহ তুমি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্ব প্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে যাউন নিজ দেশে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা না কর বিবাদ।
পরীক্ষা না দিলে পাব লোকে অপবাদ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ॥
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রী অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার॥
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেল অন্তঃপুর॥
শ্রীরাম বলেন যে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুণ গমন॥
সঙ্গে রথ লয়ে যাউন সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি সীতারে আনহ শীঘ্রগতি॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসা করেন মুনি কহ সারোদ্ধার॥
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥
শুনহ আমার বাক্য জনক দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে তব আইল দেবগণ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসার বিদিত।
আরবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত॥
এক ঠাঁই হইয়াছে সর্ব্ব দেবগণ।
কার বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন॥
জানকীরে কহিলেন এই মত মুনি।
সীতার নয়নে জল ঝরিল অমনি॥
মুনির তনয়া বধূ তাপসেতে আগুলি।
সে সভার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
জন্মাবধি দেহ না দেখা নাহি হবে আর॥
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল থাকিল মর্ম্মব্যথা॥
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুর বচন যে তোমার॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকের তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
মুনি স্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশ যান তিনি আলো সেই পুরী॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিল গমন।
জয় জয় হুলাহুলি কৃত্তিবাস কন॥

পৃথিবী সপ্ত পাতাল হইতে আগমন ও সীতার পাতাল প্রবেশ।

জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে।
হেনকালে সীতা গেল সবার ভিতরে॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথে হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে চাকিছে বিজুলি
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন॥
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ পাণী।
সীতার শরীরে পাপ আমিত না জানি।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
সীতা যে পরম সতী জানে এসংসার।
সীতার চরিত্রে শ্রীরামের অধিকার॥
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥
ঘরে লহ সীতারে কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন রাম না করিহ আন।
দুই পুত্র রাখ নিয়া আপনার ধাম॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বার বার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেব বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম সেকারণে।
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥